







# উদাসী ।

প্রথম খণ্ড ।

আহমদী সম্পাদক —

আব্দুল হামিদ খান ইউসফজয়ী  
কর্তৃক বিরচিত ।

খোন্দকার বসির উদ্দীন মিক্রো  
কর্তৃক প্রকাশিত ।

টাঙ্গাইল—আহমদী প্রেসে  
সাধু সরকার প্রিন্টার দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩০৭ বঙ্গাব্দ ।

—::—

মূল্য ২ ছই টাকা মাত্র ।



## উৎসর্গ ।

পরম মাননীয় ও পরম বরণীয় বঙ্গ, ভারতীয়  
বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কবি সম্প্রদায় ও ভাবুক  
সম্প্রদায় এবং লিখক সম্প্রদায়ের কর-কমলে  
এ অকিঞ্চন জনের আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি  
প্রফুল্লতা ও স্নেহ মমতা এবং ঐকান্তিক আগ্রহ  
যত্র সহকারে যথানিহিত বিনয় ও সম্মানের সহিত  
অত্র উদাসী নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থগানি উপহার রূপে  
অর্পণ করিলাম । মহাত্মাগণ অনুগ্রহ পূর্বক গ্রহণ  
করিলে জীবন সার্থক জ্ঞান করিব নিবেদন মিতি ।

একান্ত বিনয়াবনত —

গ্রন্থকার ।

আটীয়া, চরাণ গ্রাম, বঙ্গে স্থানদিত ধাম,  
তথাতে জন্মিলা কবি, আব্দুল হামিদ নাম ।—  
মাতা “হামিদননেছা”, পিতা “বশারত আলী”,  
পিতামহ “শাহা কামাল” টিউসফজী পাঠান বলী ।  
কাল সমুদ্রের মাঝে, ক্ষুদ্রে এ নিদর্শ তার,  
যাকে ভাল বাসে প্রাণ, তাকে দিল উপহার ।

ধর লও, মনে রে'খো, ছাড়ি যবে এড়বন,  
সেই ধন্য, দেব গণ্য, স্মরে যারে গুণি গণ !



# সূচী পত্র ।

—:—

১৫৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা—কয়েকটি বিশেষ নিবেদন	১০
মুদ্রাক্ষণ সম্বন্ধে ক্রটি স্বীকার	এ
সর্ব সাধারণ সমীপে গ্রন্থ প্রচলনের প্রার্থনা	১০
গ্রন্থ প্রচলনের অন্তরায়	এ
মোসলমান সমাজের অবনতি ও অশিক্ষা	এ
মোসলমান সমাজের জাতী ও স্বজাতি হিংসা	১০
মোসলমানের প্রতি হিন্দু সমাজের অন্তত দৃষ্টি এবং	
সারস্ব বিহীনতা—	১০
বঙ্গ ভাষার প্রতি রাজার অকুপা	১০
সাহিত্যের প্রতি দেশীয় লোকের অপ্রবৃত্তি—	১০
নিজের ভাবে নিজে	১০
এ গ্রন্থ পাঠের জন্য যে রকম পড়ুয়া চাই—	এ
গ্রন্থ পাঠের প্রণালী—	১০
কবিতা পাঠের জন্য পৃথক অভ্যাস ও অন্য গুণ চাই	১০
বঙ্গ ভাষার নূতন বিষয়	এ
বঙ্গ ভাষার কলেবর বৃদ্ধির উপায়—	১০
গ্রন্থের উদ্দেশ্য—	এ
সমালোচক সম্বন্ধে—	১০
ভূমিকা—বিশেষ মন্তব্য	১০
অন্তর্ভুক্ত ও অধ্যায় জগৎ	১০

বঙ্গ দেশীয় মহাত্মা ও পত্রিকা সম্পাদকগণ—	১৮০
কবির হেম চন্দ্র বানার্জি—	১৮০
কবির নবীন চন্দ্র সেন	১৮০
কবির রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর	ঐ
ভাগ্যবান রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়—	১৮০
অনারেবল্ আনীর আলী সাহেব—	ঐ
মাননীয় সুরেন্দ্র নাথ বানার্জি—	১৮০
মহাত্মা সার্ সৈয়দ আহম্মদ সাহেব	ঐ
ভারতের অবনতির কারণ	১৮০
ব্রাহ্ম ধর্ম	ঐ
A broken hearted retired traveler's Lamenting song.	1
Hopeless Song ( What is fault of Got )	3
উদ্বোধন ( স্বদেশানুরাগ )	১
সংসার বিরাগী জিতেন্দ্রিয় শ্মশি—	৯
হজরত ছুনিদ—	ঐ
যোগ সাধনা ও কবি সমাজের নিকট অনুরোধ	১১
নীতি ধর্ম পরায়ণ ও পুণ্যশীল না হইলে বড় লোক	
হওয়া যায় না—	১২, ১৩
নিঃস্বার্থ পরামর্শ প্রেমিক—	১৩
হাশিম্ বাউর —	২১
নবীন সম্রাট ( প্রহান )	২৫
রাজর্ষি এড্রাহিম আহম্মদ	ঐ
বুদ্ধ, পাণ্ডব	২৬
বিবেক	৩০

সাধের পাখি	৩১.০০। ৩৯
ভয়াশ প্রবাসী ( স্বদেশ পানে )	৪১
দাঁড়াও পথিক হ্যাঁদে	৪২
বিজন পল্লী ও গোর স্থান	৪৪।৫৫
শ্মশান সঙ্গীত	৪৭
চান্দ্রের বাজার	৪৮
উৎপীড়িত প্রেমিক	৫১
দেহ ও মন ও আত্মা	৫৩
মারিলেও মৃত্যু নাই	৫৪
অমূল্য মাণিক	৫৫
মনরূপী পাখি	৫৭
স্বর্গ ভ্রষ্ট দেব নর	৫৯
পুণ্যলোক ও চির বসন্ত	৫৯।৬০
কি জানি কি চাই	৬১
বিধাতার অপকর্ম	৬২।৬৩
মানব নিকৃষ্ট	৬৪
শেষ শয্যা ( দেশান্তরীর পরিতাপ )	৬৭।৬৮
অপরিণাম দর্শী অহঙ্কারী	৬৯।৭০
অনন্ত যাত্রা	৭১
কর্মের দোষ আর বুদ্ধির দোষ	৭৩
পরিতাপ	৭৪
প্রস্তুত শয্যা	৭৫।৭৬
উদ্ভ্রান্ত পাষাণ প্রেমিক	৭৯
মর্ন ও প্রাণ হীন দেহ	৮১

প্রেমের সাধনা	ঐ
অপ্রকৃত প্রেম	৮০
খাটি প্রেম	৮১
যুবতী জীবন	৮৪
প্রেমের বিকার ও পরিতাপ	৮৩।৮৫
অবশী বিদ্যা	৮৬
অদৃষ্ট বাদ	ঐ
পরকাল ও অন্ধ বিশ্বাস	৮৭
সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক গণের দশা	৮৮।৮৯
পাষণ্ড প্রেমিক ও পরকাল	৯০।৯১
দেবী ভ্রমে পিচাশিনী	৯২
নিশিথ ভ্রমণ—রেয়াজ উদ্দীন ও নওয়াশের	৯৪
প্রাকৃতিক শোভা	৯৫
মহানীতি চতুর্দশ	৯৮, ৯৯
খর নিদাঘে	১০৫
যাহার পক্ষে যে কার্য্য নয়	১০৮।৯
সায়ংকালে নদী তীরে (অবসগ্ন বৃদ্ধ সাধক)	১১৫
বিগত সুখ পরিবার	১১৬
নিরাশ সঙ্গীত ( ব্রহ্মপুত্রতীর )	১১৯
সোণার তরী সাধের ভরা	১২০
সোণার প্রতিমা বিসর্জন	১২৩
কাল স্রোতের উজান ভাইটানী	১২৪।২৫
শোক স্মৃতি ও বিগত পুরী	১২৭
বিবাদ সঙ্গীত—( ভাঙ্গা হিয়া )	১২৯

আমিত্ব হারা	১৩০
আখিজল, কামার তোড়া, কামা মহাজন	১৩১
জীবন মরণ	১৩২
ভুলে মরা	১৩৩
এ হৃদয় শূনা ভিটা	১৩৫
আমিরে উদাগী জন	১৩৬
আমিরে তাহার	১৩৭
নিরাশ সাধক	১৩৮
দুরন্ত আশা	১৩৯
অসম্ভবে সম্ভব	১৪১
জীবন প্রহেলিকা	১৪২
জীবন কি বস্তু	১৪৩
সময়	১৪৪
উদাস সঙ্গীত ( স্মৃতি স্থান এবং নিত্যধাম )	১৪৫
নভোস্থল—মর্মান্তিক ব্যথা	১৫১
বিশ্ব চিত্র	১৫৭
ভবিষ্য বিজ্ঞান	১৫৮ ৫৯
সমুদ্র যাত্রী ( উদারতা )	১৬১
হিমাল ( বিজন প্রবাসী )	১৬৬
খজুর বৃক্ষ ( সমুদ্র যোগী )	১৬৮
প্রিয় গিরহী ( ভবের বাজার এবং প্রকৃতির ( সেই পুষ্প দৃশ্য )	১৭০
মর্মান্তিক ব্যথা ও জাগ্রত স্মৃতি	১৭২/৭৩
ভব সংসারে একা পথিক	১৭৫

ধোরতর নৈরাশ্য	১৭৭
অন্তরের টেলিগ্রাম	১৭৯
কবিতার স্মৃতি গাঁথা	১৮১
বন ফুল ও বুল্ বুল্	১৮২
দন্ধ তরু ( অন্তিম দশা )	১৮৩
অবস্থার বিপর্যায়	১৮৪।৮৫
অসময়ে কেহ কাহারও নয়	১৮৭।৮৮
জীবনে প্রতারণিত নির্জ্ঞান নিবাসী	১৮৯
অদৃষ্টের পরীক্ষা	ঐ
কাঞ্চন ও কাচের ভেদ এবং রূপ গুণের বৈষম্য	১৯০।১৯১
হায় সেই দিন	১৯৩
দেইখে পাগল ( কালের ধারা )	১৯৭।১৯৯
বিশ্ব কলঙ্কী—	০ ১৯৯
নিন্দে মোরে মৈতে নারি ও কহিতে আপন দুঃখ	
পর প্লানি হয়	২০১
ভাগ্যে যাহা নাহি ঘটে চেষ্টাতে কি হয় ?	ঐ
কপালের তুল্য নয় রূপ গুণ কুল	২০২।৩
গর্বিত জ্ঞাতি এবং সমানে সমানে	২০৪
প্রিয় বিরহী	২০৭
ভালবাসার ঋণ	২০৯

### কিরণ প্রভা ।

আভাস (ভারতবর্ষ, রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগোবিন্দের প্রেম)	২১৩
একটি আকাঙ্ক্ষা	২১৪
প্রেমের ভাষা	২১৪।১৫
কিরণ প্রভার ঔপন্যাসিক ইতিবৃত্ত	.
ও বিশেষ পরিচয়	২১৬—২২৫

প্রিয়া হারা দেশ ত্যাগী সম্যাসী—

( কিরণদেবের অস্থিরতা )	২২৬
হৃদয়ের আপ্ত কথা	২২৭
গোপন পৌরতি	২২৮
দুইয়ে এক ও একে দুই	২২৯
জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম	২৩০
সেই সে তাহার ভুলা	২৩১
বিধাতার অপকার্য—	২৩১।৩২
ভাবে নিঃসহায়া একাকিনী	ঐ
প্রেমে আত্ম সমর্পণ ও ভেদ জ্ঞান রহিত	২৩৩
বিশ্বাস ঘাতকতা	২৩৪
বিধাতার ভুল	২৩৫
মরণই মঙ্গল	২৩৭
দুরন্ত স্মৃতি চিহ্ন	২৩৮
মৃত্যু সংকল্পনা স্থির করতঃ সাগর উদ্দেশ্যে যুবরাজ	
কিরণ দেবের প্রস্থান	ঐ
রাজকন্যা প্রভাদেবীর ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক ভৈরবিনীর	
বেশে দেশ দেশান্তর পর্যটন করিতে ২ হুঠাৎ কিরণের	
সহিত সাক্ষাৎ—	২৩৯
প্রভাদেবীর প্রথমতঃ কিরণকে চিনিতে না পারিয়া স্পষ্ট	
পরিচয়ার্থে অভ্যর্থনা ও পরিচয় প্রার্থনা	ঐ
সম্যাসী ( কিরণ দেবের উত্তর )	২৪০
ভৈরবিনী অর্থাৎ পুনর্ব্বার প্রভাদেবীর উক্তি	২৪১
কিরণের প্রত্যাখ্যান	ঐ
নিঃসন্দেহ রূপে যুবরাজকে চিনিবার জন্য প্রভা দেবীর	
চাতুরীময়ী উক্তি ও সঙ্গে যাইবার জেদ	২৪৩.

পুনঃসার যুবরাজের উক্তি (সন্ন্যাসী)	২৪৯
ভালরং ভালাই নাই	ঐ
পাথারে কোলাহল শয্যা, শিশিরে কিতর ।	২৫০
দুরন্ত অভিমান	২৫০।৫১
প্রেমের ব্যাখ্যান	২৫৪—২৬২
হিংসা, প্রীতি এবং স্বার্থ	২৬২
বলিতে ২ যুবরাজের মুচ্ছিতাবস্থায় ভূতলে পতন	২৬৪
রাজকন্যার প্রবোধ ও যুবরাজের কল্যানার্থে প্রার্থনা ঐ	
রাজকন্যার নিকট যুবরাজের কৃতজ্ঞতা	২৬৫
আত্ম-জ্ঞান লাভার্থে যুবরাজকে রাজকন্যার উপদেশ ও	
প্রেম শিক্ষা দান	২৬৭
সন্ন্যাসী যুবরাজের যোগ ধ্যানে প্রেম সাধনা	২৭০
যুবরাজের ভ্রম দূর হওয়া ও ভৈরবিনী বেশ ধারণী স্বীয়	
প্রিয়তমা রাজকন্যা প্রভা দেবীকে চিনা	২৭১
রাজকন্যার উচ্ছ্বাস বিলাপ ও দুঃখের আত্ম কাহিনী	২৭৫
পরিশিষ্ট—সম্মিলন	২৮৮

### অরুণ ভাতি ।

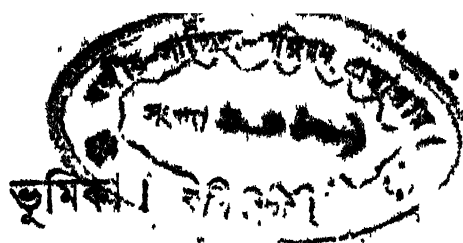
পরিচয় অর্থাৎ অরুণ ভাতির আদি অন্ত বিশেষ চিহ্নবৃত্ত	২৮৯—৩০৫
বিশেষকথা অরুণ ভাতির নাম সম্বন্ধে	৩০৫
কি ভাবে ও কি রূপে কাব্য লিখিতে হয় তাহার মন্তব্য	৩০৬
যে প্রাণালীতে ও যে ভাবে অরুণ ভাতি ও কিরণ প্রভা	
রচনা করা হইল তাহার সংক্ষেপ ব্যাখ্যা	৩০৭
কবি সমাজের নিকট একটি প্রার্থনা	৩০৮
যুবরাজ অরুণের দেশান্তরী হইবার উপক্রম	৩০৯
ছদ্মবেশে প্রস্থান	৩১২

ঘোটকের প্রতি	৩১৩
ভূমির প্রতি	৩১৫
পিড়া মিডের প্রতি	৩১৭
জলাধিকে বক্ষা করিয়া	৩১৮
মাইল নদের প্রতি	৩১৯
কুপ্রভাত ( বিরোগ সঙ্গীত )	৩২১
যুবরাজ অরুণের পলায়নে দেশময় হাহাকার	৩২২
জননীর বিলাপ ও প্রলাপ	৩২৫
মধুর মামা গোল	৩২৯/৩১
অকৃত্রিম মাতৃ স্নেহ—	৩৩১/৩৫
যুবরাজ উন্মত্তাবস্থায় প্রথম যাত্রা তত্কার দেশ অভিযুগে যাইতে২ দুঃখ ক্রমে জর্জরিত হইয়া যে সকল অসহ আক্ষেপ করেন	৩৩৯
ভুলিতে চাওয়া	৩৪২
জগদীশ্বরের অসীম দয়া উপলক্ষে	৩৪৪
কেবলি একটি মুক্তি	৩৪৫
অসাধারণ ধৈর্য্য	৩৪৭
অশ্রুত মাহাত্ম্য	৩৪৮/৩৪৫
ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্বক উচ্ছাস	৩৫৫
যুবরাজ তাতার দেশে উপনিত হইয়া রাজ কন্ঠার রূপ দর্শনে বিচলিত ও পরে কৌশল অবস্থান	৩৫৭
নারীমাহাত্ম্য	৩৫৮/৩৬৩
মচ্চিদানন্দ স্বরূপ রূপ	৩৬৫
স্বামী হারা রাজবধু ভবাদেবীর উচ্চাটন ও ঔদ্যোগ্যতা	৩৬৭

প্রাণের পোড়ানী	৩৬৯
ঘোরতর অশান্তি	২৭১
ঊষাদেবীর স্বপ্ন দর্শন ও ভাবের বিপর্যয়	৩৭০
ঊষাদেবীর গৃহত্যাগ ও ভৈরবিনীর বেশ ধারণ	৩৭৭
দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণের পর ঊষাদেবীর নৈরাশা ও ঘোরতর আক্ষেপ	৩৮২
বিরহ সঙ্গীত ( উদাসিনী কৈরারে প্রাণ ভুই মজালি আমারে )	৩৮২
উষার বিলাপ সঙ্গীত ( সে গেলরে, গেল কোন্ দেশে ; কভরে কও পাখি এং কোথায় গেল রে প্রাণের মখা )	৩৮৬/৮৭
ঊষাদেবীর কর্তৃক পতি মাহাত্ম্য কথন ও অপূর্ব পতি-প্রেম-যোগ শাস্ত্র কীর্তন এং বিরহ নিচ্ছেন, হুখ, দুঃখ ও পাপ নরক ইত্যাদির অতিসূক্ষ্ম চিত্র প্রদর্শন—	
পতি মাহাত্ম্য	৩৯০/৩৯৮
প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ও প্রথম হাসি	৩৯৭
দাম্পত্য প্রণয়ের প্রথম ভাব	৩৯৮/৪০০
পতি প্রেম-যোগ	৪০১/৩
বিরহ ও বিচ্ছেদ ও পাপ নরক	৪০৬/১১
হুখ, শান্তি এবং প্রকৃত দুঃখ	৪১২-১৮
সুবদ্রাজের দ্বিতীয় বার পলায়নের চেষ্টা	৪১৯
দীর্ঘ স্বপ্ন	৪২০-৪২৪
শ্রীমতী	৪২৫

দূর দেশান্তরে যুবরাজের খেদ ও মর্মান্তিক হৃদয় উচ্ছ্বাস	৪২৬—৩৬
যুবরাজের ঘোরতর বিকৃত ভাব	৪৩৬—৩৯
ভালবাসার বিকৃত ফল	৪৪০
বিশেষ বুদ্ধি ও স্মৃতি	৪৪২
প্রেমের লক্ষণ	৪৪৬
মনের ব্যবসায়	ঐ
প্রেমের বিজাতির ধর্ম্মানুসারে আত্মবলি জন্য যুবরাজের জাতির দেশে গমন	৪৪৯
প্রাণ ত্যাগে যুবরাজের কৃত সংকল্প ও বিকট আক্ষেপ	৪৫৪
অরুণ ভাতির মিলনের পর উষাদেবীর মর্মান্তিক আক্ষেপ বিষাদ সঙ্গীত ( দারুণ মরমের ব্যাথা স্থখের আশে, ভবে এসে )	৪৫৭
করিব গান মন্থকে বক্তব্য	ঐ
অরুণের উদ্দেশ্যে উষাদেবীর স্বগতঃ বক্তব্য সঙ্গীত ( জাগর, পরমান্ন স্থখের নিশি যায় )	৪৬০
উষাদেবীর মর্মান্তিক গভীর প্রার্থনা	৪৬৪
উষাদেবীর মৃত্যু জন্য প্রস্তুত ও শমনের উদ্দেশ্যে ( শমনে তুই দাঁড়া )	৪৬৭
উষাদেবীর খর প্রবাহে বাষ্প প্রদান	৪৬৮
সঙ্গীত—( হালি ধৈর্য দীনকাণ্ডারি ) ভূবিতেঃ ( লগ্ন কোলে লগ্ন )	৪৬৯
উষাদেবীর মৃত্যু পর অরুণের উদাস্য ও জীবনের প্রার্থনা ( গভীর উচ্ছ্বাস )	৪৭০ •

ভাতি দেবীর ঘোরতর আক্ষেপ	৪৭০
ভাতি দেবীর বিলুপ্ত সঙ্গীত ( আমার কন্ঠের লেখা বিধির বিড়ম্বন )	৪৭৮
রাজালীর জাতিয়তা ও খাটি জিনিষ	ঐ
অরুণকে অন্বেষণ করিতেঃ ভাতি দেবীর দুঃস্তু আক্ষেপ সঙ্গীত ( শোণরে ! কি যাদু ক'রেছ তুমি মোরে )	৪৮১
প্রেমে আত্ম হারা ও অদ্বৈত ভাব	৪৮৩
পার্বিণ প্রেমের অনারতা উপলব্ধি ও ভাতি দেবীর ঈশ্বরশক্তি সঙ্গীত— ( আমি কোন্ মুখে যাব নাথ ! আর ভোগার দ্বারে )	৪৮৭
ভাতার রাজের ঔনাম্য ভাবের সূচনা—বিবেক সঙ্গীত ( বলরে কি দগা হবেরে আমার )	৪৮৯
ভাবিতেঃ সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনা	৪৯০
গ্রন্থকারের একটি ভিক্ষা	৪৯২
সৃষ্টির অনারতা	৪৯৬
শেষ মরণই মার ( জন্মিলে মরণ খণ্ডাবে কে )	৪৯৯
ভাতার রাজের বৈরাগ্য	৫০০
ঈশ্বর আরাধনা সঙ্গীত ( পাপ রসনা ! নাম জপে কেনে রসনা )	৫০২
সকলের সমন্বয়	ঐ
ভজন সঙ্গীত ( নাথ ! আমি পাপী জন )	ঐ
নব বৃন্দাবন ( বাজিছে মধুর মোহন মুরলী )	৫০৩
বিভূ গুণ গান ( গাওরে গাও জলদ বিদ্রুতি )	৫০৪



(କରେକଟି ବିଶେଷ ନିবেଦନ ।)

## ୧ । ଯୁଦ୍ଧାର୍ଘ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ କ୍ରେତୀ ସ୍ୱୀକାର ।

ଆମାର ରଚିତ କାବ୍ୟ, ମହାକାବ୍ୟ ନବୀତ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକ ସକଳ ଏକତ୍ର ଏକ “ଗ୍ରନ୍ଥାକାରେ” ସମଗ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ, ଏତଦିନ ଏହି ବାସନା ନୀରବ ଛିଲିଲା । ଏବେ ଶାନ୍ତ-ରୀତିକ ଅବସ୍ଥା, ଜୀବନର ଅନିତ୍ୟତା, ସାମାଜିକ ଡାକ ଗତିକ, ଏବଂ ଦେଶୀୟ ଲୋକର ମନ ବୁଦ୍ଧିର ସେ ସଂକଳ୍ପନା ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆକାରେଇ ଐକ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଲା । କଳତଃ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାବେଇ ସକଳ ଏକତ୍ର “ଗ୍ରନ୍ଥାବଳି” ଆକାରେ ମୁଦ୍ରିତ ନା କରିବା, ପଞ୍ଚାଂଶୁ ଦେଖିବା ଶୁନିବା କାର୍ତ୍ତ କର୍ତ୍ତନ ଦିବା, ପରିମାର୍ଜିତ ଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କବାଇ ସଜ୍ଜତ ବୋଧ କରିଲା । ମୁତରାଂ ସକଳେ ଆମାର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାବେଇ ମୁଦ୍ରିତ “ଉଦ୍ଧାସୀ” ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧାନିଂ “କାଶିବୁକ” ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧାନି କରିବେନ । ଇହାତେ ଅନେକ ଧର୍ମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଛି, ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞ ସକଳ ଭୁଞ୍ଜାକାରେ ରହିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁଦ୍ରିତ ହେବା ନିଶ୍ଚୟ କହଇ ଯେ ବିଶି କର୍ତ୍ତା ହେବା ପଡ଼ିଲା, ତାହାର ଆର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହି । ଏ ପୁସ୍ତକ କୋନ ଭଦ୍ରଲୋକର ହାତେ ବେ ଶାନ୍ତି ପୂର୍ବକ ଭୁଲିବା ନିବ, ଏମନ ଉପସ୍ଥାନରୁ ହର ନାହି ; ଧର୍ମା କର, ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସକଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କ୍ରେତୀ କର୍ମା କରିବା ନିବେନ । ଅଧିକତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞ ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାହାତେ ଅବିଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ପାରି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସହାନୁଭୂତି ବାନ୍ଧେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେନ ।

## ২। সর্বসাধারণ সমাপ্তি গ্রন্থ প্রচলনের প্রার্থনা

যে কোন গ্রন্থই হউকনা কেন, কিন্তু তাহার কার্ণতি ও প্রসার হুজি এবং ঘোষণা করা দেশস্থ ও সমাজস্থ সর্ব সাধারণ দশজনের কার্য, তাহাতে একা একজনের মাত্র হাত নাই। সুতরাং দশ-জনের দয়া ও যত্নের উপর নির্ভর করিতেছি, ঈশ্বর তাঁহাদের সুরক্ষা লওরাইবেন এই প্রার্থনা।

## ৩। গ্রন্থ প্রচলনের অন্তরায়।

আমার রচিত গ্রন্থাদি বর্তমান সময়ে সমাজে প্রতিপত্তির সহিত যে আদরনীয় হইবেক, এমনত আশা কখনই করি নাই ও করিতেছিলাম। আমি সুদূরভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করিয়াই আমার এ জীবনের ভেলা বাস্তব পক্ষে পরিচালনা করিয়াছি; এই জন্য আমার রচিত গ্রন্থগুলি বস্তা বাজিয়া এবাবৎ অন্ধকারে রাখিয়া দিয়াছি।

আমার গ্রন্থাদির প্রতিপত্তি ও আদর না হওয়ার সম্বন্ধে অনেক গুলি বিশেষ বিশেষ কারণ আছে, সে সমস্ত একে একে বলিতে গেলে, বাহুল্য হইয়া পড়ে, সংক্ষেপতঃ কয়েকটি প্রধান কারণ

### —(ক) মোসলমান সমাজের অবনতি ও অশিক্ষা

আমার অজ্ঞাতি মোসলমান সমাজ আজিকালি শিক্ষার সম্বন্ধে অতীব পশ্চাৎপদ ॥ তাহাতে বঙ্গভাষা বা সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান তাঁহাদের আগ্রহ ও তেমন অভিজ্ঞতা, অভিনিবেশ নাই; জ্ঞানবুদ্ধির তদ্ব্যতি হুণা, বিবেক, অমনোযোগ, উদাসিন্য এবং অশিক্ষিততাই বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। যদিও বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে কেহ কেহ মাথাভোলা দিরাছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা

অতিশয় অল্প, এমনকি তাঁহা ধর্মবোঝার মধ্যেই নহে। বিশেষতঃ তাঁহারাও আমার মত সূক্ত ভোগী ও চির অনৃতপ্ত। বেহেতু মোসলমান সমাজে বে বে দোষ বদ্ধমূল, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। কোন বিষয়েরই উন্নতি সংকল্পে উক্ত সমাজ চেষ্টিত নহে, বরং পতনের দিকেই অধুনা দ্রুতগতিতে অগ্রসর। ভাল বিশ্বয়ের উপদেষ্টা ও পথ প্রদর্শকগণ তাঁহাদের চক্ষুঃশূল। বিশেষতঃ মোসলমান সমাজের মধ্যে জীলোকের শিক্ষার পথ একিবারে রুদ্ধ; তাহাতে বাঙ্গলা ভাষা জীলোককে শিক্ষা দেওয়া অধিকাংশ মোসলমানেই অতীব গর্হিত বলিয়া মনে করেন। কাব্য গ্রন্থাদির নাম লওয়াও যেন জীলোকের পক্ষে মহা পাপ। ইহাতে সমাজের অর্ধেক অঙ্গই বিকল।

## (খ) মোসলমান সমাজের জ্ঞাতি ও সজাতি হিংসা।

মোসলমান সমাজের আর একটী দোষ এই যে, তাঁহারা স্বজাতির কেহর উন্নতি সঙ্ক করিতে পারেন না। কোথায় একজনকে অস্ত্র দ্বনে নানারূপ সাহায্য, সহানুভূতি ও চেষ্টা বত্বের দ্বারা উপরুদ্ধ ও উন্নত করিবেন, কোথায় একজনকে অস্ত্র দশদ্বনে ধরিয়৷ তুলিয়া বড় করিয়া লইবেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে হয়তঃ সকলে তাহার নামা প্রকারে বিরুদ্ধাচারি হইয়া যে প্রকারে অধঃপতন ঘটে, ও কোন রূপ প্রতিপত্তি এবং আধাস্থতা তাঁহার নাথাকে, তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে তাহাই করিবেন; এইরূপ অবস্থা দেশের পরিভ্রমে পরিভ্রমে, এতোক বাড়িতে বাড়িতেই দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং আনার অভিষ্ট সিদ্ধির আর আশা নাই!! অধিকন্তু বঙ্গ-

ভাবার প্রকৃত জাতির ভাব, প্রকৃত মৰ্ম, প্রকৃত মাধুর্য ইত্যাদি এবং উচ্চ দরের কাব্যিক ভাব, ও যথার্থ কবিত্ব, প্রতিভা, অসীম উন্নত অবস্থার তাৎপর্য ও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিত্র, চরিত্র প্রভৃতি গ্রহণ মনন ও অনুধাবনা ও হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযুক্ত লোক, আমার মোসলমান সমাজে আজি কালি অতিশয় বিরল। বাস্তবিক উপরোক্ত বিষয় সকল বুঝিবার উপযুক্ত অধিক সংখ্যক লোক এ দেশী মোসলমান সমাজে প্রাপ্ত হইতে অন্ততঃ একটী শতাব্দির দরকার দেখিতেছি।

[গ] মোসলমানের প্রতি হিন্দু সমাজের অশুভ দৃষ্টি এবং সারত্ব বিহীনতা।

অন্যদিকে হিন্দু ভ্রাতাদিগের সমাজে ও সাহিত্য সংসারে অধুনা অনেক সারবান বিষয় ও অনেক রত্ন সম্পত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং আমার মত লোকের এ সকল গ্রন্থ ভণ্ডি ভুচ্ছ ও হেয় বিবেচনায় এদিকে হয়তঃ তাঁহারা ফিরিয়াও চাহিবেন না, অভিনিবেশ পূর্বক ভিতরে প্রবেশ করিবেন সেত দূরের কথা !! তাঁহাদের মধ্যে এখন অনেকেই বঙ্গ সাহিত্য-জগতে রাজা, মহারাজার তুল্য হইয়াছেন। গরিব মোসলমান বেচারাদের কিন্তু মেস্‌লে ক্ষুদ্র চাটিটুকুও সম্বল নাই। সুতরাং এমন স্থলে হিন্দু ভ্রাতাদিগের মধ্যে আমার প্রেমের আদর হওয়ার আশা করাও হাস্যাম্পদ ও বাতুলতার কার্য। পক্ষান্তরে আবার দেখিতে গেলে, সেই হিন্দু ভ্রাতা দিগের মধ্যেও প্রকৃত যে জাতির ভাব এবং বঙ্গভাবের উপর

তাহাদের জাতির প্রতিপত্তির যে একটা চিরস্থায়ী বিপুল স্বল্প ছিল, তাহাও কাল মাহিজে আজি কালি ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতেছে ; ক্রমে ক্রমেই যেন তাহারাও আশল জিনিষ হারা হইয়া, শূন্য খোলা হইয়া উঠিতেছেন । বাস্তবিক হিন্দু সমাজ যতই প্রকৃত জাতিয়তা হারা হইয়া সর্ববিষয়ে পরকীয় ও পরদেশীয় নকলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ততই গাঙ্গিষ্ঠ্য বিহীন, ও সারবত্তা বিহীন হইয়া সমাজ ক্রমেই পাতলা ও চঞ্চল প্রকৃতির ভাব লইয়া দাঁড়াইতেছেন । যে স্থানে হাল-কামী ও চাঞ্চল্য ও গাঙ্গিষ্ঠ্য বিহীনতা, সে স্থানে আভিনিবেশ এবং গুণ গ্রাহিতার অভাবের আশঙ্কা বিলক্ষণ বটে । সুতরাং আমার গ্রন্থ মধ্যে কোন গুণ ভাগ থাকিলে তাহা তাঁহারা দোষ ভাগের পরিবর্তে যত্ন পূর্বক গ্রহণ করিবেন কিনা, সে বিষয়ে বোর সন্দেহ আছে ।

## [ঘ] বঙ্গভাষার প্রতি রাজার অরূপা ।

রাজকীয় কাজ কর্ম হইতে বঙ্গভাষার কারবার ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে । বঙ্গভাষার প্রতি রাজার তেমন শুভ দৃষ্টি নাই । বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির উপায় স্বরূপ নর্ম্মাল ও সংস্কৃত বিদ্যালয় সমূহ উঠিয়া গিয়াছে ; এবং যাহাও আছে তাহাও ক্রমে উঠিয়া যাইবেক । রাজ সরকার ও রাজ কার্য্যে বঙ্গভাষার সাহায্যে অর্থকরী কোন কার্য্যই আর সাধিত হইবার নহে । সুতরাং বঙ্গভাষার অনুশীলনে দেশীয়দের আর তেমন আগ্রহ যত্নও নাই । যেমন এ দেশে

পার্শ্ব ও উর্দ্ধ ভাষার দুর্দশা ঘটিয়াছে, বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও প্রায়  
 ঠিক সেই অবস্থা দেখা যাইতেছে। সাম্প্রতিক ও পারিবারিক  
 কাজ কর্মের কথা বার্তা পর্য্যন্তও এমন অনেক স্থলে ইংরে-  
 জিতে হইয়া থাকে। এমন কি, অনেক কুলের কুলবধূরাও বাঙ্গ-  
 লার চর্চা ঘণার সহিত ছাড়িয়া দিয়া, ও বঙ্গভাষার আলোচনা  
 নিতান্ত অপমান ও নীচতা মনে করিয়া, ক্রমেই “কমোত”  
 “ভারুইন” “মিল্টন” “সেক্সীয়র” প্রভৃতির আলোচনায়  
 অগ্রসর হইতেছেন। ফলতঃ ছোট কাল হইতেই যদি কোন  
 ভাষার আলোচনা বিশেষ রকমে করিতে ২ তাহার মায়া,  
 মহব্বতে মন না মজে, যদি সেই ভাষার সঙ্গে ২ চিত্ত মনের  
 মেশামেশি ভাব না ঘটে, ও সেই ভাষা সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া  
 তাহার স্বকীয় প্রকৃত জাতির ভাবে আত্মায় ২ তন্ময় না হওয়া  
 যায়, তবে সেই ভাষার মধ্যে কি রস মাধুর্য্য, ও কি যে  
 লালিত্ব বা অভাব রহিয়াছে তাহা কিছুমাত্র উপলব্ধি করা  
 যাইতে পারে না! বঙ্গভাষার আশঙ্কিতে আত্মহার। ও  
 তাহার প্রকৃত স্বকীয়ভাবে তন্ময় হওয়ার উপযুক্ত লোক  
 আজি কালি অতিশয় বিরল সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষার মায়া  
 মমতায় যাহার এক বিন্দু অশ্রুপাতও না হয়, ও বঙ্গভাষার  
 প্রেমে বিগলিত হইয়া যে তাহাতে না মজে, সে কেমন করিয়া  
 তাহার কাব্য সম্বন্ধীয় যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার, এবং  
 কাব্যিক ভাবে তন্ময় হইবার, ও জাতিয়ভাব ও জাতিয় ভাষার  
 আসল জিনিষ উৎপন্ন ও রক্ষা করিবার সক্ষম হইবে?? এ  
 সকল উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত লোক ক্রমেই কম হইয়া

যাইতেছে। যাহাঁর যে বিষয়ে অনুরাগ নাই, তিনি সে বিষয় ভাল না বাসিবারই কথা। সুতরাং বঙ্গভাষায় রচিত আমার এবাধিখ গ্রন্থগুলি বহুজনের অপ্রীতিকর হইবারই বিশেষ আশঙ্কা।

## [৬] সাহিত্যের প্রতি এ দেশীয় লোকের অপ্রবৃত্তি।

বর্তমান সময়ে এ দেশে একটা নূতন বিজ্ঞানের যুগ যেন আরম্ভ হইয়াছে। কাব্য, কবিতা, দর্শন, সঙ্গীতের যুগ যেন চলিয়া গিয়াছে। জীবন সংগ্রামের রৌদ্র রসে মাতো-ওয়ারা হইয়া দেশটা যেন ক্রমেই এক ব্যতিব্যস্ততা এবং অবসাদের ছায়ার চাপনে পড়িয়া একটু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবারও বিমুদ্র অবসর পাইতেছে না। ফলতঃ দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের দিকেই দৃষ্ট করিয়া দেখ দেখি, অমুন যে কচি ছেলে টুকু, তাহারও মনে যেন কি এক ব্যস্ততা, কি এক উৎকণ্ঠার ছায়া পতিত হইয়া তাহার বাহ্যিক মুখের সুন্দর দৃশ্য খানি কালিমা করিয়া ফেলিয়াছে; নধর নলিন, ননীর পুতুল সদৃশ একটা বালিকার মনোবৃত্তি পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখ, দেখিবে যে, তাহারও অন্তরে কি যেন এক চঞ্চল কামনা, তরলতর সুতীত্র বাসনা প্রবেশ করিয়া তাহার অতি সুন্দর ছোট খাট বদন খানিকেও গম্ভীরভাবে গৃহিনীর চেহারা পরিণত করিয়া তুলিয়াছে। বাস্তবিক এদেশে সুখ শান্তি, এবং চিরস্থায়ী স্বাস্থ্য, আরাম, চইন যাহাকে বলে তাহা

প্রায় না থাকার মধ্যে হওয়ায়, কেহই চিত্ত মন আর স্থির ও শরম নাই ; কেহই আর রস, মাধুর্য্য ও গাভীরোর দিকে আগ্রহ হইতে, ও সুগভীর জ্ঞান সমুদ্রের অতল তলে সুদীর্ঘ-কাল অব্বেষণের পর জ্ঞান-রত্ন তুলিতে আত্মোৎসর্গ করিবার অবসর পাইতেছেন না। সময় বা সুযোগ কেহর ভাগ্যে বাস্তবিক ঘুটিয়াও ওঠেনা ॥ কাব্য এবং কবিতা সর্বদাই শাস্তি সুখ খুন্সিয়া বেড়ায় ; এবং শাস্তি সুখের উপরই উহা নির্ভর করে। কিন্তু এদেশবাসীদের মনে, কাল মাহিজে তাহা যখন একিবারে “নাই” হইবার মধ্যে হইয়াছে, তখন প্রকৃত কাব্যতা দেবীও এদেশ হইতে ক্রমেই বিদায় লইয়া দূরে ২ চলিয়া যাইতেছেন ! জানি না অতঃপর এ হতভাগ্য দেশের কি দুর্দশা ঘটিবে ॥

যেখানে স্বয়ং কাব্য ও কবিতারই দুর্দশা, সেখানে আবার আমার মত লোকের কাব্যিক গ্রন্থের আর আদর হইবেক কি ? কাব্যের প্রতি এখন এদেশী লোকের বিভ্রম ॥ কবিতার দিকে লোকে এখন ফিরিয়াও চাহে না ! সুতরাং কোন আশা নাই। বাস্তবিক কোন স্বার্থের আশা করিয়াও, আমি এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ণে লিখনী সঞ্চালন করি নাই। পুস্তক বিক্রয় দ্বারা অর্থোপার্জন, কি দশজনের নিকট প্রশংসা প্রাপ্তির বাসনা পরিপোষণ করিয়া আমি কোন গ্রন্থই লিখি নাই। গ্রন্থ লিখা আমার জীবনের বংশ পরম্পরাগত একটা সর্ব প্রধান বাতুলতা ; এবং কবিতা লিখা আমার বিধিদ্ভ

সর্ব প্রধান সাংঘাতিক রোগ। এ রোগের আর ঔষধি নাই; কর্ম লিপি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আমি অনর্থক কেন এই পোড়া খেয়ালে জীবন শেষ করিলাম; কেন এই নছার হীন তুচ্ছ বক্তব্যের মায়া-জালে মজিতে বসিলাম, তাহার কারণ অন্তর্যামী ভিন্ন অন্য কেহকে বুঝাইবার সাধ্য নাই।

## নিজের ভাবে নিজে।

অস্ত্রের মনগ্নুত ও চিত্ত রঞ্জক হইবে, এমন খেয়াল ও পছন্দ সই করিয়া আমি এ পুস্তক লিখি নাই। আমার নিজ মনের ভাবে নিজ পছন্দ সই করিয়াই যা কিছু লিখিয়া থাকি। কেহ আমার গ্রন্থ পড়িয়া তুষ্ট হইবেন, সে আশাও কখন করিনা; আর অসন্তুষ্ট হইয়া নিন্দা করিবেন সে ভয়ও কিছু রাখি না।

## এ গ্রন্থ পাঠের জন্য যে রকম পড়ুয়া চাই।

যাঁহার কাব্য বা কোনরূপ কবিতা পড়ার শক নাই, পদ্যের প্রতি যাঁহার আশক্তি নাই, যিনি ভাবুক, প্রেমীক বা কবি নহেন; ভাব ও প্রেমের মর্ম্ম যিনি অবগত নহেন, রস জিনিষটা কি? তাহা যিনি বোঝেন না; প্রেম ভক্তিতে যাঁহার মন বিগলিত হয় না, ভাবের বিভোলে যাঁহার চিত্ত প্রাণ মজে না; অধিকন্তু কোন বিষয়ের অন্তঃস্থলে তলাইয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক তদঙ্গমুদায় শিক্ষা করিতেও কখন যিনি রাজি নহেন; বিশেষতঃ সংসারে যাঁহার অনেক প্রকার অত্যাবশ্যকীয় কাজ কর্ম্মের নানা রকমের ভার, ও যিনি জীবনের মুহূর্ত্ত সাজ সময়ও সাহিত্য-চর্চা করিতে সময়ের ঘোর অপব্যবহার মনে করেন, এবং যিনি মামুলা মোকদ্দমা, বাদ বিসম্বাদ, ব্যবসায় বাণিজ্য ও ব্যবস্থা, বিচার প্রভৃতি বিশেষ ২

কর্মে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত ; অপিচ যাহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাহেবী কেশনে প্রতিযোগিতা দ্বারা ভারত উদ্ধার ত্রিতে একান্ত ত্রীতী, এবং বিশেষ রকমে যাহারা চক্ষু কর্ণের রক্ত বিন্দু দ্বারা ধর্ম যুগের যুগান্তর ঘটাইতে অতীব প্রয়াসী ; তদপর নির্দিষ্ট রূপে যাহারা কেবল স্বীয় ২ পুত্র কলত্র পরিবার, এমন কি শ্রু নিজেস্ব স্বার্থ সাধন, এবং উত্তর পরিপোষণে অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদিগের চরণে বিনিত প্রার্থনা যে, আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানি যেন সেই প্রকার মহাত্মারা স্পর্শ করিয়া অনর্থক সময়ের অপব্যবহার ও হস্ত কলঙ্কিত না করেন, এবং তাঁহারা যেন ইহার নাম শুনিয়াও নাগিকা কুণ্ঠনে বিরক্তি প্রকাশ না করেন। কলতঃ আমার মত “ভবভূলে” “অকর্মা” যে এক রকম “ভাবপাগলা” লোক আছে, ( যাহারা জগতে নিতান্ত অপুচ্ছ ) সেই সকল ছিট গ্রন্থ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্যই এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি। যদি তাহাতেও কেহর কোন প্রকার আপত্তি থাকে, তবে থাকুক ; আমি লিখিয়া যাই !!

## গ্রন্থ পাঠের প্রণালী।

এখানে আরও একটী কথা স্পষ্ট রূপে বলিয়া দেই যে, ঐ সকল উপরুক্ত ব্যক্তির মত যিনি কবিতা ও সঙ্গীত বিদ্যার নিয়মানুসারে, নানা প্রকার রাগ রাগিনী ও সুললিত স্বর-সমবয়ে রঙ্গ চর্চের সহিত কবিতা এবং সঙ্গীত সকল পাঠ করিতে ২, ঐ সকলের জীবন্ত মাধুর্য্য, স্ফুটন্ত রস, ও মূর্ত্তিমন্ত ভাব রাশি, পরিস্ফুট রূপে হৃদয়ঙ্গম ও প্রকাশ করিতে সক্ষম নহেন, এবং যিনি আমার এই সকল কবিতা ও সঙ্গীতের পঠন প্রণালী অবগত নহেন, তিনিও যেন ইহার চর্চিত চর্চণে অনর্থক প্রয়াসী না হন। যথার্থ পক্ষে

কবিতা ও সঙ্গীতাদি পাঠের নিমিত্ত পৃথক ২' নিয়ম প্রণালী ও রাগ রাগিনী অবলম্বন করা সম্ভব। সাদা নিষেধাবে সে সকল পাঠ করিলে কোনই রস উপলব্ধি হইবেক না। কেননা বীণ, বাঁশী, নারেন্দ্র, এতাদৃশ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সকলে, সোজানোজি রকমে ঝঙ্কার বা ফুক দিলে তাহাতে বন বন, কন কন, ভে ভো, পে পো, ইত্যাদি অশ্রাব্য বিকট শব্দ সকলই উৎপন্ন হইবেক। কিন্তু সুদক্ষ বাদকের দ্বারা সেই সকল রীতিমত বাদিত ও নিনাদিত হইলে, অপূর্ব মধুর ধ্বনি এবং মন মুগ্ধকরী ভাবেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। ফলতঃ অনেক লোকেই কবিতা ও কাব্যিক বিষয় সকল রীতিমত পাঠ করিতে জ্ঞানেন না, ও পারেনও না।

বীজের শাখা ভাগ মধ্যে যেমন কৃষ্ণের উৎপাদিকা শক্তি লুকাইত থাকে, কবিতা ও সঙ্গীতের ভাষার মধ্যে 'ভাব' তেমন মাত্র ছায়ার ন্যায় অতি ক্ষীণ ভাবে অবস্থিতি করে। সময়শিরে রাগ রাগিনী ও স্বর সমন্বয়ে সেইভাব পূর্ণ অবয়বে স্বীয় মূর্তিতে জীবন্ত হইয়া অন্তর রাজ্যের উপর অতীব বিশালতা ও গাভী-র্যতা ধারণ করে। কোন রাগ রাগিনী ও স্থললিত স্বর সম্বলিত না হইলে, কবিতার সম্পূর্ণ ভাব ও রস মাধুর্য্য, কিছুই পরিষ্কৃত হইয়া চিত্ত মগ্ন আকৃষ্ট করিতে পারে না। যিনি আমার সম্মুখিত ও করিতা সকল রীতিমত পাঠ করিতে সক্ষম না হইবেন, তিনি স্তব্ধতা কোনই আশ্রয় উপভোগ করিতে পারিবেন না। তাঁহার গাঙ্গে পড়া না পড়া দুইই প্রায় তুল্য হইবেক।

## কবিতা পাঠের জন্য পৃথক অভ্যাস ও অন্য গুণ চাই।

কবিতা পড়ার জন্য যে পৃথক রকম অভ্যাস ও শিক্ষা চাই, এ কথাটা প্রায় পোনে ষোল আনা লোকেই বোঝেন না। অল্প ভাষার বিষয়ে হউক বা না হউক, কিন্তু বঙ্গভাষার প্রকৃতি অনুসারে উহার কবিতা পাঠের প্রণালী লিপিবদ্ধ ও সর্বসাধারণ সকলের অবগত থাকা উচিত। আর উহার সম্বন্ধে এদেশী লোকের অধুনা মনোযোগ দেওয়া এবং বিশেষ জানা শুনা কর্তব্য।

## বঙ্গভাষার নূতন বিষয়।

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে অনেক বিষয় পুস্তকান্তরে লিখিয়াছি। অধুনা অতি সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে, নানা কারণে এইক্ষণ বঙ্গভাষাতে বর্ণাদি উচ্চারণ ও শব্দাদি পরিশুদ্ধ রূপে পঠন প্রণালী নির্দ্ধারিত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয় হইয়াছে। বঙ্গভাষার উন্নতি সংকল্পে যাহারা চেষ্টিত তাঁহারা এ কথাটা বিবেচনা করিয়া তাহার উযোগে ভ্রতী হইবেন, এই বাসনা। আরবী পার্শী ভাষার বর্ণ ও শব্দ উচ্চারণ এবং বিষয় সকল পাঠ করিবার বিশেষ ২ প্রণালী বিষয়রূপে নানা প্রকার পাণ্ডিত্য ও শৃঙ্খলার সহিত প্রকাণ্ড ২ পুস্তকাকারে লিখিত আছে। সে একটা শাস্ত্রই পৃথক বটে। ঐরূপ প্রণালী বদ্ধ হওয়ার পর, সেই ২ ভাষার অত্যন্ত উন্নতি সাধিত হই-

যাচ্ছে। এখন বঙ্গভাষাকে বেওয়ারিশ মনে করিয়া বঙ্গীয় পাণ্ডিত মণ্ডলীর উপেক্ষা করা কীর্তব্য নহে।

## বঙ্গভাষার কলেবর বৃদ্ধির উপায়।

ভাষাবিদ মাট্রেই জানেন যে, প্রাকৃতিক, হিন্দি এবং সংস্কৃত প্রভৃতি কতিপয় ভাষার সংমিশ্রণে বঙ্গভাষা গঠিত হইয়াছে; ও পার্শী উর্দু প্রভৃতি ভাষার বহুবিধ শব্দ তাহার অস্থি মজ্জায় জড়িত হইয়া অঙ্গপুষ্টি সাধন করিয়াছে। বর্তমান সময়ে আবার ইংরেজী শব্দ, ও ইংরেজী পদ্ধতি সকল উহার অন্তর প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমেই কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। নানা ভাষা হইতে শব্দ ও ভাব সংগ্রহ দ্বারা বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন করা আমি একান্ত অনুমোদন করি। যাঁহারা ঐমতের বিরুদ্ধ বাদী, তাঁহারা কখনই বঙ্গভাষার প্রকৃত হিতৈষী নহেন। যাহা হউক আমার ক্ষুদ্র বিবেচনার বশবর্তী হইয়া মনোগত ভাব সংক্ষেপে প্রকাশার্থ কতিপয় চিহ্ন ও কতিপয় নিয়ম প্রচার করিয়াছি। আরবী পার্শী উর্দু ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা হইতেও সচরাচর ব্যবহৃত শব্দ রাশিও যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকি। আমি জানি, এইক্ষণ উপেক্ষিত হইলেও ভবিষ্যতে কিন্তু ঐ সকল বিশেষ ফল প্রদ হইবেক।

## গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ধর্ম, অধর্ম, প্রেম, বৈরাগ্য এবং স্বাধীনতা ইত্যাদি কয়েকটি অভ্যাস বিষয় মূল ভিত্তি করিয়া, ভিন্ন ২ ভাবে ও বিভিন্ন ২ প্রকারের বর্ণ বৈচিত্রে এই “উদাসী” নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি

অনেকদিন হয় রচিত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি কবিতা  
 বিংশতি বৎসরেরও পূর্বের লিখিত। সুতরাং এগ্রাহে পুরাতন  
 মারিচাধরা ভাবরাশির অভাব নাই। কিন্তু সেই পুরাতন ভাব  
 বিশিষ্ট প্রবন্ধ সকল কেন আমি প্রকাশ করিতেছি, তাহার  
 অনেক নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। ভাঙ্গিয়া বলিতে গেলে বিস্তার  
 হইয়া যায়। সংক্ষেপতঃ একটি কথা এইমাত্র প্রকাশ করি-  
 তেছি যে, অগ্রে পুরাতনের প্রতি ভক্তি যত্ন ও আদর না  
 জন্মিলে, নূতনের মাহিমা ও মর্যাদা বুঝা যায় না; তুলনা  
 করিয়া দেখবার ক্ষমতাও জন্মে না। অগ্রে পুরাণে মজ্র,  
 তৎপর দেগিয়া শুনিয়া নূতন ভজ। নূতনের বালাই অনেক।  
 এ কিছু ভাঙ্গা নৌকা নয় সে, পুরানত্বের দোষে অকূল পাথারে  
 ভরাডুবি হইবে। যাহা হউক বিংশতি বৎসর পূর্বে বঙ্গীয়  
 সাহিত্য ক্ষেত্রে কতিপয় পুরুষ রত্ন—কবি চুড়ামণি দ্বারা যে  
 শুভযুগ ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা অতীত স্মরণীয় বিষয় বটে। সেই  
 ক্ষণ ঐ যুগের মধ্যে যে প্রকার ভাব সকল বঙ্গভাষায় পরিষ্কৃত  
 হইয়াছে, তাহা তুচ্ছ করিবার জিনিস নহে। সেই হেতু সেই  
 সময়ের ভাব বিশিষ্ট আমার স্বরচিত কবিতা সকল আমার  
 প্রথম জীবনের ঘটনা ও স্মৃতি স্বরূপে ইহাতে নিবন্ধ করা  
 হইল। বিধাতা জানেন লোক সমাজে ইহা কতদূর আদৃত ও  
 অনুমোদিত হইবে।

### সমালোচক সম্বন্ধে।

অধুনা 'এই কবি সুলভ বঙ্গদেশে কাব্যেরও অভাব  
 নাই, এবং কবিতা রচকেরও শেষ সংখ্যা নাই, সুতরাং

আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি মুদ্রিত ও সমুচিত ভাবে কেহর মুদ্রি-  
 এবং মনোযোগের গোচরভূত হইবে কিনা, সে বিষয়ে বিঘোর  
 সন্দেহ। যাহাই হউক কিন্তু আমার বেশ জানা আছে যে,  
 পাঠক ও রচয়িতার সংখ্যা যত দেখা যায়; প্রকৃত প্রস্তাবে  
 প্রকৃত সুবিজ্ঞ পাঠক ও প্রকৃত সুবিজ্ঞ ভাবুক কবির সংখ্যা  
 অতিশয় বিরল ভিন্ন, কদাচ যথেষ্ট নহে। সারা বঙ্গ দেশ  
 মুদ্র গণ্ডা পাচ সাত তেমন লোক আছেন কিনা সন্দেহ  
 মূল। পরন্তু সুবিজ্ঞ লিখকের সংখ্যা অপেক্ষা, প্রকৃত  
 সূক্ষ্মদর্শী উদার ভাবুক ও বহুদর্শী জিতেন্দ্রিয় পাণ্ডিত্য পূর্ণ,  
 জ্ঞান সর্বস্ব পাঠকের সংখ্যা পৃথিবীর সর্বত্রই অতি অল্প।  
 তেমন উচ্চদরের যথার্থ খাটি পাঠক পাওয়া বড়ই দুষ্কর।  
 কালে কস্মিনে ঈশ্বর তেমন দুই একটিও পাঠকের হাতে যদি  
 আমার এই “উদাসীকে” সমর্পণ করেন, তবেই জীবন সার্থক  
 জ্ঞান করিব। যদি ঈশ্বর সুজ্ঞানী সুপণ্ডিত পাঠক কখনোও  
 মিলাইয়া দেন, তবে তাঁহারাই নিজ হইতে এই গ্রন্থস্থিত  
 ধরণী সদৃশ অতি বিস্তার, এবং আকাশ সদৃশ অতীব প্রসার ভাব-  
 রাজ্যের মধ্যে, অন্যান্য পাঠকগণকে সহজে প্রবেশ করাইয়া  
 দিবেন। তাঁহারাই ইহার শুক্তি আবরণ হইতে অসংখ্য ২  
 মুক্তাবলি বাহির করিয়া বঙ্গবাসীকে দেখাইবেন। সেই  
 সৌভাগ্যশালী উন্নতমনা ব্যক্তিগণের উদ্যম এবং আভাসের  
 নিকট আমার বক্তব্য ও মন্তব্য সকলও অতিশয় অকিঞ্চিৎকর  
 হইবে, সন্দেহ নাই; তাই সুদীর্ঘ ভূমিকা দ্বারা জগৎকে

বুঝাইবার পণ্ড পরিভ্রম হইতে একিবারে ক্ষান্ত রাহলাম।  
 ইহায়ে একান্ত নির্ভর করিয়া আমার উক্ত প্রকার উত্তরাধিকারী  
 মহাজ্ঞানগণের জন্ত ইহার দোষ গুণ রস মাধুর্য্য ইত্যাদি সমা-  
 লোচনার ভারও অক্ষত ভাবে রাখিয়া দিলাম। অনভিজ্ঞ সাধা-  
 রণ সমালোচকগণের ইহাতে দণ্ডক্ষুট করিবার আবশ্যকতা  
 নাই। অনভিজ্ঞ অপরিপক লোকের হস্তে ইহার সমালোচনা  
 না হওয়াই ভাল। কেননা সমালোচনার কাজ বড়ই গুরুতর  
 ব্যাপার। তন্মধ্যে ভাবুকদিগের হৃদয় উচ্ছসিত অক্ষুট ভাব  
 সমাধৃত কবিতার সমালোচনা করিতে যাওয়া আরও স্বকঠিন !!  
 ইহাদের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র না হইলে, এবং নানা বিষয়ে  
 অসাধারণ গুণ গ্রাম না থাকিলে, তদ্রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া  
 বড়ই লজ্জা। এবং বড়ই বিড়ম্বনার বিষয় !! আমার ক্ষুদ্র  
 বিবেচনায় যাহারা জাগতিক সমুদায় নিসর্গ ও সমুদায় স্বভাব  
 অধ্যয়ন করিতে পারদর্শী, এবং ভাবুক কবিদিগের অন্তরস্থিত  
 প্রকৃতি রাজি বিশিষ্ট রূপে অনুশীলন করিতে সক্ষম, সেই মান্য  
 গণ্য নমস্ত ব্যক্তিগণই কবিতা সমালোচনার উপযুক্ত পাত্র।  
 কবিতা সমালোচনা অপেক্ষা কবিদিগের হৃদয় স্থিত সুবিশাল  
 ভাব রাজ্যের সমালোচনা অগ্রে করাই সুসঙ্গত। যাহারা  
 কবিদিগের হৃদয় মন না জানেন ও তাঁহাদের উদ্দেশ্য না  
 বোঝেন, তাঁহারা কখনই যেন যথার্থ কবিগণের কাব্য লইয়া  
 যা ইচ্ছা তাই মতামত প্রকাশ করিতে উদ্যত না হন, এবং  
 যা ইচ্ছা তাই মন্দ ছন্দ বলিয়া গালাগালি দিয়া বাহাদুরী  
 জমকাইতে প্রয়াস না পান, এই প্রার্থনা।

## ভূমিকা ।

( বিশেষ মন্তব্য )

বিবেচনা করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, জড় শক্তি ও দৈব সূক্ষ্ম শক্তি এই দুইটি শক্তি দ্বারাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রাণী জগতের যাবতীয় কার্য্য নির্বাহ হইতেছে । মানব সমাজের উপর উক্ত দুই শক্তির ক্ষমতা আরও অধিক প্রবল । তন্মধ্যে দৈব বা বৈদ্যুতিক সূক্ষ্ম শক্তি আত্মা, মন সম্বন্ধীয় অধ্যাত্মজগতের উপর অসাধারণ ক্ষমতা এবং অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক ঐশ্বরীক মাহাত্ম্য যে প্রকার চমৎকার ভাবে প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহা মানবীক ভাষায় কেহরই ব্যক্ত করিবার সাধ্য নাই । বাহ্য জগতের উপর এক্ এক বিভাগে যেমন এক্ এক্ শাসনকর্ত্তা, এই সুবিশাল পৃথিবী মণ্ডলের মধ্যে যেমন এক্ এক্ রাজ্যে, এক্ এক্ দেশে এক্ এক্ জন রাজা বা মহারাজা, অধ্যাত্ম জগৎ সম্বন্ধেও তদ্রূপ সৃষ্টি বিভাগ, কার্য্য বিভাগ, এবং রাজ্য বিভাগ সম্পর্কে পৃথক ২ পরিচালক, পৃথক ২ সুশাসক ও পৃথক ২ কার্য্য নির্বাহক চিরকাল ব্যাপীয়া নিয়োজিত আছে, নিয়োজিত হইতেছে, এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত নিয়োজিত হইবে । ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, নীতি প্রবর্ত্তক এবং ভাব প্রবর্ত্তক কবিগণ, ধার্ম্মিকগণ, বক্তা ও লিখকগণ সেই অধ্যাত্ম জগতের পরিচালক ও অধীশ্বর বটেন । ফলতঃ ঐ সকল ব্যক্তিই প্রকৃত রাজা অধিরাজ এবং প্রকৃত মান্য মাননীয় নমস্কা ও ভক্তি ভাজনীয় সন্দেহ নাই ।

বাহ্য জগতের একজন সত্ৰাটী অপেক্ষা একজন কবির সম্মান ও ক্ষমতা বা গৌরব কোনাংশেই কম নহে। বরং স্থল বিশেষে লক্ষ গুণেও শ্রেষ্ঠ! মানব সমাজে ধর্ম প্রবর্তকদিগের পদ গৌরব ও সম্মানই সর্ব্বাধিক শ্রেষ্ঠ ও বরণীয়। তাহার পরই কবি, ভাবুক ও লিখক এবং বক্তাদিগের পদ গৌরব ও সম্মান অগ্রগণ্য। অন্য এক হিসাবে যিনিই ধর্ম প্রবর্তক তিনিই কবি, যিনিই ভাবুক, পণ্ডিত, নীতি প্রবর্তক, তিনিই কবি; যিনিই বাগ্মীবর বা স্থলিখক তিনিই কবি;—প্রকৃত প্রস্তাবে কবি না হইলে না ধর্ম প্রবর্তক হওয়া যায়, না লিখা যায়, না বলা যায়, না নূতন কিছু করা যাইতে পারে! যিনিই নূতন কিছু জগতে উদ্ভাবন ও সৃষ্টি বা আবিষ্কার করিবেন, তিনিই কবি। কবি না হইলে অন্য কিছু হওয়া যায় না। তবে অন্তর্জগতের বিভাগ অনুসারে এক্‌এক প্রকার সীমাবদ্ধ ভাবে পৃথক্‌ কার্য্যকলাপের প্রণালী অনুসারে কবি, ভাবুক, ধর্ম প্রবর্তক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি নামের বিভেদ মাত্র করা হইয়া থাকে। বাস্তবিক সকলেই এক জাতিয়, এক শ্রেণীর এবং একই রকম প্রকৃতি ভক্তির পাত্র।

অধুনা আমাদের এই হতভাগ্য ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া এই পতিত বঙ্গদেশে যে কয়জন কবি, বাগ্মী, লিখক, পণ্ডিত এবং ধর্ম প্রবর্তক বা ধর্ম প্রচারক আছেন, ও ভবিষ্যতে হইবেন, তাঁহারা এই দেশের প্রকৃত আশার স্থল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরণীয়। কেননা তাঁহাদের কার্য্য অন্তর্জগতের উপর বটে। সেই নিমিত্ত এই গ্রন্থের উদ্বোধন স্থলে তাঁহাদের কয়েক জনের

প্রতি বিশেষ আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য ও কটাক্ষ করা হইয়াছে। কাণ্ডিক ভাবে বাহ্যিক শ্রবণে অন্যে তাহাতে অবশ্যই মন্দ বুঝিতে পারেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্দ ভাব দূরে থাকুক বরং তাঁহাদের প্রতি হৃদয়ের অসাধারণ শ্রদ্ধা ভক্তি ও সৌহৃদ্য সহানুভূতি থাকা দরুণই ঐ প্রকার লিখা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মা প্রাণের অত্যাশ্রিত রক্ত প্রবাহ মাথাইয়া, মর্মান্বলের সুগভীর অতল স্পর্শি মূর্শ্বর দাহনে প্রেমাত্মক আত্মা দিয়া সহানুভূতি সূচক চরম আত্মীয়তার উৎসর্গ বলি প্রদানে, প্রীতি পুষ্প-অঞ্জলিদান সহকারে ঐ সকল মৌভাগ্য-শালী মহাত্মা গণের চরণ-রাজি বন্দনা করিয়াছি।

অশেষ পুণ্যফলে মৌভাগ্যের উচ্চ মুকুট ধারণ করিয়া মানব দেবতাক বিজয় পরিগ্রহ পূর্বক হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বরীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণ সৌরীন্দ্র মোহন এবং সুরেন্দ্রনাথ, আমীর আলী, ও রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, আনন্দ মোহন বসু কালীচরণ বানার্জি, W. C. বানার্জি, কালী প্রসন্ন ঘোষ, লাল মোহন ঘোষ, মহেন্দ্র লাল সরকার, জগদীশ চন্দ্র বসু প্রভৃতি অসংখ্য মহাশয়গণ, ও ইণ্ডিয়ান মিরর অমৃত বাজার, বেঙ্গলী, বঙ্গবাসী, দৈনিক সঞ্জিবনী, সুধাকর, হিতবাদী প্রভৃতি পত্রিকা সমূহের সম্পাদক ও পরিচালক প্রভৃতি ; এবং অন্যান্য বাগ্মী ও লিখক মহাত্মা গণ এই বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। শত সহস্র তোপ কামান বেয়নেটের দ্বারা যে কার্য সাধিত না হইতে পারে, তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিখনী এবং

অতি মৃদু কোমল ভাষা দ্বারা তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক কার্য্য সংসাধিত হইবেক সন্দেহ নাই। ঐ সকল মহাত্মার অনেকেই ক্ষণ জন্মা পুরুষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কবিগণ যেমন কাব্যিক কল্পনা লইয়া রত, তেমন যদি তাহার সঙ্গে ২ তাঁহারা দেশের ও দশের উপকারার্থে উন্নতি সংকল্পে, লোকের মন ফিরাইবার জন্য লিখনি ও বাক্য পরিচালনা করেন এবং রাজা ও রাজ পুরুষদিগের সহানুভূতি, অনুগ্রহ এবং স্ত্রশাসন লাভ করিতে তেমন চেষ্টা যত্ন করেন তবে অন্যের অপেক্ষা অতি অধিক পরিমাণে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। ঐ সমস্ত মহাশয় ব্যক্তি যাহা ২ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার আর কোনটাই তুলনা নাই। তথাপি তাঁহাদের নিকট আরও অধিক মাত্রায় আশা ভরসা করিয়া থাকি। যাঁহার নিকট একগুণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহার নিকট আবার দশগুণে আশা করার প্রবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধই হইয়া থাকে।

কবির হেম চন্দ্র বনার্জি মহাশয় আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য রাজ্যের একজন পরাক্রান্ত মন্ত্রী। তাঁহার অচিন্তনীয় কল্পনা শক্তি, অভাবনীয় ভাবের প্রবর্তনা, অসাধারণ শব্দ চাতুর্য্য, এবং সর্বশেষ অসীম উদ্দীপনা ও উন্নত মনুষ্যিতার তুলনা নাই !! মহাত্মা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদনের পর তিনি নূতন প্রণালী আবিষ্কার দ্বারা বঙ্গ-ভাষাকে যেমন এক থাকায় অসম্ভাবনীয় উচ্চ শোপানে উন্নিত

করিয়াছেন, তেমনই বঙ্গবাসী মাত্রকেই তদঙ্গ ২ মানসীক  
তেজ বল প্রদান করিয়া এক অভিনব রাজ্যের দিকে আকর্ষণ  
করিয়াছেন। ফলতঃ ভাষার সঙ্গে ২ জাতীয় ভাবেরও যে  
উৎকর্ষ বিধান হইয়াছে তাহা সমাজ তত্ত্বজ্ঞ ও ভাষাবিদ এবং  
মানব চরিত্র সমালোচক পণ্ডিতগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন,  
সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এহেন মহাত্মা অধুনা অন্ধ হইয়া  
কাশীধাম আশ্রয় করায় লিখকের অতীব দুঃখের ও পরিতাপের  
কারণ হইয়াছে।

কবিবর নবীন চন্দ্র সেন— হেম বাবুর শক্তি  
সঞ্চারে বৈদ্যুতিক তেজ ধারণ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে যে  
রাজত্ব বিস্তার ও পলাসির যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্র রঙ্গমতি, প্রভৃতি  
কাব্য সকলে যে প্রকার অসাধারণ মানসীক বল ও অসামান্য  
গভীর পাণ্ডিত্য প্রকাশ দ্বারা কোমলাঙ্গী বঙ্গভাষাকে সমুন্নত বীর  
ভাষায় বলীয়ান করিয়াছেন, তাহার আর তুলনা কোথায় ?  
নবীন বাবু কেবল বীর ভাষার সৃষ্টি করেন নাই। ফলতঃ  
ভবিষ্যতে পতিত বাঙ্গালী জাতি হইতে যে সহৃদয় সমুন্নত  
বীর বংশের আবির্ভাব হইবেক, তিনি তাহারই সৃষ্টি পতন  
দিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের কারণ এই যে, নবীন বাবু ডিপিট  
ফাশ গলে লইয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের কোন কল্যাণ  
সাধন করিতে পারিতেছেন না।

কবিবর রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়—দেশের  
অতি পুণ্য ফলে অতিশয় তরুণ বয়সে দেবতার ঘরে দেব জন্ম

পরিগ্রহ করিয়াছেন। জাতিয় সাহিত্য জগতের নন্দনকাননে বাস্তবিক তিনি বাসস্তি পিক ! ভাবের বিভোলে বিহ্বল হইয়া যে সকল সঙ্গীত গাথা তিনি দিবা নিশি গাহিতেছেন, এবং যে সকল অমৃত লহরী অনবরত ঢালিয়া দিয়া বঙ্গের তাপিত প্রাণ শীতল করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন; তাহা হইতে বিদগ্ধ ভারতের ভাগ্যে কালে অমৃত ফল যে না ফলিবেক এমন নহে ! ধন্য বরীন্দ্র নাথের লিখনি ধন্য হউক ; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার কবিত্বের মধুরতা উৎসর্গীকৃত হইয়া দেশের অশেষ উপকার বিধান করুক। বড়ই সুখের বিষয় যে, বরীন্দ্র নাথ দেশের কল্যাণ কামনায় ত্রুটি হইয়াছেন। শুধু চুটকী চাটকি লইয়া আর সময় নষ্ট করিবেন না।

### ভাগ্যবান রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়

অতি ক্ষণ জন্মা রাজনৈতিক মহাপুরুষ। ভারতে আর তেমন একটা নাই। তিনি কেবল রাজনৈতিক নহেন, লিখক, বক্তা এবং সহৃদয় কবিও কটেন। সুতরাং তাঁহার তুলনাই নাই। পরম সুখের বিষয় এইক্ষণ দেশের কল্যাণে অর্ধেক পৃষ্ঠে লাগিয়াছেন। সুতরাং “দত্ত পদে মত্ত হৈল” পুরাতন কথাটা আর এখন খাটিতে চায় না।

### অনারেবল আমির আলী সাহেবের—

পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা এবং স্বজাতিয় হিত চিন্তার কথা নূতন আর কি বলিব ? তাঁহার স্মায় ইংরেজি সুলিখক ও ভাবুক এ দেশে অধিক আর আছে কোথায় ? ইনি রাজ নৈতিক ক্ষেত্রে মহারথী

এবং বিশেষ চিন্তাশীল। “লাইক অব মহাম্মদ” এবং “স্পিরিট অব ইসলাম” প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞাতিয় জ্বলন্ত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, শতাব্দির পরও তেমন কেহ চেষ্টা ও মত্ব দ্বারা করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ স্থল। কিন্তু রাজ-কার্য্যে তিনি ব্রতী থাকায় দেশের আশার উপযুক্ত কার্য্য বাধ্য হইয়া করিতে পরিতোছেন না ; তাই আক্ষেপ।

### মাননীয় সুরেন্দ্র নাথ বানার্জি মহাশয়—

ভারতের অদ্বিতীয় ব্যক্তি। ইহার স্তায় রাজনৈতিক দক্ষ পুরুষ শতাব্দির পর জন্মিবে কিনা সন্দেহ স্থল। রাজনৈতিক বিষয়ে ইনি এ দেশের যে প্রকার যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ করাও সামান্য বুদ্ধির কার্য্য নহে। ইহার স্তায় ব্যক্তি যদি আর একজন থাকিত তবে আক্ষেপের কারণ ছিল না। দুঃখের বিষয় অনেকে ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতেছেন না।

### মহাত্মা ছার নৈয়দ আহ মদ সাহেবকে

ভারতবাসী শিক্ষিত মাত্রেরি চিনেন। তাহার স্তায়, বহুদর্শী রাজ নৈতিক জ্ঞানী এবং স্বজাতি হিতৈষী মোস্লেম্ অগ্রনী আর একটা এদেশে ছিল না। তাহার অভাবের পরও তেমন একটা লোক বর্তমানে প্রকাশিত হইবেন দূরে থাকুক, অর্দ্ধ শতাব্দির মধ্যেও জন্মেন কিনা সন্দেহ। সার নৈয়দের অভাবে এইক্ষণ ভারতীয় মোস্লেম্ সমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয়, তিনি উচ্চ শিক্ষার যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রভাবে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবার আশা আছে। রাজ-নৈতিক বিষয়ে তাঁহার পান্থা এবং উদ্দেশ্য অতিশয় প্রশংসার্হ ছিল। অনেকে তাহা বুঝিতে না পারায় শিষ্য দুঃখের ও দেশের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে।

ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে দেখা যায় যে, নীতি ধর্ম এবং জ্ঞান সূত্রের শিথিলতা দ্রুতই ভারতের প্রায় প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক দেশের পতন হইয়াছে। নিজেরা যদি নিজদের নীতি ধর্ম স্থির রাখিতে নাপারি; এবং নিজে যদি নিজের অধঃপতনের পথ পরিষ্কার করি, তবে আর অস্তুর দোষ কি? নীতি ধর্ম হইতে স্থলিত পদ হওয়াতেই এদেশের যত কিছু দূর্বস্থা ঘটিয়াছে; এবং অশান্তি অসুখের কারণ ব্যাপিত হইয়াছে।

নব-অভ্যুদিত ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিও অনেক আশা ভরসা ছিল; কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই সে তেজ নির্বাপিত হইয়া ভারতীয় বিশাল সমুদ্রের মধ্যে লীন হওয়ার মত হওয়ায়, আর তেমন আশা নাই। এখন একমাত্র ব্রিটিশ রাজার মুখেরদিকে তাকাইয়া ঈশ্বরের কৃপা ভিকারী হওয়া ভিন্ন উন্নতির আর কোন উপকরণ বা গুণ গ্রাম আমাদের নিজের মধ্যে কিছু মাত্র নাই। এইক্ষণ যেকোন শিক্ষা দীক্ষা প্রবর্তিত হইতেছে বিশেষ জ্ঞানের সহিত দেখিতে গেলে ততাবৎ ভবিষ্যতে দেশের মঙ্গল জনক নহে বলিয়াই অনুমিত হইবেক। অলমতি বিস্তারেণ নিবেদন মিতি।

মোঃ চারাগ

১৩০৭ বঙ্গাব্দ।

২২ শে আশ্বিন।

}

বিনয়াবনত—

আব্দুল হামিদ খান

ইউসফজয়ী।

उदागौ ।

# A BROKEN HEARTED RETIRED TRAVALER'S. LAMENTING SONG.

1

The sun is set, the day is past,  
River flows on, swiftest run ;  
Life as lighting, passing fast,  
Drawn the fancie's, dreamy fun.

2

I am standing, on the bank,  
Dusky sphere is, on my high ;  
In the front deap, horrar tauk,  
My past had sunk, in sorrow's sigh !

3

I am alone, in my path,  
Alone here oh ! have I came !  
Alone shall take, parting bath,  
None shall speak, my emty name !

4

I am going, I had came ;  
Dusty body, shall be dust,  
In the grave my joy and fame  
Rest will ever, sleeping last !

## 5

The sun is set, my day is past  
 World became in darkish sein  
 Slowly slow is motion fast  
 Heart and minds are narrow mean !

## 6

Where are now my, hope and zeal ?  
 Where are strength and wish the same ?  
 Broke the fort of love and will  
 Flew way birds of joy and fame.

## 7

The sun is set, my day is past,  
 Birds now flying to their nest ;  
 Sole my crying, leave for last  
 All have going, But I rest !

## 8

All have going, all had gone !  
 Step by step they crossed on shore ;  
 Their that duties, they had done  
 I fell past for, sufferings more !

## 9

I am going, I shall start  
 Where shall reach ! but, not I know !  
 Where I go ? and, what in part ?  
 Never known I, man I though !!

Never know oh ! why I came ?  
Why I live in darty earth ?  
Who can tell me, Mystry same ?  
“What is reason die and birth ?”

---

## A WOULDLY MINI ED PROFESSIONER'S hopeless Song.

What is fault of God ? ——  
Are all of my Lot !  
What is mistake of my duty ?  
What is mias of thought ?  
—— Are all of my Lot !  
What is fault of God ?  
Life has parished in the air  
Love is parished in the sigh ,  
Hopes are spoiled here and there  
My all are mingled on sky  
—— Are all of my Lot !  
What is fault of God ?

Labouring all the night and day  
Spending all the strenth and zeal  
Made the hopeful fort and way  
Waiting with a earnest will.

Travelling murmur whole this life  
 Whispering with that phantom's love  
 Gained that Charming Dava's wife  
 Kept her carefully heaven's above

Wasteing all my blood and flesh  
 Bleeding heavy sorrow's tear  
 Creating happie's garden fresh  
 Wished for fruits with hope and bear.

With tropic scheme, and Skillful art  
 Searching Sky earth's, dust and star  
 Serveying unever's inless part  
 Voyaged unfathamed ocean far ;

But all in vain ! all waste at last !  
 Hope is dream oh ! Hope remain !  
 All have lost ! my all have past !  
 Trying crying all invain !!

Life has parished in the air  
 Love is parished in the sigh !  
 Hopes are spoiled here and there  
 My all are mingled on the sky

are all of my lot !  
 what is fault of God ?

---

# উদাসী ।

## উদ্বোধন ।

হায় রে ! ভারতে আজ,      কে করিবে হেন কাজ,  
কে করিবে বংশীর বাদন ?!

কে আর জাগাবে হায় !      সঞ্জিবনী কবিতায়  
চির মৃত ভারত জীবন ?!

করুণ কবিত্ব-রসে,      ছায়, ধর্ম, প্রেম বশে,  
কে করিবে সাম্যতা বোধন ।

অসম্মিল, হিংসা, ঘেঘ,      সে দোষে মজিল দেশ  
কে করে আর একতা বন্ধন ?!

দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ ঘোরে,      ভারত গেলরে পুণ্ডে,  
কে নিবारे সে ভীম দাহন !

এ মহা শ্মশানে আজ,      সাজিয়ে যোগীর সাজ,  
কে করিবে শবের সাধন ।

কে করিবে সে সাধন,      কে শিখাবে সে বোধন,  
কে দেখাবে সে পথ রে আর ? !

পিতৃ-কুল-রত্নাগার,      কে খুলিবে সে ভাণ্ডার,  
কে খুজিবে লবে রত্ন তার ।

করিয়ে কবিতা বৃষ্টি      কে লভে হরাজ দৃষ্টি,  
রাজ তুষি করি আকর্ষণ ;

জিত জেতা ভেদ-জ্ঞান,      কে করাবে তিরোধান,  
রাজ স্তুতি কে করে কীর্তন ?

স্তুতি নতি স্মৃতি-  
 হেন মতি কবে হবে কার ?  
 বাধা বিঘ্ন পদে দলি,  
 দিবে আত্মোৎসর্গ বলি,  
 হেন জন নাহি দেখি আর !  
 স্বজাতি স্বধর্ম ভরে,  
 দেশের দেশের তরে,  
 অকাতরে কেবা দিবে প্রাণ ?!  
 জাগা'তে জাতি-ভাব,  
 ত্যাজি স্বার্থ ত্যাজি লাভ,  
 কেবা দিবে আত্ম-বলি দান ?!  
 হিমাদ্রি, সহ্যাদ্রি ধরি,  
 উদয়ান্ত গিরি লাড়ি,  
 কে ভাঙ্গাবে ভ্রান্তি মোহ ঘুম ?  
 সে কাল নিদ্রার ভোরে,  
 কে জাগাবে ভারতেরে,  
 কে বহাবে উৎসাহের ধুম ?!  
 হায় যদি কে'টে যায় !  
 ডাকিয়া বা কহি কার ?  
 ভারতে ত জন প্রাণী নাই !  
 সবি এবে শুশ্রূকার,  
 ধূ ধূ ধূ শ্মশান সার,  
 স্তপাকার শব ভস্ম ছাই !!  
 সকলিত মৃত প্রাণ,  
 সকলিত হত জ্ঞান,  
 সংজ্ঞা হারা বিগত চেতন !  
 ভূত প্রেতে টানি খায়.  
 পথে গড়া গড়ি যায়,  
 এক সঙ্গে সৈয়দ বামণ !  
 দুর্মতি দুষ্কৃতি বশে.  
 ভারত আপন দোষে,  
 মজিল সে দোষ দিবে কার ?  
 না বুঝি কালের মর্ম,  
 খোয়ায়ে চরিত্র ধর্ম,  
 ছবিল সে, কে করে উদ্ধার ?

“হেমের” হৈমন্তি-বাস, “নবীনের,, ডিপ্টি-কাশ,

“রবীণ” চুটুকি গায় ঘরে !

“দত্ত” পদে মত্ত হল, “আমীর” ওমরাই নিল,

“সুরেণ,, স্খুই বকি মরে !

কোথা দত্ত অভিমান ? কোথা গেল কুলমান ?

কোথা হারে গরিমা এখন ?

এবে আর কিছু নাই, পোড়া অহঙ্কারে ছাই,

ধিক তোরে হিন্দু যবন !

কোথা সেই রাজ স্থান ? কোথা আজ তার মান ?

কোথা আজ পাঞ্জাব, কাশ্মীর ?

কোথা সিন্ধু, মালাবার, কোথা সে মারহাট্টা আর,

কই কোথা কচ্ছ, আজমীর ??

ভুচ্ছ উদরের তরে, আজ তারা খেটে মরে

মুজুরীর শৃঙ্খল গলায় !

দাসত্বের অভিমান, পদাঘাতে হুথ জ্ঞান,

হেন মুঢ়, আছেরে কোথায় ?

কোথা সে দীপ্লির পুরী ? আসিন্ধু পৃথিবী যুড়ি,

মূর্তিমন্ত যার অভিমান !

কঠোর মুজুরী করি, সামান্য মুজুরী গিরী,

আজি তার জীবিকা প্রধান ।

কহিতে বিষম ছঃঃ ! ছঃখেতে বিদরে বুক !

নবাবীর অন্ত নাই যার ;

কোথা সে লঙ্কায়ো আজ ?! কোথা “ইন্দ্র সত্য” সাজ ?!

দপা চালে নব্ব্বাশ্ব তার !!

কই সে মুরশিদাবাদ ? কোথা সে খান্দন জাদ ?

কোথা হায় মৈহুরী দেমাগ ?

বিষম বিলাস ঘোরে, আজ সে ডুবিয়ে মরে,

হায় হায় ! গিয়াছে বেবাক !!

ব্যসন-বাসনা-রঙ্গে, হায়দরাবাদের জঙ্গে,

এসলামের করিল পতন,

বিহারে বিহার-শক, ত্রিপুরে সাহেবী ঢক,

কি করিবে কৈশব সাধন ?

মুষ্টিমেয়, ত্রাঙ্ক ভাই, তারা আজ ঠাই ঠাই,

ভারতের কি আর কল্যাণ ?

গউর গৌরঙ্গ-রাগে, আর না জাগে জাগে !

বৈষ্ণবী প্রেমে সে সমাধান !!

আদি সমাজের টুষ্টি, নিন্তেজ ঠাকুর গুষ্টি,

মহর্ষির বাঁচা হ'ল ভার !

কোরান, পুরাণ নাই, যাহা ইচ্ছা করে তাই,

হুনব্য সাহেবী অবতার ।

“সাধারণী” শুধু বাক, চক্ষু মুদি “মামা” ডাক,

বুখা গর্ব সাম্য অভিমানী ;

জাতি গত হিংসা ঘেব, ঘেঘেতে মজিল দেশ,

মুর্গী, পাঠা ল'রে টানা টানি ।

গো মাংসের নামে হায় ! পালে পালে কুদে ধায়,

যথা তথা ঘোর কাটা কাটি !

কিণ্ড পলাতুর বাসে, কিন্তু সাধ মদ মাসে,

চাকুরীর কালে আটা আটি ।

গোলামী কামেতে দড়, দাসত্বের সাধ বড়.

কাটে গিলা খে'রে লাখি গুড়ি ।

ভগ্নানী ভাঁড়ানী যত, সেই কাজে সদা রত.

হোটেল খানায় ছড়া ছড়ি ।

এই কি কপালে শেষ, না রাখিল ধর্ম লেশ,

খোয়াইলি সরম শরম !!

না রাখিলি কুলমান. কুকার্যে দিলিরে প্রাণ,

ভেবে আজ বিদরে মরম !!

হায় রে ! দুষ্কৃতি বশে, ভারত আপন দোষে.

মজিল সে দোষ দিবে কার ?

না বুঝি কালের মর্ম, খোয়ায়ে চারিত্র ধর্ম,

ডুপিল সে অকুল পাথার !

গভীর সমুদ্রে জলে, বিঘোর পতন-তলে,

যে তলালে কে ছুলিবে তারে ।

বিধাতার অধিশাপে, ভারত মজিলো পাপে.

কার বাপে রক্ষিবারে পারে ?

পিতৃ-কুল-রত্নাগার, কে খুলিবে সে ভাণ্ডার,

কে খুজিরে লবে রত্ন তার ?

কে করিবে সে সাধন. কে শিখাবে সে বোধন,

কে দেখাবে সে পথের আর ?

এ, নহা শ্মশানে আজ, সাজিয়ে যোগীর সাজ,

কে করিবে শবের সাধন ?!

কে আর জাগাবে হায় ! সম্ভাবনী কবিতার,

চির মৃত ভারত জীবন ?!

হেমের" হৈমন্তি-বান, "নবীনের" ডিম্বে-কান,  
 "রবীণ" ছটুকি গায় ঘরে ।

"মত" গদে মত হ'ল, "আমীর" ওমরাই নিল,  
 সৈয়দ কান্দিয়ে গেলা ম'রে ।

সকলিত হৃত প্রাণ, সকলিত হৃত জ্ঞান,  
 সংজ্ঞা হারা বিগত চেতন ।

ভূত প্রেতে টানি খায়, পথে গড়াগড়ি যায়,  
 এক সঙ্গে সৈয়দ বাবণ !

হায়রে বিধির কন্দ, এই ছিল নিরবন্ধ,  
 লাভিলাম ভারতে জনম !!

হায় শাপ দিল করে ? না জানি কি পাপ করে,  
 বিধির এ দারুন কলম ।

ছাড়ি দেশ দেশান্তর, পর দেশে করি ঘর,  
 পরবাসে গেলরে জীবন ।

না কিরিনু দেশে আর, পরবাস হ'ল সার,  
 পর দাস ললাটে লিখন !!

এই কি কপালে ছিল, অস্থানেরে প্রাণ গেল,  
 বিপাকেতে হারানু জীবন !

না হেরিনু বাপ মায়, না দেখিনু আর হায়,  
 স্বদেশের সুখের বদন !

আরো দুঃখে ফাটে বুক, কহিতে বিষম দুঃখ,  
 কত দুঃখ ছিল এই ভালে ?

যায় আশি মরিলাম, তারে নাহি পাইলাম,  
 এই খেদ র'ল কালে কালে !!

যার লাগি পরিজন,                      করিলাম বিসর্জন,

উদাসীয়ে হইলাম হার !

যার লাগি ঘর বাড়ী,                      ধন, জন, ত্যাজ্য করি,  
মজিলাম না পেলের তার ।

যার লাগি এ যৌবন,                      যার লাগি এ জীবন,  
যার লাগি এনেহরে ছার !

করিলাম, মরিলাম,                      প্রাণ দিয়ে সাধিলাম,  
না পেলের দরশন তার !

কোথা হারে সে রতন ?!                      কোথা সে জীবন ধন ?!  
কোথা মোর ভজন পূজন ?!

কোথা গেল সে সাধন ?                      বুধা হ'ল সে ভজন,  
বুধা হইল গেলরে জীবন ।

বুধা কাজে কাল গেল,                      পরমায়ু ঘেঁটে এ'ল,  
না করিছু ধরম করম !

না চিন্তিছু সে চিন্তন,                      না ভাবিছু সে ভাবন,  
খেদে হায় দহেরে মরম !!

পরিয়ে আশার কাঁশ,                      এতছু করিছু নাশ,  
নাশ করি সোণার জীবন ।

জীবন ভেকুর বাজি,                      আশা কুহেলিকা সাজি,  
দেখা'তেছে তবুরে স্বপন ।

জানি আশা ! তুমি সার,                      তুমিই ভবের সার,  
আশাতেই আশার সংসার ।

তুমি যদি না থাকিতে,                      এ ব্রহ্মাণ্ড পাতে পাতে,  
খসিতরে রেণুর আকার ।

তাই হাদে ওরে আশ !                      করি তোরে গলে কাঁশ,  
লয়ে তোনে উদাসীয়ে হই ।

তাই হাদে ওরে আশ !                      কাটি ভব মায়া পাশ,  
আর তোরে, লয়ে সুখে নই ।

আর আশা। সুখে রই, ভারতে পড়ুক থই,  
বহুক রে উৎসাহের বড়।

ভারতে পড়ুক ধুম, ভাঙ্গুক বিবাদ-ধুম,  
উঠ সবে! আশা করি ভর।

উঠ করি আশা ভর, সহি' ভীম উর্ধ্ব বড়,  
হে'লে দেরে! সন্ত সিদ্ধু পাড়ি।

আশাতে বাক্ষিরে বুক, সহিয়ে অনন্ত দুঃখ,  
দেরে ডিঙ্গা পাথারেতে ছাড়ি।

জয় মা ভারতেশ্বরী, 'সাম্য-নীতি' অধিধরী,  
হেন ভাগ্য ভবে হবে কার?

ধন্য 'রুল ব্রিটনীয়', জগতে অভুলনিয়া,  
ধরাতে নাই সমুত্তল বার!

ধর রে সে সাম্য নীতি, যদি চাহ সঙ্গতি,  
কায়োমনে কররে সাধন।

ঈশ্বরে সমর্পি প্রাণ, সাধ সে কঠোর ধ্যান,  
সাম্যতার কর উদ্বোধন।

জাগারে জাতীয়-ভাব, ত্যাজি স্বার্থ ত্যাজি লাভ,  
হেলে দেরে সন্ত সিদ্ধু পারি;

আশাতে বাক্ষিরে বুক, সহিয়ে অনন্ত দুঃখ,  
দেরে ডিঙ্গা পাথারেতে ছাড়ি।

ছাড় ডিঙ্গা মার ডঙ্কা, শমনের কিরে শঙ্কা,  
যদি প্রাণ থাকে ছার দেহে।

যদি থাকে ছার প্রাণ, অবশ্য সাধিবে ধ্যান,  
কেহে মুড়! নিরুৎসাহ কেহে?

কুহে মুড়! কিরে ভয়? 'বল জয়! বল জয়!!

জয়নাদে কাটুক বিমান।

কাটুকরে শূন্য সোম, যাক্ কে'টে সূর্য্য সোম,  
স্বর্গ, মর্ত্ত, হ'ক কম্পমান।

## সংসার-বিরাগী জিতেন্দ্রিয় \*

ঋষি ।

— ০:০ —

বাড়ী নাই, ঘর নাই, নাই প্রতি বেশী,  
ত্যাগেছি সংসার-মায়া, আমিহে উদাসী !  
দুর্জয় বাসনা কুল, রিপু আদি ছয়,  
নির্জ্ঞান সাধনা-বলে, করিয়াছি জয় !  
বনে থাকি, বনে পাই, তরুতলে বাস,  
নাই লোভ, নাই ক্ষোভ, নাই কোন আশ !  
নাই সাধ, নাই বাদ, নাই চিন্তা লেশ,  
গৌকিক প্রেমের জালা, ত্যাগেছি বিশেষ ।

\* বগদাদ নিবাসী মহাধনী, মহাপণ্ডিত ও মহাশুভ্র, আচার্য্যশ্রেষ্ঠ হজরত্ “জনিদ” জৈশ্বর প্রেমে আত্মোৎসর্গ করিয়া বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালীয় বগদাদের অধিপতি ও অন্ত্যায় বহুদেশ-বাসী ভূপতিগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋষিপ্রোক্ত জনিদ ঐ সমস্ত অধিপতির সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবার জন্ত বিশেষ এক নির্জ্ঞান স্থান মনোনীত করিয়া তথায় জৈশ্বর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। বগদাদের উক্ত রাজচক্রবর্তী সেই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কামনা করিয়া সন্ধ্যার প্রার্থনা জ্ঞাপন করায়, হজরত্ জনিদ তাঁহার উত্তরে এমনকি

বিশেষ তাহাজেছি আমি, প্রভুধোঁয়া তার,  
 আজি রে আদীন আমি, অদীন সংসার !  
 উচ্চ চূড় গিরিবাজ,— ঠিগাচল অট,  
 এ শোর ছন্দর আজ, পাবে গেরে কই ?  
 অপার সমুদ্র ঘোর, ছবর পাখার,  
 সাক্ষাত মহিমা অট, সৃষ্ট বিধাতার !  
 আজ সে পাবেরে কই, হেন পরিসর ?  
 অনন্ত দিয়ার এবে, আমার অস্তর !!  
 বিপুল ধরনী, দিহু, শূণ্য নৈরেকার,  
 আজ রে সকলি তারা, অদীন আমার !  
 অদীন আমার আজ, নিজে বিশ্বগতি,  
 বন্ধ, রন্ধ, দেব, দৈত্য, করিছে প্রগতি !

এক আনি সারগর্ভ, পাণ্ডিত্য ও টেবরাগা পূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন যে, তাহার  
 মর্ম্ম অবগত হইয়া, অতি ঘোরতর পাতকী ও অতিশয় সংসারীশত প্রায়  
 চল্লিশ হাজার লোক অতি অল্প দিনের মধ্যে পরম পবিত্র জীবন লাভ  
 করিয়া কৃতার্থ হন। তৎপর আরও শতসহস্র লোক তাঁহাদের লদাগ-  
 শরণ করিয়া সংসারে উদাসীন ও জগতে অতৃপ্ত দেবত্ব লাভ করিয়া  
 বৃত্ত হইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ কলুষিত ও পতিত দুর্দল জীবনের পক্ষে  
 অসাধারণ ধর্ম্মবল ও অসাধারণ বীজ্য লাভ করতঃ মহাউন্নত হওয়ার  
 জন্য তাপস-শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের উক্ত উপদেশ সূচক বাধ্যাবশি জগতের এক  
 অন্ত্যান্ত্য উপদেশ জিনিষ বটে। সেই সকল মহাবাক্যের দ্বারা  
 অবলম্বন করিয়া কোরাণ পুরাণ, বেদ বাইবেল প্রভৃতি মহাজ্ঞান সকলের  
 মহাউচন-সম্মত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি অধুনা প্রকটিত হইল।

ঈশ্বর প্রেম, ঈশ্বরানুগত্য এবং ঈশ্বরে আত্মোৎসর্গ করা ভিন্ন পরি-  
 জ্ঞানের অন্য ভাগ পথ নাই। আর বিজ্ঞাপন বল, মর্শন বল, এবং  
 কাহা প্রসিদ্ধ বা কিছু বলনা কেন ? কিন্তু সে সব ছাড়া যেখানে

বিশাল ধরণী-তল, জিহবার আকাশ,  
 নদে তার মধো স্রু, মম গৃহ বাস !  
 অসীম সাগর গিচ্ছ, নদী সরোবর,  
 স্রু তাহে তৃপ্ত নহে, আমার অহর !  
 প্রোজ্জল অনল দ্যুতি, উদ্দীপ্ত ভাস্কর,  
 নদে তাহে আলোকিত, মম চক্ষুর ।  
 স্রুত গাখী, উচ্চা, বায়ু, গ্রহ, তীর, তার,  
 পারে কি আমার পতি, পরাজিতে তারা ?  
 বিশ্ব-জয়ী শক্তি যোঁর, মহান গভীর,  
 তুচ্ছরে সংগ্রাম-জয়ী, দেশ জয়ী বীর !  
 ক্ষুদ্রতম, ক্ষুদ্রতারা, হিংস্রকের শেব,  
 তোপ তরবারে নষ্ট, করে, স্রুটি দেশ ।  
 মহানিষ্ট স্রুটি তারা, পারে সাধিবার,  
 স্বরূপের পারে তারা, \* সিন্ধু করিবার !

সাধনার মত অতি মহান্ বিদ্যাও একগুতে দ্বিতীয় নাই। যোড়ন্তর  
 পতিত বাঙ্গালীর নিকট অধুনা সেই যোগ সাধনার কথা স্বপ্নের ন্যায়  
 প্রতিয়মান হইতেছে। কলতঃ এই পতিত জাতির পক্ষে এবং বিশেষ  
 রূপে, পঞ্চ ভ্রষ্ট, লক্ষ্য ভ্রষ্ট বিকার গ্রহ, চঞ্চল ও বাতুল মতি আধুনিক  
 ভাবুক ও কবি সমাজের পক্ষে, যোগ সাধনা আশ্রয় করতঃ জীবনে  
 অতুল ধর্মভাব ও ধর্মবল এবং অসাধারণ বৈরাগ্যময় মহাবীরত্ব  
 উপার্জন করা ও একান্ত কর্তব্য হইয়াছে ! অন্য লোকের বিধর বাহাই  
 হউক, কিন্তু কবিগণ ও ভাবুকগণ স্বর্গীয় দেবত্ব লাভকরিত্ত্বী এবং  
 ঈশ্বরের বিশেষ অঙ্গগ্রহের পাত্র হইয়াও যে অনেকে স্বকীয় নানা  
 বিপ পাপাচারে অত্যন্ত কলুষিত ও জঘন্য চরিত্র হইয়া পড়েন,  
 ইহাই অত্যধিক পরিভ্রাণ এবং দুঃখের বিষয় বটে। আমি একান্ত  
 ভরসা করি যে, যতঃপর স্বর্গীয় ভাবুক ও কবিগণ জীবনে অসাধারণ

মন ছিলে বিবে ভরে, কীর্ত্তি সাগর,  
 অধার সাগরে করে, বিব-সংসার ।  
 মুহুর্তে করিতে পারে, ধাত্তল শাশি,  
 মুহুর্তে করিতে পারে, প্রাণীর বিনাশ ।  
 কিত্ত কিবা সাধা ধরে, করে বিন্দু দান,  
 শরীরের রক্ত দিয়া, সাধিতে কল্যাণ ।  
 কি সাধা করিতে পারে, জগতের হীত,  
 কি আর সাধিবে বিনা, জীবের অহীত ।  
 অহীত সাধিতে সদা, পাশ্চাত্য সবে,  
 নিঃস্বার্থ কল্যাণ কেবা, সাধিবার ভবে ?  
 কাহার হৃদয় হেন, বীরত্বের ধনি,  
 পরের অহীত যেবা, করেনি কখন ?

ধর্মবল সক্ষম করিয়া জগতে প্রকৃত দেবত্ব প্রদর্শন করিবেন। কেননা  
 তাঁহারাই দেশের আচার্য ও গুরু স্থানীয়; অতরাং তাঁহাদের দেবত্ব  
 লাভ কার্যোমনে একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বাঙ্গালী, বেং-বাস, বুদ্ধ, ভাস্কর, শুক, শারণ, ধর্মজি, শুক্ল, কনাদ  
 ও দেশ সাদী, হাকের, জামী, জাফর, লোকমান, আবুহানিকা, শাকী,  
 মালেক, গজালী, হাফলী এবং নানক, গৌরাজ, রাম প্রসাদ, বিদ্যাপতি  
 প্রভৃতি মহাত্মাবুক মহাজ্ঞানী, ও মহা কবিগণ ইহারা সকলেই যোগ  
 সাধনায় মহাত্মা ছিলেন; ও হোমর, বার্জিল, মিল্টন, সেকস্পিয়র,  
 লংফেলো, শব্দভূতি, কালিদাস, ফেরদৌসী, নিজামী আবীরখান  
 প্রভৃতি এবং ভারত চন্দ্র, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণ; অধি-  
 কার্য্যম যোহন, কেশব চন্দ্র, কার্ল লাইব্‌স, টেনিসন, বেঞ্জামিন ফ্রানকলিন,  
 জর্জ কুয়ার, বিদ্যালাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণ সকলেই মহাত্মা ও মহা-  
 কবিগণের পুণ্যশালী ছিলেন। সেই জন্য তাঁহাদের জীবনের কার্য্য ও  
 কল্পনা উন্নত ও মহত্তর এবং লোকের আদরনীয় হইয়াছে। যিনি যে

কাহার হৃদয় হেন, মহান প্রাণি,  
পরে যদি মারে, তবু করে দয়া দান !  
এমন হৃদয় কেবা, নরকুলে রাখে,  
শত্রুর পানিত বর্ষা, হর্ষে ধরে বুকে ?  
এমন হৃদয় বানি, নরকুলে কার ?  
শত্রুর সহিত করে, মিত্র ব্যবহার ।  
অবলে পরাণ দেয়, পরাণীর তরে,  
রাখিতে পুষের প্রাণ, নিজে প্রাণে মরে ?  
রাখিতে মানীর মান, প্রাণ করে দান,  
জীবের মঙ্গল হেতু, তুচ্ছ ভাবে প্রাণ ।  
সবেই করিতে পারে, অনিষ্ট বাধন,  
ভাল করিবার ভবে, নহে কোন জন ।

পারমাণে সাধক ও পরমার্থ-প্রেমীক ও পুনরাশ্রা ছিলেন, তাহার কার্য  
এবং বিদ্যা বুদ্ধি ও রচনাবিজ্ঞা সেই পরিমাণে উন্নত ও পৌরবান্ধিত  
এবং সম্মানিত হইয়াছে। অধুনাতন আমরা চট্টগ-মতি বালকগণ যদি  
সংসারের নান! বিধ ঘোরতর পাপ পক্ষে নিমজ্জিত ও কলুষিত  
হইয়া ধর্ম বিহীন, যোগ সাধনা বিহীন, নিতান্ত দরিদ্র চর্যল হৃদয়,  
মন লইয়া বাস্তবিকী, বেদব্যাস, মাদী, ফেরদৌসীর সমকূল্য কিম্বাভিলাষী  
হই; এবং হাফেজ, রাস প্রদাস, গৌরাম, নানকের ন্যায় গৌরবের  
প্রিয় পাত্র হইতে ইচ্ছা করি; এবং রাস মোহন, কেশব চন্দ্র, বিদ্যা  
সাগর, অক্ষর কুমার, বেঙ্গামীন, গারফিও প্রভৃতির ন্যায় ভাগ্যবান ও  
বশোদী হইবার কামনা করতঃ একটা কেটে বেটে হইরাছি বলিয়া  
অহঙ্কারে তুলিয়া আটখানা হই; তবে আমাদের ন্যায় নির্দোষ হত-  
ভাগ্য জীব এপৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। বাহার বেক্সস সাধনা  
তাহার কার্যও তদ্রূপ হইবেক সন্দেহ নাই। বড় মঙ্গল না হইলে  
কিছুতেই বড় লোক হওয়া যায় না ইহা স্থির নিশ্চয় কথা ।

সেই শত বীৰ গণ্য, ত'ল ঘোড়া চান,  
 আপনা পাসৰি যতে, নিশ্চয় য়াৱাৰ ।  
 এমন সে উচ্চ হৃদি, আৰু কত জন,  
 পর হুঃবে হুঃনী সৰা, যাহাদেৱ মন ?  
 যাহাদেৱ হৃদিসল, নহে হিন্দু নল,  
 লক্ষকে আশ্রয় দানে, লভে চৰ্য বশ ।  
 সৰ্ব্ব জ্ঞানী, মহা যোগী, নিকামনা বেট,  
 ধনা ধন্য বীৰ গণ্য, ধৰা পূজ্য সেই ।  
 হিংসা, লোভে, কাৰ, ক্রোধে, পূৰ্ণ য়াৰ মন,  
 তাৱে কি সম্ভবে কহু, কল্যাণ সাধন ?  
 চরিত্ত স্বার্থে বশ, যাদেৱ অন্তর,  
 জীবেৰ অহীত ভাৱা, সাধে নিরন্তর ।  
 পায়েনা কৰিতে কহু, কল্যাণ সাধন,  
 মৰা পাশে কত সৰা, তাহাদেৱ মন ।  
 হ'ক মহা ৰাজ্যাধিপ, ৰাজ ৰাজেশ্বৰ,  
 হ'ক ভাৱা ইন্দ্ৰ, চক্ৰ, ধনৈৰ দৈবৰ ।  
 হ'ক হ'ক য়াক্ত গণ্য, সমাজেৰ পতি,  
 ককক ভগত বাসী, ককক প্রাণতি ।  
 বিস্ত ভাৱা কহু নহে, মহত প্রধান,  
 পায়েনা সাধিতে ভাৱা ধৰাৰ কল্যাণ ।  
 পায়েনা পায়েনা ভাৱা, কৰিবাৱে হীত,  
 কেবলই সাধে ভাৱা, জীবেৰ অহীত ।  
 নিকাম, নিঃস্বার্থ আৰ, নিলিখ্ত না হ'লে,  
 পাৱে কি সাধিতে হীত, পাৱে কোন কালে ?  
 দুৰ্জয় বাসনা নল, বে কৰিতে লাগে,  
 অশান্ত হীত সে কি, কৰিবাৱে পাৱে ?

করিতে পেরে হীত, পর উপকার,  
 হরিতে ধরার তপ, ধরনার ভর,  
 হু জগা বিধাতা বর, মানবী, মানব,  
 ধরার গৌরব ভরা, অতুণ বিভব !  
 ধরার প্রাধান্য সেই, নর আর নারী,  
 দেব, দৈত্য, বক্ষ, রক্ষ, বার আত্মাকারী !  
 চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, বিদ্রোহ, অনল,  
 বাহার ঘোরতর হেতু, সলা সমুদ্রগ,  
 আকাশ, পাতাল, সিদ্ধ, ঘোর রসাতল,  
 বাহার গীমা হেতু, মহীমার স্থল ।  
 অপার অনন্ত আর, আগম, নিগম,  
 বাহার গান্ধীর্ঘ্য ভরে, হ'য়েছে দুর্গম ।  
 নিশি, দিশি, দিক, রানী, কুলিশ, পবন,  
 বাহার মহিমা জপে, হ'য়েছে স্থজন ।  
 ভিষি, গর, ঋতু, আর, অন্ন, বৎসর,  
 বার তুষ্টি সৃষ্টি, ভবে, ঘোষে নিরন্তর ।  
 বার তুষ্টি হেতু সেই, আগনি বিধাতা,  
 সকল জীবের প্রাতি, করে তারে দাতা ।  
 বাহার আবাস-বাণ, কোটি স্বর্গধাম,  
 নিজে সে বিধাতা বর্ণে, বার গুণ প্রাম ।  
 বারে পূজি ধন্য ধন্য, দেবতা সমাজ,  
 বারে হেলি "আজাজিল" সমস্তানের সাজ ।  
 বারে হেলি "আজাজিল" গেল রসাতল,  
 গলে অভিশাপ পাল, ধর্ম্মে হিন ফল ।  
 বাহার অকরে ভরা অনন্ত কুবল,  
 আপনি বিধাতা ঘাঘে, আপনি মগল ।

না প্রবেশে চিন্তা, বাহে, না প্রবেশে জ্ঞান,  
 মাঝে বিগাট-বুর্জি, সে যে স্বপ্ন খান ।  
 কে জানে বিস্তার তার ? কেবা জানে পার ?  
 হার কি অকৃত সেই, অকৃত নাই তার !!  
 সকল করনা আর, সব বুঝি বল,  
 বাহার চিহ্নের শেষে, বার রসাতল ।  
 হার কি ফিলাল ! সেই, মানবের মন,  
 না জানি কতই বড়, অচিন্ত্য কারণ !  
 না জানি কতবা উচ্চ, কতই মহান !  
 না জানি পবিত্র কত, সৃষ্টির প্রদান ।  
 না জানি কি মধুরিমা ! মরি মধুর ?  
 কত বৈভবগী তরী, সুরধুনী বর !  
 না জানি সে কত বল, কত শক্তি ধরে,  
 না জানি কতই তাহে, প্রেমের বিহারে ? !  
 কত ধ্বংস কত লয়, কণে হয় তার,  
 ডুবে আছে বিখরলী, মহামারী হার !!  
 কে জানে বিস্তার তার, কেবা জানে পার ?  
 হার কি ঘটনা সেই, অমল্য পাথর !  
 কিন্তু সে মানব সেই, মানব জগৎ,  
 অলস-কলুব-বশে, এত নীচাশয় ? !  
 সেইরে মানব হার ! সেই নর নারী,  
 জুল্লাহপি, জুল্লাহ আল, নরক বিহারী ? !  
 এতই জঘন্য সেই, এতই ন্যাকার,  
 এতই সে নীচ হার ! জুলা নাই বার ?  
 এতই পারি সেই, মানবের হৃদয়,  
 হৃদয়, দান্য, মেহ, পাপ, সব পরাজিত !

হাররে এতই ক্ষুদ্র, সেইত হৃদয়,  
 ভয়-পরমাণু দৃষ্ট, অঙ্ককার বয় !  
 সেইরে মানব হারি ! সেই নর নারী,  
 ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এত, বেদে আণে বরি !  
 সেইরে মানব শেষ, সেইত হৃদয়,  
 আপনা আণের প্রতি, আপনি নির্ধর !  
 আপনি ভুলিয়া সেই, আপনার জাত,  
 আপনা ভাইয়েরে করে, আপনি সংঘাত !  
 আপনা বিনাশ করে, আপনার হাতে,  
 বিপথে বিপথে পড়ে, সয়তানের সাথে ।  
 আপনা স্বর্গনে করে, আপনি নিধন,  
 এমনি সে জুরনতি, হুশ্রুতি হুর্জন ।  
 হিংসা ছেবে, পাগ-বিবে, সদা জয় জয়,  
 ভীষণ নরক কিসে, বিস্তর অন্তর ?  
 ভীষণ নরক সেরে, নরকের শেষ,  
 সাধে কি ছেড়েছি আমি, মা বাপের দেশ,  
 সাধে কি হ'য়েছি আমি, হেন দেশান্তরি,  
 সেজেছি সন্ন্যাসী সাজ, ছেড়ে ঘর বাড়ী !  
 হার সে বিষম দ্বন্দ্ব, সে বিষম তাপ !  
 কেনরে হৃদয়ে জাগে, সে গৈশাচি পাপ ?  
 ভুলিয়াছি শত বার, ভুলুক হৃদয়,  
 কি কাজ সে কথা ভুলি, কলুষ নিগর ?  
 কি কাজ আমার আজ, সে কবারে ভুলি,  
 চতুর্দশ বর্ষ বাহা, রহিয়াছি ভুলি ।  
 সহজে সন্ন্যাসী আমি, তাহে বন বাসী,  
 চাহিনা সংসার, নহি বর্ষের পলাসী ।

শিখাতে এসেছি আমি, লিখাইয়ে যাই,  
 সবারে সন্মান দয়া, হিংসা ছেব নাই।  
 নিতে ত চাহিনা আমি, বিলাইতে চাই,  
 এ হৃদি কাহারে দিব, খুজি নাহি পাই।  
 অধুত হৃদয় নহে, দিব প্রাণ মন,  
 এ'ম হে ডরায় এ'সো, কে আছে এমন ?  
 হায় যে মানব হৃদি, প্রেমের ভাণ্ডার,  
 সামান্য দানেতে কিবা, ফুরাইবে তার ?  
 সামান্য দানেতে তার, কিবা হবে ক্ষম,  
 সে উচ্চ হৃদয়-ভাণ্ড, বিশাল অক্ষয় !  
 জিভুবন করে যদি, তার সুখা পান,  
 না ফুরাবে কদাচন, না পড়িবে টান।  
 নহিত সামান্য জীব, তরু তল বাগী,  
 বিঘোর তপস্বী আমি, যোগের সন্ন্যাসী।  
 বসিয়াছি পদে ঠাসি, ভব দুর্গ দ্বার,  
 বাক্যিবারে সপ্ততাল, যমের ছয়ার।  
 যেথাইতে নর-লোকে, করিয়াছি পণ,  
 কি লয়ে যুঝেছি ঘোর, সংসারের রণ।  
 সহি কত উর্শি ঝড়, কত প্রভঞ্জন,  
 সাধিয়াছি যোগ বলে, অসাধ্য সাধন।  
 অসাধ্য অগিকি করি, বসিয়াছি ঘরে,  
 'কার সাধ্য জিভুবনে, আর মোরে নাড়ে ?  
 জিভুবন জরী নর আমি, তরি কার,  
 যোগ বলে বাক্যিরাছি, নিজে বিধাতার !  
 বাক্যিরাছি মহা বলে, এ তিন ভুবন,  
 সামান্য কি নর আমি ? কুদ্র কদাচন ?

আর কি সামান্য এষ্ট, মানব জীবন,  
 তুচ্ছ ভাবে মরিবারে, হয়েছে স্বজন ?  
 তুচ্ছ কি হয়েছে ডাব, যোগ তপস্বার ?  
 মনেরে অমর করে, কিগে ভনে আর ?  
 কি বলে মানব লভে, দেবত্ব-আসন ?  
 কি হেতু সে করে জর, এ তিন ভুবন ?  
 অতুল প্রতাপ নর, অগীম ক্ষমতা,  
 যোগ তপস্বারে দিলা, আপনি সে খাতা ।  
 আপনি হঠাতে বন্ধ, আপন' মায়ার,  
 আপনার হাতে নিরমিলা, তপস্বার ।  
 অতুল প্রতাপ দিলা, দিলা তারে বল,  
 অসাধা সান্নিহে ভনে, করিলা প্রবল ।  
 কিন্তু ক' ! বিমূঢ় নর, না জানি সঙ্কান,  
 ভীষণ নরক কুণ্ডে, বিসর্জে রে প্রাণ !!  
 মরে সে ঘৃণিত হের, তুচ্ছ প্রাণী প্রাণ,  
 এমন দারুণ দৃষ্ট, সহ্য কিহে যায় ?  
 কোথা সে আকাশ তুলা, প্রশস্ত হৃদয়,  
 কোথা আর ক্ষুদ্র গোমে, তাহার বিলয় ?  
 কোথা সে চক্রনা সূর্য্য, নিশ্চিত মানস,  
 আজি কিনা সেই তুচ্ছ, বাসনার বশ ? !  
 কি হেতু মানব আজ, এত নিচাশর, ? !  
 তুচ্ছ যোর মোহে তারে, করিয়াছে ক্ষয় !!  
 কি হেতু হইল আজ, হেন দশা হার ? !  
 কেবলি মজিরে তুচ্ছ, ভবের মায়ার !!

অশার সংসার এষ্ট, সংসার অশার,  
 কেনরে সিঁচুড় নর, ভাবে তাহা মার ?

কেঁদরে বিমূঢ় নর, সারা স্মৃতে বশ ?  
 ভুলিয়া পরম জনে, সারাতে অবশ !  
 সারাতে হইলে বশি, সারাতে বিভোর ?  
 আমার আমার করি, করে সারা সোর ?  
 কেবা কার কে আমার ? কেবা আশ্রয়ণ,  
 গৃঢ় না ভাবেরে কিছু, হাবে মূর্থ নর ?  
 আমার আমার করি, মরে অকারণ,  
 কিসের সে দারা স্মৃত, কিসের আপন !!  
 কিবা নাতা কিবা পিতা, কিবা বুন, ভাই ?  
 নিদানের স্তরে কেহ, সঙ্গে যেতে নাই !  
 কিবা স্মৃত কিবা স্মৃতা, কিবা বন্ধু, ভাই,  
 পাণ, তাপ, ভাগী হায় ! কেহ হবে নাই !  
 না নিবে পাণের যোকা, না নিবে সে তাপ,  
 নিদানে পলাবে হারে, সাধের মা বাপ !  
 নিদানে পলাবে কে'লে, দারা, স্মৃত, ভাই,  
 হায়রে চরমে কেহ, সঙ্গে যেতে নাই !!  
 কেবল সঙ্গের সাধি, নিজ কর্ম ফল,  
 চিন্তা সেই চিন্তা তাহে, ফলা'তে অকল !  
 নিজ কর্ম তরে নর, নিজ কর্ত্তে মরে,  
 নাতা, পিতা, দারা স্মৃতে, কিবা কাজ করে ?  
 ধন ধান্য পরিজন, সংসার কারণ,  
 সংসারের হেতু তার', সারার বন্ধন !  
 সংসারের স্থল তার', সংসারের মূল,  
 ভরনের তরী তার', সংসার অকুল !  
 কিসেরে "সংসার" আর, "পরসার" ধন,  
 "পরমাত্মা" "প্রাণ" আর, "মানস", "জীবন",

ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এরা, বিভিন্ন সকল,  
 সবলেব যোগে গড়া, দেহ তরী কল ।  
 অসার সংসার ভাঙে, পরমার্থ সার,  
 “পরমাত্মা” দেহ যোগে, অবলম্ব ভার ।  
 সংসার পাখাবে ও’র, দেহ মাল তরী,  
 পরমার্থ তরে আত্মা, তাহে দেয় পাড়ি ।  
 হেন পাড়ি দিতে যদি, আত্মা তাহে ভুণে,  
 এমন সংসারে ভুবি, কি কাজ হে তবে ?  
 কি কাজ সংসারে তবে, কি কাজ মায়ার,  
 কিংবা কাজ পরিজন, ধনের আশায় ?  
 ছাড়রে ছাড়রে মৃত ! ছাড় মিথ্যা মায়ার,  
 ছাড়রে মোহের ধাক্কা, ভাব মিথ্যা কারার ।  
 স্তেবে দেখ ওবে নর ! সব ফল্গুকার,  
 সকলি সে মায়ার পেলা, মায়ার ধন্দকার ।  
 কাট হেও ভোলা মন ! হেন মায়ার কাশ,  
 একান্ত কররে যদি, পরমার্থ আশ ।  
 কাটবে কাটরে ভব, মায়ার বন্ধন,  
 একান্ত চাহরে যদি, সেই সারধন ।  
 কি ভাব অবোধ আরে, “হাম্বিন বাউর  
 কাট দেখি ভব মায়ার, চিন্তা কর দূর ।  
 ধর’দেখি বীর বেশ, বীর অশতার ।  
 দেখাও মনুষ্য নামে, গৌরব অসার ।  
 দেখাও মনুষ্য এই, কত উচ্চতর,  
 তপসাব বলে কত, উচ্চ হয় নর ?  
 জিহ্বন কর জয়, তুমি ভয় কার ?  
 যোগ বলে বাক্সি ফেল, নিজের বিধাতার ।

আত্মজন প্রাণ ধন, বাজি কর সার,  
 সর্বস্ব ত্যজরে নব ! চরণেতে তার ।  
 কিবা ধন কিবা জন, কিসের সংসার,  
 কিসের রে স্নত, স্নতা, দাবা পরিবার ।  
 কিসের রে ভাট বন্ধু, কিসের জীবন, ?  
 নাহি যদি পাটলাস, সেট সার ধন,  
 নাহি যদি লজ্জিলাস, পরমার্থ ধনে,  
 কিবা কাজ তবে রাজ্য, ধন পরিজনে ?  
 কি কাজ মনুষ্য নামে, কিবা কাজ জিরা,  
 ভজরে তাহারে মন ! প্রাণ দান দিয়া ।  
 ভজকে প্রধানে সেই, —সেই সর্ব মূল,  
 দেখো কভু নাহি হয়, স্থলে যেন ভুল ।  
 যত ধর্ম যত কর্ম, লকলি অসার,  
 যদি ভক্তি প্রেমাশক্তি, নহে প্রতি তাঁর ।  
 যদি ভক্তি প্রেম নাহি, থাকে তাঁর প্রতি,  
 তবে স্নধু কি হইবে, ধর্ম দিলে মতি ?  
 কি করিবে কোন্‌কানে গো, কি করিবে বেদে,  
 কি করিবে যুক্তি তর্কে, নানা মত ভেদে, ?  
 কি করিবে বল তবে, বিজ্ঞান দর্শন ?  
 যদি নাহি হয় সত্য, পথ প্রদর্শন ।  
 যদি নাহি হয় সত্য, পথ পরিষ্কার,  
 তবে বল কিবা ফল, যোগ সাধনার ?  
 কিবা ফল ধর্ম দিয়া, তবে আরে মন,  
 যদি নাহি পাইলাস, পরমার্থ ধন ।  
 যেবা বেই পথে যাও, লক্ষ্য রাখ হিঁস,  
 ছাড় বৃথা বাড়ি বাড়ি, ছাড় বৃথা ভিড় !

ছাড়রে ছাড়রে মন ! ছাড় মিথ্যা মায়ী,  
 ছাড়রে মোহের ধাক্কা, ভাব মিথ্যা কাক !  
 ভেঁবে দেখ ওরে মন ! অনিত্য এ জগু,  
 “পরমার্থ” সাধিবারে, দেন পূর্ণ ধন ।  
 “পরমাত্মা”, শর তাহে, “যোগ” তার গুণ,  
 টঙ্কার সে ব্রহ্ম নাদ,, ধাতুকী নিপুন !  
 টঙ্কারি রে ব্রহ্ম নাদ, ছাড়ি ছহ্কার,  
 ভেঁবে দেখ ওরে মন ! সব কঁককার !!  
 ভেঁবে দেখ ওরে মন ! সংসার অসার ।  
 সকলি সে মায়ী খেলা, মায়ী বন্ধকার !!  
 কাট হে ও ভোলা মন ! হেন মায়ী গাশ,  
 একান্ত কররে যদি, পরমার্থ আশ ।  
 কাটরে কাটরে ভব, মায়ার বন্ধন,  
 একান্ত চাহরে যদি, সেই সার ধন ।  
 কি ভাব অবোধ আরে, হামিদ বাউর !  
 কাট দেখি ভব মায়ী, চিন্তা কর দূর ।  
 ভেঁবে দেখ, ঘোর অই, ভবিষ্য-পাথার  
 দিন গেল ! গেল দিন !! কি ভাবিছ আর ।



## নবীন সন্ন্যাসী । \*

( প্রস্থান )

( ১ )

ছাড়ি দেশ গুণ বাস,                      ছাড়ি ধন জন আশ,  
 ছাড়ি হার : প্রিয় প্রাণেশ্বরী !  
 সাজিরা বোগীর সাজ,                      প্রবাস-পাথারে আজ,  
 ছাড়িলাম, জীবনের তরী !  
 যদি ভাগ্যে নহে ভুল,                      তবে সে পাইল ফুল,  
 অন্বে ডুবিব, নহে পড়ি !  
 কলমের সার লেখা,                      এই বুদ্ধি শেষ দেখা,  
 এট শেখ ! —বাঁচি কিছা মরি !  
 হারয়ে বিধির ফল,                      এই ছিল নিরর্থক,  
 জন্মশোধ মজিলান হার !  
 মজিলান জন্মশোধ,                      হারানু রে জ্ঞান বোধ,  
 ফিবে আর না দেখিছ মার ।

---

\* বোখারা; সমরকন্দ ও উত্তর পূর্ব পারশা প্রভৃতি দেশের অধিপতি সম্রাট এভ্রাহিম আহমদ নহা বৈরাগ্যে ও মহা পেম্বে প্রোনোদিত হইয়া গভীর নিশ্বাস সময়ে যখন একাকী মহা সরাসে বহির্গত হন; তখন-কাব সেই গুরু গম্ভীর ঘোর উদ্যোগী ভাবের চারা অবলম্বন করিয়া এই প্রাক্কটী নিরচিত হইয়াছে। মহাত্মা এভ্রাহিম আহমদের প্রোন; বৈরাগ্য, এবং তাগ স্বীকার এতদূর উন্নত, ও এতদূর পর্য্যন্ত উন্নত ছিল যে, শত বুদ্ধ দেব ও শত বুদ্ধিগের জীবন একত্র হইলেও তাহার সেই একাকী জীবনের সমতুল্য হইতে পারেনা। যেহেতু তাহার কেহই মহা প্রেম উন্নত ও আত্ম-হার হইয়া ছিলেন না। কেবল বিষাদময়ী ভাবের বেশে মাত্র সংসার-বিরাগী হইয়াছিলেন। বাহার আত্মহত্যা

না শুনিছ “বাবা” বোল,      না জুড়াই সেহ কে দ,  
 না দেখিছ সে বসন আর ।  
 না ভজিছ সে চরণ,      না পূজিছ কি কারণ ?  
 না শুনিছ কেন বাণী তার ?  
 আহা কি বুঝির ভ্রম !      হারে পুত্র প্রিয়তম !  
 কার কাছে তোরে দিয়ে বাই !!  
 কার কাছে দিয়ে বাই,      অভাগা-কপালে ছাই,  
 “বাবা” বোল ভাগ্যে বুঝি নাই !  
 অমূল্য মানিক ধরা,      আনার সাধের ভরা,  
 ডোবে হার ! আজিরে পাখারে !  
 কে আর ভুলিবে তার,      জন্ম শোধ ভেঁগে যায়,  
 ঝাপ দিছ একুল সাতারে !  
 থাকরে স্নেহের আশ !      ও বাগনা ! হরে নাশ,  
 নাল ভরে এ পোড়া জীবন !

করে, তাহাদের মনেও কথকটা ঐ রূপ ভাবের অনুরূপই বিতস্ত্র  
 ভাবের উদয় হইয়া থাকে। কসতঃ অসূতময়ী পবিত্র “শ্রেয়ঃ”, যে একটা  
 হৃদয় আত্মা আত্মকরী জিনিষ, তাহা না বুদ্ধ পাণ্ডবের মধ্যে ছিল ; না  
 বাহারা আত্মহত্যা করে তাহাদের মধ্যেই থাকে। দেখিতে গেলে বুদ্ধের হৃদয়  
 কঠোর ও অন্ধকার এবং লক্ষ্য বিহীন কর্কশ ছিল ; তিনি স্বীয় কল্পিত কল্প-  
 নাতেই বিভোর ছিলেন। জীবনে আত্মোৎসর্গ করিয়া জন্মর হইতে পারিয়া  
 ছিলেন না। আর এক কথা বে, তিনি জগতে প্রতিপত্তি লাগী হইয়া  
 শুকগিরি ব্যবসা করিতেও প্রাণী হইয়াছিলেন। কিন্তু পক্ষান্তরে এত-  
 িম আশ্রম জগতে প্রতিপত্তি করা দূরে থাকুক, শুক হইবেন আশ্রম  
 করা অধঃপাতে বাড়ুক, প্রকৃত প্রস্তাবে জগতের নিকট হইতে গোপন  
 হইতে পারিলেই যেন বাচিলেন ; অতিদুর্ভিক্ষ ধনীকনার ন্যায় নগণ্য  
 হইতে পারিলেই যেন কৃতার্প হইতেন। বিশেষতঃ জীবনে আশ্রম হইয়া

থাক হুজ সিংহাসন,      থাক হুজ রাজ্য ধন,  
 থাক থাক বিলাস-ভূষণ !  
 থাকরে সোণার পুত !      থাক যুমে অভিজুত,  
 অভিজুত থাক বারা কীলে !  
 থাক তু'রে যুঝ-ঘোরে,      আর না দেবিষ ভোরে,  
 প্রাণ তরি বাড়ি মের-পাশে !  
 থাক রে ডাকিনী আরি !      প্রাণ ত'রে বেধে লই,  
 রে'ণো কুঠ ধনে কোলে করি !  
 রে'খো ও যত্নের পন,      রে'খে ওয় ও বদন,  
 কান্দিরে পোহা'রো বিভাগী !  
 কার্ণকও আকুল হবে,      বন্ধি ওরে প্রাণেশ্বরে,  
 সে দীক্ষরে করিও বরণ !

তাহাতে আপনাকে এমনই উৎসর্গ করিয়া ছাড়েন যে, আপনার বলিয়া  
 তাহার আর কিছু অবশিষ্ট ছিলনা। যোগ বল, সাধনা বল, আর  
 বৈরাগ্য বল, কিন্তু প্রেমের নিকট এসকল কোন কর্মের বিষয়ই নহে;  
 কেননা প্রেম অপেক্ষা জগতে আর প্রেট নহে নাই। সেই প্রেম দুই  
 রকমের; এক সাধারণ প্রেম, আর একটা মহাপ্রেম। মহাপ্রেম অত্যন্ত  
 উচ্চ; উহা কেবল ঈশ্বরের ব্যাপ্ত। সাধারণ প্রেম আর্গাতিক (ভৌতিক  
 ও অভৌতিক নানা বিষ) বিষয়ের মধ্যে সংবদ্ধ। বিশ্ব-প্রেম, জাতির  
 প্রেম, স্বদেশের প্রাত প্রেম, ধর্ম-প্রেম, বৈবাহিক প্রেম, লৌকিক প্রেম  
 ইত্যাদি সমুদয় ও সহ সাধারণ প্রেমের অন্তর্গত। উহাদের আশ্রয় হান  
 মহাপ্রেমের নিয়তটে বটে। বুদ্ধদেব বিশ্বপ্রাণিক হইলেও পরমার্থ প্রেমিক  
 ছিলেন না। আর সাংসারীক ভোগ, ভাগ্য, ঐশ্বর্য্য, আধিপত্য স্বত্বকেও  
 তাহার অপেক্ষা এতদধিক আশ্রয় সহস্রগুণে প্রেট ছিলেন। সেই সকলের  
 নানা পরিত্যাগ করিয়া একিবারে অনন্ত প্রেম-সমুদ্রে কাণ দেওয়া সত্যিক  
 কার্য্য ও সাধাত্ত সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

আমি এ জন্মের তরে,      বিদায় কর রে ঘোরে,  
 অভাগারে ক'রোনা স্বপ্ন ।  
 আমার কপালে ছাই,      আমি তো ভাগ্যে যাই,  
 অকুল সাগরে আজ তোরে !  
 অনাথা করিলে যাই,      আপনা বলিতে মাই,  
 কেবা সে তরিবে হুঃখ ঘোরে !  
 কে চাহিবে ও বদন,      কে শুনিবে সে ক্রন্দন,  
 কে বুঝিবে নরমের বাধা ?  
 দাঁড়াবে কাহার কাছে,      কেবা সে বাড়িত আছে ?  
 কারে কবে সে দুঃখের কথা ?  
 দরদে দরদী নাই,      বাধার ব্যর্থত নাই,  
 নাইরে ভ্রগতে কেহ তোর ।  
 কালে মরে বাছাধনে,      চেয়ে ওর মুখ পানে,  
 দুঃখের বামিনী ক'রো ভোর !  
 আমিও চলিলে যাই,      আর দেখা হবে নাই,  
 এইত বিদায় শেষ এই !!  
 এইত বিদায় আজ,      ধরিব সন্ন্যাসী-সাজ,  
 এই তোরে শেষ দেখা দেই !!  
 থাক থাক প্রিয়জন !      শুনে থাক ফুল মন,  
 আমিও চলিলে যাই আজ !  
 ত'রে থাক ঘুম ঘোবে,      আর না ডাকিব তোরে,  
 থাক শু'রে জে'গে কিবা কাজ !  
 হারিলে জননী মাগো !      কোথায় রহিলে ওগো,  
 তব মনে দেখা 'ভাগো নাই ।  
 কোথা পিতা পূজাভঙ্গ,      হৃদয়ের প্রিয়ভঙ্গ,  
 কোথা আজ দরদের ভাই ? ।

কোথারে দেখেছ বুন ! কান্দিরে হইবি বুন,

তুনি মোর সন্ন্যাসের বেশ,

তুনিরে আবার কথা, তুইত মরিবি সেবা,

ধূগার লুটাবে এ'লো কেশ ॥

আমি কার চলে যাব, এ জগে না বেশ্য দিব,

এইত বিদায় এই শেষ ।

এইত বিদায় আজ, এইত সন্ন্যাসী সাজ,

ধনিকায় সন্নিবারে দেশ ।

কোথারে প্রাণের বন্ধু, অপার প্রাণ-দিকু,

প্রাণোথেনু কে দিবে রে তোরে ?

কোথার রহিলে আজ, এ পণয়ে কিনা কাজ,

কিনা কাজ ভব যাত্রা ভোবে ?

এই যে এতই বাধা, বিষম মোহের ধাঁধা,

পরান আকুল যাত্রা-বশে ।

চরণ অচল হ'লো, সব বাজ ভেঙ্গে গেল,

হৃদয় গলিল স্নেহ-রয়ে !

এই যে যাত্রার বশে, বেণু রেণু হ'লে খসে,

দেহ মন তপ্ত হ'বি পারা !

এই যে যাত্রার ডুরী, পারেন্তে দিলরে বেড়ী,

নয়নে ছুটিছে স্নেহ ধারা !

হার-নে প্রতিজ্ঞা নব, ভায়েন প্রতিজ্ঞা নব,

এখন পালন বুঝি যারা !

এই যে যাত্রার রসি, গলায় লে'গেছে কাপি,

যহা কপি বাজিলরে পার !

লভিলে শক্তি নাই, দাঁড়ায়েছি এক ঠাই,

হইয়াছি বুদ্ধি বল হারা !

## নবীন সন্ন্যাসী ।

এই যে শক্তিই দার,                      বিষয় শব্দটে ভার !  
 কণেকেকই অচেতন পারা !  
 তথাপি পরাণ কেন ?                      কিসেতে টানিছে যেন,  
 অকুল বাকুল আন চান !  
 না জানি কিসের তরে,                      কে যেন টানিছে মোরে,  
 উদাস করিছে যেনো প্রাণ !  
 কেমনে থাকিব যত্নে,                      পরাণ অস্থির করে,  
 এ দিকে যে সংসারের বাহু !  
 জলে গেলে জ'লে মরি,                      তলে অনলেতে পুড়ি !  
 বিধাতার একি পাতা কান্দ !  
 হুই দিতে হুই টানে,                      আমি রণু মধাধানে.  
 কোথা হারে বিবেক আমার ?  
 কোথ'রে বৈরাগ্য সম ?                      উকীল ভক্ত সম,  
 কোথা গের গিজু নে অপার ? !  
 কোথা যোগ কোথা যাগ !                      হৃদয়ে জাগ রে জাগ,  
 কর আজ ঘরের বাহির !  
 কেমনে রহিব ঘরে,                      পরাণ অস্থির করে,  
 কণকাল নহি যে অস্থির !  
 বিজনে বাজিল বীণী,                      কেমনে ঘরেতে বসি,  
 সে বীণীরে করিল উদাসী !  
 বীণী সেকি শুণ ধরে,                      পরাণ পাগল করে,  
 গলেতে দিরাছে ঘোর ফাঁসি !  
 সেরেছে ভুলিল প্রাণ,                      হরিলোক যেনো প্রাণ,  
 কুলধান রহে আর কি সো ?  
 গেল আঁকি গেল কুল,                      চল বহুনার কুল,  
 কুলের কলসি ডরি বিহীন !

আজ্ঞার উদাস প্রাণ, হারাইল সংজ্ঞা জানি,

না জানি কোথায় আমি বাই !

না জানি কিভাবে বন, করেছে নিমগন,

আমাকে আমিত আর নাই !!

কে যেন ডাকিছে ঘোরে, মধুর সুধলী করে,

কদম্ব তলাতে বাড়া আই !

আরত সহিতে নারি, চল চল ছুরি করি,

সঙ্গে আর কে বড়ি গো সহ !

না জানি কিসের তরে, কাণা ডাকছেন ঘোরে,

উদাস করিল মনো জাগ !

ধাক্ জাতি ধাক্ কুল, লব ও চরণ ধুল,

ধাক্ ঘোর গোক মজ্জা, মাণ !

আর না ঘণ্ডেত রব, উদাসী হ'য়েছে বাণ,

ভালিয়াছে হৃদয়ের বাধ !

ভালিছে হৃদয় খাঁচ, উড়িছে চঞ্চল বাচ,

“স্বায় আস, ডাকে কাণা চান্দ !

সে টান্দের তুল্য নাই, এ টান্দের মাঝে ছাই,

অধু নাম রাখা বলজিনী !

মল্ল লোকে মল্ল ভাবে, শব্দ জরা নিষে নিষে,

ওবু উদাস গজল-গজিনী ।

( ২ )

ধাকরে সাধের পাখি ! কি কাজ তোমাদের মাখি,

ভাল ওরে গোণার শিকর ।

চদরে উড়াল করি, বাত বেধি আত সাধি,

চল আজ যাই দেশান্তর ।

## অবীন সন্ন্যাসী ।

উল্লসে কুব্জ অঙ্গ,                      সুরভের কিবা কাজ,  
 ধর সাজ বন্যাসী-বেল ।  
 ছিড়রে গলার রসি,                      ছিড়ে কেণ মায়া ফিলি,  
 চল আজ চলরে অদেশ ।  
 কেনরে তুলিছ তুমি,                      আপনার দেশ তুমি,  
 বেন গলে নিলে হেন ফিল ?  
 কিবা আশে হেন ফালে,                      কার আশে হেন বাকে,  
 শ্রুত গ্রীষ্ম সাহিবার মাল ।  
 কেণা দিল হেন ফিলি,                      কে গজিল হেন কসি,  
 হাতে শপি কেণা দিল তোর ?  
 জাব কিরে দয়া নাই,                      তোরে বলি মায়া নাই,  
 দিল তাই গলে মায়া ডোর ।  
 যেমন নৈরুৎপ দেরে,                      কঠোর বাঙ্জিল তোরে,  
 ভুগায়ে নোহিনী মায়ায় ?  
 কেণা সে যাছয় দেরা,                      দিয়াছে মায়ায় বেড়া,  
 দিনা হুতে বাঙ্জিয়ে যুড়া ।  
 কাটরে কাটরে ফিল,                      ছাড়ি মাগকের আশ,  
 বিজন বিপলে করি বাস ।  
 উদ্যানের কাজ নাই,                      সৌধে আর সাধ নাই,  
 বনে বনে মিটাইব আশ ।  
 বনে খাব বন ফল,                      গিব নিষ'রের জল,  
 কল কল গাবে কল্লোলিনী ।  
 মায়া হবে তরু তল,                      শয্যা হবে ধরাতল,  
 দুই বল নাগিনী বাঘিনী ।  
 কলি করি ঘর পাণ,                      সিংহে করি মেষ-পাল,  
 সাথে চড়াইব মৃগ ধেনু ।

ক'টিয়ে মনের বাশ,                      নিটাইয়ে মনের আশ,  
 বানায়ো স্বাক্ষর বঁকা দেখু ।  
 গাব অমধুর স্বরে,                      চড়ায়ে সন্তম স্বরে,  
 বাতু ঝড়ে বাড়িবে শিশির ।  
 সে গান শুনিয়া শশি,                      মাগরে পড়িবে খসি,  
 উঠিবে রে প্রেমের তুফান !  
 উচ্চ বীচি রবে গাবে,                      অনিল পাগল হবে,  
 অখে ছুটি উঠিবে বিমান ।  
 আকাশের গাটে পটে,                      সে গান উঠিবে ফুটে,  
 পাগল হইবে গ্রহ তারা !  
 মাগরে রম্পিত শশি,                      এ ছন্দে উঠিবে ভাগি,  
 অখেই হইব আত্ম হারা !  
 মরিয়া অখেতে হইব আত্ম হারা !!

( ৩ )

ও মোর সাধের পাখি,                      কি কাজ নিকুঞ্জে থাকি,  
 ভাঙ্গরে ভাঙ্গরে দেখি বাস !  
 সোণার শিকণী পায়,                      কাটরে কাটরে তার,  
 কাটরে কাটরে মায়া-পাশ ।  
 কেনরে এমন হ'লে,                      হেন ভুলে কেন র'লে;  
 এত মায়া কিসের কারণ !  
 গিঞ্জরে থাকিতে অখ,                      কুঞ্জতে বাইতে হুংখ !  
 কহ শুনি, তার বিবরণ ।  
 কহরে যখন তুমি,                      ছাড়ি ইহ লোক তুমি,  
 চলিবে ত জন্মের মতন ।  
 যখন ছাড়িবে কায়,                      জন্মের মতন মায়া,  
 তখন রে করিবে কেমন ?

উপন কেন কবি,  
বলত বলত আরে পাখি !  
ভাজিতে জড়তা বাঁধ,  
কারণা হয়রে সাধ.  
কেন তবে হেন বীথে থাকি ?  
এনহেত অস্ত্র লোক,  
যথা বে'তে হবে শোক,  
এ যাবেত এইত ধরনী ।  
এই ধরণীতে যাবে,  
এই সে ধরাতে রবে,  
কেন ওরে পরাণ পুতলী !  
কেন তবে ভাব বলি,  
ছদয়ে পড়েছে মসি,  
দিবা নিশী রত ভাবনার ।  
শরীর হ'য়েছে ক্ষীণ,  
অর্ণ কান্তি বিমলিন,  
দিন দিন দীনদশা হাস !  
কেন তবে কেন পাখি,  
ঝোরে তব দুটি আখি,  
থাকি থাকি চমকিত হও ।  
ভাবরে কাহার ভাব ?  
সে ভাবেতে কিবা লাভ,  
ভাবা ভাব ভাবি লিপ্তে লও ।  
শিখরে বিরহ টৈতে,  
শিখরে কর্ঠন টৈতে,  
শিখরে শিকলী কাটা ভাব ।  
শিখরে উপন তাও,  
শিখ কেবা বাপ নাও,  
শিখরে শিখরে লাভলাভ ।  
শিখরে চরিতে বনে,  
উড়িতে জানন্দ মনৈ,  
ধরিবারে অমধুর তান ।  
উট্টিতে আকাশ পথে,  
লুটিতে ঢাল্লের মাখে,  
ছুটিতে গেরে বিভূগান ।  
শিখরে সহিতে ব্যতি,  
হিম শিলা বজ্রঘাত  
বরষার ঝিল্লের ধারা ।



কোথা কার ? কে তোমার ?      কার তরে হাঁহাকার,  
 অনিবার গহি এত দুঃখ ?  
 গহি অগহন জালা,      হৃদয় কররে কালা,  
 কালা পাড়া পোড়াইয়ে বুক ।  
 কারে তুমি ভাল বাসি,      গলে ল'য়ে যান্না কঁপি,  
 দিবা নিশী বসিয়ারে পাপি ।  
 বল তুমি কার লাগি,      হ'য়ে এত অমুহুরাগী,  
 নরনের জলে ভাসে আধি ।  
 এই যে দেখিছ সব,      অথ স্বপ্ন অহুভব,  
 কোথা হারে রবে এসকল ?  
 কোথা রবে ধন-ধান,      কোথা রবে এ উদ্যান,  
 কোথা রবে বাসনা চঞ্চল ?  
 কোথা রবে ঠাট বাট,      কোথা রবে মট নাট,  
 কোথা রাজ পাট রবে হার !  
 কোথা রবে পরিজন,      কোথা আছা ! প্রিয়জন,  
 লোক জন রবে রে কোথায় ?  
 যার যেবা ভাবে সেই,      তোমার রে কেহ নেই,  
 ভাবীবার এ ভনের মাঝে ।  
 আপন বলিতে নাই,      ব্যথার ব্যথিত নাই,  
 বুঝা তাই এ ভাব কি সাজে ?  
 যখন নির্দান আসি,,      তোমারে ঘেরিবে বসি,  
 হাসি খুসি চলি যাবে সব ।  
 আশ্র ওপ্ত যত দেয়,      এর না থাকিবে এক,  
 অধু তারা অর্থের বাক্য ।  
 অর্থের সাধীনে সবে,      বিপদে না কেহ রবে,  
 কেহ-নহে তোমার আপন ।

স্নান যেনা তাবে সেট,                      পলাইয়ে যাবে ভেট,  
 একা প্রাণ করিলে যাপন ।  
 আপন ঝুঁকিছ যায়ে,                      নিদানে না পাবে তারে,  
 হবে অধু কর্ম কল সার ।  
 কর্ম বুঝি ধর্ম ধর,                      ধর্ম পূজে ধর্ম স্মর,  
 স্মরয়ে স্মরয়ে ভূমি কার ?  
 ভূমি কার কে ভোগ্যনিঃ ?                      কার তরে হাহাকার ?  
 কেহ ত রে সন্ধে গেছে নাই ।  
 কেহ না যাইবে গাথে,                      একা গাথে পাগি হাঁতে,  
 ভবেন বে ভরণাতে ছাই !!  
 ভেবে দেখ পাখি! সার,                      অসার সংসার ছার,  
 মিছে যারা কেহ কিছু নয় ।  
 বিছে যারা মিছে কারা,                      মিছে জীবনের ছায়া,  
 সকলিই ধ্বংসকার ময় ।  
 এই যে দেখিছ সব,                      অণু স্বপ্ন অমৃত্যু,  
 কোথা হারে হবে এসকল ।  
 কোথা রবে ধন জন,                      কোথা দারু পরিজন,  
 কোথা রবে বাসনা চঞ্চল ।  
 ভাই হৃদে ওরে পাখি!                      চলরে চলরে দেখি,  
 ভয় কাগাগার থাকি যাই ।  
 যাই সে নিকুঞ্জে চলি,                      যথায় শুভরে অলি  
 বসন্তের যথা নাশ নাই ।  
 যথা না ঝড়ের ফুল,                      না টলে না লড়ে শুল্ল  
 কোকিল অকুল স্বরে গার ।  
 না বিন না তাপ যথা,                      না থাকে প্রাণের বাধা,  
 প্রাণ মরি যথারে জুড়ায় ।

## মহান সন্ন্যাসী ।

চলরে চলরে পাণি ।                      কি কাজ পিজরে থাকি,  
 ভাজরে ভাজরে দেখি বাস ।  
 সোণার শিকলি পায়,                      কাটরে কাটরে তার,  
 কাট রে কাট রে মারা পাশ ।  
 চলরে উড়াল ভরি,                      চল হ'য়ে দেশান্তরি,  
 মনোহারী-বেশ ধরি যাই ।  
 যাই চল মহা রজে,                      উচ্চ গিরি ভূঙ্গ শৃঙ্গে,  
 তব সঙ্গে উড়ি উড়ি গাই ।  
 যাই সাগরের পার,                      অপার সিংহর ধার,  
 বারে বারে গাহিগে তথায় ।  
 গাহিগে সপ্তম স্বরে,                      কেহনা রোধিবে মোরে,  
 শোক দুঃখ নাহিরে যথায় ।  
 বধা না পরিলে প্রাপ,                      নাই জালা নাই তাপ,  
 নাই লোক-নাগের দংশন ।  
 নাই সে কুটিল মতি,                      কুটিল তটিল গতি,  
 ক্রুদমতি খলের হিংসন ।  
 যাই রে গহন বন,                      হ'য়ে ছুট ফুল মন,  
 ডালে ডালে উড়ি উড়ি বসি ।  
 যাই স্রোতবতী তীরে,                      বাপ দেই স্রোতনীরে,  
 ধীরে ধীরে পাতালেতে পশি ।  
 যাই আকাশেতে উড়ি,                      চন্দ্রমারে ধরি ধরি,  
 ঘুরি ঘুরি অধা করি পান ।  
 যাই ও ছায়ার পথে,                      মিলিগে তারার সাথে,  
 পরাণ ভরিয়ে গাহি গান ॥  
 যাই ও অনন্তে যা'রে,                      অনন্ত সাগরে না'রে,  
 অনন্ত তরঙ্গে রঙ্গে ভাসি ।

ভরজের কোলা কোলি,                      হিম্মোলে হিম্মোলে বেশি,  
 উধলি উঠুক রূপ রালি ।  
 উধলি উঠুক দিহু,                      উছলি পড়ুক ইন্দু,  
 খল খল হাঙ্গক বিমান ।  
 হাঙ্গক অরগ ধরা,                      ছুটুক প্রেমের খারা,  
 ঢল ঢল ভাঙ্গুক পরাগ ।

( ৪ )

চলরে সাধের পাখি !                      কাজ কি উদ্যানে থাকি,  
 বিজন বিগিনে করি বাস ।  
 খা'য়ে জমধুর ফল,                      গা'য়ে স্নানীতল জল,  
 পেয়ে বল কুধা করি নাশ ।  
 স্বাধীন বনের ফল,                      স্বাধীন নিবাস জল,  
 স্বাধীন সে বাদল পবন ।  
 স্বাধীন বৃক্ষের ছায়া,                      জুড়াবে আমার কায়া,  
 আলো দান করিবে স্তপন ।  
 আকাশে চন্দ্রমা তারা,                      বাতি জ্বলে দিবে তারা,  
 ধন্যোতি জালাবে হীরা ঝাড় ।  
 ফলি দিবে বণি ঢালি,                      আলোয়া বশাল জালি,  
 বুড়াইবে নিশির আছার ।  
 শাশালি সমান আদি,                      হইবে আমার বেদি,  
 সিংহাসন সরের বে খাট ।  
 চন্দ্রাতপ নীলাকাশ,                      পেচক হইবে কাশ,  
 ধরাধর হবে রাজ পাট ।  
 অনন্ত আকাশ দিহু,                      অনন্ত ভাঙ্গন ইন্দু,  
 অনন্ত বনের হব রাজা ।

## নবীন সঙ্গীতি ।

ভূত কানি দেও দৈতা,                      কবেরে আবার ভূতা,  
 পশু পাখি হলে সের প্রজা ।  
 হবেরে আবার সব,                      আবারই দে শিব;  
 অ মারই একা অধিকার ।  
 একাই তুষ্টিব আমি,                      নহে আর অস্ত্র স্বামী,  
 অস্ত্র কেহ ভাঙ্গি নাহি তার !  
 নাইরে বিবাদী তার,                      প্রতি যোগী নাহি আর,  
 নাহি কেহ হিংসা করিবারে ।  
 নাহি ঠেলা নহি ঠাট,                      লাগে অমাত্য পাট,  
 সে বিপুল রাজ্য শাসিবারে ।  
 আমি তার কেন্দ্র স্থলে,                      বসিবরে কুতূহলে,  
 মনন দুদিয়ে যোগাসনে ।  
 নিশ্চল অচল প্রায়,                      অটল রহিব তার,  
 ধ্যানে সুমাইব এক মনে ।  
 সুমার পরাণ তারি,                      স্বপনেই দাসী করি,  
 বসাইব চরণের তলে ।  
 লইরে প্রেমের স্তুতি,                      বসন্ত শরৎ গাঁথি,  
 মালা দিব প্রাণনাথ গলে ॥  
 তাহাতে ফুটিবে রূপ,                      উথলি প্রেমের কুণ্ড,  
 ভুবন করিবে যাতায়াত ।  
 এ বিশ্ব ভাসিবে তার,                      আমি জানি কোথায় হার ।  
 ডুবি তাহে হব আত্মহারা ।

## ভাষ্য-প্রবাসী ।

সদী নাই, সাত্বী নাই, নাই মারা দেশ,  
 অকুরত পরগায়, দুঃখের দেশ,  
 নাই লোক সমাগম, নাই সমাচার;  
 কোথা আমি? পরিজন, কোথারে আমার?  
 কোথা মোর ঘর বাড়ী, প্রিয় নিকেতন?  
 নিশীভোরে দেখিলাম, একি কুস্বপন।  
 অদৃষ্টের ভোগ মোর, না গেলাম দেশ,  
 আজন্ম পেটের দার, খাটি রে বিদেশ।  
 আজন্ম করিমু আমি, দুঃখের কপাল,  
 গেলনা দাসের মোর, গেল এত কাল!!  
 আর কি থাকিলে হারণ করি আশু শেষ,  
 রথনা প্রাণগে আর, যাবরে স্বদেশ।  
 এই আজি এই সেই, গেই কালক্রমে,  
 চলিলাম একেশ্বর, স্বদেশের পানে।  
 না জানি কি দশা সব, আছে কিনা আছে,  
 কে'কে, কে'কে, কেন মোর, পাও পড়ে পাছে?  
 কেন আজি গতি মোর, এত হ'ল ধীর  
 পরণ করিছে কেন, অস্থির অস্থির।  
 এইত এলেন আমি, এই আশু দেশে,  
 আচরিতে কাঁপে কেন, প্রাণ সর্ব নেশে?  
 এইত এলেন বুঝি, এই আশু যত্নে,  
 আচরিতে কেন মোর, বার বাধা পড়ে?

এই দেবি শূণ্য সন, সবিরে উজ্জ্বল,  
এই কি সে গল্পী খানি, বগতি আমার ?  
শোকাঙ্কর অন্ধকার, অগম্য বান,  
এই কি সে গল্পী ঘোর, জ্বলের নিবান ?  
এই কি আমার সেই, প্রিয় নিকেতন ?  
আকাশ পাতাল তেঁকা, বিবাহে বগল ॥

দাঁড়াও পশ্চিম হাদে, দাঁড়াও দাঁড়াও  
হেরে আমার এই, গোরব-ভবন ;  
হের এই জনকেরে, এই দেখে বাও,  
এই দেখ ! যা আমার, নিজায় বগল ॥

এই দেখ ! ভাই বুন, সারি সারি সব,  
জন্মের মতন জু'রে, জু'রে নিজা বার ;  
এই হের ! কাঁধিয়াছি, প্রাণের বিভব—  
হোখা প্রিয় পুত্র, হোখা প্রিয় হৃদিতার ॥

দাঁড়াও পাখান বুক, চাপিয়া আমার  
ধৈর্যজ ধরিরে প্রাণে, বাগেরের তরে,  
হের এই এক পদ, সমুদ্রে অর,  
কাঁধিয়াছি জন্ম শোধ, গল্পী ডাকিনীয়ে ॥

উত্তরের আগাইতে, আগিবেনা আর  
জন্মের মতন লকে, দিছিরে বিহার,  
ডাকিবেনা এ জনমে, ডাকিবেনা আর  
সুখাইতে জন্ম শোধ, গল্পী নিজায় ॥

আবার আসিবে উবা, আবার হাসিধ্বংস,  
ভরুণ অরুণ রাগে, বিধ বুদ্ধকর,  
আবার শরত, হিম, বনস্ত আসিবে,  
কঁকরিতে কুহ কুহু করে শিকেশ্বর ।

হায়রে! আবার উবা, আসিবে কি কিরে ?  
আসিবে কি কিরে হায়! পান কিরে আর ?  
আরনা আসিবে আরা, বৃণ বৃণাক্ষরে,  
কহ কৈরে দগ্ধ হবে, যদি অভাগার !!

কোবার মহিলে মাগো ! মেহ পারিবার  
আসিছেনা মাগো তোব, পুর হত ভাগা  
বল না কি দশা মাগো ! হইবে তাহার,  
কার কাছে দীর্ঘাবে গো ! এবে গে অভাগা ? !

ওঠ গো জননি ! যোর, ওঠ একবার  
আছিল দাঁড়ন এই, করমের লেখা ?  
সেহেব বদন মাগো ! দেবা গো আবার  
এ জনম তবে আর, হইবেনা দেবা !!

কোথা গো। কোথা গো পিতা ! আস একবার,  
এই না ডাকিছে তব, মেহ পুর ধন,  
এলো বাবা ! কোলে লও, বুচুক আঁধার  
এইদে পুত্রেরে মেহে, কম গো হৃদয় ।

ওঠ গো ! ওঠ গো মম, পরাণের তাই,  
ওঠ গো ভগিনী ! কাদে, ওঠ পরিজন !

ঝারেক দেখিয়ে পোতা, পরাণ জুড়াই  
জনমের তরে দে গো । রেহ আলিজন ।

হ্যানেরে কোথায় বাছা । ওরে পুত্রধন !  
ওরে মা ভদ্রা ! কোথা ? হার যাহ্মণি !  
হার কোথা ? আমার সে অমূল্য বতন ?  
কোন্ চোবে হ'রে নিল, সে অকুণ মণি ?

হার কোথা প্রতিবেশি ! হার 'বহুগণ !  
কোথায় পলালে ওগো ? অভ'গারে 'ছাড়ি ?  
এই কি আমার সেই, সে সুখ ভবন ?  
এই কি আমার সেই, প্রিয় ঘড় বাড়ী ?

আবাসের চিহ্ন নাই, নাই বস বাস !  
সে সুখ সরেতে নাই, সাধের সরোজ—  
সে শান্ত উদ্যান হার ! আজিরে উদাস,  
আরনা গুঞ্জরে অলি, ফোটেনা গজ্জ !

আরনা করেরে ফুল !, বকুলের তলে,  
সাধের সাগান মোর, হ'রেছে বিজন !  
আমার সাধের সাধ, মুক্তিকার তলে,  
অনন্ত পথ্যার ওরে, সুমার এখন !

এখন কোথায় ময়, পল্লী-বাগী গন ?  
সে প্রিয় বিহ্বল পাল, উড়েছে কোথায় ?  
কৃতান্তের অত্যাচারি, করিয়ে দর্শন,  
পড়াইছে আচরিতে, কেলি অত্যাচার !!

এইত এখানে কত ফুটে ছিল ফুল  
কে জানে না বোহিতক, এজগত তার ?  
এইত জন্মিবে ছিল, কত শিশু ফুল,  
কে জানে না হ'ত শত, কালীদাস হার ।

কে জানে বাগ্মীকী ভাবা, হৈতনা কখন ?  
কে জানে না টেক শত, ভীম মহাবল ?  
তার এ মাটির তলে, সে শক্তি পতন !  
হারে ! গহনে ধরে, সে ফুলের দল !!

কি জানি কি দোষে বিধি ! হুবি তব ঠাই,  
জন্ম, কর্ম, ফলাফল, তোমার লিখন !  
কি হ'ল আমার দশা ? হির নাহি পাই !  
দেখিতে দেখিতে কেন, নির্দুঃ এমন !!

চকল চিকু চলে, জলনের গাহ,  
চলেয়ে ধরুর তীর, বিছাভের পারা  
ভরিভের গতি তবু, ঘরা বুঝা বার,  
তার চেয়ে শীঘ্র মম, পরিবর্ত সারা !!

দেখিতে দেখিতে কোথা সুকহিল সব !  
হুঃখের হুখী সে আমি, একা এ ধরার,  
কৈ দারা, কৈ পুত্র ? কৈ সে বিভব ?  
লগ্নাসী সাজিয়ে পুনঃ হইছ দিদার !

ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି । ଶକ୍ତି ଏହିପରି  
 ଶକ୍ତି । ଶକ୍ତି । ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି,  
 ଏହି ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି,  
 ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି ॥

## শ্রমশীল সমীত (নৈশ নিস্তকে ।)

আজি একেবারে এ ভীম অশ্রুধারে,

গাই একেবারে, কে দিবে উত্তর ?

আমিহে একাকি, এঘোর অশ্রুধারে,

গাইরে বিবাদ। কে অহে দোষরা !

এ ঘোর বিজনে, এ ঘোর অশ্রুধারে

হুগোদের পৃথক ! ক'রো এক দিন,

ক'রো এক দিন, ছিল এইখানে

পথের ভিকারী “এ অভাগা দীন,”

ক'রো এক দিন, ছিল এইখানে,

হুগোদের এক সন্তানিত নর,

ক'রো এক দিন, যে থাকে যেখানে

“এইখানে তার, বংশের কবর,”

কোথারে এখন চান্দ্রের বাজার ?

অকস্মৎ কোথা, সুকানো তারা ?

কোথা গেল সেই, বসন্ত বাহার ?

‘শূন্য দিক দিল অন্ধকার ধরা !

শূন্য করি একে জননীর কোল,

পলাইরে আজ কোথারে গেল ?

কে হরিণ সব, কাড়ী নিল কেহে

এভীম ডাকাডাকি হরি কেহিল ?

হুপু'রে ডাকাডী কে দিগরে হার !  
কোন পাপে আজি, এ দশা হ'ল !  
দেখিতে দেখিতে মাণিকের ডরা,  
অকুল পাথারে ডুবিয়ে পৈল !

আজি একেখর এভীম আশানে,  
গাই একেখর কে দিবে উত্তর !  
আমিরে একাকী, এ ঘোর মশানে,  
গাইত বিবাদ ! কে আছে দোসর ?

আমিরে একাকী এঘোব আশানে,  
যাইব একাকী, এ'মেছি একা  
কে আছে কোথায় ? আসরে এখানে  
পর্যাপ্ত ভরিয়ে করিগো দেখা !

কে আছে কোথায় ? আস এক বার,  
ওঠরে আমার পরাণের ভাই,  
ওঠগো জননি—! ওঠনা ! আমার  
হারের আজিত কেহই নাই ।

আজিত কেহই, নাহিরে আমার  
বিজন আশানে বসিয়ে একা,  
কোথা সে আমার, সুখের সংসার,  
চান্দ্রের বাজার হ'লনা' দেখা ।

কোথারে আমার সুখ-পুঞ্জিন  
প্রাণের প্রভীমা, প্রিয়সী দার।  
কোথা হতা হার ! কোথা পুত্র ধন ?  
কোথা র'ল সেই ভাই বুনু তার ? ।

কোথা আজ কার । প্রাণের বাহুব,  
 পূনা এ জীবন, বাহার তরে,  
 অনিত্য সংসারে, প্রলভ বিত্তব,  
 এ জন্মে কি আর দেখিব তারে ?

কোথা হে আমার, প্রেতেবেশী গণ ?  
 প্রাণের পরাণ কোথা তারা সব ?  
 কই সে আমার, চির প্রিয় জন,  
 কই সে সুখের, সজীত—সুখ ?

ভাদিয়াছে, বীন । ছিড়িয়াছে তার ।  
 সাজ সে সজীত,—মিটে গিছে তান্ ।  
 পূন্য সে আগার, কোথা সে বাহার ?  
 সুদূর স্বপন, সে সুখের গান !!

সুদূর স্বপন, সে সুখের গান ।  
 বিবাদ হুঙ্কারে ধ্বনিছে আজ,  
 ধ্বনিছে গবন, বিগলিতা প্রাণ ।  
 ধ্বনিছে প্রকৃতি, সে শোকের সাজ ।

গভীর ভীষণ, ঘোর অন্ধকার ।  
 বিবাদ বারিধী কালিমা ঢাকা;  
 হার ! জন্ম ভূমি—এইকি আমার ?!  
 হার, এ অশানে আনিরে একা !

আনিরে একাকী—? এ ঘোর অশানে  
 বাইব একাকী, এ'সেছি একা ।

হাসি হাসি আসি আকুল পরাণে,  
করু সঙ্গে আর, না হ'ল দেখা ॥

ওঠগো ওঠগো, ও প্রাণের ভাই !  
ওঠগো ভগিনি ! ওঠ মাথা বাও ।  
ওঠগো ও তাতঃ ' ধর্মের দোহাই,  
জন্ম শোধ জ্ঞান, দেখা দিয়ে যাও ।

ওঠ প্রিয়জন, ওঠ পরিজন !  
এ'সগো আমার প্রতিবেশী সব !  
এ'সগো ! এ'সগো ! হে হৃদি-বজ্র—  
চির প্রিয়তম, সে সব বাজব ।

কে আছি বোধার ? দাও আজ দেখা,  
এ ভবে ত কেউ নাহিরে আমার ।  
বিজন শ্রাণে, ব'সে আছি একা ।  
কোথা সে আমার চান্দ্রের বাজার !

আজি এবেশ্বর এ ভীম শ্রাণে,  
গাই একেশ্বর, কে দিবে উত্তর ।  
আমিরে একাকী, এ ঘোর মশানে,  
গাই শু বিবাদ কে আছে দোষের ?

গভীর ভীষণ, ঘোর ক্লেশকার ।  
বিবাদ বারিষি কালিয়া ঢাকা ।  
হার ! জন্ম ভূমি—এই কি আমার ?  
হের এ শ্রাণে, আমিরে একা !

## উৎপীড়িত প্রেমিক ।

হে মানব ! বৃথা গর্ব কর পরিহার,  
 লোকের আনন্দ নহে, হৃদয় আমার ।  
 হে কুষ্ঠান্ত ! বৃথা কেন, করিছ তর্জন,  
 তোমার আনন্দ নহে, এই যদি মন ।  
 হে শ্বেতা ! হে গজবর্ষ ! হে দানব গণ !  
 কি সাধা মানস মম, করিবে মন ?  
 কি সাধা করিতে মম, বাগ্ম্য জয়,  
 হোক সৃষ্টি ধ্বংস কিবা, আমি হই মম ।  
 হোক সৃষ্টি ধ্বংস, কিন্তু প্রতিজ্ঞা আমার,  
 দিগ্ধেছি যে মন তাহা, ফিরাব না আর ।  
 ফিরাব না ফিরিবে না, ফিরাবানু নয়,  
 আশ্রয় দানে ত্রিভুবন, করিয়াছি জয় ।  
 বাহ্যারে দিগ্ধেছি আমি, আশ্রয় বলিদান,  
 তাহারে দিগ্ধেছি ডালি, এই দেহ প্রাণ ।  
 আমার তরেতে নহি, আমি কিন্তু আর,  
 আমার উপরে তার, সর্ব অধিকার ।  
 যমের কি অধিকার ? এ হৃদয় পথে,  
 আমি কি দমিব, তুচ্ছ মানবের ডরে ?  
 হে মানব ! বৃথা গর্ব কর পরিহার ?  
 তারে কি পারিবে কেহ, ছাড়াইতে আর ?  
 তারে কি পারিবে আর, করিতে দিগ্ধেছ,  
 কলঙ্ক বাড়িও কেন, বাড়াইলে জেব ?

কলঙ্ক বাড়াও কেন, কেন কর পাণ ?  
 কেন বুঝা ভোগকর, ঘোর মনস্তাপ !  
 কেন কর অবিচার, অবিচার বাপি,  
 লোকের আয়ত্ত নর, মনরূপ পাণি ।  
 যারেক উড়িলে তারে, ধরা বড় ভার,  
 বুঝিয়ে বোঝনা কেন, কর অবিচার ?  
 পলা'লো উড়াল ভুতি, মানস আশার,  
 অজ্ঞাতে পড়িল ধরা, লীলা বিধাতার ।  
 অজ্ঞাতে আছিল পাতা, বিধ তার কান্দ,  
 নিয়তির নিয়বদ্ধ, কঠিন সে বান্দ ।  
 ধ্যান ধরি দেখে দেখি, কিবা সেই ধন,  
 কিবা অশ্রু হান্ন ! সেই, বিধাতার কন ।  
 আশ্রিত দোষ নর, দোষ নর জ্ঞান,  
 নিয়তি নির্লক্ষ এই, লীলা বিধাতার !

দেখেছি বিদ্যান করি, করি অবিচার,  
 কেনে কর হিংসা ঘেব, কেনে অজ্ঞাচার ?  
 কেন বুঝা ভোগকর, ঘোর মনস্তাপ,  
 কলঙ্ক বাড়াও কেন ? কেন কর পাণ ?  
 কেন কর অবিচার, অবিচার রাধি,  
 লোকের আয়ত্ত নহে, মনরূপ পাণি ।  
 যেনে কি ধরা বান, কতু করি বল,  
 মন ধরিবার অধু, মনরূপী কল ।  
 মন নাও মন পাবে, পাইব কীড়িঅন,  
 অধ দিলে অধ বিলে, হৃদয়ে দিলে হৃদ ।  
 কুহি যদি নাও হৃদ, হৃদ পাবে হৃদ,  
 অধেতে হইবে অধী, অধ দিলে হৃদ ।

দেখছ বিয়ান করি, করি জুবিচার,  
কেন কর হিংসা যেহ, কেন অভ্যাচার ।

অহি, মাংস, রক্ত, যেহ, জড় শিঙ বড়,  
ঘটে তাহে বদ মর, অভ্যাচার তত ।  
সহে তাহে দিবাশিনী, নৌরাশের জাপ,  
দিবা শিশি বুদ্ধি করে, হিংস্রকের পাপ ।  
কিছু রক্ত মাংস ছীন, পূন্য মর বাছা,  
কেমনে করিবে বল, জ্ঞানিন তাছা ?  
কেমনে করিবে বল, সংহার তাহার,  
আগেই সংহার হয়ে, রয়েছে বাছার ।  
আপনি বিশেষে যেই, বাতালের সনে,  
হুগ দেহুল্লরে তারে, ধরিলে কেমনে ?  
অণু অণু মিল বেই, পড়াগের রেণু,  
মনে মনে মিল বাহ, স্মরণ পরমাপু ।  
মিলয়ে প্রাণবে তাছা, সম একাকার,  
সাই নয় নাই কর, বিকৃতি তাহার ।  
মরিয়া বাইব তবু, ছবনা বিচ্ছেদ,  
পূর্ণতাতে পূর্ণতরে, রব আবিচ্ছেদ ।  
মরিয়া বাইব কিছু; তবে চির নাথ,  
জীবনের আর কিবা, এর চেয়ে কান ?  
সহিবার সহিয়ারি, সব আরো পত,  
মাটির পরীয়ে আরো, হুংব দিবে কত ?  
কি হবে মাটির মেছে, মাটি বেই লেব,  
মনেরে বা আরো দিবা, কি কষ্ট বিশেষ ।  
সে মন ভেমন মর, জড় শিঙ প্রাণ,  
কি হবে তাহারে তুচ্ছ, শক্তিবেন মার ।

মার মার উচ্চা রক্ত, মার শত বার,  
 মারিলে মরিব না তো, ইচ্ছা বিধাতার ।  
 মারিলে মরণ নাই, বিধাতার দর,  
 যে জন প্রেমিক সত্য, সেই জন অমর ।  
 সত্য যদি প্রেম আদি, ক'রে থাকি পণ,  
 সত্য যদি করে থাকি, উৎসর্গ জীবন ।  
 সত্য যদি কামোমেনে, আমি তার হই,  
 মারিলে মরিব না তো, মরিবার নই ।  
 মারিলে মরিব না তো, হবে মম জিত,  
 তোমাদেরি হবে আরো, হীতে বিপন্নিত ।  
 তুমিরাছ কোন্ কালে ? যেপরাছ কেবা ?  
 অমর না হ'ল সেই, সুপ্রেমিক যেবা ।  
 সত্য যদি প্রেম আদি, ক'রে থাকি পণ,  
 সত্য যদি ক'রে থাকি, উৎসর্গ জীবন ।  
 সত্য যদি কামোমেনে, আমি হই তার,  
 মারিলে কখনি নাই, মরণ আমার ।  
 জড়া মৃত্যু অবশ্যই, বিধাতার হাত,  
 মানবের কিবা সাধা, করিতে নিপাত ?  
 তবু যেবা নাহি মানে, বিধির বিধান,  
 তাহারি উপরে ধর্ম, বস অকল্যাণ ।  
 অকারণে করে বেই, মার অগত্যা,  
 উন্টা তারে মন্দ বলে, জগত সংসার ।  
 অকৃত যে জলবাসা, অরণীর তাহা,  
 নহে কভু পোরণীর, অরণীর বাহা ।

পরম সৌভাগ্য মার, সেই মার প্রেম,  
 মারিলে কি পারি কভু, হই মম হেমা ।

অভাগা জনেব ভাগ্যে, প্রেম কভু নাহি,  
 প্রেম ধন অভাগারা, নাকি বোঝে ভাঙ !  
 অভাগারা নাহি জানে, প্রেমিকের মান,  
 প্রেমিকের প্রেম গেছো, বিধাতার দান ।  
 বিধাতার দত্ত দান, কে ফেলিবে ? হার !  
 অমূল পরল মণি, কেবা ঠেলে পার ?  
 যে জন হেলাতে ফেলে, অকলের নিধি,  
 জগত তাহারে বাস, বাস তারে নিধি ।  
 বিধাতার দত্ত দান, কে ফেলিবে হার !  
 অমূল মাণিক মণি, কে ঠেলিবে পার ?  
 পাইয়াছি ভাগ্য ফলে, ছাড়িবার নই,  
 যদিও বা ক্ষুদ্র আনি, ক্ষুদ্র তবু টেক ?  
 দেব, দৈত্যে বাহা নাহি, পার সাধনার,  
 হেন ধন পে'য়ে কিছে, খোওয়ার হেলার ?  
 হেন ধন কভু নাহি, মিলে উপকার,  
 বড় ভাগ্য বাস যেই, সেই জন পার ।  
 পাইয়াছি আমি তাই, হেন ক্ষুদ্র জনে,  
 নাজানি কি তপঃ ফলে, কিদৈব ঘটনে ।  
 কোন্ পূণ্য করিয়াছি ? কিবা নাম তার ?  
 কোন্ গুণে দিলা বিধি, হেন পুঙ্কার ?  
 বরিও ক্ষুদ্র আনি, তবু ভাগ্যবান,  
 প্রেমের লাগিরা পণ, করিয়াছি ঐশ ।  
 প্রেমের লাগিরা সহি, বোর অত্যাচার,  
 আমার প্রেমের বাদী, অধিল সংসার ।  
 সহিতেছি মহা দুঃখ, প্রেমের কারণ,  
 তৈকিয়ে প্রেমের দ্বারে, খোওয়ার জীবন ।

অলসভাবে হইবেক, এ পরাম্বর,  
 তবু হেল ভাগ্যবান, অন্য কেই নয়।  
 অন্য অন্য বরা ধামে, বরা-ধনা সেই,  
 প্রেমের আগিরা আন, লগ টকল্য বেই।  
 যদিও নে ক্ষুদ্র ভবু, বড় ভাগ্য তার,  
 এমনত আহার পদে, অনিল সংসার।  
 কোথা সে গোপিকা রাণী? গো-পালিকা সেই?—  
 রাখালের প্রেমে মজি, দেবী আজি তেই?  
 কোথা সে রাখাল রাজ, বরা চুড়া ধারী?  
 বিষ্ণু-প্রেমে মজি আজ, কুক নাম তাঁরি।  
 কুকেতে মজিরে জিহু, জরী তিহুবন,  
 হৃদয় প্রেমিকের, ষাটি মিলন।  
 পত হয়ে স্বগ-ধরা, করে অধিকার—  
 অমর হইল, জরা, বরা নাই তার।

যদিও তেমন ভাগ্য, এজীবনে নাই,  
 তথাপি সৌভাগ্য মানি, বিদ্যাতার ঠাই।  
 পত হুঃখ পত কষ্ট হইরাছে বাহা,  
 পাহিরে প্রাণের প্রিয়ার, তুলিয়াছি তাহা।  
 দাত হুঃখ দাত কষ্ট, দাত শতবার,  
 সবি সর্বো যদি প্রিয়ার, থাকে সে আমার।  
 যদি প্রিয়ার থাকে মন, যদি থাকে ঘোর,  
 নিশ্চয় করিব এই, তব-নিহু ঘোর।  
 নিকটে থাকিলে প্রিয়ার, বঁসে নাহি ডরি,  
 স্বর্গ জানি হুঃখ, যদি তার কাছে বরি।  
 আশ্রয় এহিত বাক্য, এহি আকিঞ্চল,  
 হৃদয় কালে তার কোলে, করিব পলন।

অবশ্য হইবে কষ্ট, বহি তাম্র হর,  
কিন্তু এ ক্ষণ বটে, সে স্মৃতি বহু ।  
কখনে করিষ ধ্যান, কখনে ধন,  
বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, কেবল হেন জন ?

থাক থাক সন্ধান, কর ক্রোধ তর,  
ওতরে দমিবে নাভো, একুশ্র ক্ষণ ।  
বুঝে সুঝে, কর কাজ, বুঝিবার বাহা,  
শুণ কেন ব্যক্ত কর ? বুঝনাভো তাহা ।  
আপনা কলঙ্ কেন, আপনি বাড়িও ?  
বাক্যের ঘরে কেন, অনল জ্বালাও ?  
জ্বালাও মশাল কেন, দেখাইতে সুখ ?  
কালানুগ দে'খে তোমা, লোকে দিবে খুঁক ।  
থাকুক থাকুক কেন, কলঙ্ বাড়িও ?  
ছার ছার হিংসা ছেব, ফিরে ঘরে বাও ?  
কেন কর অবিচার, সুবিচার রাখি ।  
লোকের আয়ত্ত নহে, মনকণ পাখি ।  
আমার অজ্ঞাতে মন, তারে দিল ধরা,  
তাহার ক্ষণে পুনঃ, হ'ল জরা পড়া ।  
তাহার তো নহে দোষ, নহে ত আমার,  
সময়েনি দোষ সব, ইচ্ছা বিধাতার ।  
অজ্ঞাতে আচ্ছিন্ন পাতা, বিধাতার কান্দ,  
নিয়তির নিরবধ, কঠিন সে বান্দ ।  
সে বান্দে হইল বন্ধ, ক্ষুদ্র ছুটি প্রাণ,  
কান্ধা সাধিছ বল, কিবা অকল্যাণ ?  
কান্ধা করিছ বল ? অহিত সাধন ?  
অনর্থক কেন কর, দিবেষ এমন ?

কেন কর বুঝা ভোগ, যোর মনস্থাপ ?  
 কেন কর রাড়াও কেন, কেন কর পাণ ?  
 আমার তো মোব নয়, মোব নয় তার,  
 তোমাদেরি মোব গটে, মোব বুঝবার।  
 বুঝরে, বুঝরে কেন, নাথাকিলে চূপ,  
 সহজে খুঁদিলে কেন, গরণের কূপ ?  
 আশ্রয় দোস ব্যক্ত সব, করিলে তো নিজে,  
 করিলে বিঘোর পাণ, পাতকিতে মৈজে।  
 থাক থাক স্মরণ, কর, এবে সব,  
 কর কর পুবা লাভ, স্বর্গীয় বিভব।  
 কেন কর অবিচার, অবিচার রাপি,  
 শোকেই আরম্ভ নহে, মনরূপ পাণি।  
 সাহিবের সজিয়াছি, সবো আগে শত,  
 মাটির শরীরে আরো, হুঃখ দিয়ে কত ?  
 সত্য যদি প্রেম আমি, ক'রে থাকি পণ,  
 সত্য যদি ক'রে থাকি, উৎসর্গ জীবন।  
 সত্য যদি কারো মনে, আমি হই তার,  
 মারিলে কখনি নাই, মরণ আমার।

## স্বর্গ দ্রষ্ট দেব নর ।

যে দেশে নাহিক ঘেব, হিংসা অকারণ,  
 যে দেশে না ঘোষে ছুট, নর অধিকার ।  
 যে দেশে বলহু নাই, নাই রে বিরত,  
 সংসারের জাগা গোড়া, নাই অধোরহ ।  
 নাই যথা পাপ তাপ, দুঃখ সম দেশ,  
 নাই শোক, রোগ নাষ্ট, ক্ষুধার লেশ ।  
 নাই যথা নির্জুরন, ক্ষণ অধিষ্ঠন,  
 ছুটমতী পিষ্টবাতী, নাহি গর স্থান ।  
 যে দেশে জনম মোর, সেই দেশে ঘর,  
 না জানি কি লাগে, আমি, হইয়াছি নর ।

( ২ )

যে দেশে বরষা নাষ্ট, নাই হিম, শীত,  
 শরত, বসন্ত, যথা, চির বিরাজিত ।  
 না করে কুসুম যথা, না লড়ে ফুল,  
 কোকিল অধিগ ভরে, ডাকিয়া অকুল ।  
 যে দেশে মরুত সমা, মগর পবন,  
 যে দেশেতে জল সিক্ত, যথা ওজান ।  
 যে দেশে উছলে মদা, নরার সাগর,  
 বক্রনা বাদল যথা, করে কার কার ।  
 যে দেশে জনম মোর, সেই দেশে ঘর,  
 না জানি কি লাগে আমি, হইয়াছি নর ।

~ ( ৩ )

যে দেশে কালিমা নাই, নাই নিশী ঘোর,  
চাঁদের গ্রহণ নাই, ধনে নাই ওর ।  
কাননে কণ্টক নাই, জ্ববে নাই হুঃখ,  
মরি রে ! যেখানে প্রেমে, বিদরে না বুক ।  
অক্ষয় প্রণয় যথা, স্থির অবিচল,  
যে দেশের প্রেমে নাই, বিরহ গরল,  
যে দেশের প্রেমে নাই, কলঙ্কের ভয়,  
“হু পবিত্র ভাল বাসা” “পুনা” পরিচয় ।  
যে দেশের প্রেমিকের, দেবতার মান,  
ভুচ্ছ রাজপদ ভুচ্ছ, ধরা, ধন, ধান,  
সেই দেশবাণী আদি, সেই দেশে ঘর,  
না জানি কি লাগে আদি, হইয়াছি নর ।

( ৪ )

যে দেশে জরতা নাই, নাই মৃত্যু ভয়,  
নবীন যৌবন স্থির, চির কাঙ্ক্ষি ময় ।  
মানস প্রকৃত্ত যথা, চির হর্ব বৃত্ত,  
সৌন্দর্যের শেখ যথা, পরম নিখুঁত ।  
বিধির গৌন্দর্য্য-শল্পী, বেথানেতে শেখ,  
পরম কবিত্তে মাথা, সদা যেই দেশ ।  
দেশে দেশে কবিত্তা গায়, বন পত্ত পাণি,  
সুঠির সৌরভ বহে, যে দেশেতে থাকি ।  
দেশে দেশে জনম ঘোর, সেই দেশে ঘর,  
না জানি কি লাগে আদি, হইয়াছি নর ।

( ৫ )

যাকি বটে মর্তে আদি, মর্তবাণী নই,  
জানিবি কি লাগে ঘর, যথা গ্রহে নই ।

না জানি বসতি কোথা, কোথা বাড়ী ঘর,  
 না জানি কি পাপে আমি, কইরাছি নর।  
 হ'য়েছি মানব বটে, মানবের কার,  
 সে উচ্চ স্থান আজ, রাখিব কোথায় ?  
 পড়িল পৃথিবী এই, ক্ষুদ্র আরতন।  
 ইথে কি ধরিবে সেই, বিধিহীন ঘন ?  
 কি হেতু জানিনা মম, মানব জনম,  
 জানিনা কি হেতু এই, কষ্টের জীবন।  
 জানিনা কিসের ভয়ে, এপাপ ধরায়,  
 এমন পবিত্র কারা, কান্দিয়া গড়ায়।  
 সু পবিত্র ছদি যোর, সু পবিত্র মন,  
 কলুষ সংসারে কেন ? তাহার স্থাপন,  
 কোমল মানস মম, নবনীত প্রায়,  
 তাহার জনম কেন, কঠিন ধরায় ?  
 হাররে ! বিধির কেন, দুখে হল ভুল,  
 দেহনা গড়িল কেন, ছদি সর্বভুল।  
 ক্ষুদ্র দেহ ক্ষুদ্র প্রাণ, এক্ষুদ্র ধরায়,  
 বিশাল স্থান মন, ধরে কি তাহার ?  
 মানস, স্থান বটে, দেবতার ন্যায়,  
 দেহ প্রাণ কেন গড়া, মানবের হার !  
 কেনরে প্রোক্ষণ তাপ, স্থানের যাব,  
 হার কেন ? কটে যোরে, দেবতা সবার ?  
 কেন এ জীবন ভায়, দিবানিশী বই,  
 না জানি কি পাপে, হেন পাপ গ্রহ বই।

(১)

দিবা নিশী ঘুরে যরি, না জানি কইরাছি,  
 না জানি কি কারা আমি, কিদায় মন লগাইয়া

কিবে নাই কিবে চাই, কেবলমুখে তার,  
সম্মানের এক কৈশী, এক ভেগেছে হারি  
সম্মানের গোটা ধরি, কেনা মিল টাই,  
যখন হুইয়ে ঢেকা, হানিলেক বাণী  
না জানি কি দাছে এস, দাছে অভ্যস্তল,  
না জানি কি চেতু ৩২, যবে অধিরল  
না জানি কিসের ভবে, এতলা আহার,  
কে বগিবে এর কিবা, আছে প্রতিকার ?

( ৭ )

অকুটর লিখি যোথ, শ্রুতিতে কি পারে ?  
বিধাতার ইচ্ছা কেহ, কিরাইতে পারে !  
কি যোথ আমার ভাষা, আম না কি জানি,  
কি মোবে এতলা মণ, জানে অন্তর্যামী ।  
না জানি কেমন দয়া, কিবা ভাব তার,  
কেমনে বলিব তারে, কুপার আধার ?  
কুপ যদি হ'ত মোবে, তবে কেন তার !  
সহতে বিষম আলা, পৃথগা আমার ।  
যদিবা পৃথগা তবে, এথগতে কেন ?  
খিল সে অকুট হুণ, ভুগবরে কেন ।  
এমন পৃথগী কেন, গড়ল সে হার ।  
এমন হুইবে কেমন, এতলাইল তার ?  
হুইবে কলক কেন, গড়ে নিল হাতে,  
হাড় এ পৃথগী হাড়, হুণ নাহি হাতে ।  
এমন কলক হান, গড়া বিধাতার,  
এমন কলক কেন, কলকহারকার ।

( ৮ )

আশিষ্টেরে দূরা নাই, এ পাপ ধরার,  
 নির্দয় মানব সব, তন্ত্রে রে বেধার ।  
 নির্দয় নির্দয় সব, মানবের দল,  
 পাষাণে হৃদয় গড়া, পাষণ সবল ।  
 নিমুড় অভয়ান তারা, অদর্শের দেব,  
 দেবতা দ'নবে ভেব, বোঝেনা বিশেষ ।  
 দুসকাহ দুস নেহ, দুস বুঝ সব,  
 অজ্ঞারে দুজ্ঞ বনে, অগীর বিস্তর ।  
 অজ্ঞারে পদে ঠলে, অগীর পদ,  
 দেবতার মান্য ন ট, হারে মুখ কন ।  
 দেবতার আত্মা হ'লে, নর দেহ ধবে,  
 তাঁহারে না চিনে নব, গণ্য নাতি করে ।  
 আপনার জন্মদিন, কাগীয়া যেমন,  
 দেবতার জন্মদিন, বোঝে রে ভেমন ।  
 পশুর চরিত্র তিক, পশু ব্যবহার,  
 দেবতা মানবে ভেব, কি বুঝ'ব আর ?  
 আপনি বুঝতে নাহে, আপনার বোধ,  
 কাজ কি যে পশু সনে, করি খোর ভোব ।  
 আপনার ডাগা আদি, বুঝতে না পারি,  
 কিবা বেরইয়া তার, বলি ক'ই হারি ॥  
 ভবে মাথ ! জীনবন্তু, পাতত পাংস ।  
 এ হেন ধরাই তেন, আশার জীন ?  
 এ হেন সমাজে কেন, আশার আপন ?  
 কোন্ পাপে হেন গ্রাণ, ধরাতে আপন ?  
 কোন্ পাপে দিলে হেন, 'মানবের দাঁক,  
 এর চে'রে ভাল ছিল, ব্যাধের দাঁক ।



## স্বর্গলীল সেবন ।

এর চে'রে ভাল ছিল, আপদের দল,  
নিরস্তর বরিত্তনী, মর অক্ষ জল।  
এর চে'রে ভাল শত্রু, অধীর বংশন,  
নিরস্তর নাহি তারা, করিত হিংসন।  
নাহি তারা কাটতেক, এমন প্রকার,  
হায় কি! নির্দয় হায়! মানব ব্যভার !!

( ৯ )

হায় কি অযথ্য এত, মানবের কাজ ?  
অপন জাতির বধে, নাহি ধরে লাজ !  
নাহি লাজ নাহি ধরা, নাহি ধর্ম ভয়,  
এমন অযথ্য প্রাণী, আর না কি হয় ?  
কেন সে গড়িল খাতা, এধেন মানব ?  
মানবের তরে নষ্ট, কুট্টরাজি মন।  
গড়িল মানব যদি, কেন দিল পাপ ?  
কুশ্রুতি জাগাইরে, বাড়াইতে তাপ।  
হায় যে মানব এত, হিংস্রকের শেব,  
পিশাচ-প্রকৃতি-পণ্ড, নাই মারা লেব।  
আগে যদি জানি তারা, তেন ছর চার,  
কে করিত তাহাধেরে, সাধু ব্যবহার ?  
কে করিত তবে সেই, পিশাচের তরে,  
আপনা বলিয়ে কেবা, তুষিত অন্তরে ?  
নাথেরে খাওয়াতো কেবা, না পরি পরাতো,  
খাটিত ভুতের বোকা, কেবা দিয়া রাতো ?  
এক যে করিত শেব, তার পুণ্যকব,—  
দুঃখ ক্রেশ অন্তর্দাহ, অপমান মার !!  
বিকৃত ভীষণ ছেব, মর্গ জালা তাপ,  
কিছুরে কুদ্রি সে কবা, বাড়াইরে পাপ !

[ ৮ ]

## উদাসী ।

থাক্ থাক্ লোকালয়, কাজ বোর নাই,  
 সন্ন্যাসী হ'য়েরে আজ, বনবাসে বাই।  
 থাক্ থাক্ বাকী বর, মানব ভবন,  
 বিজনে কটাব আমি, উদাস জীবন।  
 উদাস জীবন আজ, পন্নবাসে দিব,  
 সংসার তাজিরে হাদি! সন্ন্যাসী হইব।  
 সহিতে পারিনা আর, পৃথিবীর পাপ  
 পাপেতে পাপের বৃদ্ধি, বৃদ্ধি করে তাপ।  
 আয়শ্চিৎ তরে তার, বাব বন বাস,  
 ছাড়িলু সংসার মায়া, জীবনের আশ

( ১০ )

মানব সমাজে আমি, যত দুঃখ পাই,  
 সন্ন্যাসী হ'য়েরে তাহা, ভুলিবারে চাই।  
 যত দুঃখ দিল মোরে, জাতি, বন্ধ জন,  
 দেশপুত্রী হ'য়ে তাহা, হব বিদ্রোহ।  
 যত দুঃখ দিল মোরে, ইষ্টে প্রতিবেশী,  
 যে দুঃখ ভুলিতে আমি, হব রে বিদেশী।  
 যতকষ্ট দিল মোরে, অলুগত জন,  
 সে দুঃখ ভুলিতে দিলু, সন্ন্যাসেতে মন।  
 যত দুঃখ দিল মোরে, জ্ঞান গৃহবাসী,  
 যে দুঃখ ভুলিতে আজ, হই রে উদাসী।  
 নবীন সন্ন্যাসী আমি, নবীন জীবন,  
 বিশাল সমুদ্রে আজ, করিলু কেপণ।  
 যদি ভাগ্যে থাকে কল, উর্দ্ধিবে আবার,  
 বহে জন্ম পৌণ এই, শেষ রে আমার!

দেবাবনা কাশা মুখ, নর লোকে আর,  
 চলিছে জন্মের তরে, ছাড়িয়ে সংসার ।  
 যদি ভাগ্যে থাকে কুল, ঊর্দ্ধবে আবার,  
 নতুবা জন্মের তরে, এই দেখা সার ।  
 বিষোর বিজন বনে, তরু তলে বসি,  
 বৃক্ষের বঞ্চল গরি, সাজিব সন্ন্যাসী ।  
 প্রদীপ জটার তার, মন্তকে ধরিব,  
 বিছুড়ী ভূষণ অলে, ভাস্কর করিব ।  
 গন্ত পক্ষী স্বরে মোর, মিলা'য়ে ভারতী,  
 বিবস বিবাদে কালি, গাহিব আরতী ।  
 অনাহারে অনিদ্রার, করি তমু শেষ,  
 মিটাইব সংসারের, বাসনা বিশেষ ।  
 মিটাইব প্রেমের সে, গভীর নিপাসা,  
 জন্মেরা করিব আর, ভালবাসা আশা ॥  
 মিশিয়ে মৃত্তিকা সনে, ধূসীর মতন,  
 কেবলি তাঁহার নাম, করিব কীর্তন ।  
 কেবলি এনটি মূর্তি, করিব ধ্যান,  
 বাবস্ত রহিবে মোর, কঠোত্তে পরাণ  
 কেবল করিব এক, ছন্দের আশ,  
 বাবস্ত রহিবে মম, নাগাতে নিখাস ।  
 মরিলেও গাব তাঁরে, এ আশ্রয় সনে,  
 তাইসে চলিছে আজ, গহন বিজনে ।  
 তাইসে ছাড়িব দেশ, ইইয়ে উদাসী,  
 চলিছে জন্মের তরে, নবীন সন্ন্যাসী ।

## শেষ সয্যা ।

কিসের রে ঘর বাড়ী, কিসের সাধন,  
 কিসের লাগিরা ঘোর, বিদেশে ভ্রমণ !  
 কিসের সে ডাবা গণা, কিসের চিন্তন,  
 কার তরে করি ক্ষর, অমূল্য জীবন !  
 কার তরে কান্দি আমি, কেবা কান্দে হারি !  
 সাধের মানব জন্ম, বিকলে গোঙারি !  
 সাধের মানব জন্ম, সাধের জীবন,  
 সাধের সোণার তহু, সাধের যৌবন !  
 সাধের বাসনা হারি ! মজিলরে সব,  
 ভাগ্যে না ঝটিল জন্মে, সৌভাগ্য বিভব !  
 জন্ম গেল কর্ম ফলে, মর্ম্ম ভোগ-সার,  
 ধর্ম্ম গেল, সার হ'ল, জুঃধের পসারি !!  
 কর্ম্মের লেখা বাহা, কে ধণ্ডাবে তারি !  
 নিরাশ জীবন আজি, পরবাসে বারি !  
 কোথা মাতা কোথা পিতা, কোথা র'ল ভাই,  
 এ ঘোর নিদানে আজি, সঙ্গে বে'তে নাই !  
 কোথা হারি ! হুত হুতা, কোথা পরিজন !  
 এ ঘোর চরমে সঙ্গী, হবে কোনজন ?  
 কেবল সঙ্গের সাধী, কর্ম্ম-ফল সার,  
 ধন, ধান্য, পরিজন, সকলি অসার !!  
 পাপ পুন্য বাহা কিছু, সঙ্গে বাবে ভাই,  
 সোণার বদলে সোণা, ভস্মে মিশে ছাই !

হার রে ! অবোধ আনি, একি করিলাম,  
 পাঠের বাণিজ্যে ডরা, অধু করিলাম !  
 মজিরে বিবন মনে, হারা হ'য়ে দিন,  
 অধার বহলে আনি, কিনিলাম বিব !  
 জাভী গেল ধর্ম গেল, গেল কুল মান,  
 বিবন বিবানে গেল, অহানে রে প্রাণ !  
 হার ! হাঃ কি করিলাম ! মজিলাব শেষ ? !  
 আগে নাহি ভাবিলাম, এতেন বিশেষ !  
 সংসার প্রবাস ঘোর, অনিত্য আবাসে,  
 কর্ম কোত্তে বাছা নর, ঘোর সারা পালে !  
 সুন্নী সুন্নী চোরে, এ ঘর ও ঘর,  
 না বোঝে কর্মের কলি, হারে সুখ নর !  
 না বোঝে সারার খেলা, না বোঝে বরষ,  
 নাহি চিনে কর্ম কর্তা, না জানে পরষ !  
 না চিনে নিয়তি কহু, নিয়তা না চিনে,  
 অন্যকর্তা আছে নাহি, বোঝে নিজ বিনে !  
 নিজে বোঝে নিজ গুণ, নিজের শক্তি,  
 পরষ জনেরে বলি, নাহিক তক্তি !  
 ভাল বক বত কিছু, নিয়তা বটীর,  
 অবোধ মানব বলে, "আনি করি ডারি" !  
 ভতা ভত কলাকল, নিয়তার কান,  
 অবোধ মানব ভাবে, "আনি করিলাম" !  
 বহা গর্ভ ভরে নর, কর্ম কোত্তে বার,  
 নিজের কর্মতা গুণে, উদ্ধারিতে চার !  
 আপনার বলে চাহে, আপন কল্যাণ,  
 আপনা পাশরী ভোলে, পায়ের ধানি !

আপনা আপনি চাহে, আপনার অধ,  
 অন্ধ-ভব বিহীনত্ব, বিবে ভরা বুক।  
 ধন ধান্য রাজ্য পাট, নিরস্তর মান,  
 "নিজ কৃত" বলি লোকের, করে অভিমান।  
 অধ, হৃৎ, কলী, সূতা, আশ্র-বশু নর,  
 ভাগ্যে নাহি বটে বাহা, বহু কি তা হয় ?  
 অধোদ মানব সেউ, অসাধ্য সাধন,  
 সাধিতে সদাই করে, অশেষ বতন।  
 বতন করেনা অধ, করে অহংকার,  
 "জরা, মরা, ধরা," যেন, আশ্র বশ ভার।  
 ধরা ধান সরা জান, ফুলি প্রতিহার,  
 অহংকারে কিছু কিরে, কড় নাহি চার।  
 মদ মত্ত সারি ভব, অন্ধ ত্রাস্ত নর,  
 আপনার বর ছাড়ি, বোলে পর বর।  
 পর বর পর বিত্ত, পরের সম্পদ,  
 পর ভাবে জীবা ভাবী, বটার আপদ।  
 পর অধে হৃৎ যোব, পর বিত্তে ঘেব,  
 পর ধনে লোভ কোভ, বতনা অশেষ।  
 পরের দেবিয়া অধ, অধী হ'তে চার,  
 প্রতিদান প্রতিযোগী, ভাবে কোরে ভার।  
 কিছু সে অধোদ নর, ফুলি পরিণাম,  
 হার রে। সদাই করে, কত অপকাম।  
 আপনার ভাই বুন, আপনার বাপ,  
 আপনা জননী জনে, যের কত ভাপ।  
 আপনা প্রভু চার, আপনার হাতে,  
 স্বগণ স্বজন বহি, দেয় রে নিপাত্তে।

এমন যে প্রিয়তম, নরদের ছাই,  
 তাঁহার সনেতে করে, বিদায় লগাই।  
 অপরের কথা বাক, অপরাধ পড়ে,  
 আপন মারের সাথে, শত্রুতা সে করে।।  
 সংসারের ভরে গেল, ধর্ম বিলম্বন,  
 ধূলি দুটি লোভে করে, মাণিক্য বর্জন।  
 আহা রে! অখম আমি, অজ্ঞানের শেষ,  
 যেমন করিছ তেমন, ভুলিছ অশেষ।  
 যেহি কর্ম, তেহি কল, তেহি অহুতাপ,  
 তেহি তার প্রারম্ভিত, যেহি মহা পাপ।  
 ভুলিয়ে বিদুর ভাব, ভুলিয়ে কপাল,  
 বুঝা ভোগে ভুলিলাম, হার চিরকাল।  
 আপনি খাইছ বিব, আপনার হাতে,  
 সংসারের কিছু এবে, যারনা ত সাথে।  
 কৈ কোথা মাতা পিতা ? কৈ কোথা ভাই ?  
 আপনার দোষে আজ, ভাগ্যে দেখা নাই।  
 কৈ কোথা ধন-ধান, কৈ ঘর বাড়ী ?  
 বিদেশে হ'তেছি আরো, দূর দেশান্তরী।  
 কই কোথা পরিজন ? কই মম বাড়ী ?  
 এ ঘোর বিপাকে একা, পরবাশে বরি।  
 বিদেশ হইতে আরো, চলেছি বিদেশ,  
 বিদেশ কই সে আরো, বলিয়ে স্বদেশ ?  
 আহা রে! না জানি কত, দুখ নিজ দেশে,  
 এখন পেতেম যদি, রতন সে দেশে।  
 নাগেলার দেশে আর, নাগেলার বাড়ী,  
 বিদেশে হ'তেছি আরো, দূর দেশান্তরী।।

দূর দূর বহা দূরে, চলেছি এখন,  
 চলেছি অনন্ত ধামে, জন্মের যতন ।  
 আরো না কিরির আশি, আরো নাহি আশি,  
 আরো না কিরির পুনঃ, বদেদেশে বার ।  
 নাজানি বাইব, কোথা কোথা সেইমান ?  
 অজানা অচিনা তার ! ভয়ে কঁপে প্রাণ !  
 কেহনা কিরিল বেই, গেল সেই দেশে,  
 না দিল সন্ধান কেহ, র'ল কিবা দেশে ।  
 না দিল সন্ধান কেহ, না কিরিল আর,  
 দূর গত দূর সেই, দূর নদী পার ।  
 না আগে চিন্তায় কছু নাহি কোটে ভাবে,  
 কেমনে রহিব পুনঃ, সেই দূর দেশে ?  
 বিদেশের বালা ঘোর, বিদেশেই র'ল,  
 বিদেশে বশতি ভালে, সারি সম হল ।  
 চিরকাল করিলাম, বিদেশেতে ঘর,  
 চিরকাল দূর দেশে, রব অতঃপর ।  
 হারিলে এতবে মন, প্রাণ কেটে যায়,  
 না দেখিছ বাঁচাথনে, না দেখিছ যায় ।  
 সে বিষম ভাবে মন, কেটে যায় বুক,  
 যে সুখের আশে আসি, কোথা রে সে সুখ ?  
 মানবের সুখ আশা, মরিচিকা প্রায়,  
 দূর দূর দূর গত, ক্রমাগত হারি ।  
 করিতে প্রভুই আমি, পরিজন পরে  
 পরিবার ছাড়িলাম, একত্বের তরে  
 কিন্তু সেই সুখ আশা, ক'লেছকি আর ?  
 মানবের তুর্ক আশা, সকলি অসার ।

বিচ্ছেদ আশা বিচ্ছেদ ভাবা, বিচ্ছেদ লোক, বল,  
 বিচ্ছেদের বুদ্ধি তুচ্ছ, জ্ঞানিত সকল ।  
 বীক্ সে মানব ভাবে, বীক্ শত বার,  
 বিধাতার পদে নাই, নির্ভর বাহার ।  
 বীক্ সে বহুবা নরে, বীক্ শত বীক্,  
 বিধাতার বিধানাদি, ভাবে যে অলীক ।  
 বীক্ সে অধম জনে, বীক্ বার বার,  
 অহুঁতের প্রতি নাই, বিধাঙ্গ বাহার ।  
 অহু তক্তি অহু বুদ্ধি, দেখে ল'রে বনে,  
 তার সহ পানী নাই, বিশ্ব চরাচরে ।  
 জ্ঞান দিল মন দিল, বুদ্ধি দিল আর,  
 তবু সে বুদ্ধিতে নারে, কুণা বিধাতার ।  
 নাক দিল কাণ দিল, চক্ষু দিল দেই,  
 দেখিতে তুলিয়ে নর, জ্ঞান আরো তেই ।  
 তার চেয়ে হতভাগা, ভগতে কি আছে ?  
 আসি সেই হতভাগা, বুঝিলার পাছে ।  
 আগে না বুঝিল হার ! নহে হ'রে ভোর,  
 এখন হয়েছে বত, দর্প আদি চুর ।  
 টেক সে গরিমা আজ ? কই সে দেয়াগ,  
 মাটির পবান শেষ, মিটিরে বেবাক ।  
 মানবের সুখ আশা, ঠিক তার মত,—  
 অনলে পতঙ্গ যেন, পোড়ে অবিরত ।  
 অনলে পতঙ্গ মন, মজিলাম হার ।  
 আপনার কর্ম-বোঝে, আপনি স্মার ।  
 বিধাতার বোঝ কিবা, নোব দিব কার ?  
 কপালেশ্বরি দোক কিবা ? দোষ যে আনার ॥

কপালের দোষ নয়, নয় বিধাতার,  
 আমারি কর্মের দোষে, দোষ বুঝিবার !  
 আন্ত আমি নাহি বুঝি, বিধাতার কন্দ,  
 কাটিবারে চাহি নিজে, নিয়তীর বন্ধ ।  
 আপনি হইয়ে প্রভু, বিধাতার পরে,  
 বিধাতার ধরি দোষ, বিশ্ব চরাচরে ।  
 বিধির বিধান ছাড়ি, বাড়াইনু হাত,  
 ভাগ্যের উপরে চেষ্টা, বুঝিনু নির্ধাৎ ।  
 অদৃষ্টের পরাক্রম, বুঝিতে না পারি,  
 সুখের আশায় হনু, চির দেশান্তরী ।  
 সুখের আশায় আমি, ছাড়ি বাড়ী ঘর,  
 দেশে দেশে জমিলাম, নগরী নগর !  
 সুখের আশায় আমি, লাধের মা ঝাপ,  
 সাতাইনু কতমত, বাড়াইনু তাপ !  
 সুখের আশায় হার ! স্বজন স্বগণ,  
 কত না করিনু অহা ! কত নির্যাতন ।  
 কত না সাধিনু আমি, স্বজন অহীত,  
 কতই বিচ্ছেদ করি, বন্ধুর সহিত ।  
 কি সুখের তরে আমি, ভুলি পরিণাম,  
 পাপের বানিজ্যে তরী, সুধু ভরিলাম !  
 মজিয়ে বিষয়-মদে, হারা হ'য়ে দিশ,  
 সুধার বদলে হায় ! কিনিলাম বিষ !  
 জীবনের সার যেই, অমূল্য রতন,  
 হেলারে হারানু তাই, নাকরি বতন ।

নাচিনি পরম জনে, নাচিনি ঈশ্বর,  
 ঈশ্বরের পরে নাহি, করিনু নির্ভর !  
 অহুঃ বলিয়ে কিছু, নাহি মানিলাম,  
 বিধির বিজ্ঞান গুঢ়, নাহি বুঝিলাম !  
 কঠিন বিজ্ঞান জড়, তাহে দিয়ে মন,  
 বিধির মহিমা নাহি, বুঝিনু কখন ।  
 হায় কোথা দীননাথ ! ভ্রান্তেরে চালাও,  
 তোমার করুণা বিন্দু, এ দীনে বিলাও ।  
 এই বে শুইনু আমি, অনন্ত শয্যায়,  
 সুমাইব চির তরে, গভীর নিদ্রায় ।  
 বিশাল ধরনী তলে, হবে মোর গোর,  
 যুগান্তেও ভাঙিবেনা, সে নিদ্রার ঘোর ।  
 জনমের তরে মোর, এ মহা শয়ান,  
 জনমের তরে মোর, এ মহা প্রস্থান ।

বহিবে পবন ঝড়, এ মম বারতা,  
 স্বপন কহিবে মাকে, এ দুঃখের কথা ।  
 অকস্মাৎ করিবেক, অশ্রু ধারা তার,  
 প্রাণের বিদ্যুত-তারে, মারিবে বজ্রার ।  
 বখন শুনিরে মাগো ! এ নিষ্ঠুর কথা,  
 পাষাণে আছাড়ি হায়, ভাঙিবে গো নাথা !!  
 পাষাণে আছাড়ি হায়, পড়িবেক বাপ !  
 রথ পুত্র ক'ন্সেছি, বাড়াইতে পাপ ।  
 হায় কোথা প্রিয়তমা ! নায়েখিনু আর !  
 জনমের মত নাথ, কুরাইল তার ।

নাদেখি নু বাছাধন, না লই নু কোলে !  
 হায় কোথা বন্ধু জন ? খেদে প্রাণ যলে !!  
 কিন্তু আহা ! এক সুখ, শুয়ে রব সুখে !—  
 কান্দিবনা আরো হায়, আশামর দুঃখে !  
 কান্দিবনা কান্দাবনা, হাসিবনা আর,  
 ধূলীতে মিশিয়ে ধূলী, হব একাকার !  
 আমার মতন কত, কত পুত্র ধন,  
 শুয়েছে মাটির তলে, মায়ের জীবন !  
 আমার মতন কত, মায়ের পরাণ,  
 প্রিয়তম বাছাধন, র'য়েছে শয়ান !!  
 প্রিয়সীর প্রিয়তম, কত না স্নেহন,  
 মাটির শয্যায় এই, মূ'দেছে নয়ন !!  
 কত না রোস্তম, শের, কতনা পিলতন,  
 কত না অর্জুন, ভীম, ধুমায় এখন !  
 কতনাত লোকেন্দর, কত জাঁহাজীর,  
 এইত শয্যায় শু'য়ে, ছুড়ায় শরীর !  
 হায় ! কোথা বেদব্যাস, কবি কালী দাস ?  
 এইখানে মিটেছেত, কবিত্বের আশ !!  
 এইখানে ভীম বীর, অয়ন পর্য্যায়,  
 শুয়েছেন মহা সূমে, অনন্ত শয্যায় !!  
 এইখানে ছোলেমান, এইখানে দারুণ,  
 এইখানে ইনা, মুসা, শুয়েছেন তাঁরা !!  
 শুয়েছেন পৃথিবীর, রাজন্য সমাজ,  
 এইখানে সুমারেছে, ফেরাউন আজ !

এইখানে ঘুমায়েছে, মাণী দুর্ঘোষন,—  
 একাদশ অক্ষৌহিনী, মু'দেছে নয়ন !  
 মু'দেছে নয়ন মহাকাঙ্ক্ষী, নেপলীন,  
 মাণীর শয্যার আজ, সে আশা রে লীন !!  
 এই সে মাণীর শয্যা, এই শয্যা সেই;  
 হাছেনে, এজ্জিদে বার, ভিন্ন ভাব নেই ।  
 নাইত বিভিন্ন ভেদ, কাকের, মমিন,  
 একই শয্যারে শু'য়ে, ঘুমেতে মলিন !!  
 এই সে অনন্ত ধরা, মাণীর বিছান,  
 এইখানে পৃথিবীর, সমস্ত শয়ান !—  
 এই সে শেষের শয্যা, এই শান্তি-ধাম,  
 এইখানে রুক্ষ, জিহু, এইখানে রাম !  
 এইখানে ছোলেমান, এই খানে দারাঁ,  
 এইখানে ইসা, মুসা, শুয়েছেন তাঁরা !!

কোথা সে রাবণ আজ ? কোথা লক্ষা ভার ??  
 এইত মাণীর গর্ভে, হ'য়েছে আঁধার !!  
 কি হ'ল সে লক্ষা জিনি, রামের বা আজ ?  
 নাগরে বাকিয়ে সেতু, কিবা হ'ল কাজ ?  
 অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী, করি বিনিম্বুল,  
 পাইলেন যুদ্ধিষ্ঠির, কিবা নার মূল ?  
 একই সে শেষ শয্যা, মাণীর এখন,  
 যেখানে শুইয়ে রাম, সেখানে রাবণ !  
 যেখানে লঙ্কার লয়, সেখানে কোশল,  
 সেইখানে ইন্দ্র প্রস্থ, ইন্দ্রীনাদি তল !!

সেই সে, মাটির গর্ভে, কার্ণেজের লয়,  
 দিরিয়া, মিশর সেই, মাটিতে বিলয় !  
 এই সে মাটির শয্যা. এই শেষ সার,  
 এইখানে মিটে সব, দর্প, অহঙ্কার ।  
 এইখানে খুঁচে যায়. হিংসা আদি হেস,  
 এইখানে সকলেরি, আশা, বাসা, শেষ ।  
 আজি সে শুইব আমি, অনন্ত শয্যায়,  
 যুমাব পরাণ ভরি, গভীর নিদ্রায় ।  
 আর না হইব শেষ. দুরাকাঙ্ক্ষা লোভে,  
 আর না মরিব হায় ! প্রতিহিংসা ক্রোড়ে ।  
 আজি রে শুইব আমি, অনন্ত শয্যায়,  
 শুনিবনা জন্মে আর, ডাকিলে আমার !!  
 জাগিবনা জাগাইতে, ধরনীর পাপ,  
 কণেকে ঘুচাবে কাল, হরি সর্ব্ব তাপ !  
 আজি রে শুইব আমি, অনন্ত শয্যায়,  
 যুমাব জন্মের তরে, গভীর নিদ্রায় !!





## উদ্ভাস্ত পাষণ্ড প্রেমিক ।

— (৩০ঃ) —

কোথারে আমার মন ! কোথা র'লে হয় ।  
 মন নাই প্রাণ নাই, সুধুই ধরায় !!  
 মন হীন প্রাণ হীন, সুধু শূণ্য দেহ,-  
 এমন আশ্চর্য জীব দে'খেছ কি কেহ ?  
 দে'খে যদি নাহি থাক, দেখ শত বার  
 জীবন্ত-নিদর্শ আমি, সাক্ষাতে সবার ।  
 আয় প্রাণ ! চলিওরে, আয় মন ! ধৈর্যে,  
 হাসিরে কঠোর হাসি, দঙ্ক পোড়া হ'য়ে,  
 দঙ্ক না হইলো মন । সাধনা ন্যাহবে,  
 প্রেমের সাধনা শুধু দঙ্ক হওয়া ভবে ।  
 দহিবে যে যত দূর, তত পাবে সেই,  
 অপূর্ণ বিধির লীলা ! লীলা তার এই ।  
 কেরে বলে প্রেম নহে, নিজে পোড়া প্রাণ ?  
 বলুক যে বুদ্ধিহারা, অধম অজ্ঞান ।  
 কেরে বলে প্রেম ভবে, সুখের নিদান ?  
 মরুক সে হয় হয় ! বিমুঢ় পাষণ্ড !  
 আয় মন অভাগারে ! আয় মোর পাশে,  
 আরো কিরে ধরা দেই চপলার কাশে ?  
 আরো কিরে দিব প্রাণ, আরো কিরে দিব ?  
 ভালকরি জানি ওরে, ওপধে না বাব ।

ভালকরি জানি ওরে, জানি ভাল করে,  
 আরো কিরে মনো প্রাণ, দেই বারে তারে ?  
 আরো কিরে মনো প্রাণ করি সমর্পণ ?—  
 আশু পাছু কিছু নাহি, করি নিরীক্ষণ ।  
 কিছু নাহি ভেদাভেদ, করি বিবেচনা,  
 নাহি বুঝি পাত্ৰাপাত্ৰ, ছলনা বঞ্চনা ।  
 নাহিবুঝি কালাকাল, জাতি কুল মান,  
 নাবুঝিয়ে অন্তরের নিগূঢ় সন্ধান ।  
 নাহি জানি নাহি শুনি, বিনা পরীক্ষায়,  
 কেবল ভুলিয়ে বাহ্য মুখের ছটায় ।  
 কেবলি রে “প্রাণার্থিক”, “প্রাণ”, সম্বোধনে,  
 ভুলি আর দেই প্রাণ, দেই কোন জনে ?  
 নানা আমি শিখিয়াছি, শিখিয়াছি ভাল,  
 অসমানে অসমানে বিষম জঞ্জাল ।  
 বিষম জঞ্জাল হার ! অকুরেই নাশ,  
 বিষমে বিষমে যেই প্রেমের বিকাশ ।  
 হার হার ওরে ভাল ! কেন্দ্রে কিরে হবে,  
 বা হবার ইহা আছে সাবধান এবে ।  
 সাবধান ! সাবধান !! এবে সাবধান !!!  
 কোটরে লুকায়ে হ্যাঁদে, ডানা-ডাঙ্গা প্রাণ !  
 পড়িয়ে দশুয়ার করে, একে লারা পারা ।  
 আবার নাজানি কবে, হবে কোন্ ধারা ।

তাই হলি স্বকোঠরে, থাকরে ওমন ।  
 পরের বাগানে উড়ি, যেয়োনা কখন ।  
 যেয়োনা পরের হাতে, দিওনারে ধরা,  
 আও-লুকি হ'য়ে রও, জিতে প্রাণে মরা ।  
 কাজ কি নিকুঞ্জ আশে ? দ্বিধা সমীরণে ?  
 "জন্মে, বলিয়ে ডাক, আকাশের পানে ।  
 অনন্ত আকাশে মরি । অনন্ত করুণা !  
 অনন্তই সার শেষ, অনন্ত বাসনা !

কাজ নাই অতি আশে " অতিতে , গরল,  
 আশায়ে আশায়ে শেষে " নিরাশা, কেবল ।  
 দেখরে জগত জুরি, দেখ্ রাত দিন,  
 " অতিশয় বাড়া বাড়ী , পতনের চিন ।  
 অতিশয় ভালবাসা " কান্দনের খড় ,  
 " আপনি হইয়ে হারা , " হ'তে হয় পর !,,  
 " আপনাকে হারা হওয়া,, তাকে বলি প্রেম,  
 উত্তমে উত্তম সেই, সোহাগাতে হেম ।  
 হেম নহে সীসা কড়ু, হেমের হল্ করা,  
 স্বার্থের পিরীতি ভবে, তেজারতী করা !  
 তেজারতী ও পিরীতি ! এই তোর কাজ ?  
 নাবিকানু খাটি প্রেম, এই বড় লাজ !  
 নাকিনিমু খাটি প্রেম, নাচিনিমু তার,  
 সাল্লা জমে বুটা বাছি, লইলাম হার ।  
 সাল্লা জমে বুটা বাছি, যদিবা লইমু,  
 কেনরে ওমন ! তারে, বিখাষ না দিমু ?

নাদিনু পরাণ কেন. তাহারে নপিয়ে,  
 কেনরে নাথেনু কেন. তাহাতে মিশিয়ে ?  
 কেনরে হইয়ে তার, কেন বা নাহনু ?  
 দিবে মন দিবে কেন. আবার নাদিনু ?  
 দিবে পুনঃ দেয়না যে. নেত বড় দায়,  
 না দেওয়াই একিবারে, শত ভাল তায় ।  
 না দেওয়াই একিবারে, ভাল তার চেয়ে,  
 বিশ্বাস ঘাতক সেই, দেয়না যে দিবে ।  
 মনের ব্যবসা তাহে, বিষম কঠিন,  
 লওয়া দেওয়া ল'য়ে ভয় ! ভয় রাত দিন !!  
 হায় হায় ! ভয়ে প্রাণ, কাঁপে থর থর,  
 মনের বানিজ্য করা, মহা ভয়ানকর !  
 দিলে আর পাওয়া নাই, যদিও বা মিলে,  
 কিন্তু ভাঙ্গা হ'য়ে আসে, আস্ত মাল দিলে ।  
 সে ভাঙ্গা বিষম দাগ ! মর্মে জরা হল !!  
 লাভ করা দূরে থাক, যায় লাভে মূল !  
 আসলে বিনাশ ভরা, মুখু ডিঙ্গা ভালে,  
 অকূল ভবের নীরে, ঝটকা বাতালে ।  
 ছেড়ে দিনু হাল ধরি, কাজ্ কিরে মন !  
 অতল কালের গর্ভে, হোক নিমগন,  
 জন্মের মতন হায়, হোক নিমগন,  
 হাসিরে দুঃখের হাসি, কাটুক গগন ।  
 রে মন ! দুঃখের হাসি, আর ভালবাসি,  
 কিন্তু না হাসিব ওরে । সুতরল হাসি ।

হাসিব কঠোর হাসি, দক্ষ দক্ষ হ'য়ে,  
 পুড়িব জনম ভরি, মহা তাপ স'য়ে !  
 দক্ষ না হইলে মন ! সাধনা না হবে,  
 প্রেমের সাধনা শুধু দক্ষ হওয়া ভবে ।  
 দহিবে যে যতদূর, তত পাবে সেই,  
 অপূৰ্ব বিধির লীলা ! লীলা তার এই !!

হায়রে ! যে প্রেম-সুখা, স্বর্গীয় ধন,  
 অস্থানে করিছু আমি, তাহার সাধন !  
 করিবার আগে কিছু, নাভাবিছু তার,  
 পরিতাপ বিনা এবে, কিবা আছে সার ?!

কিবা সার আছে বল, অনিত্য প্রণয়ে,  
 (পূর্ণ যাহা নহে কভু, স্বর্গীয় বিনয়ে)  
 কেরে বলে প্রেম ভবে, সুখের নিদান,  
 হায়রে ! মরুক সেই অধম অজ্ঞান ।  
 মরুক সে,—নামরিয়ে, যদি করে বাদ,  
 করুক পিরীতি ভবে ; দেখুক কি স্বাদ ।  
 করুক পিরীতি ভবে, যে করিতে চায়,  
 কিন্তু যেন নাহি চিনে, প্রণয়ী তাহার ।  
 কিন্তু যেন প্রণয়ী না পারে, চিনিবারে,  
 কভু যেন ঋণ-ডোরে, বান্ধিতে না পারে ।  
 বিশেষ অবলা-হৃদি, চপলতা ময়,  
 নাথাকে কখনো স্থির, নাথাকে প্রত্যয় ।  
 দূরের সামগ্রী সেই, ভালবাসিবার,  
 নিকটে নাথাকে কভু, পবিত্রতা তার ।

নিকটে আসিলে হয়, ছলা কলা ময়,  
 ললনা-জীবন সুধু, ছলনাতে রয় ।  
 আপনার দোষ, ভ্রম, নাকরি শোধন,  
 পর-নিন্দা তরে যেন, যুবতী জীবন ।  
 পর-নিন্দা পর-জ্বেদ, গর্ব অহঙ্কার,  
 অনর্থক বিসম্বাদ, ব্যর্থ মন ভার ।  
 কথায় কথায় মান, কান্না অকারণ,  
 কেলেকারী তরে সুধু, যুবতী জীবন ।  
 খুটি নাটি ল'য়ে ব্যগ্র, কর্তব্যেতে হেলা,  
 ক্ষণে ক্ষণে ক্রোধ সদা, জেদে জেদে চলা ।  
 কেলেকারী করিবারে, যুবতী জীবন,  
 ক'রেছে জগতে যেন, জনম গ্রহণ ।  
 যুবতী জীবন সদা, গর্বের গর্বের বয়,  
 প্রণয়ী জনের কাছে, দেমাগেতে রয় ।  
 তাহে কিছু শিক্ষা পেলে, হ'য়ে আর্টখান,  
 মহা বিজ্ঞা ব'লে করে, আপনাকে জ্ঞান ।  
 পুরুষের চেয়ে নিজের, বড় ভাবে মনে,  
 দিদীমার চালে চলে, বয়স্যের সনে ।  
 যে তাহাকে ভাল বাসা, আগেতে দেখায়,  
 হৃদয় শোণীত করে, যতনে শিখায় ।  
 যে তাহার করে আগুণে, গঙ্গল সাধন,  
 সেইই হয় আগে তার, তাচ্ছিল্য ভাজন ।  
 আগেই তাহাকে দেয়, নিদারুণ ব্যথা,  
 যুবতীর যোগ ধ্যান, সকলই রখা !!

যুবতীর দয়া ময়া, চাঞ্চল্য কেবল,  
চাঞ্চল্য বশতঃ নাই, মাহাত্ম্যের বল।

হায় রে যুবত-কাঁশে ফাঁশাইয়ে হৃদি  
খোঁওয়াইয়ে ধর্ম্মধন, ঝুরি নিরবধি !  
পরশ পাথর সম, হৃদয় আমার,  
পরশে হইত লোহা, সোণার আকার।  
এখন কোথায় মম, সে পবিত্র মন,  
হায় রে ! সে দেব-হৃদি, কোথায় এখন।  
ছিছু রে দেবতা আমি, দেবতার স্মার,  
কোথা সে দেবত্ব মম ? রহিল কোথায় ? !  
সে পবিত্র হৃদি খানি, সে পবিত্র মন,  
কেবা রে করিল হেন, মলিন এখন !  
আকাশের চন্দ্র যারে, দে'খে পেত লাজ,  
এবে তারে ঘৃণা করে, শৃগাল সমাজ।  
আকাশের সূর্য্য সম, যার পরাক্রম,  
সে আমি হইনু এবে, অধের অধম।  
হিমাচল সমতুল, শৈব্য ছিল যার,  
চঞ্চল চপলা সম, সে হৃদি আমার ! !  
কেন হেন পরিবর্ত, ঘটিল আমার ?  
কেনরে পাষণ্ড হনু ? অধমের সার !  
কৈ সে আমার কৈ, সেই ধর্ম্ম ভর ?  
কৈ সে হৃদয় খানি, ভক্তি সুখাময় ? !

তর্কের নিলয় এবে, তাকিকের শেষ,  
 সে মন পাক্ষণ এবে, হইল বিশেষ ।  
 গলেনা ধর্মের নামে, গলেনা দয়ার,  
 গলেনা ভক্তির রসে দেবের মায়ায় ।  
 হয়েছি তর্কিক-শেষ, তর্ক-অবতার,  
 হায় ! কে করিল হেন, অবস্থা আমার ?  
 পণ্ডিত হইয়ে আরো, হনু মূর্খ-শেষ,  
 আপনি মজিনু আরো, মজাইনু দেশ ।  
 বুধা গুণ, বুধা জ্ঞান, বুধা হুশিয়ার !  
 গুণ হয়ে দোষ হল, অবশী বিদ্যার !!  
 মণিধারী সর্প সম, ময় শাস্ত্র-জ্ঞান,  
 শাস্ত্র পড়ি হনু আরো বলের প্রধান ।  
 ভাল ছিল মূর্খ হ'লে, ভাল হ'ত শেষ,  
 পণ্ডিত হইয়ে আরো, মজাইনু দেশ !!  
 দেবতার সাধ্য কিবা, বুঝাইতে মোরে ?  
 নিজেই পাণ্ডিত্যে নিজে, পড়ি তর্ক-বোরে ।  
 কার সাধ্য, হেন তর্ক-জাল কাটে হায় ?  
 আরত ভোলেনা মন, দেবের মায়ায় !

কি কাক কেশারে মোরে, অদৃষ্টের ভয়,  
 চেষ্টার নিকটে ভাগ্য, যানে পরাজয় ।  
 কুব্ধি কুব্ধকারি, অলস ভাজন  
 কর্তব্য-বিস্মৃত ভবে, আছে যত জন ।

জীবনের লক্ষ্য ও ভিত্তি, দৃষ্টি নাই যার,  
 “ভাগ্য-পিশাচিনী” পূজ্য, নিকটে তাহার।  
 অন্ধ ভক্তি, অন্ধ যুক্তি, অন্ধ জ্ঞান যার,  
 অদৃষ্টের নাম ভবে, সম্বল তাহার।  
 অদৃষ্টের নামে তরে, অলস অসার,—  
 অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপি, দোষ আপনার।  
 অদৃষ্ট ভাবিয়ে কান্দে, অধর্মের দল,  
 অদৃষ্ট লইয়ে তুষ্ট, বিমূঢ় সকল।  
 অদৃষ্ট কথার সৃষ্টি, শুধু ভুবিবার,  
 পৃথিবীতে আছে যত, অধম অসার।  
 অধম ভুবিতে ধর্ম-শাস্ত্রের যোজনা,  
 অধমেই করে ধর্ম-শাস্ত্রের অর্চনা।  
 অধমেই ভীত ধর্ম, শাস্ত্রের ভয়েতে,  
 বাহা শুনে তাই মানে, ধর্মের ভানেতে।  
 অধম অজ্ঞান যারা, চিত্র করে তারা,  
 পরত্বের মানচিত্র, কল্পনার ভরা।  
 পরত্বের ম্যাপ খানি, করে প্রকটন,  
 অলিক অসত্যে করি, সত্যের ঘটন।

পরকালে মিলে সুখ, কি বিশ্বাস তার,  
 পরকাল—ভবিষ্যৎ; সেতো ধন্যকার !!  
 পরকালে মিলে সুখ, এ হেন কথার,  
 প্রত্যয় হইলে তবু, সন্দেহ কি যার ?  
 এখানে পাবনা সুখ, পরকালে পাব,  
 ইহাতে হইবে কিবা, বিধাতার লাভ ?

পরকাল তক যদি, আমি নাহি যাই,  
তবে বল পোড়া ভাগ্যে, স্থখ কই পাই ?  
একালে পাবনা স্থখ, পরকালে পাব,  
এহেন আশ্বাসে বল, কেমনেতে রব ?

হাতেতে পাইয়ে স্থখ, ছে'ড়ে দিতে নারি,  
তাইরে অভাগা আমি, পরম পাশরি ।  
ভুগিলাম ভোগ-স্থখ, অভিলাষ যাহা,  
বুঝিতে নারিনু মানা, বিধাতার তাহা ।  
বুঝিতে না পারি আমি, ইহ পরকাল,  
শাস্ত্রের বিধানে আরো, ঘটাল জঞ্জাল ।  
মুড়েরাই করে স্বর্গ, নরক, সৃজন,  
আশা, ভয়, নিরাশায়ে, তারাই মগন ।  
তারাই স্বরগ চায়, নরকেরে ডরে,  
অন্ধ ভক্তি ল'য়ে ভয়, যায় তায় করে ।  
দুর্কল হৃদয় অতি, ভক্তির নিলয়,  
“অতি ভক্তি” অতি পাপ, জানিও নিশ্চয় ।  
দুর্কল হৃদয়ে ভক্তি,—পাপ উপচয়,  
দুর্কলতা হ'তে ভয়, নৈরাশ্য উদয় ।  
নৈরাশ্যের কুল কিনারা,—করিতে ঘোটনা,  
‘স্বর্গ, নরকের চিত্র, করিব কল্পনা ।  
কিকাজ আমার দিবে, . সে ধর্ম্মেতে মন,  
কঠোর নিগড়ে বাহা, বদ্ধ অনুরাগ ।

একুট্ হেলিলে বার, স্বাধীনতা যায়,  
 হেন ধর্ম দিয়ে মম, কি কাজ ধরায় ?  
 কি কাজ সে ধর্ম যাহে, এক গুয়েঁ করে,  
 অনন্ত সন্কোচ করি, সম্প্রদারে ভরে ?  
 সম্প্রদায় তির বন্ধ, খোওয়াড় বাহার,  
 অসংখ্য বিভাগ যেই, ধর্মের ভাণ্ডার ।  
 চাহি না সে ধর্ম আমি, চাহি না কখন,  
 বুঝেছি ধর্মের ভাব, বুঝেছি এখন ।  
 হৃদয়ে হৃদয়ে ধর্ম, বিভিন্ন প্রকার.  
 যত মন তত ধর্ম, বুঝিলাম সার ।  
 বুঝিলাম তারি নাম, ধর্ম আবির্ভাব,—  
 “সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ, এক গুয়েঁ ভাব ।”  
 “সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ, এক গুয়েঁ ভাব ।”  
 তারি নাম ধর্ম ভবে, সেই ধর্ম ভাব ।  
 বিশ্বাস ধর্মের মূল, জানিও নিশ্চয়.  
 যেম্নি মন তেম্নি ধর্ম, আর কিছু নয় ।

সুনির্মল স্বচ্ছতর দর্পণ উপরে,  
 আকৃতির অনুযায়ী, প্রতিবিম্ব পড়ে ।  
 আকৃতির অনুযায়ী, চিত্রের গঠন,  
 চিত্রের ভঙ্গিতে ফোটে, জ্ঞান, বুদ্ধি, মন ।  
 তৎপরে বিপদ ভেঁবে, দেখ রে আবার,  
 কোন্ ধর্ম কব ঠিক ? কোন্ ধর্ম সার ?  
 সবেইত করে স্ব স্ব, ধর্মের গরীমা,  
 সবেইত গায় নিজ, ধর্মের মহিমা ।

কি হবে ইছারী-গতি ? মুছারী কি হবে ?  
 বৌদ্ধের বা কিবা দশা, হইবেক ভবে ?  
 হার রে ! চৈতন্য তবে, মরি রে গুমরী,  
 একা যদি নানক সে, স্বর্গ লন কাড়ি ।  
 হার রে ! কি দশা হবে, পৌত্তলিক দলে,  
 কেশবের নব বিধি, স্বর্গ ছিনা নিলে ?  
 অথবা কেশবি কোথা, দাঁড়াবেন আর,  
 সাধারণি করে যদি, স্বর্গ অধিকার ?  
 কে করিবে ইহাদের, শালীশ এখন,  
 কে করিবে এই সব, বিবাদ ভঞ্জন ?  
 ধরার মানব স্নুধু, সেতো স্বার্থপর,  
 সেই তো করিছে ধর্ম, বিভাগ বিস্তর ।  
 আর কোন প্রাণী নাহি, স্বার্থ পূজা করে,  
 মানবে মানব কিহে, তৌলাইতে পারে ?  
 সেই তো মানব হ'তে, যে বারেক গেল,  
 পরলোক হ'তে সে তো, আর না ফিরিল ।  
 আর না ফিরিল সে তো, আর না কহিল,  
 স্বর্গের বারতা ভবে, এই খেদ র'ল ।

খেদ র'ল মনে এই, আমিও যাইব,  
 হার রে ! এবশে আর, আর না ফিরিব ।  
 আর না ফিরিব আমি, আর না আসিব,  
 পাষণ্ড প্রেমিক নামে, নাহি প্রকাশিব !

কিন্তু আমি যাব কোথা, স্থির নাই তার,  
সুধু দেখি ভবিষ্যৎ, ঘোর অন্ধকার !!

কঠোর নৈরাশ্য ভাভা ! নাই অন্তপার,  
কি জানি কি বিত্তীষিকা, সম্মুখে আমার !!

ভয়ঙ্কর সে ভাবনা ! ভয়ঙ্কর ভাব !!

চতুর্দিকে দেখি সুধু, আমার অভাব !  
ঘোরাল নৈরাশ্য ঘোর ! স্থির অন্ত হিন !  
নাজানি সে পরকালে, রব কত দিন ?!  
নাজানি গোয়াব কত, ভয়ঙ্কর গোরে,  
হায় ! সে দুর্গম স্থানে, কে রক্ষিবে মোরে ?!

চারিদিকে ঠাসা, ঘোর মাটির চাপন,  
আহা কি কঠিন স্থান ! ঘোরাল ভীষণ !!  
না প্রবেশে ভানু-ভাতি, না বহে পবন  
না আছে সঙ্গের সাথী, না আছে আপন ।  
কি হবে আমার দশা, সেন্ধানিতে হায় !  
চারিদিক অন্ধকার,—না দেখি উপায় !!

সত্য সত্য যদি সত্য, হয় শাস্ত্র-বাণী  
সত্য যদি পরকাল, ভুঞ্জে জীব, প্রাণী ।  
সত্য যদি পরকাল সত্য হয় ঠিক  
প্রেরিত ধার্মিক-বাক্য, না হয় অলীক  
সত্য যদি আত্মা নামে, দেহে কিছু রয়  
( মরণেও যুড়ু নাই, নাই তার কয় )

সত্য যদি ঘটে পরে, আত্মার উত্থান  
 কি হবে আমার দশা ? কিসে তার ত্রাণ ?  
 কেমনে রহিব শু'য়ে, মৃত্তিকার তলে ?  
 কেমনে পাইব ত্রাণ ? কি ধনের বলে ?  
 চিরকাল রহিলাম, আগ্নেয়ে অজ্ঞান !

পাপের সমুদ্রে হায় ! ডুবাইলু প্রাণ ।  
 ডুবিব অগাধ পাপে, না ভাবিয়ে শেষ  
 তুচ্ছ মানবীর প্রেমে, মজিবু বিশেষ ।  
 তুচ্ছ এক হৃদয়ের, ভালবাসা তরে  
 ডুলিয়ে রহিবু আমি, জগত ঈশ্বরে !!

হায় হায় ! কি হইবে. মম পরিণাম ?  
 পরিণাম না ভাবিয়ে, কেনে মরিলাম ?  
 কেনে মরিলাম আমি, কেন মজিলাম ?

দেবী ভ্রমে পিচাশিনী কেনে ভজিলাম ?

হায় হায় গেল মোর. একাল সেকাল !!  
 দুই কূলে দিনু কালি, আহা কি জঞ্জাল !!  
 তুচ্ছ এক হৃদয়ের ভালবাসা তরে  
 ডুলিয়ে রহিবু আমি. প্রভু প্রাণেশ্বরে !  
 আহা রে ! যে প্রেম স্থখা, স্বরগীয় ধন  
 অহানে করিবু আমি, তাহার সারন ।

বেনা বনে মুক্তা কল, ছড়াইলু হার ।  
 মাণিক্য হারানু আমি, ফেলিয়ে ধুলায় !!  
 করিবার আগে কিছু, না ভাবিলু তার ।  
 পরিতাপ বিনা এবে কিবা আছে সার !  
 কি হবে আমার দশা, স্থির নাহি পাই  
 বিধাতারো নাম নিতে, আতঙ্কে ডরাই !  
 ওহে বন্ধু দীননাথ ! তুমি করতার !  
 ত্রাণ কর দিয়ে তরী, ভব তরিবার ।  
 এ কূলে সে কূলে তুমি, তুমি কর্ণধার,  
 কৃপা-তরী দিয়ে তর, মম পাপ ভার !

—:—



## নিশিথ ভ্রমণ ।

এই প্রবন্ধটির ৯৫ পৃষ্ঠার “অদূরে পাদপ রাশি” লাইনটি হইতে ৯৮ পৃষ্ঠার “মুণ্ডিক মৃত্তিকা বিনে” লাইনটি পর্যন্ত রচনা পানির অধিকাংশ রচনাই আমার প্রতিবেশী পরম অত্মীয় স্নেহাশ্রয় পণ্ডিত প্রবর শ্রীমন্ মহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন মশাহেদীর চতুর্দশ বৎসর বয়সের রচনা বটে । বিশেষ শক্তি না থাকিলে ১৪ বৎসর বয়সের কর্ণটি বালক এগন হুন্দর সরল মধুর ইচ্ছাশ্রেনীর কবিতা লিপিতে পারে তাহা উচ্চমনা সুবিক্ষিপ্ত পাঠক গণই পিনেচনা করিয়া তাঁহার কবিত্বের পরিমাণ বোধিবেন । সংক্লান্ত মূলক ব্যাকরণ সম্ভ্রত গভীর ভাব ব্যঞ্জক স্থলগিত উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালা গদ্য লিখার পক্ষে পণ্ডিত রেয়াজ উদ্দীনই এখন এ দেশে একজন শ্রেষ্ঠ লিখক । এই রেয়াজ উদ্দীন মশাহেদী এবং আমার স্বগ্রামবাসী অন্ততম আত্মীয় কবি ও বাগ্মীবর শ্রীগন্ নওয়াশের আমা খান ইউসুফজীকে উপলক্ষ করিয়া আমি অকুল সাহিত্য সাগরে বাষ্প প্রদানে একটা কিছু করিব পূর্বের মনে করিয়াছিলাম । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বন্ধুবর্য কর্তব্য অবহেলা পৃষ্ঠ ভঙ্গ পূর্বক তীরে উঠিয়া অবজ্ঞা, তাজ্জিয়া অট্ট হাসির সহিত তামাসা দেখা আরম্ভ করার আমার ভাগ্যে লোনা জল পান করাই সার হইয়াছে । রক্ত উদ্ধার করিয়া এলান জগতের শোভা বর্ধন করিব বাহা মনে করিয়াছিলাম তাহা দূরে থাকুক সাগর ককরও লাভ হইলনা । বিশেষতঃ আমার স্বজাতি সমাজেরও দোষ কলঙ্ক প্রধান অন্তরায় বটে । এইক্ষণ করুণাময়ের কৃপা ভরুণায় নিজের বাহুবলের উপরই অবশিষ্টজীবন নির্ভর করিলাম ।



## নিশীথ-ভ্রমণ ।

### ( দেশান্তরী পর্য্যটক )

—( : ০ : )—

‘নিশীথ নীরব স্তব্ধ, সকল সংসার ;  
 রক্ত চন্দ্রিকাময়, ভব-পারাবার ;  
 বাসন্তি-পূর্ণিমা আহা ! স্থখের নিলয়,  
 চিন্তা-দন্ধ সস্তাপির, তাপ দূর হয় ।  
 হেন নিশা স্নগভীর, স্থিরতা সময় ;  
 ভাবের ভরেতে অহো ! ব্যাকুল হৃদয় ।  
 স্বভাবের বিপর্যয়, হেন কিবা ভাব ?  
 ধন্য রে কুচিন্তা ! তোর, ধন্য আবির্ভাব ।  
 মানস কুরঙ্গ দন্ধ, অজানিত তাপে,  
 অবসন্ন মনো প্রাণ, অনুচিত পাপে ।  
 চলিলাম ছাড়ি শয্যা, তরন্তু চলনে,  
 ভয়ে হেরি চারিদিক্, চকিত নয়নে !  
 অদূরে পাদপ রাশি, শির উচ্চ করি,  
 হেরিতেছে বিধাতার, সৃষ্টির মাধুরী !  
 অন্ধকারে পাতা গুলি, একাকার সব,  
 নিবিষ্ট মানস আহা ! নাই কোন রব ।,  
 বহেনা মলয় হরি, কুসুম-যৌবন,  
 গাড়েনা স্তপক ফল, সুড়া’রে অবন ।

“শর শর” স্বর করি, আর পত্র কুল,  
 বন্দেনা স্বস্থান ছাড়ি, পাদপের মূল ।  
 শিখরে নবীন পাতা, শশধর করে,  
 চক চকি হরি মন, কভু কভু লড়ে ।  
 অদূরে দাঁড়ায়ে অই বৃক্ষ কুল-পতি—  
 পিপল, বিস্তারি বাহু, প্রশান্ত মুরতি ।  
 উরি যেন বায়ু দেব, বিক্রমে তাহার,  
 ক্ষণে ক্ষণে ব্যজনিছে, ক্ষণে নাই আর ।  
 উপরে আকাশ নীল, নীচে মন্দাকিনী,  
 চলে’ছে সাগরোদ্দেশ্যে, যেন উন্মাদিনী ।  
 স্নানীল গগনে এক, চাঁদ শোভা পায়,  
 সহস্র জাহ্নবী জলে, পড়িয়া গড়ায় ।  
 স্তম্ভিদ্ধ পুলিন ভূমি, প্রিয় প্রকৃতির,  
 আঘাতিছে ধীরে ধীরে, প্রবাহের নীর ।  
 মনোহর “কল ধ্বনি” হরি, প্রাণ মন,  
 অনিলে হতেছে লীন, বিনোদি শ্রবণ ।  
 মাঝে মাঝে ফল, পত্র, শিশিরের জল—  
 টুপ্‌টুপি পড়িতেছে,—মুক্তা নিরমল ।  
 অদূরে ভগন গেছে, কোন নৃপতির,  
 দাঁড়াইয়ে সোপ রাজি, উচ্চ করি শির ।

চলিলাম চিন্তা-দগ্ধ. উষ্মন্তের বেশে,  
 তর্জিলা কঠোরে সবে, যেন অটু হে'সে ।”  
 নানা ভাবে ব্যাকুলিত, বিষম পরাণে,  
 হইলাম উপনিত, কটক যেখানে ।  
 তমাল, পিরাল, শাল, নানা লতা কুল ;  
 ঢেঁকেছে স্বর্ণ শৃঙ্গ, কটকের মূল ।  
 স্থানে স্থানে ভাস্কর্য্যগত, চন্দ্রমার করে,  
 মরি কিবা চারি দিকে, চক্ৰমক করে !  
 জন মানবের চিহ্ন, কিন্তু নাহি পাই,  
 মুখ মেলি কৃতান্ত, করিছে খাই খাই !  
 অয়স রচিত ভীম লোহার কবাট,  
 শোভে তার পরে এক, হুনির্মল মাঠ ।  
 বিমল চন্দ্রিমা করে, শ্যাগ দুর্বাদল,  
 পরিয়া মুক্তার মালা, করে ঝল মল ।  
 অদূরে লতার কুঞ্জ, লতার বিতান,  
 কালের পীড়নে হারে, কণ্ঠাগত প্রাণ !  
 ছুধারে চন্দন বৃক্ষ, শোভে সারি সারি,  
 আহা কিবা শোভাময় ! যাই বলিহারি !!  
 বেষ্টিয়াছে ঘন পাকে, কাঁটা লতা কুল ।  
 দেখিলে ভাবুক তার, মনে বিবঁ শূল ॥  
 অদূরে বারিক ভীম, গগন ভেদিয়া ।  
 যুঝিছে কালের সনে, প্রাণ মন দিয়া ॥

প্রথম ছুয়ারে তার, উজ্জ্বল অক্ষরে,

খুঁদেছিল এই বাক্য, কোন যোদ্ধা নরে ॥

রক্ষিতে স্বদেশ মান, দি'য়ে প্রাণ দান ;

কাপুরুষ যেই জন, বড় ভাবে প্রাণ ।

চলিলাম তথা হ'তে, ব্যাকুল পরাণ !

সম্মুখে শোভিল দ্বার, নির্মিত পাবাণ ।

প্রকাণ্ড অক্ষরে লেখা, এই কথা তায় ;—

প্রণত পথিক বর ! তিষ্ঠ, তব পায় ।

শাণিত করাল করবাল লয়ে করে,

মহাবীর মহাদেশ, পদতল করে ।

কিন্তু চরিতার্থ তাঁর, অতৃপ্ত বাসনা,

মুষ্টিক মৃতিকা বিনে, কখনি হয়না ।

এড়াইয়ে দ্বার সেই, বাই অন্য দ্বারে,

অক্ষরে প্রথিত নীতি, পাই দেখিবারে ।

ছোট বড় ভেদাভেদ, বিধির ঘটন,

স্বকর্তব্য সাধে যেই, সেই মহাজন ।

ধিকরে জনম তার, দিক্শত বার,

সুধিতে নারিল যেই, স্বদেশের ধার ।

স্বজাতি, স্বদেশ আর, নিজ পরিবারে,

সম মায়া নাহি যার, দিক্ বলি তারে ।

তুলা হ'তে চেয়ে দেখি, চতুর্থ দুয়ার,  
শর শয্যাগত যেন, গঙ্গার কুমার !  
পাড়িয়াছে মহাকায়, তবু যেন স্থির,  
স্বপ্রতিজ্ঞা সাধনার্থে, তবু উর্দ্ধ শির ।  
ভীষণ গর্বেতে যেন, এই বাক্য কর  
“কেনরে নিজ্জীব ক্ষুদ্র, মানব হৃদয় !

জন্মিলে মরণ আছে, খণ্ডিবার নয়;  
তবে কেনে মরিবেরে ! হ'য়ে নীচাশয় ?  
দুর্জয় প্রতিজ্ঞা ভরে, বান্ধিয়ে হৃদয়,  
কর্মক্ষেত্রে দাঁড়া নর ! কালেরে কি ভয় ?  
ধিকরে জনম তার, ধিক্ শতবার,  
রক্ষিতে নারিল যেই, প্রতিজ্ঞা তাহার ।”

লজিয়া নে দ্বার পুনঃ, হই অগ্রসর,  
আবার বারিক এক, ভীম কলেবর ।  
সমাধি করিয়ে যেন, নিজে মহা কাল,  
মহা ধ্যানে নিমগন, মূর্তি ভয়াল :  
অথবা যোগেন্দ্র যেন, যোগে নিমগন,  
ধ্বক্ ধ্বক্ ভালে বহ্নি, জ্বলে ত্রিনয়ন ! •  
সেইরূপে শিরে তার, লেখা স্বর্ণাক্ষরে ।  
পড়িলে নিজ্জীব দেহে, পরাণ সঞ্চারে ।

ছাড়িয়ে সে দ্বারবর ; দুর্গের প্রাসঙ্গে,  
 হইলাম উপনিত, সম্ভাপিত মনে ।  
 দুর্গস্থ বিক্রান্ত দুর্গ, অজয় অতুল ।  
 প্রবেশি পাতাল পুরে, আছে তার মূল ।  
 বিশাল মস্তক বর, ঠে'কেছে আকাশে,  
 হেরি যেন ক্ষুদ্র নরে, অটু অটু হাঁসে ।  
 রক্ষা করে দ্বার যেন, কৃতান্ত আপনি,  
 অন্ধকার ময় গেহ, নাই কোন ধ্বনি ।  
 চলিলাম মধ্যে তার, সঙ্কোচ হৃদয়,  
 ভূতের আশঙ্কা মনে, হইল উদয় ।——  
 নিশ্বাস প্রশ্বাস পদ-সঞ্চালন-ধ্বনি,  
 হঠাৎ শুনিতে ভীত, ভয়েতে অমনি ।  
 অখাইল প্রাণ কণ্ঠ, অকালো হৃদয়,  
 কোথা দিবে কোথা বাই, নাই রে নির্ণয় ।  
 দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে যাই, উঠি আর পড়ি,  
 হার রে ! স্বপনে যেন আতঙ্কে শিহরি !!  
 কত মতে কত করি, তাহে রক্ষা পাই,  
 ছামনে অপূর্ব শোভা, দেখিবারে পাই ।  
 উন্নত, শোভিত, মনোহর, দেব পুরী,  
 এক দেহে নানাবিধ, মাদুর্য্য-লহরী ।  
 কোথাও অগন্ধি বৃক্ষ, ওগধি বিস্তর,  
 অদৃশ্য উদ্যান কোথা, কুসুম নিকর ।

দুর্বাদলে পূর্ণ মাঠ, বিমল শ্যামল,  
 মেলিয়াছে নব গীত, পল্লবের দল ।  
 কোথাও বিক্রান্ত সৌধ, স্বর্ণ মন্দির,  
 ভেদিয়ে গগনে উঠায়েছে, ভীম শির ।  
 মনোহর নাট্যশালা, দ্বিতল ত্রিতল,  
 বিস্তারি বিশাল বাহু, দাঁড়ায়ে সকল ।  
 মনোরম ভীমতমঃ, দেবতা মুরতী-  
 কেবল বঞ্চিত সবে, মধুর ভারতী !  
 কেবলি ভাবের ভরা, ভাবেতে লুটায়,  
 ভাবুক জনেরে হার, পরাণে মজায় !  
 রোমাঞ্চ শরীর সর্ব্ব, স্তম্ভিত চরণ,  
 লভি স্নগতীর তত্ত্ব-জ্ঞান-মুগ্ধ মন ।  
 অদূরে বিশাল শোভে, মহেশ মোহিনী,  
 কর-কাঞ্চি, শির-পানী, নৃশূণ্ড মানিনী ।  
 পদতলে মৃগ রাজ, অস্ত্র দশ করে,  
 দানব বিনাশে ধরে, নিশ্চি নিজ করে ।  
 লোল জিহ্বা, বিষ দৃষ্ট, বিহ্বলা বরগী,  
 দেব কুল পরিহৃত, ভৈরব-ভামিনী ।  
 বিকট মুকুট শিরে, তাহে গুণমালা,  
 দানব দলনী—দুর্গা,—কপাল কুণ্ডলা !!  
 দুর্বল বাঙ্গালী আমি, কাজ কিবা যণে ?  
 হইল বিষম ভয়, উপজিত মনে ।

স্তম্ভিত হইয়ে ধীরে, কল্পিত অন্তরে,  
 চলিলু এগুয়ে এক. বিজন কান্তারে ।  
 ‘কড় কড়ে’ নিনাদিছে. পেচক দুর্ব্বার,  
 কাঁপিছে প্রকৃতি দেবী, নির্যোষে তাহার ।  
 বিজ্ঞাপিছে নিশাচর ‘জন শূণ্য পুরী,  
 হ’রেছি ইহার সেই, মানব-মাধুরী ।  
 অভভেদী উচ্চ শৃঙ্গ, মন্দির সকলে,  
 আনিবে কৃতান্ত শীঘ্র. আপন কবলে ।  
 নাই কিন্তু কেহ তার, প্রতিবাদকারী,  
 যদি থাকে আমি তারে, নিপাতিত করি ।  
 চলিল উড়িয়ে পুনঃ. উচ্চ করি শির,  
 প্রবীন পেচক রাজ, স্থধীর স্থস্থির ।  
 কোথাও ভুতুম বসি; ভুত ভুত রবে,  
 কাপাইছে নীর-স্রুত, দিবাচর সবে ।  
 অমঙ্গলে কাক কোথা, ডাকিছে ভীষণে  
 কাঁদিতেছে শিবাগণ, অশিব নিশ্বনে ।  
 গৃধ্রিনী শকুনী কুল, উদর পূরিয়া,  
 দেশান্তর সমাগত, আছে ঘুমাইয়া ।  
 থে’কে থে’কে ঘাড় বেঁকে, চিচি ধনি করি,  
 উঠায়েছে কৃতান্তের, বাঁশীর লহরী !  
 গরজিছে মুখা দন, মুগকুল অরি,  
 কাঁপিছে কানন-বাসী মুগ থর থরি ।

ভীত হ'য়ে মহা বেগে চলিছু দৌড়িয়ে,  
 কাঁপিল চরণ দ্বয়, কৃতান্তের ভয়ে !!  
 সম্মুখে শ্মশান ভীম, ভূতের বাজার ।  
 অধিকার আছে তথা, বেতাল রাজার ।  
 ধ্বক ধ্বক জ্বলে বহ্নি, নিভে ধ্বপু করি,  
 বিষম ! বিষম ভয়ঙ্কর ! সব হেরি !!  
 দেশান্তরে মরা সব, আহরিয়ে আনি,  
 খাইছে পিশাচ সবে, করি টানাটানি ।  
 ক্ষিতী টলমলি কেহ, ঘোঝে মল্লবেশে,  
 আতঙ্কে নেহারি, ভুমে পড়িছু আবেশে ।  
 পড়িছু আছার খে'য়ে, বিগত চেতনা,  
 বিভোর স্বপনে ঘোচে, যতেক যাতনা ।  
 কতক্ষণে আখি-মেলি, পাই দেখিবারে,  
 তপ্ত হেম-ঘট-ভানু, পূরবের দ্বারে ।  
 জ্বলিল বিষয় চিন্তা ! জ্বলিল অমনি !!  
 দুরন্ত ভাবনা-শিখা; নিশ্চল ধমনী !!  
 আবার আসিল দিবা, আবার কি করি ?  
 হায়রে রে ! কোথায় মোর, স্থখের শব্দরী ?  
 কোথায় আমার সেই, বাসনা সকল ?  
 হে নাথ ! তুমিই ভবে, যথার্থ কেবল ।  
 কেবলি তুমিই নিত্য, তুমি নাথ সার !  
 ছায়াবাজি ! ছায়াবাজি ! ভবের বাজার !!



## খর নিদাঘে ।

—:o:—

অদেহ বিরহিত, বিকার এত,

শুষ্ক হৃদি, নিরাশ ভাবুক ।

( শূনা মাঠে, তরুতলে

উপবিষ্ট )

—):o:(—

কৃতান্ত কিঙ্কর জ্যৈষ্ঠ, দিবা দ্বিপ্রহর,

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-বিভা, বিষম প্রধর ।

উত্তপ্ত ধরণী বক্ষ, জ্বলন্ত অঙ্গার !

বহেনা অনীল বিন্দু, স্তম্ভিত সংসার ।

বিমানে অনল শিখা, ভূতলে অনল ;

ক্রোধাক্ত স্বভাব হায় ! অস্থির সকল !!

প্রতাপে প্রস্তর কায়, করে ফাট ফাট !

বিজন শ্মশান ভাব, প্রান্তরাগি মাঠ !!

উচ্চ হর্ষ্য তরুমূল, কুটীর ভূধর,

সর্বত্র দারুন জালা, সর্বত্র ফাকর ।

ভূষায় আকুল জীব, ওষ্ঠাগত প্রাণ,

হাকানি, নির্গত জীভ ! গ্রীষ্মে আন চান !

প্রচণ্ড নিদাঘ কোপ, সহ্য নাহি যায়,

নীতল নীতল প্রাণে, নীতলই চায় !

বিস্তারিয়া পক্ষ পুট, পাখি শাখাসিন,  
 ভল্লুক, শাদ্দুল আদি, গহ্বরে বিলীন ।  
 নাহি ভঙ্গ গুঞ্জরন, পিক-কুহু ধ্বনি,  
 ঝিল্লীর ঝিঝিট স্রব্দ, বিমুচ্ছিত ফণি ।  
 বিদগ্ধ চাতক ছুংখে, কান্দিয়া বেড়ায় !  
 ছট ফট চিস্ত সবে, ছায়া পানে ধার !!  
 প্রমোদার প্রিয়তর, হেম অলঙ্কার  
 আদরে না কোমলাঙ্গে, আদরে না আর !!  
 বিলম্বিত বেণী গুচ্ছ, খর শর জাল,  
 নীলাম্বরী বিষধরী, ভাবে মহাকাল !!  
 নবনী সন্নিভ নব, প্রিয় পুত্র ধন,  
 বিচ্যুত প্রসূতি-অঙ্ক, ঘামে নিমগন !  
 ঘন দোলে তাল বৃন্ত, ধনী বালা করে,  
 আহা রে ! দরিদ্রা ছুংখে, অঞ্চল সঞ্চারে !!  
 অবশ্য তরুন্মূলে, চতুর রাখাল,  
 ঝারে ঝোড়ে ধৈয়ে যায়, যতেক গোপাল ।  
 পরিত্রাস্ত কলেবর, প্রবল পিপাসা !  
 হল স্কন্ধে দ্রুত চলে, সন্তাপিত চাষা ।  
 ঘর্ম্মাক্ত শরীর সর্ব, উগ্র দুই আখি !  
 উগ্রে উগ্রে চলে বরে, প্রান্তরেতে থাকি !  
 কর্ষিত ধবল মূর্তি, বিশাল পাথার !  
 দর্শনে নরন ধাঁধে, ভীষণ ছর্ব্বার !!

প্রতাপ ময়ূখ-মালা, করে বিকি বিক,  
 প্রসাদ ভাবেরে বসি, বিদেশী পথিক !  
 থাকুক সে অন্য দেশ, ভীম মরুতল,—  
 স্মরণে শিহরে অঙ্গ, ধমনী চঞ্চল !  
 নাহি বিন্দু বারি লেশ, উদ্ভিদের চিন,  
 ভূতলে নরক হায় ! বিয়ম কঠিন !  
 উদ্দীপ্ত সিকতা রাজি, ধূধু ধূধু করে,  
 সাক্ষাত কৃতান্ত তাহে, সিরোকে সঞ্চারে ।  
 পরশে বিনাশ প্রাণ ! হা কি ভয়ঙ্কর !  
 জগতে ভ্রান্ত কিবা আছে অতঃপর ?!  
 তাহে পুনঃ চণ্ডালিনী, বিশ্বাস ঘাতিনী,  
 কুহকী মরিচী ভিমা, জীব নিসূদনী ।  
 হেলার খেলার পাতি, কুহকের ফাঁশ  
 পরাণী নিকরে করে, পরাণে বিনাশ ।  
 দর্শনে মোহন ছবি, আশা প্রদায়িনী,  
 প্রতাপ প্রেতিনী আহা ! প্রাণ বিঘাতিনী !  
 হেন চিন্তা বহির্ভূত, পদার্থ ভয়াল,  
 মানব-বিজ্ঞানে হুধু, ভীষণ জঞ্জাল !  
 কিন্তু রে ভাবুক যেই, প্রেমিক প্রবর  
 তাহার নিকটে হুধু, মঙ্গল আকর !

হায় রে ! অভাগা আমি, অধমের মরি  
 মা বুঝি ভাবের মর্গ, ভাবের ব্যস্তর .

না চিনি ভাবুক বর, না চিনি সৃজন  
 অরসিক পাছে স্বধা, কাটানু জীবন !  
 অরসিকে রসাতাস, কি বুঝাবে তার ?  
 কাঠেতে ঠেলিলে কাঠ, ঠক ঠকি নার !

নিরস কর্কশ মরি ! কঠোর এ মন,  
 ইথে কি রসের ভাব, উপজে কখন ?  
 নিরস কর্কশ আমি, শুষ্ক হৃদি কায়,  
 গলেনা ভক্তির রসে, গলেনা মায়ায় !!  
 পড়ে না প্রেমের ছায়া, এ হৃদয়ে আর,  
 বোঝে না বিধির লীলা, কি মহিমা তার !!  
 তাহারি মাহাত্ম্যে আমি, আমি জ্ঞান হিন.  
 হায় রে তাহারি শাপে, জ্বলি রাত্র দিন ।  
 তাহারি মাহাত্ম্যে আমি, কঠিন এমন  
 পাষণ ক'রেছে মরি ! সেইত সৃজন !!  
 সেইত ক'রেছে পুনঃ স্বধা পারাবার,  
 তাহারি সৃজিত ভবে, বসন্ত আবার !  
 তাহারি সৃজিত এই, নিদাঘ তপন,  
 সেইত সৃজিছে পুনঃ, কুকিল-কুঞ্জন !  
 তাহারি মহিমা ঐ, গায় শুক শারী  
 জলদ গরজে শূন্যে, 'মহিমা তাহারি !  
 এই যে অমন্ত বিশ্ব, অনন্ত ভুবন  
 কে জানে কি ভাবে তার, কোনাট ঘটন ?!

কেন যে স্বধার সৃষ্টি ? কেন জন্মে বিষ ?  
 দিবা গতে নিশি কেন, ঢাকে দশ দিশ ?  
 কেনরে সাধের বাগে, বিষাদ-কণ্টক ?!  
 বিষ কীট দষ্ট কেন ? স্বথের কোড়ক ?!  
 কেনরে সাধের গুড়ে, বালি পড়ে হয় !  
 কেন দেবে বন্ধি মধু মধুমক্ষী খায় !  
 কেনরে কুকিলা গুর, এ কাল বরণ,  
 মাকালের লাল রক্ত, এ কার ঘটন !!  
 ভাবুক বিহনে ভাব, বুঝিতে ত নারে  
 রত্নকার বিনা রত্ন, কে চিমিতে পারে ?  
 যার যোগ্য যাহা মরি, তাঁরে শোভে তার  
 পতঙ্গ হইরে আমি ডুবি, দরিয়ার !  
 পঙ্গু হইলে লজ্জি গিরি মনে আশ্ফালন  
 গোম্পদ ডিকিতে হয় ! ভাঙ্গিল চরণ !!  
 আমিরে অজ্ঞান মূঢ় ! নাজানি বিশেষ  
 মা বুঝি প্রকৃতি ভাব, ভেবে মরি শেষ ।  
 দেশে দেশে ঘুরি আর, দেশে দেশে ফিরি,  
 সোণার সংসার ছাড়ি, হ'নু দেশান্তরী !!  
 সোণার সংসার ছাড়ি, “সোণা পাব” আশে,  
 সোণা দূরে ! “রক্ত” নাই, কপালের দোষে !!  
 অজ্ঞান হইরে আমি, বাঙ্ছি তত্ত্ব-জ্ঞান  
 বুঝিছে নারিনু আহা ! বিধির বিজ্ঞান !—

যার যোগ্য যে প্রকৃতি, তাহা দিলা তার  
 বায়সের কিবা সাধ্য, স্তম্ভা পিতে পার ?  
 চাতকের ভালে দিলা, নিদায়-দহন  
 চকোরেরে দিলা বিধি, স্তম্ভার বর্ষণ !!——  
 যার যোগ্য যাহা তার, ভাগ্যে মিলে তাই,  
 রাজ ভাগ্যে গজ মিলে, দুঃখ্য ভাগ্যে ছাই !  
 দুঃস্থ অলক্ষ্য্য আমি, লক্ষ্য্য মোর নাই !  
 আশাতে নিরাশ তাই, পথে পথে ঠাই !!  
 ঋষি পাইতে সাধ, পশু না যার  
 মনের নীচস্থ পাশে, বেড়িছে সদায় !  
 না গেল অসূয়া, ঘেস, পাশব ব্যভার !  
 না গেল মনের ধাক্কা ! না গেল বিকার !  
 না গেল হৃদয়-কালী, মনের গরল !  
 ভাবুক হইতে বাঞ্ছা, তথাপি কেবল ।  
 নাজানি রসের ভাব, রসের আভাস  
 রসিক হইতে বাঞ্ছা, শিথিতে বিলাস ।

পঙ্কু হ'য়ে লজ্জী গিরি, মনে আশ্ফালন,—  
 গোপ্পদ ডিক্কিতে হার ! ভানিল চরণ !

যার যোগ্য যাহা মরি ! তারে শোভে তার,  
 পতঙ্গ হইরে আমি ডুবি, দরিয়ায় !  
 আমি রে অজ্ঞান নৃপ, না বুঝি বিশেষ !  
 স্বাক্ষর বিভ্রমে স্তম্ভ, স্থরি দেশ দেশ !

দেশে দেশে ঘুরি আর, দেশে দেশে কিরি,  
 সোণার সংসার ছাড়ি, হনু দেশান্তরী !!  
 কি ভাবে আইনু এবে, কিবা হ'ল গতি,  
 বুঝির বিভ্রমে মোর, ঘটে অধঃ গতি !  
 কৈ সেই ভাব মোর ? কৈ সেই মন ?  
 সে কোমল হৃদি থানি, কর্কশ এখন !  
 কর্কশ নিদাঘ হেন, তাপে ঝালা গোড়া,  
 অনর্থক জন্ম ভর দহি আগা গোড়া !  
 অনর্থক দুঃখ কর্কে, কাটাইনু কাল,  
 স্বদেশে বিদেশে মোর, সর্বত্র অজ্ঞান !  
 এক দুঃখে ছাড়ি ঘর, আ'নু পরদেশ,  
 শত দুঃখে কান্দি এবে, অনাথের বেশ !!  
 এবে আমি কোথা বাই ? স্থির নাহি পাই !  
 দেশে গেলে বুঝি মোর, দেশে নাই ঠাই !

হায় রে ! অভাগা আমি নাগেলাম দেশে,  
 নাখাইনু পাকা আম, এ মধুর ঘাসে !!

না নিল জননী আর, দুধ ফোটা পাতে  
 আহা রে ! বাছারা বুঝি মেলো ভাতে ২ !!  
 আহা রে ! প্রিয়সী সেই, আছে কিনা নাই !  
 কে আর স্বধাবে তারে ! বৈসে ডাবি তাই !

বৈশে ভাবি জীবনের কিবা পরিণাম  
 কি করিতে এ'সে, এবে কিবা করিলাম ?  
 এবে আমি কোথা যাই ? স্থির নাহি পাই !  
 দেশে গেলে বুঝি মোর, দেশে নাহি ঠাই !!

ঘরেতে ধর্মের খনি জননী-চরণ

সে চরণ একবার, না করি ভজন ।

জান্না অর্দ্ধ কান্না যেই, ধর্মের সাজনী  
 ছাড়িলাম তারে আমি, কিবা পুন্য গণি ?

হৃত হুতা গণ মোর, অবলা অনাথ

কোন পুন্য ভাবি আমি, নাহি দেই ভাঙ ।

জনক জননী মোর, ঘরে প'ড়ে মরে

আমি ধর্ম-ধ্বজা তুলি, দেশ দেশান্তরে !

আমার ঘরের নারী, দুঃখে দেয় প্রাণ !

ভারত উদ্ধারি আমি, সাধি ব্রহ্ম-জ্ঞান ।

আমার রে পুত্র কন্যা, মরে অনাহারে

জীবেরে তরাই আমি, ভবসিদ্ধি পারে ।

আমার রে ভাই ভগ্নী, মাগে ঘরে ঘরে

পাতকী তরাই আমি, নগরে নগরে ।

গৃহ বিনে মা আমার বৃক্ষ তলে মরে

আমি ফিরি লগনের টাউন্ হল্ তরে ।

কণ দারে লিভ কুল-বাস্ত ভিটা যার  
কাটিতে পানামাখাল, ভেবে মরি হার !  
দৈম্যতা, দুর্ভিক্ষে মোর, মরে জ্ঞাতিগণ  
ধনংশ ট্রয় উদ্ধারিতে, আমার যতন ।

জল বিন্দু বিনে মোর, মরে প্রতিবেশী ;  
হলওে খুদিতে ডকু, আমি রে প্রয়াসী !  
বস্ত্র বিনা লেংটা হোথা, ঘরে মোর নারী  
কলকান্তা সহরে হেথা, আমি দৌড়াই গাড়ী ॥

লম্বা চুল, লম্বা দাড়ি, চশমা মোর চোখে  
হোথা মোর গোষ্ঠিগোত্র, মরে তৃষ্ণা কুকে ।  
হেথা মোর হাতে ছড়ি, চেইন, বড়ি বুকে  
হোথা রে মারের মোর, ফে'ফে ওটে মুখে ।

হেথা চক্ষু মুদে বেশ "মামা মামা" ডাকি  
হোথায় আইনু ঘরে, বাণে দিয়ে ফাকি ।

হেথা হরি বোলে আমি সাধি ব্রহ্ম-জ্ঞান  
হোথা পুলিশেরা মোর, করিছে সন্ধান ।

হেথায় ফকির আমি, দর্বেশ দেওয়ানা

হোথায় স্বদেশে মোর ওয়ারেন্ট পরওয়ানা ।

প্রকাশ্যে বৈফব আমি, ভাখত সরাসরী,

গুপ্তে কত কুল-কন্যা তরাই দিকা নিশি ॥

কি করিব কুল কেনারা, এবে নাই পাই  
 গৌরান্ন প্রেমেতে তাই, ভাসিয়ে বেড়াই।  
 ছরন্ত ব্যাপক হার! ঐ ইটাবন,  
 বুঝি এখানে ভরা, হইবে মগন!!  
 না গেলাম বাড়ী আর, না গেলাম দেশে,  
 দেশে গেলে নাজানি কি, ভাগ্যে আছে শেষে!  
 দেশে গেলে বুঝি মোর, দেশে নাই ঠাই!  
 কি করিব এবে কিছু, স্থির নাই পাই।  
 হায় রে আমার মত, কত ভ্রষ্ট জন  
 এমনি না বিপাকেতে, করিছে যাপন।  
 এমনি না ধর্ম-ধ্বজা তুলি, দেশ দেশ  
 শেষেতে মজা'লো হার! স্বদেশ বিদেশ!  
 এমনি না শত শত, কত কুলান্নার  
 মতি ভ্রষ্ট ইতোঃ নষ্ট! ত্যাছেহে সংসার!  
 ধিক্ সে পামড় গণে, ধিক্ শত বার,  
 ধিক্ ধিক্ এজীবনে, ধিক্ অনিবার।

---

## সায়ং কালে নদী-তীরে ।

—:●●:—

( পরিজন বিরহিত, শোক-মত্তপ্ত, দূরদেশ গামী  
অবসন্ন বৃদ্ধ সাধক । )

অস্তগত রবি লয়ে, বিষয় চিন্তন,  
নির্জজন প্রদেশে মরি তটিনীর তটে ;  
আয় গন ! ভাব কুপে, হইগে মগন,  
আঁকিতে জীবনী অঙ্ক, মানসের পটে ।

গত আঁহা ! বর্তমান, স্নেহের বাসনা,  
গত ভবিষ্যত-আশা, চিরকাল তরে !——  
নয়ন নিশ্চল, স্থির, অচল রসনা !  
কেবলি জ্বলন্ত চিত্র ! ভূতের মুকুরে !!

মরি ! অঁই বাল্যকাল, স্নেহের সময় !——  
জননী নিকটে সদা, স্নেহ স্বরূপিনী,  
বাল-খেলা-সহচর, অঁইনা উদয় !  
বিকসিত হৃদি-সরে, স্নেহ কুমুদিনী !

প্রফুল্ল হৃদয়, মন, কুসুমের মত,  
করিতেছে ত্রিভুবন, প্রফুল্লতা নয় !  
নিকটে রে বন্ধুগণ, থাকিত সতত ;——  
মরি কি স্নেহের খেলা ! মানসে উদয় !!

একটা উদ্দামে যেন. গোলাপ চামেলী  
সারি সারি স্তম্ভোভিত, মোহিত স্তবন !—  
সহোদর সহোদরা. সকলেতে মিলি  
কি স্থখে ছিন্থু রে ! এবে স্মরি কান্দে মন !!

এক বৃন্তে পুষ্প রাজি, যথা শোভা পায়—  
ছিন্থু ত সকলে মিলি, এক পরিবারে ;  
হায় রে ! দারুণ কাল, বিবাহী ডাহায় !—  
এক শুক পুষ্প শেষ !—গুচ্ছ একিবারে !!

গত বাল্যকাল পরে, যৌবন সময়,  
বিদ্যা-রসে মত্ত মন, আশায় উন্নত ;  
“রঞ্জিব হৃন্দর ভাষী, পথ সমুদয়”—  
হায় রে ! অদৃষ্ট দোষে, সে আশা বিগত !—

কোথা গম সহোদর ?! একক এখন !  
ভ্রাতৃস্নেহ কোমলতা, লভিব কি আর ?  
অকালে কোরক কাল, ক'রেছে চয়ন !  
স্বস্ত বাঁধা আছে স্তম্ভ হৃদে অভাগার !!

হায় ! কোথা মা আমার ?! না ডাকিতে হায় !  
“মা” বলিলে মন স্থখে, পরাণ ভরিয়া ;  
আমারে রাখিয়ে মাগো ! গেলিছে কোথায় ?  
ভাবিতে না ! তোরে যায়, ছদি বিদরিয়া !!

অই পুনঃ প্রিয়সীর, স্তম্ভর বদন,  
 সেই কোমলতা সেই, স্তম্ভের নিবাস ;  
 যার জন্ম ব্যাকুলিত, নিরন্তর মন !  
 সেই চিত্র দিবানিশ, মামসে প্রকাশ !!—

দেখিতে দেখিতে যেম, মিশিল অনীলে  
 ছায়া দরশন মনে, ছায়ার সমান !  
 পাপময় ধরা তাহে, কোন্ পুণ্য ফলে  
 দেখিবে সে পুণ্য দেহ, ব্যাকুল পরাণ !!

কি কারণ বিধাতার, এমন বিচার ?  
 সংযোগ করিয়ে পুনঃ ঘটালে বিরোগ !  
 পরকালে মিলে সব, কি বিশ্বাস তার !?  
 অন্ধকার ভবিষ্যত, দুঃখ কিহে ভোগ ?!

কোথা এবে বৎসলতা ? হেথা মূর্তিমতী ;  
 কোথা আশা ? কোথা স্তম্ভ ? বিগত সকল !!  
 কাল গতি যথা হয় ! চলে স্রোতস্বতী ;  
 ভাসাইয়ে নিল সব, করিয়ে বিকল !!

এই ত সায়াহ্নে আনি, নদী তীর দেশে  
 নাজানি কি দেবলোকে, মম প্রিয়জন ?!  
 স্নেহের বন্ধন মনে, দৃঢ়তর প'শে  
 ব্যথিত করিছে হেথা, মানস এখন !

স্বকোমল যেই তনু, এবে সে কর্ণ,  
 নিত্য দেখি সন্ধ্যাকাল, নৃতনতা নাই ;  
 সরস মানস অহো ! এবে রে বিরস !  
 সেও সন্ধ্যা গত হ'ল, দেখিতে না পাই !!

হে সন্ধ্যো ! আশ্চর্য্য তব, কুহক বিস্তার !  
 কতমত ভাবে লোকে, তোমাকে নরখে ;—  
 বালক ক্রিড়ায় রত, মানসে তাহার  
 চিন্তা নাই, সূর্য্য অস্তে, নিদ্রা তার চখে !!

ব্যাকুল মানস নারে, সাধিতে তোমারে  
 ক্ষণকাল ক্রতগতি, তোমার তখন ।  
 শ্রুগয়-পিপাস্ত্র চিন্ত, ডাকে রজনীরে ;  
 তার পাশে গতিহিনা, থাক অনুক্ষণ ।

সাধু উপাসনা রত, কুলোক তক্ষর  
 যাপে কাল, শাস্তি হিন, অধার অনেষি ;  
 ভাবুক ভাণের ভোরে, নিবিষ্ট অন্তর ;  
 হয় রে ! অভাগা আমি ! আগারেতে ভাসি !!

হতভাগ্য গুরু কেশ ! আর কি দেখিবি,  
 এর পরে স্থিতি নীশ, সূর্য্যের পতন ?  
 না ফুরাবে সন্ধ্যা তোর, কত বা ভুগিবি ?  
 জীবন-বাহন আর, থাকি অনুক্ষণ !!

## নিরাশ সঙ্গীত ।

—:o:—

( ব্রহ্মপুত্র তীর )

গভীর আধার !!

নিশি, গভীর আধার !!——

এই ব্রহ্মপুত্র তীরে, এই ব্রহ্মপুত্র নীরে,

এই সেই স্রোতে ফিরে, ভাসিছু আবার !

নিশি গভীর আধার !!

নিশি গভীর আধার !!

আধার ভীষণ রাতি, নাহি আলো নাহি ভাতি,

নাহি সারা নাহি শব্দ, নিস্তব্ধ পাথার !

গভীর আধার !

নিশি গভীর আধার !!——

এই সেই অন্ধকার, এই ঘোর সে পাথার,

এই পুনঃ যুগ পরে, যুগান্তের পার !

আবার আবার !!

স্রোতে ভাসিছু আবার !!

এই সেই ব্রহ্মপুত্র, এই সেই কাল স্রোত,

এই স্রোতে ভাসায়েছি তরঙ্গী আবার !

ভে'সেছে জন্মের তরে, আর না আসিবে কিরে,  
 ভু'বেছে সাধের ভরা তরলী সোণার !!  
 আবার আবার !!—  
 স্রোতে ভাসিছু আবার !

আবার ভাসিছু হায় ! সাধের এ বাসনার,  
 সাধের এ আশা বাসা, পুনঃ দিছু ছাড়ি !  
 যদি ভাগ্যে নহে ভুল, তবে তো পাইবে কূল,  
 নতুবা অকূল ঘোরে, ভুবিবেক পড়ি !  
 ভুবিলে, ভু'বেছে হার ! ভাসিয়াছে ভেসে যায় !  
 ভাসিবে কালের স্রোতে, যুগ যুগ ধরি !!  
 যুগ যুগ জন্মান্তর, ভাসিবেক নিরন্তর  
 মাজানি হাঃ ! এ অপারে কবে দিবে পারি !!  
 মাজানি কতই আশা, কত কি অতপ্ত তৃষা,  
 কত ভালবাসা রৈল, বেলা ভূমে পড়ি !  
 কত সাধ পাছে পৈড়ে, কান্দে উচ্ছঃ হাহা কৈরে !  
 হাহা কৈরে চৈলে গেল, জীবনের তরী ;—

উদ্ধা, তীর বেগ প্রায়, জীবন বহিরে যায়,  
 বহিরে যাইছে দ্রুত, কালের পাথার !

বহিতেছে অনিবার, ভবিষ্যত নৈরেকার,  
ঘোর অন্ধকারে আজি, দিলাম সঁতার !—  
দিলাম সঁতার ! আজি দিলাম সঁতার !!

আবার আবার !—  
ভ্রোতে ভাসিছু আবার !  
ভাসিছু তৃণের প্রায়, চারিদিকে দেখি হায়,  
চারিদিকে দেখি শুধু, ধুধু নৈরেকার !  
চারিদিক নৈরেকার, ভবিষ্যত অন্ধকার,  
হায় রে নাজানি দশা, কি হবে আমার ?!

দিলাম সঁতার ! আজি দিলাম সঁতার !!  
কিজানি কপালে আছে, না ভাবিছু আশু পাছে,  
আশু পাছ না ভাবিয়ে, ঝাপ দিছু জলে;  
ঝাপ দিছু এ অপারে, ঝাপ দিছু এ পাথারে,  
এই বুঝি জন্ম শোধ, ডুবি বা অতলে !  
বাঁচি মরি আজি দিন, না দেখি আশার চিন্.  
একটী আশার আলো, নাহি দেখি আর !—

অঁধার ! অঁধার !!  
এষে বিষম অঁধার !!  
কি অন্তর কি বাহির; এ জীবন পরিধির;  
নাহিক একটী আলো, সব অন্ধকার !

আমার যে শুক তারা, ছিল যদি স্বর্ণ বোড়া,  
 আছিল যে পূর্ণ শশী. সংসারের মার !  
 করি যদি অন্ধকার, নিভেছে সে দাপ্তহার,  
 নিভেছে জন্মের তরে, হ'য়েছে আঁধার !

আঁধার দিগন্ত বিস্তৃত, আঁধার ভবিষ্য দৃশ্য,  
 উথলি উঠেছে হৃদয় নৈরাশ্য পাথার !  
 জাগিছে নৈরাশ্য ঘোর, দিগন্ত বিমাদে ভোর,  
 বিমাদে নৈরাশ্য দূরে. করে হাহাকার !  
 কান্দে দূরে হাহাকারে, আছাড়ি আছাড়ি শিরে.  
 ফিকুড়ি ফিকুড়ি যেন, বাউয়ের মাঝার !

শুনি উঃ ! হতাস স্বর, ভয়ে শুক কলেবর !  
 আকাশ, পাতাল যেন, শাশান আকার !  
 বিমাদ কালীমা ঘোর, দুঃখেতে ধৈরেছে ভোর,  
 চারি দিক ঢাকা মরি ! নৈরাশ্য পাথার !  
 নাহি দেখি কূল কেনারা, আপনা হ'য়েছি হারা,  
 এহেন দুর্বোণে হায় ! দিলাম সাঁতার !

বাঁচি মরি আজি দিন, না দেখি আশার চিন,  
 একটা আশার আলো, নাহি দেখি আর !  
 রি যদি অন্ধকার, নিভেছে সে দাপ্তহার,  
 নিভেছে জন্মের তরে, হ'য়েছে আঁধার !  
 আবার আবার,—ক্সোতে দিলাম সাঁতার !

এই সেই ব্রহ্মপাত, এই সেই কাল স্রোত,  
 এই স্রোতে ভাসিয়েছি, তরঙ্গী আমার !  
 ডুবিয়ে সাধের ভরা, এই দিনে হনু হারা,—  
 এই দিনে ডুবেছে রে, জলধি মাঝার !!  
 কৈ সে প্রাণের ধন ? এই দিনে নিসর্জন,  
 এই খানে ডুবাছি রে, প্রতিমা সোণার !

সোণার প্রতিমা হায়, এদিনে ডুবাছি তায়,  
 এই সেই কাল নিশি, এই ত আবার !!  
 এই হায় এই দিন,—সেই ছিল এক দিন,  
 আজিরে ছুটেছে পুনঃ স্মৃতির পাখার !  
 ছুটেছে সে স্মৃতিধার, উঠালিছে পারাবার,  
 আহারে ! সাধের ভরা, কোথা সে আনার ?!

অনুলে হ'য়েছে তল, গিছে আশা রসাতল,  
 বেলা ভূমে প'ড়ে কান্দে, ক্ষুদ্র কটী সাধ !  
 ক্ষুদ্র কটী সে বাসনা, করে দূরে আনাগণা,  
 আহারে ! নিষ্ঠুর বিধি, সাধুলো তাহে বাদ !!

বিধি কি নিষ্ঠুর মন ? কঠোর তাহার পণ,  
 দৃদ্ধিন দৃদ্ধিব পাকে, সে সব ভাসায় !  
 ভাসাইল আশা-নাম, ছিড়িল আমার পাশ,  
 ডুবাইল চিরতরে, ঘোর নিরাশায় !

নিরাশ জীবন-ভার, কত কাল সব আর ?

কত কাল সব উছঃ ! শোক স্মৃতি তার ?!

অসহ্য অসহ্য তাপ !! এ অকূলে দিনু ঝাপ ।

ঝাপ দিনু, ভাগ্যে কিন্তু, নাহি বুঝি পার !

বুঝিবা অকূলে পড়ি, আজিরে ভুবিরে মরি,

কূল বুঝি নাহি মিলে, কপালে আমার !

কি হবে আমার দশা, কেবা দিবে সে ভরসা,

এ ঘোর পাথারে আমি, দিনু রে সাতার !!

ভুবিবু নিরাশ ভোরে, ঢাকিল বিষাদ ঘোরে,

কোথা যে ভাসিনু আমি, দিশা নাহি তার !

কোথা যে ভাসিয়ে যাই, লাগিব গে কোন্ ঠাই ?

কেবারে বলিতে পারে, যাব কোন পার ?!

যাব আমি কোন্ দেশ, নিরুদ্দেশ নিরুদ্দেশ !!

নিরুদ্দেশে ভাসাইনু, তরণী আমার !

ভাঙ্গানু জীবন-তরী, কোথা জানি ডুবে মরি,

‘হায় ! সে ছুস্তরে কেবা, করিবে নিস্তার ?!

কে যাবে সে সিঁছুপার, সেতো ঘোর নৈরেকার,

অফুরন্ত দেশ সে তো, অচিন্ত পাথার !!

কে জানে তাহার তত্ত্ব, কে বুঝায়ে দিবে স্বস্ত,

সত্য তত্ত্ব আনি এবে, কে দিবে তাহাব ?

গেল যে না এলো আর, সেতো দেশ চমৎকার !

বারেক না এলো ফিরে, গেল যে ওপার !

গেল যে সেই তো গেল, গেল বৈ না ফিরিল,

না বহিল উজানে রে, ও স্রোতের খার !!

হায় রে ! উজালো কৈ ? না বৈলো ভাইটানী বৈ,

ভেঁটেতে ভেঁটেতে গেল, সকলি আমার !

সকলি এ কাল স্রোতে, ভাসিলেক ওতঃ প্রোতে,

ভাসিতে ভাসিতে শেষে, হইল আঁধার !

হায় রে ! উজালো কৈ ? না বৈলো ভাইটানী বৈ,

ভেঁটেতে ভেঁটেতে গেল, সকলি আমার !!

সকলি একাল স্রোতে, ভাসিলেক ওতঃ প্রোতে,

ভাসিতে ভাসিতে শেষে, হইল আঁধার !

হায় রে ! উজালো কৈ, না বৈলো ভাইটানী বৈ,

ভেঁটেতে ভেঁটেতে গেল, সকলি আমার !!

সকলি হইল শেষ, ঝাপ দিখু অবশেষ,

ঝাপ দিখু এ অকূলে, না জানি সাঁতার !

দূর দূর দূর গত, স্বপণ কুহেলি মত,

পৈঁড়ে রৈল পাছে যত, বাসনা অপার !

জীর্ণ কাশ-তুলি-তুল, কোথা জানি উড়ে গেল,

উড়ে গেল বাসনার সুপ স্তম্ভাকার !

ছিল বাহা মনোহর, এবে বাহা ভয়ঙ্কর,  
সাধের নগরী এবে, বিজন কান্টার !

আছিল জানকী যথা, শূন্য এবে হেরি তথা,  
সে শুক শারিকা কৈ ? বসন্ত বাহার ?  
সে শুক শারিকা কৈ ? সে বসন্ত গেল কৈ ?  
কুকিলা কুজন কৈ ? ভ্রমর ঝঙ্কার ?  
সে বসন্ত এবে গত ! শারী শুক সব হত,  
কুকিলা কি পুনঃ ফিরে, ডাকিবে আবার ?  
আবার কি নিশাকালে, শূন্য গগণের ভালে,  
উদিবে সে স্তম্ভ-শলী, মোহিবে সংসার ?  
হায়রে সাধের আশা ! সমূলে ভেঙ্গেছে বাসা.  
ডু'বেছে কালের গর্ভে, হ'য়েছে সংহার !

আবার আবার ! স্রোতে ভাসিছু আবার !!  
জীবন কুহেলি ঘোর, বুঝিতে হইলু ভোর,  
না চলে চিন্তার ভাতি, কেবলি জাঁধার !  
ও কাল স্রোতের ঘাগ, জীর্ণ ভগ্ন দুর্গ প্রাণ,  
খ'শে খ'শে গিছে প'ড়ে, প্রাসাদ আশার ।  
খলি গিছে একে একে, পড়িয়াছে থেইকে থেইকে,  
প্রাসিয়াছে সব মোর, ও কাল পাথার !

এবে দেখি শূন্য সব, মিটেছে সঙ্গীত রস,  
মিটিয়াছে অন্ধকারে আলোকের ঝার !

কোথা গেল সে নগরী ?! শোক-স্মৃতি রৈল পড়ি,  
প'ড়ে রৈল দূরে দূরে, মর্য্য খণি তার !  
যেখানে বসিত ভূপ, এবে তথা বালী স্তম্ভ,  
এবে সেই নগরীর, টিক্কা নাই আর !

ধূধু করে বালুচর, স্তরের উপরে স্তর,  
রাবণের পুরী এবে, বিজন পাথর !!

যেখানে চলিত গাড়ী, এবে তথা নৌকা সারী,  
এবে তথা কুস্তিরাদি, হাঙ্গর অপার !  
কোথা গেল সে নগরী ?! শোক-স্মৃতি রৈল পড়ি,  
প'ড়ে রৈল দূরে দূরে, মর্য্য খণি তার !!

অহিত গগনে হায় ! রেখাটিও নাহি তায়,  
একটি তারকা-চিহ্ন, নাহি কোথা আর !  
আকাশের এক কোণে, বেড়িয়ে ঈশদ ঘনে,  
ক্রমেতে ঢে'কেছে সব, অখিল সংসার !  
ঢাকিয়াছে কাল মেঘ, ঘোর ঘটা অনিচ্ছদ,  
যেই দিকে হেরি ঘোর, সেদিক আঁধার !!

বাপ দিনু এ আঁধারে, বাপ দিনু এ পাথারে,  
কোথা হায় ! এ সময়ে, সে জন আমার ?  
কোথা র'লো বাপ ভাই, ভাইয়ে ভাইয়ে ঠাই ঠাই,  
কোথা হাঃ দরদী মাগো ! করুণা আধার ??

আজি মাগো এ ছুস্তরে, ডাকি গো জন্মের তরে,  
 ডাকিমা এ শেষ ডাক, শুনিবি কি আর ?  
 আর কি শুনিবি মাগো ! এ ভবে আসিব নাগো !  
 এই জনমের খেপ, সারা মা আমার !!

এই জনমের খেপ !—সুধু রৈল এ আক্ষেপ,  
 খোওয়াইলু পুঞ্জি পাট্টা, জীবনের সার !  
 খোয়ালু সম্বল কড়ি, জীর্ণ হ'ল দেহ-তরা;  
 পাপ তাপে ডুবু ডুবু, গতি নাই আর !  
 গতি নাই এ অকূলে, কেবা হায় নিবে কূলে, ?!  
 চারি দিকে দেখি এ যে, অসীম পাথার !  
 চতুর্দিক একাকার, ভবিষ্যত অন্ধকার,  
 সুধু নৈরাশ্যের ধাক্কা ঘোর নৈরেকার !

চতুর্দিক অন্ধকার ! অন্ধকার ছুর্ণিবার !  
 মাহিক একটি আঁর, আলোক আঁশার,  
 অসহ্য জীবন-ভার, কেমনে সহিব আর ?  
 দূর ভবিষ্যত সেও,—ধুধু পাথার !!  
 ও পাথার অন্ধকারে, আজি এই দূরান্তরে,  
 আজি এই নিশি ঘোরে, নৈরাশ্য মাঝার,—  
 নৈরাশ্য বিষাদ ঘোরে, বাপ দিলু এ পাথারে,  
 ভাসায়ে জীবন তরী, দিলাম সাঁতার !  
 আবার আবার ! স্রোতে ভাসিলু আবার !!

## বিবাদ সঙ্গীত ।

— ( : \* : ) —

( আত্মহারা দম্ভন্ত পণ্ডিত । )

( ১ )

এ দারুণ ভান্সা হিয়া, গড়িব বা কারুতা দিয়া (২)

কার প্রাণ বুকে দিয়া, যোড়া দিব মন ??

কে কৈলা এমন চুরি, কারে ধুয়ে কারে ধরি (২)

জীবন মরণ হ'ল সত্যই স্বপন !

যে নিছ মিনতি তারে, মোর মন দেহ মোরে, (২)

ফিরে দাও প্রাণ খান; দিনা ছুই বাঁচি !

ফিরে দাও ভান্সা প্রাণ, ফিরে কর দয়া দান, (২)

চে'য়ে দেখ দয়া করি, কি ছুঃখেতে আছি !

চে'য়ে দেখ দয়া করি, পরাণের বোটা ধরি (২)

মরমের জ্বদি চিরি, কেবা দিছে টান !

অস্তরের রক্ত মাস, কে শুষিছে বার মাস, (২)

কে কৈল্য হাড়েতে চূর্ণ, ডানা ভান্সা প্রাণ !!

কে কৈল্য হাড়েতে গুড়া, পরাণেতে ধুরা ধুরা—

এ হৃদয় পাশ পাশ, কে'টে ক'ল্য খুন !

ছোবহানান্না ! ছোবহানান্না !! আন্তাগ্যার্ আউজবেলা !

ছোবহানান্না ! ছোবহানান্না ! পু'ড়ে হনু চুন !!

(২)

এ দারুণ ভাঙ্গা হিয়া, গড়িব বা কার্তা দিয়া,  
 কার প্রাণ বুকে দিয়া, ঘোড়া দিব মন ?  
 কে কৈল্য এমন চুরি, কারে থুয়ে কারে ধরি,  
 জীবন মরণ হ'ল, সত্যই স্বপন !!  
 কে কৈল্য হাড়তে গুড়া, পরাণেতে থুরা থুরা, (২)  
 এ হৃদয় পাশ পাশ, কেটে কৈল্য খুন,  
 ছোবহানাল্লা ! ছোবহানাল্লা !! আস্তাগ্কার আউজবেল্লা !  
 পুড়ে পুড়ে ছোবহানাল্লা !! পুড়ে হু হু চুন !!  
 পুড়ে হু হু ভয় ছাই, সে আমিত আমি নাই,  
 এ জানিরে তেঙ্গা কাঠ, কোন্ নরকের ?  
 কোন্ নরকের জানি, এ দগ্ধ শরীর থানি,  
 আমার না চিনি আমি, ভুলে গেছি ঢের !  
 কে মোকে চিনাবে মোরে ? এহেন ব্যথিত করে ?  
 ভুলে গেছি সে আমারে, ধরি বহু দিন ;  
 বহু দিন বর্ব ধরি, আমাকে তল্লাসি ফিরি,  
 তল্লাসি তল্লাসি বহু, নাই কোন চিন !  
 নাজানি সে কোন্ পথে, ভুলে গেল কার মাথে,  
 নাজানি কে ভুলাইয়ে, নিল কোন্ ছলে ?  
 কে জানি গো নিল হার ! না দেখিত সে আমার,  
 হু হু উঃ ! হু হু হু রৈল, এ কলেজা তলে !

মস্ত নষ্ট পোড়া দুঃখ, ভেঙ্গে চুঁড়ে পোড়া বুক,  
 দিবা নিশি ঠেলে আসে, ও হরুঙ্গ পথে !  
 ঠেলে আসে দিবা নিশি, আমি হার হারা দিশ !  
 কৈ জানি হারারৈ গেছি, ভুলে কার সাথে !!  
 কৈ জানি হারারে গেলু, খুঁজে আর না পাইলু,  
 শুনা বকে প'ড়ে প'ড়ে, কান্দি শুনা পথে !  
 দিয়ে কার আখি-জল, ভিজাব এ হৃদি-তল (২)  
 কে মোরে কান্দিরে দিবে, বইসে বইসে সাথে !  
 কান্তে কান্তে কান্না নাই, কুরায়েছে কঁজ্জু চাই,  
 কেবা গো এ দেশে বড়, কান্না-মহাজন ?  
 বের কর কান্নার তোড়া, ভাঙ্গা হিয়া দিব বোড়া,  
 দিব হৃদে মূলে শোধ, ওয়ে মহাধন !!  
 হৃদে মূলে দিব শোধ, দিব দিব প্রতিশোধ,  
 অবশ্য অবশ্য যদি, ফিরে মোরে পাই ।  
 যদি ফিরে পাই মোরে, যার যা তা দিব তারে,  
 কেন্দে দেগো ! ২ কান্না কঁজ্জু চাই ।  
 কান্তে কান্তে কান্না নাই, যার মে'গে ফিরি তাই,  
 কেবা গো এদেশে আছে, কান্না-মহাজন ?  
 বের কর কান্নার তোড়া, ভাঙ্গা হিয়া দিব বোড়া,  
 দিব শোধ হৃদে মূলে, ওয়ে মহাধন !

কামা চাই! কামা চাই!! কান্দে মবে দেখি হাই,  
 কিন্তু সকলের কামা, না ভিজায় মন!  
 না ভিজায় দক্ষ প্রাণে, সকলে না কান্তে জানে,  
 যদি জানে তবে লক্ষ ক্রোড়ে একজন।  
 লক্ষ ক্রোড়ে একজন, যদি কান্দে কদাচন,  
 কান্দা'লে কান্দা'তে পারে, হয় অনুমান।  
 অনুমান হয় হেন, ভাঙ্গা যদি যোড়া যেন,  
 যোড়া যেন লাগতে পারে, এই ভাঙ্গা প্রাণ!!  
 ভাঙ্গা প্রাণ ভাঙ্গা হিয়া, গড়িব বা কারতা দিয়া,  
 কার প্রাণ বুকে দিয়া, যোড়া দিব মন!  
 কে কৈল্য এমন চুরি, কারে ধুয়ে কারে ধরি,  
 জীবন মরণ হ'ল, সত্যই স্বপন!!

(৩)

বেঁচে আছি কিনা তাই, সে কথাত মনে নাই (২)  
 মনে নাই হায় আমি, আছি কোন্ দেশ!  
 কোন্ দেশ কোন্ লোকে, আছি কি নিশার বোকে,  
 নিরুদ্দেশ, নিরুদ্দেশ! সব নিরুদ্দেশ!!  
 কোথা থাকি কোথা যাই, কিছু তার স্থির নাই (২)  
 স্থির নাই কিছু মোর, সকলি তো ভুল।  
 ভুল হৈলো আগা গোড়া, এ জীবন হ'লো মারা (২)  
 মারা সব! কিন্তু দুঃখ রয়ে গেলো স্থল।

স্থূল স্থূল পোতা দুঃখ, ভেঙ্গে চূড়ে পোড়া বুক;

দিবা নিশি দাপটিছে, যেমন অহর !

মেলি মস্ত মস্ত পাখা, কালীমা বিবাদ ঢাকা,

জগত আন্ধার করি, ধ'রে আছে ভোর !

দে'খে রুদ্ধ কণ্ঠ শ্বাস, এ পরাণ ত্রাণ ত্রাণ,

জগত উলটি যেন, ধ'রে খে'তে চায় !!

বেহোশ হয়েছি তাই, বুদ্ধি সজ্জা বোধ নাই (২)

ভু'লে ভু'লে ম'রে গেছি, কবে জানি হায় !

ম'রে গেছি কবে জানি, এবে শুধু টানা টানি,

নাই আর ! নাই আর !! জীবনের চিন ।

বে'চে আছি কিনা তাই, সে কথাত মনে নাই (২)

মনে নাই, ম'রেছি যে, হ'ল বহুদিন ।

বহুদিন বর্ষ ধরি, ভু'লে আমি আছি মরি,

আছি যে তা সত্য নয়, কিন্তু সুধু ছায়া !

এ তনু ত তনু নয়, এত তার ছায়া মর,

তাহাতেত পূর্ণ এবে, এ আশিত্ব, কায়া !!

আমাত্তে সে আমি নাই, আমি গিছে তার ঠাই, (২)

সেত পুনঃ পরিবর্ত স্থলেতে আমার,

আমার স্থলেতে সে, এ ভেদ বুঝিবে কে ?

শুধু যেম-ছায়া আমি, অপদেবতার !——

কোন বা দানব যেন, এ খেলা খেলেছে হেন (২)

চুরি করি মোরে হৈছে, আমার আকার !!

আমারে করিতে চুরি, সে আমার মূর্ত্তিধরি (২)

ছলনা ছলিছে মার, অখিল সংসার ।

কে হেন বাহুর সেরা, দিয়ে মোরে মায়া বেড়া,

ভুলাইয়ে নিল মোরে, অজ্ঞাতে আমার

যে মোরে করেছে চুরি, ও জগত্! পায়ধরি (২)

পায়ধরি! বলে দাও, সন্ধান তাহার !!

পারিনা পারিনা আর! অসহ হ'য়েছে ভার !! (২)

ছোবহানাল্লা! ছোবহানাল্লা !! পু'ড়ে হনু চুন !!

ছোবহানাল্লা! ছোবহানাল্লা !! আন্তাগ্কার আউজবেল্লা!

এ হৃদয় পাশ পাশ! কে'টে কৈল্য খুন !!

কে'টে কৈল্য খুন তাই, সে আনিত আমি নাই,

এ জানিরে দন্ধাঙ্গার কোন নরকের!

কোন নরকের জানি, এ দন্ধ শরীর খানি,

আমারে না চিনি আমি, ভুলে গেছি ঢের !!

বে'চে আছি কিমা তাই, সে কথাত মনে নাই,

মনে নাই মরেছি যে হ'ল বহু দিন ।

নরে গেছি কবে জানি, এবে শুধু টানা টানি,

নাই আর নাই আর! জীবনের চিন !!

( ৪ )

এ হৃদয় শূন্য ভিটো, নাহি বারি হিন্দু ছিটা,  
 ধুধু করে চারি দিকে, মরু নিরাশার !  
 প'ড়ে দ্রুত ঘোর মাঠে, বিষাদের খড় চাটে,  
 হতাশে প্রতপ্ত সেই, সমাধি আগার !  
 জীবন ছপূর বেলা, করে বিভীষিকা খেলা,  
 করাল কৃতান্ত যেন, ভয়াল আকার !!  
 বে'ড়ে যেন চারি ধার, করে যেন হাহাকার (২)  
 পড়িল শোকের বজ্র তাহাতে আবার ।  
 দগ্ধ হ'ল আশা তরু, দহিল পরাগ-মরু,  
 প'ড়ে র'ল বিষাদের নিশুন্ধ পাথার !!  
 প'ড়ে র'ল ভস্মশেষ, ধাক্কাতে ধাঁধিত দেশ,  
 ভয় হৃদয়ের স্তম্ভ, বিশুদ্ধ বিধার !!  
 ভাঙ্গা হৃদি ভাঙ্গা প্রাণ, শত ভাঙ্গা খান খান,  
 প'ড়ে আছে ভস্মাকারে বজ্রের সমান ।  
 চিত্তের বজ্রের হাড়, পু'ড়ে হৈছে স্তম্ভাকার,  
 পু'ড়ে পু'ড়ে পোড়া শেষ, ভীষ্মের প্রমাণ ।  
 জীবন ছপূর বেলা, করে বিভীষিকা খেলা,  
 করাল কৃতান্ত যেন, ভয়াল আকার !  
 নাজানি সায়াহ্নকালে, বেড়ে কি শব্দট জালে,  
 ও শূন্য পাথারে ঘটে, কিজানি আঁধার !!

এ হৃদয় শূন্য ভিটা, নাহি রারি বিন্দু ছিটা,  
 ধুধু করে চারি দিকে, মরু নিরাশার !  
 প'ড়ে ছুঃখ ঘোর মাঠে, বিষাদের খড় চাটে,  
 হতাশ কৃতান্ত যেন করে হাহা কার !!

( ৫ )

আমিরে উদাসী জন, নাহি পথ নিরূপন,  
 নাহি সঙ্গে প্রাণ মন, একেলা সংসার !!  
 সংসার বিজ্ঞান বাস, কান্দি ছুঃখে বার বাস,  
 ধুধু করে চারিধারে, মরু নিরাশার !  
 আমিরে উদাসী জন, নাহি পথ নিরূপন,  
 নাহি সঙ্গে প্রাণ মন, একেলা সংসার !!  
 একা কান্দি একা গাই, কারু সঙ্গে দেখা নাই,  
 সংসার যেনরে মোর কারার আগার ;  
 ভাঙ্গা প্রাণ বুকে দিয়া, বুকে দিয়া ভাঙ্গা হিয়া,  
 দিবা নিশি মাধি, শুধু নয়ন আসার !  
 এ ভবেরে দেখতে পাই, অভাগার কেউ নাই,  
 কেউ নাই ত্রিসংসারে, বলিতে আমার !!-  
 যদি থাকে কদাচন, আছে বুঝি এক জন,  
 সে জন আমি কি, সেই ? বুঝি না আবার !

( ১৭ )

বুঝিনা কন্ঠের ফের, বুঝেছি কত চের,  
 বুঝিতে নাপারিনু, এ ভাব আমার !  
 কি হ'লো আমার জানি, মূল ল'য়ে টানা টানি,  
 গোড়া কাটি আগে জল, এ লীলা কাহার ?!  
 বাহার এমন লীলা, বাহার এমন খেলা,  
 জানিও জানিও শেষ, আমি'রে তাহার !!  
 সেত মো'রে দিতে ফাকি, কিছুত রাখেনি থাকী,  
 বাকী নাই হরিয়াছে, সকলি আমার !  
 'হরিয়ে ক'রেছে খুন, হায় ! সে'কি নিদারুণ ?!  
 হায় ! সে'কি পু'ড়ে পু'ড়ে, করিল অঙ্গার !!  
 ছোবহানাল্লা ছোবহানাল্লা, আস্তাগ্কার আউজবেল্লা,  
 পু'ড়ে পু'ড়ে ছোবহানাল্লা ! পু'ড়ে হনু খার !  
 পু'ড়ে হনু ভস্ম ছাই, সে আমিত আমি নাই,  
 তুমি বিনে ছোবহান ! কে করিবে পার ?



নিরাশ সাধক ।

## নিরাশ সাধক ।

—(❀)—

কোথা সে ছুরন্ত আশা ?! ফলিল না আর !—  
তুধু কি দেখিনু আমি, জাগ্রত স্বপন ?  
নিরাশ তিমিরে ঘেরা, চৌদিক আমার !  
সত্য কি আকাশে রাজ্য, করিনু স্থাপন ?!

সত্য কি নিরাশ বোরে, মরিলাম শেষ !  
হা নাথ ! কোথায় তুমি, বাঞ্ছা অবতার ?  
কোথা সে আমার উচ্চ, আকাজ্জার দেশ ?  
সে স্বর্গে গমন ভাগ্যে, হবে নাকি আর !

হায় ! কি ছুরন্ত আশা, পুষিনু এ মনে,  
নিশি দিন উদাসীন, ভ্রান্ত হ'য়ে তার !  
অন্তর্যামী ভিন্ন আর, কেহ নাহি জানে ;  
আজন্ম শোণিত শুষ্ক, সে গুঢ় চিন্তায় !!

জীবনে কি পূরিবেনা, সে সাধ্য সাধন ?  
সত্য কি কল্পনা গত, বাঞ্ছার পাথর ?  
প্রাণের শোণিত দানে, করিনু তর্পণ,  
স্বপ্ন ত সাধনা সিদ্ধি, হ'ল না আমার !!

জানি আমি বাঞ্ছা-তরু, তুমি বাঞ্ছাময় !  
তোমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ. নহে কদাচন ।  
কি পাপে জীবন এই, বৃথা হ'ল ক্ষয় ?  
কি ফেরে দেখিয়েছি, সুখের স্বপন !!

দূর দূর দূরগত, বাসনা আমার,  
কুহেলী আধারে মগ্ন, জীবন ভীষণ !  
বুঝিবা অচিরে সব, হইবে আধার !  
না জানি এ স্বপ্ন-লীলা, ফুরাবে কখন !

হব “রাজ রাজেশ্বর”, মহা দিকপাল,  
কিন্মা “বীর, বীরেশ্বর”, পৌরষ ভাজন,  
কিন্মা “ধর্ম অবতার”, বিক্রম বিশাল ;  
বিশ্বের নমস্য কিন্মা, “কবি” মহাজন ।——

ছক্কারে শোষিবে মম, ভীষণ জলধি,  
গোরবে হইবে স্থির, প্রলয় দুর্বীর  
প্রতাপে কুন্মিত হবে. অনন্ত অবধি,  
হব রে “অমর চিত্র”, বাঞ্ছা ছিল সার !!

কিন্তু সে কোথায় মম, কল্পনা-স্বপন ?  
গর্জিছে চৌদিকে এবে, নৈরাশ্য পাথর !!——

এই ত আসিছে সন্ধ্যা ; জীবন-তপন  
হবে চির অন্তমিত, ঘেরিবে আঁধার !!

এই ত কালের গর্ভে, হইব মগন,  
শুইব জন্মের তরে, মাটির সয্যায়,  
এই আশা, এই নেশা, এ উচ্চ মনন,  
ধূলার এ তনু সহ, মিশিবে ধূলায় !

কৈ সে ফলিল মম, অসাধ্য সাধন ?!  
কৈ সে হৃদয় গত, কল্পনা পাথার ?!  
এই না আমার মত, কত শত জন,  
এমনি নিরাশা ঘোরে, হ'য়েছে আঁধার !!

এমনি না কত ভীষ্ম, কত বেদব্যাস,  
কত না অর্জুন শূ'য়ে, গভীর নিদ্রায় !  
এই না আমার মত, কত কালিদাস,  
অন্ধুরে বিলীন হার ! মাটির সয্যায় !!

এমনি কত না মার, প্রিয় পুত্র ধন ;  
প্রিয়সীর প্রিয়তম, প্রেমিক উদার ;  
এমনি না শত শত, অমূল্য রতন,  
না হ'তে ভাস্বর হৈল, ভুগর্ভে আঁধার !!

না হৈতে বিকাশ আহা ! দলিত মুকুল.  
কোরকে পশিয়ে কীট, করিল বিনাশ ।  
না ফুটিতে শুকায়ে রে, ঝরিল সে ফুল,  
বনের সম্পদ বনে, রৈল অপ্রকাশ !!

কে বলিতে পারে আজি, এই সেকেন্দর,-  
এই যে রোস্তম আমি ! এই নিউটন !!  
সৌভাগ্য-প্রতাপে দলি, সূর্য্য, পুরন্দর,  
উজ্জ্বল না করিতাম, এ তিন ভুবন !

কে বলিতে পারে আজ, এই ত রচন,  
না হৈত বেদের ধরনি, অপূর্ব বাখান ?  
না লজ্জিত পারাবার, এ ক্ষুদ্র চরণ ?  
রাম রাবণের কীর্তী, হৈত অন্তর্দান !!

হার ! সে সৌভাগ্য মম, অকুরে বিনাশ  
ফলিল না সে বাসনা, বিধির ঘটন,—  
এমনি হস্তির গুড়, রৈল অপ্রকাশ ।  
স্বার্থপর বিধাতার, কি স্বার্থ তেমন !!

দূর দূর দূরগত, বাসনা আমার !  
কুহেলী আধারে মগ্ন, জীবন ভীষণ !!  
বুঝি বা অচিরে সব, হইবে আধার !  
না জানি এ স্বপ্ন-লীলা, ফুরাবে কখন !!

## জীবন প্রহেলিকা ।

— ( : o : ) —

( ১ )

জীবন উষার ভাগে, দেখিহু কল্পনা রাগে,  
 বুঝিলাম এজীবন, প্রকৃত ঘটন ;  
 কিন্তু ছেঁতে ধূলি খেলা, দেখিহু সায়াহ্ন বেলা  
 দোখ এ য আঁগা গোড়া, সকলি স্বপন !!

ভেবেছি বা ঠিক নয়, বা দেখিহু তাতো নয়,  
 এযে দেখি এতো জ্ঞান, কি যেন কেমন !  
 কি যেন বাহুর মায়া, কি যে প্রহেলিকা-ছায়া,  
 জাগ্রত তথাপি জ্ঞান, স্বপন যেমন !!

শু'য়ে যেন নিদ্রা ঘোরে, জে'গে পুনঃ মোহ ভোরে.  
 আচ'স্বতে হেরি যেন, তা'জ্জব ঘটন,  
 হেরি যেন তেলেছ'মাত্, সবিস্ময়ে অকস্মাৎ  
 অকস্মাৎ হেরি যেন, ধাক্কার মতন !!

( ২ )

বাস্তব কহিবে কেটা, জীবন কি বস্তু এটা ?  
 কে কহিবে ? কে ভাবিবে, এ ভ্রমের ঘোর ?

করিনু বিষম ভ্রম, হত পণ্ড পরিশ্রম

হায় রে ! কি নেশা ঘোরে, আমি র'নু ভোর !!

চ'লে গিয়ে সারা পথ, সম্মুখে হারানু পথ

চে'য়ে দেখি আ'নু কোথা ? এয়ে হারা দিশ !!

হয়ে হায় দিশ হারা, বিভ্রমে জীবন সারা ! (২)

না জানি র'য়েছে কোথা, পথের উদ্দেশ ?!

ভুলে আ'নু কোন্ পথে ! বুঝি নাই আগে হৈতে

আগে হ'তে জানি নাই, চ'লে গেলু কৈ ?

মরি কি বিধির কাণ্ড, অপরাধ এ ভ্রমকাণ্ড

কিবা আছে তেলেছ'মাত, এজীবন বই ?!

বাস্তব কহিবে কেটা, জীবন কি বস্তু এটা ?

কে কহিবে, কে ভাঙ্গিবে ? এভ্রমের ঘোর !!

ভ্রমে ভ্রমে জন্ম সারা, হইনু আপনা হারা

হারাইয়ে দিশ কুল, আমি যেন চোর !!

( ৩ )

কি যেন ক'রেছি চুরি, ডরে ভয়ে ভে'বে মরি •

নিজের কাছেই আমি, নিজে নামাকুল !

করিনু কি মহা ভ্রম, হত পণ্ড পরিশ্রম

হবে কি রে জন্ম ফিরে ? ভাঙ্গিবে ও ভুল ?

ও ডুল ভাঙ্গায় নয়, যা ভাবিনু তাতো নয়  
 ভেবেছিছু ফলে কিন্তু, হারা হ'য়ে মূল !  
 ভেবেছিছু যে সময়, কৈ এবে “সে সময় ?”  
 সময়েরি ফেরে ঘটে দৃক্ষাসূক্ষ্ম স্থল ।

সময়ে সংসারী করে, সময়ে ককির করে  
 সময়ের গতি বিধি, বুঝা কিন্তু গোল !  
 সময় অমূল্য ধন, বুঝিতে নারিল মন  
 সময়েরি বিপর্যয়ে, স্থলে হ'ল ডুল !!

( ৪ )

ভাবিনু বা ঠিক নয়, যা দেখিনু তাতো নয়  
 এষে দেখি এতো জানি, কি যেন কেমন ?  
 কি যেন বাতুর নায়া, কি যে প্রহেলিকা-ছায়া  
 জাগ্রত তথাপি জ্ঞান, স্বপন যেমন !!—

জীবন উবার ভাগে, কৈশোর কল্পনা রাগে  
 বুঝিলাম এ জীবন, প্রকৃত ঘটন ;  
 কিন্তু ছে'ড়ে ধূলা খেলা, দেখিনু সায়াছু বেলা  
 দেখি এষে আগা গোড়া, সকলি স্বপন !!

— — —

( ১৮ )

## উদাসী সঙ্গীত ।

—) ১০১ (—

আছে এক দেশ, অপূর্ব বাধান,  
 না জানি কোথা সে, কিসেতে নির্মাণ,  
 না জানি দূরতা, জানি না উদ্দেশ  
 জানি না কিছুই, ঠিকানার লেশ,—  
 অনন্ত ধুধু সে, চিত্তার পার !

না জানি সে দেশ, হবে রে কেমন !  
 হয় কি তথায়, অভাব পূরণ ?  
 নাহিক উদাস্য, নাহিক নিরাশা ;  
 পূর্ণ যথা সব ভালবাসা আশা,—  
 না জানি কি স্থান, আছে রে তার !

এই যে যাতনা, এত দুঃখ ক্লেশ !  
 এত যে নিরাশা, সহিছি বিশেষ,  
 এত যে হতাশা, নাই বার শেষ !  
 অনন্ত কাল কি, এমনি সব ?

নিরাশ প্রাণে, কান্দি অনিবার,  
 নৈরাশ্য ভুগানে, ঘুরি বার-বার,  
 জীবন-সংগ্রামে, করি হাহাকার,  
 অনন্ত তরে কি এমনি সব ?

এই ত জনন, যদি এই শেষ  
নাহি থাকে যদি, নির্ণয়, উদ্দেশ্য  
যদি নাহি থাকে, স্থির পরিণাম,  
তবে কেন করি, বুঝা এ সংগ্রাম ?  
কেন করি শুধু, দেহ প্রাণ ক্ষয় ?

কেন বরি তবে, প্রণয়ের ভরে ?  
কেন গোড়ে প্রাণ, এত হৃদয় করে ?  
কি জানি সে চায়, সাক্ষর স্বরে !  
শেষে কিহে নাই, প্রেমের জয় ?!

কেন কিহে শুধু, কবির কল্পনা ?  
ভালবাসা কিনে, বাতুল-জল্পনা ?  
স্বপ্নের কথা, বুঝা কি ছলনা ?  
জীবন কি যোর, কুহেলী নয় ?!

এই যে এতই, করিয়ে কামনা !  
করিছি কতই, অসাধ্য সাধনা !  
করিছি কতই, অশেষ বাতনা !  
শেষে কি রে হায় ! কিছুই নয় ?!

কথা কি জীবন ? বুঝা কি মৌল ?  
কথা কি হ'ল এ, মানব-জীবন ?

মানব-জীবন, কেন বা এমন ?

কেন বা এতবে, উত্তর হয় ?

কেন এ ধরী, শোভে কুল-কলে ?

কেন সূর্য্য তারা, বিশ্বধামে কলে ?

কেন এই কেতু, ভ্রমে নতোঃস্থলে ?

কেন বা আবার, প্রলয়ে নয় ?

কেন প্রাণ মন, এত প্রিয় ধন ?

প্রিয় এত কেন, হৃথ পরি জন ?

প্রাণ দানে কেন, যাঁচি প্রিয়জন ?

কেন সাধ মনে, পরি প্রেম হার ?

কেন রে বাৎসল্য, এত মধুময় ?

মধুর কেন রে সাধের প্রণয় ?

সাধে কেন সাধি, অপত্য নিচর ?

কেন বহি সদা, স্নেহের তার ?

কে দিবে উত্তর, এসব কথার ?

কেবা সে করিবে, বীমাংশা তাহার ?

কেবা হা ! বুঝাবে, মরম ইহার ?

"হৃথ হৃথ" করি, কান্দে কেন প্রাণ ?

“স্বথ স্বথ স্বথ !!” কোথা বা সে স্বথ ?

যে স্বথ সংগ্রামে, পাতিয়াছি বুক,

যে স্বথের আসে, সহি এত দুঃখ !

কোথা মিলে তাহা ? কোথা তার স্থান ??

স্বথের লাগিয়ে, বাঁচি প্রেম ধন,

স্বথের লাগিয়ে, চাহি পরিজন,

স্বথের তরে রে, সাধি প্রিয় জন,

যত কিছু সব, স্বথের তরে ।

স্বথের লাগিয়ে, সদা কান্দে প্রাণ,

স্বথ তরে মন, সদা আন চান,

চির স্বথ তরে, জীবনের টান,

জীবন নির্ভর স্বথের পরে !

সেই স্বথ-স্থান, কোথারে আমার ?

সে কিহে কল্পনা, ধাক্কার পাথার ?

কিছু কিরে নাই, স্থিরতা তাহার ?

স্বধু কিহে প্রাণ, “স্বথ স্বথ” করে ?

অথবা সে স্বথ, কেমন কি ধন ?

যার তরে জীব, কান্দে অনুরাগ,

যার তরে ক্ষয়, করি দেহ মন,

সাধনে সাধেরে, অমর নরে !

“স্বথ” নামে যদি, থাকে কোন খন,  
 “স্বথ” যদি থাকে, নিশ্চয় কখন,  
 “স্বথ” যদি হয়, জীবের সাধন,  
 তবে আছে ঠিক আধার তার ।

আছে তবে ঠিক, উদ্ভব তাহার,  
 আছে তবে ঠিক, আকর আধার,  
 নহে তবে তাহা, স্বধু কল্পনার,  
 নহে সে “আকাস-কুসুম” সার ।

কিন্তু সেই স্বথ, কোথা রে আমার ?  
 কোথা গেলে পাব, দর্শন তাহার ?  
 কবে বা যাইব, সে অনন্ত পার ?  
 এজন্মেতে হায় ! পাব না কিরে ?

এই যে এতই, সহি দুঃখ ক্লেশ,  
 এত যে হতাশা, নাই যার শেষ,  
 এত যে নিরাশা সহিছি বিশেষ,  
 তবু কি সে স্বথ, পাবনা কিরে ?

এই যে এতই, করিয়ে কামনা,  
 করিছি কতই, অসাধ্য সাধনা,  
 সহিছি কতই, অশেষ যাতনা,  
 শেষে কিরে হায় ! কিছুই নয় ?

“বুথ ! বুথ !!” সে কি, কবির কল্পনা ?  
 ভাল বাসা কিসে, বাতুল-জল্পনা ?  
 স্বপ্নগের কথা, বুথা কি ছলনা ?  
 জীবন কি ঘোর, কুহেলি ময় ??

বুথা কি জীবন ? বুথা কি ঘোঁবন ?  
 বুথা কি হ'ল এ মানব জনম ?  
 মানব জনম, কেন বা এমন ?  
 কেন বা এ ভবে, উদ্ভব, লয় ?!

---

## নভোস্থল ।

— (২০) —

( ১ )

হে নভো অনন্ত কায়া ! আক এপ্রাণের ছায়া !

তু'লে লও হৃদয়ের, দক্ষ ফটোগ্রাফ,

তুমি মহা কবিশ্বর, তুমি মহা চিত্রকর

হে দেব ! তুলিয়ে লও, হৃদয়ের ছাপ !!

হে দেব ! পারিনা আর, সহিতে এ হৃদি ভার (২)

পারিনা হে প্রকাশিতে, হৃদয়ের তাপ !

পারিনা সহিতে আর, অসহ হ'য়েছে ভার (২)

তু'লে লও বন্ধে দেব ! এ হৃদির চাপ !

তু'লে লহ জরা ব্যাধি, ভুগিতেছি নিরবধি, (২)

ভুগিতেছি পদে পদে, কত শত দুঃখ,

কত উন্মি কত ঝড়, সহিতেছি নিরন্তর

কতশ নৈরাশে হায়, ভাজিয়াছে বুক !

আহা, ভাজিয়াছে বুক !!

( ২ )

নমো ওহে নভোস্থল ! নেইমে এস ধরাতল ।

এ পোড়া প্রাণের ছবি, তব অঙ্গে আঁকি

পর্যাণের পোড়া দাগ, হৃদয়ের দক্ষ ভাগ (২)

দেখুক ব্রহ্মাওবাসী, দূরে চে'য়ে থাকি

দেখুক মর্শ্বের স্থল, দেখুক কি হলাহল—

দেখুক কি মহাবিস, গিলিয়াছি হায় !

কি তীব্র অনল ধবক, জ্বলে হৃদে ধবক ধবক (২)

কি দারুণ মহা জ্বালা, সদা জ্বলে তায় !!

আহা, সদা জ্বলে তায় !!

কি দারুণ মহা ঘায়, হৃদয় মিচ্ছিন্ন হায় !

কি দারুণ আঘাতে সে, ভাঙ্গিয়াছে প্রাণ !

ভাঙ্গিয়াছে মর্ম্মস্থল, ভাঙ্গিয়াছে বন্ধস্থল

ছিড়িছে প্রাণের বোটা, লে'গে হেছকা টান !!

( ৩ )

নমো দেব নভোস্থল ! নেইমে এ'সো ধরাতল

এ পোড়া প্রাণের ছবি, লিখি তব গায় ;

লিখি বিদ্যাতের আঁকে, যদি কেহ বে'চে থাকে

দেখিবে মরম ভেদী, চিত্র খানি হায় !

দেখিবে সে এক জন, যদি দেখে কদাচন,—

দেখিবে তাহার অশ্রু, মাখা আছে তায় !

দেখিবে তাহার কর্ম্ম, বুঝিবে তাহার মর্ম্ম

বুঝিবে চিত্রের ধর্ম্ম, সূক্ষ্ম শিল্পি প্রায় !

বুঝিবে মর্শ্বের কথা, দিয়েছে সে কি যে ব্যথা !

দিয়েছে সে কিসে দুঃখ !! এ জীবনে হায় !

( ১৯ )

তাহারি ত প্রতি দান, এ ভাঙ্গা হৃদয় খান (২)

তাহারি ত অবজায়, হইয়াছি খুন !!

তাহারি তাচ্ছিল্য ছলে, পরাণ গিয়েছে জ'লে,

তাহারি ত বঞ্চনায়, পুড়ে হ'ছি চুন !

হার পুড়ে হনু চুন !

এখনো দেখিলে সেই, যদিও বা মনে নেই (২)

চিনিলে চিনিতে পারে সেই হৃদি খান ;

সেই হৃদি সেই প্রাণ, সেই এক উগ্র টান,

সেই ত তাহারি তরে, সেই এক ধ্যান !!

সেই ত তাহারি তরে, মেজম কান্দিয়ে মরে,

মরি কি আশ্চর্য্য তারে ! সে বধিছে হার !

মরমে হানিছে শূল, ভেদিছে হৃদয়-মূল,

তবু সে তাহারি তরে, কান্দে উভরায়,

আহা ! কান্দে উভরায় !!

তবু সে তাহারি তরে, পরাণ উৎসর্গ ক'রে,

শুনা বৃকে প'ড়ে আছে, অন্তিম সয্যায় !

প'ড়ে আছে শূন্য কায়া, বিগত ভবের মায়া,

দেখিবে এ মহা দৃশ্য, যদি কভু চায় !

যদি কভু দেখে সেই, যদিও বা মনে নেই,

তথাপি দেখিলে বুঝি, শিহরিবে তরে !

শিহরিবে কলেবর, অন্তরে পাইবে ডর,

মর্শ্বেভেদি দৃশ্যে বুঝি, অশ্রু তার বারে !

হার ! অশ্রু তার বারে ।

( ৪ )

তুমি মহা মহাশয়, অনন্ত তোমাতে লয়,

তোমাতে সৃষ্টির সন্ধা, তোমাতে প্রভাত ।

আলো বিভা অন্ধকার, বিক্ষারিত সৃষ্টি ভার,

তোমাতে বিশ্বের ছবি, সব প্রতিভাত !!

তুমি মহা করিবর, তুমি মহা কবীশ্বর,

তুমি মহা চিত্রকর, চরিত্রের সার !

তুমি গড় তুমি পড়, তুমি সর্ব চিত্র কর,

তোমা হেন শিল্পকর, কেবা আছে আর ?

মরি ! কেবা আছে আর ?!

ভূলা'তে প্রাণের জ্বালা, কেবা জানে এত খেলা,

এত সব কারিকরী, এ বিশ্বেতে কার ?

এত সব চিত্র-রেখা, প্রকৃতির অঙ্গে লেখা,

কে লভিছে হে অনন্ত ! হেন বিশ্ব ঝার ?!

আহা ! হেন বিশ্ব ঝার ?!

হে দেব অসীম কায়া ! আক এ প্রাণের ছায়া,

তু'লে লও হৃদয়ের দন্ধ ফটোগ্রাফ ;

তু'লে লও পাপ তাপ, আক এ মনের ভাব,

এ'মো দেব ! তুইলে লহ হৃদয়ের ছাপ !

( ৫ )

হে দেব ! পারিনা আর, সহিতে এ যদি ভার  
 পারিনা হে প্রকাশিতে, মরনের তাপ !  
 লিখিতে পারিনা আর, অসহ্য হ'য়েছে ভার—  
 তোমারি ও বন্ধে দেব ! তুলে লহ চাপ !  
 তুলে ল'হ জরা ব্যাধি, ভুগিতেছি নিরবধি,  
 ভুগিতেছি পদে পদে, কত শত দুঃখ ।  
 কত উন্নি কত ঝড়, সহিতেছি নিরন্তর,  
 কত শ নৈরাশ্যে হায় ! ভাসিয়াছে বুক !!  
 হায় ! ভাসিয়াছে বুক !!

এখন ত ও সকল, হোক চিত্রে অবিকল,  
 হোক চিত্রে বন্ধে তব, বজ্র রেখা প্রায়,  
 হোক চিত্রে জ্বলন্তক, জ্বলুক অনল ধাক,  
 দহুক জগত বিশ্ব, সে অনল তায় !!  
 দহুক স্বরগ ধরা, পুড়িয়ে হউক সারা,  
 পুড়ুক অনন্ত কক্ষে, নক্ষত্র ভাস্কর !  
 দেবতা দানব যত, পুড়িয়ে হউক হত,  
 পুড়ুক পুড়ুক তেজেঃ !! বিধির অন্তর !!

( ৬ )

নিঠুর সে বিধাতার, কঠোর হৃদয় যার,  
 কঠোর ! কঠোর মরি ! কি কঠিন হায় !!  
 পুড়ুক সে অন্তস্তল, হোক সৃষ্টি টল মল,  
 টল মল পুড়ে হোক, দহুক ধাতু প্রায় !!

অথবা সে ক্রুড় হৃদি, কঠিন বজ্জর ভেদী,  
 কঠিন বজ্জরানলে, নাহি দহে যদি,  
 যদি নাহি দগ্ধ হয়, তথাপি অনল ময়,  
 অনল অক্ষরে পুড়ি, র'ক নিরবধি !  
 হায় ! র'ক নিরবধি !

র'ক জ্বলে তব গায়, হে অনন্ত মহাকায় !  
 হে অনন্ত ! জ্বলি যেন, তাত্র সূর্য্য-শিখা,  
 দেখুক সে বিধাতায়, দেখুক দেখুক হায় !  
 দেখুক ধিয়ানে ওষে, কার হস্ত লিখা !!—  
 দেখিয়ে পাউক ডর, কাপুক সে কলেবর,  
 কাপুক হৃদয় সেই, ঘোর মর্শ্ব ঘায়,  
 ফাটুক ফাটুক মর্শ্ব, দেখুক কি অপকর্শ্ব—  
 দেখিয়ে মরুক লাজে, পরিতাপে হায় !  
 (আহা ! পরিতাপে হায় !!)

পরিতাপে ঘোরতর, ফাটিবেক সে অন্তর,  
 ঘোর অপকর্শ্ব স্মরি, পাবে মনস্তাপ !  
 ঘোর মনস্তাপে শেষ, বুঝিবে বুঝিবে বে'শ,  
 এ হেন হৃদয় গড়ি, ক'রেছে কি পাপ !!  
 কি পাপ হাঃ ! কি কুমতি ! হয়েছিল কি দুর্শ্মতি,  
 কি দুর্শ্মতি বশে সেই, গড়ে এই মন ?  
 কি দুর্শ্মতি হ'ল তাঁকে, স্মরি অশ্রু আবে চোখে,  
 ও চিত্র দেখিয়ে বুঝি, বুঝিবে নয়ন !!

ঝুরিবে বিধাতা তাই, তাড়া তাড়ি এঁকে যাই,

এইকে যাই হে নভো হে ! হৃদয়ের দাগ.

এইকে দেই তাড়াতাড়ি, নাম দেব ! দয়া করি,

তুলি হে প্রাণের ফটো, জ্বালা পোড়া ভাগ !

নাম দেব ! নভোস্থল ! নেইমে এ'নো ধরাভল,

এ পোড়া প্রাণের ছবি, লিখি তব গায়,

লিখি বিদ্যুতের আকে, যদি কেহ বেইচে থাকে,

দেখিবে মরম ভেদি, চিত্র খানি হয় !!

( ৭ )

হে নভো অনন্ত কায়া ! আক এ প্রাণের ছায়া

তুলে লও হৃদয়ের, স্ফুৰা ফটোগ্রাফ ;

তুমি ত প্রকৃতি পট,—তুমি মহা লীলা ঘট

আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য মরি ! তব মহা ভাব !!

না জানি তোমার তত্ত্ব, না বুঝি তোমার স্বত্ত্ব

না বুঝি না জানি কিন্তু, করি অনুমান ! ,

করি অনুমান হেন, তোমার ও দেহে যেন,

এ স্ফুৰি রাজির চিত্র, আছে বিদ্যমান !

এ স্ফুৰি রাজির চিত্র, তব অঙ্গে বিচিত্রিত, ,

তব অঙ্গে প্রতিবিন্ম, সৰ্ব্ব প্রতিভাত ,

প্রতিভাত স্ফুৰি ছায়া, বিম্বিত তোমার কায়া,

তোমার কায়াতে মরি ! সৰ্ব্ব ছবি পাত !

মনে অনুমানি হেন, এ বিশ্বের সবি যেন,  
 সবি যেন চিত্রাকারে, পড়িয়াছে আঁক ।  
 প'ড়েছে জীবন-ছায়া, এই যদি এই কায়া,  
 অঙ্কিত হ'য়েছে বুঝি, এ প্রাণের দাগ !  
 মনে অনুমানি হেন, কোন দিন কেহ যেন,  
 কেহ যেন দেখাইবে প্রকাশি বিজ্ঞান.  
 প্রকাশি বিজ্ঞান বল, দেখাইবে অন্তস্তল,  
 দেখাবে তোমার চিত্রে, চিন্তাতীত স্থান ;  
 দেখাবে প্রাণের ছবি, দেখাবে মনের সবি,  
 দেখাইবে আপ্ত গুপ্ত, হৃদয়ের ভাব ;  
 ভূত, ভবিষ্যত যত, দেখাবে দর্পণ মত,  
 দর্পণের মত তুলি, লবে ভঙ্গি হাব ।

( ৮ )

হে দেব হে নভোস্থল ! প্রকাশি বিজ্ঞান-বল,  
 বিজ্ঞান কোণে বুঝি, কেহ কোন দিন,  
 কোন দিন কোন কালে, ছাকিয়া বিজ্ঞান-জালে,  
 প্রকাশিবে কোটি কোটি, কত ফটো চিন !  
 কত কোটি নিগেটিভ, কত ক্রোড় পজেক্টিভ,  
 কত শত ক্রোড় ক্রোড়, চিত্র রেখা মরি !  
 কত চিত্র বিচিত্র, হয়ে ক্রমে বিকশিত,  
 হে দেব ! রঞ্জিবে তব, অঙ্গ শোভা করি !

হে দেব অনন্ত কায় ! মনে দিবা নিশি গায়,  
 মনে বলে দূর দূর, ভবিষ্যত ভূত,  
 মনে বলে বর্তমান, ত্রিকালের লীলা স্থান,  
 ত্রিকালের যত কিছু, তোমাতে মৌজুত !  
 তোমাতে অনন্ত কায় ! প'ড়েছে সবার ছায়া,  
 সকলি তোমার কক্ষে, হইয়াছে লীন ;  
 সকলি তোমাতে লুপ্ত, সকলি তোমাতে হুপ্ত,  
 তোমাতে বিলীন সবে, তোমাতে মলিন !  
 তোমাতে সবার বীজ, রয়েছে লুকায়ে নিজ,  
 সকলি কালেতে পুনঃ. হবে প্রকাশিত ।  
 প্রকাশ হইবে সব, হয়ে সব অভিনব,  
 অভিনব ছবি সব, হবে বিভাসিত !

( ৯ )

বিভাসিবে সত্য ত্রেতা, ভানিবে দাপর হেথা,  
 দেখিবে জগত পুনঃ, সে রাম, রাবণ ;  
 সেই রাবণের চিতা, সে রামের সেই সীতা,  
 সেই লক্ষ্মী-কাণ্ড-চিত্র, বীরের ধাবন !  
 সেই কুরু পাণ্ডুগণ, সেই কুরু ক্ষেত্র রণ,  
 সেই আৰ্য্য, সেই বীর্য্য, সে পূর্ব্ব ঘটন ;  
 সেই পূর্ব্ব অশ্বমেদ, সেই যাগ অবিচ্ছেদ,  
 সেই মহা ভারতের, অপূর্ব্ব রটন !

সেই পূর্ব লীলা খেলা, সে পূর্ব সায়াহ্ন বেলা,  
 সেই পথে দেখা দেখি, কৃষ্ণ রাধিকার ;  
 সেই কালিন্দীর তারে, সেই কালিন্দীর নীরে  
 বাশি-স্বরে ফিরে স্রোত, উজানে আবার !  
 আবার আবার হায় ! গোপিকা পাগল প্রায়,  
 পথে পথে কে'ন্দে ফিরে, বিরহের দায় !  
 কে'ন্দে ফিরে পাগলিনী, কৈরে শ্যাম বিরহিনী  
 হায় কি নিষ্ঠুর প্রাণে ! বঞ্চিলেক তায় !!  
 সে দৃশ্য সে কাল হৃদি, দেখায়ে হৃদয়-ভেদী  
 ব্যথিত করিবে বিশ্ব, মরন ব্যথায় !  
 ব্যথিত করিবে বিশ্ব, দেখায়ে সে পূর্ব দৃশ্য,  
 দেখাইয়ে কার্কালার, অন্তিম শয্যায় !!  
 দেখাইবে পলাসির, রণ সজ্জা চাতুরীর !—  
 দেখাবে সে মোস্লেমের রবি অন্ত হায় !!  
 দেখাবে দেখাবে সেই, মে'রেছে কুঠাড় যেই !  
 মে'রেছে কুঠাড় মরি ! আপনার পায় !!—  
 হনুদ মোস্লেমে মিলে, নিজ বেড়ি নিজে নিলে,  
 নিজে দিলে কি শৃঙ্খল, তুলিয়ে 'গলায় !!  
 দেখাবে আবার খেলা, আবার প্রেমের নেলা !  
 আবার সে পোড়া হৃদি ! লাইলী জোলেথার !!

জোলেখার হৃদিতল, লাইলীর নয়ন জল  
 দেখাবে সে দন্ধ হিয়া, মজ্জু অভাগার !!  
 দেখাবে দেখাবে পুনঃ, সতঃ রজঃ তমঃ গুণ  
 দেখাইবে হে অনন্ত ! হৃদি খানি তার !  
 হে অনন্ত নভোস্থল ! নেইমে এ'সো ধরাতল,  
 তু'লে লহ জীবনের পাপ তাপ ভার !!

—:—

## সমুদ্র যাত্রি ।

( সাগর সঙ্গমে )

( ১ )

উদার ! উদার !!

মরি ! অনন্ত পাথার !!——

নাহি বন্ধ নাহি বাধা, অফুরন্ত ধুঁ ধাঁধা !!

খু'লে দে প্রাণের বেড়া, দেইগে সাতার ! (২)

উদার ! উদার !!——

মরি ! অনন্ত পাথার !!

খু'লে দে প্রাণের বেড়া, ভে'ঙ্গেদে মায়ার ঘেড়া,

চেইলে দেরে দেহ প্রাণ, ভাসিগে ওপার !!

উদার ! উদার !!——

মরি ! অনন্ত পাথার !!!

মরিরে কি নৈরেকার ! অসীম ও পারাবার !! (২)

মরি রে কি মহা দৃশ্য, মহিমা আধার !

মহিমা মাহিঅ্য ভরা, মহান কি ভাব ধরা,

মহান্ ! মহান্ আহাঃ ! মরি কি উদার !!——

হিংসা হেস ইধা তাপ, কই রে সঙ্কীর্ণ ভাব ?

বিশাল ! বিশাল ঘটা !! কি মহা ব্যাপার !!

মরি রে কি নৈরেকার ! অসীম ও পারাবার !!

মরি রে কি মহা ভাব ! উদার উদার !!

খুলে দে প্রাণের বান্ধ, ভেঙ্গে দে মায়ার ফান্দ (-)

ঢে'লে দে তাপিত প্রাণ, ভাসিগে ওপার !!

খুলে দে প্রাণের বেড়া, দেইগে সাতার !!

( ২ )

উদার ! উদার !!

মরি ! অনন্ত পাথার !!

ও অনন্তে ভাসাইরে জীবন আমার !

( মরি ! জীবন আমার ! )

প'ড়ে থাক এ স'সার, প'ড়ে থাক, পাপ ভার,

প'ড়ে থাক পাছে ঘোর, বাজার পাথার !

প'ড়ে থাক জুরা ব্যাধি, শোক দুঃখ নিরবধি (২)

প'ড়ে থাক প'ড়ে থাক, তীব্র হাহাকার !!

পু'ড়ে থাক্ ভালবাসা, দূরে যাক্ সে পিপাসা,  
 জুড়াই প্রাণের জ্বালা, ভাসিয়ে অপার !!  
 অপারে ভাসিয়ে যাই, পরাণ ঢালিয়ে গাই,  
 ভিজুক অনন্ত স্রোতে, হৃদয় আমার ।  
 ভাসুক অরতা বাক্ক, ছিড়েদে মায়ার ফান্দ  
 খুলে দে প্রাণের বেড়া, দেইগে সাতার !  
 মরি ! দেই গে সাতার !!

সঙ্কীর্ণ ধরণীতল সঙ্কীর্ণ এ হৃদিস্থল  
 সঙ্কীর্ণ এ মনোপ্রাণ, চাহিনারে আর !  
 চাহিনা সংসার পোড়া, চাহিনা এ পোড়া ধরা  
 চাহিনা চাহিনা হায় ! ভালবাসা তার !  
 চাহিনা সে ক্ষুদ্র হৃদি, সে ক্ষুদ্রতা হৃদি-ভেদী,  
 ক্ষুদ্রতার রাজ্য ত্যজি, ডুবিব অপার !  
 থে'কে ক্ষুদ্র ধরাতলে, পরাণ গেলরে জ্ব'লে  
 কত বা সহিব হেলে, শোক দুঃখ ভার ?  
 জ্ব'লে পু'ড়ে হনু খন ! পুড়ে হনু ভস্ম চুন !!  
 উছ রেঃ ! অসহ উছঃ ! ধরায় ব্যভার !  
 কঠোর এ ধরাতল, নিষ্ঠুর হিংসার স্থল  
 হিংসা, ঘেস, নিষ্ঠুরতা, কেবলি ইহার ;  
 এ ধরা তো ধরা নয়, এতো স্রু দুঃখ নয়  
 কত কাল সব আর, তীব্র হাহাকার !!

সহেনা সহেনা আর ! অসহ হ'য়েছে ভার !  
 ফাকর ! ফাকর প্রাণ ! পু'ড়ে ছারখার !!  
 পু'ড়ে হনু ভস্ম চুন, জ্ব'লে পু'ড়ে হনু খুন !!  
 ভে'ঙ্গে দে প্রাণের বেড়া, দেইরে সাতার !  
 ঝাপ দেই ও পাথারে, ঝাপ দেই নৈরেকারে  
 সহেনা সহেনা প্রাণে, এ যন্ত্রণা আর !!

( ৩ )

হ্যাদে ও সাগরানুধি ! দহিতেছি জন্মাবধি  
 জুরাও প্রাণের জ্বালা, আমি অভাগার !  
 জুরাও প্রাণের তাপ, তাপিতের মাও বাপ !  
 মিটাও দারুণ তৃষ্ণা, পোড়া আকাঙ্ক্ষার !!  
 হ্যাদে ও সাগরানুধি ! প্লাবিয়া এ ক্ষুদ্র হৃদি  
 ঢেলে দাও জল রাশি, অকূল পাথার ;  
 ঢেলে দাও জলরাশি, আনন্দ উচ্ছাসে ভাসি  
 উচ্ছসিত হোক প্রাণে, শান্তি পারাবার !  
 তব ও প্রশান্ত মূর্তি, হৃদয়ে পাউক ক্ষু'র্তি  
 তব মত হোক এই, হৃদয় প্রেমার ;  
 তব অই উদারতা, তব অই গান্ধীর্যতা •  
 ঢাল হে ! ঢাল হে দেব !! পরাণে আমার !!  
 পরাণ হউক তল, উথলি 'শান্তির' জল  
 এ হৃদি ধুইয়ে হোক, স্বর্গের দুয়ার ।

ভেঙ্গে চুঁরে যদি কায়, একাকার হোক্ হায় !

উচ্ছসিত হোক্ বিশ্ব, প্রেমের পাথার !

প্রেমের তুফান ছুটি, ত্রৈলোক্য পড়ুক লুটি

স্বর্গ মর্ত ধরাতল, হোক্ একাধার ।

হোক্ বিশ্ব স্থখদাম, যুঁচে যাক্ দুঃখ নাম

যুঁচে যাক্ যুঁচে যাক্, নৈরাশ্র আধার !!

নৈরাশ্র কালিমা ঢাকা, হিংসা হেস বিষ মাখা

ভেসে যাক্ এ হৃদয়, প্লাবনে তোমার !!

হ্যাদে ও সাগরানুধি ! প্লাবিয়া এ ক্ষুদ্র যদি

ঢেলে দাও জল রাশি, অকূল পাথার !!

উদার ! উদার !

মরি ! অনন্ত পাথার !!——

ও অনন্তে ভাসাই রে ! জীবন আমার !

খুলে দে প্রাণের বান্ধ, ভেঙ্গে দে মায়ার ফান্দ

ছেঁড়ে দে স্বর্গের দ্বার, দেইগে সাতার !

উদার ! উদার !!——

মরি ! অনন্ত পাথার !!

—:—

## হিমাচল ।

( বিজন প্রবাসী )

—:o:—

অয়ি, গিরি হিমাচল !      পদে ঠাসি রসাতল (২)  
    যুগ যুগান্তর ধরি, কেন তুমি খাড়া ?  
 সম্মুখে সাগরাস্রুধি,      নিরখিছ নিরবধি, (২)  
    নখাশ্রে গণিছ কিহে, আকাশের তারা ? (২)  
 অসীমে তুলিয়ে শির,      দে'খেছ সিদ্ধুর নীর,  
    উল্লেসে অপার কিহে, পার হবে লাফে ?  
 তাই অনুমানি হেন,      কুদিয়ে উঠেছ যেন,  
    ও ভাব দেখিয়ে মরি ! ত্রাসে প্রাণ কাঁপে !!  
 কুর্বাণি কালিমা নাখা,      আকাশ পাতাল ঢাকা !  
    প্রকাণ্ড প্রচণ্ড মূর্তি ! ভয়ঙ্কর কায়া !!  
 গহীন গভীর ঘোর,      নাজানি কি ভাবে ভোর,  
    বিলুপ্ত বিঘোর দেহে, স্তব্ধ নিজ ছায়া !!  
 দিগন্তর টলমল,      সিদ্ধু ব্যোম রসাতল,  
    নিষ্পন্দ নিস্তব্ধ সব, ভয়ঙ্কর দাপে,  
 বিশ্বে যেন একি কায়া !      ঘোর বিশ্বস্তর ছায়া !  
    ও ভাব দেখিয়ে মরি ! এ প্রাণ যে কাঁপে !!  
 ধরিয়ে গভীর ধ্যান,      কাহারে দিয়াও হেন,  
    ছরস্তু হিমালী ঐশ্বর্য, শীতে হ'য়ে সারা !

নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ.                      সমাধী যোগেতে স্তব্ধ.  
 কাহারে হৃদয়ে ধরি.    আত্ম-জ্ঞান হারা !  
 বলহে কাহার লাগি,                      ঘোর যোগে ঘোর যোগা,  
 সপিয়ে দিয়াছ প্রাণ,——তুচ্ছ দেহ মায়া !  
 হাঃ কি ভীম দৃশ্য মরি !                      শূণ্যে ও আকাশ ধরি !  
 উদ্ধমুখে হেরিতেছ, বিশ্ব পট ছায়া !  
 আমারে বলিয়ে দাও,                      গিরি ! তুমি কারে চাও,  
 এ হৃদি মিশায়ে লও,    ও বিরাট ভাবে ।  
 ক্ষুদ্র কীটগুর প্রায়,                      ও দেহে মিলাই হায় !  
 ক্ষুদ্র সংসারেতে থাকি, কোন্ তুচ্ছ লোভে !  
 জলন্ত আদর্শ তুমি,                      তরাইতে মর্ত্য ভূমি.  
 বিষম তপেতে কিহে, স্বর্গে ল'য়ে যাবে ?  
 আমারে বলিয়ে দাও,                      গিরি ! তুমি কারে চাও,  
 এ হৃদি মিশায়ে লও,    ও বিরাট ভাবে ।  
 আমিরে উদাস গিরি !                      বিষম জ্বালায় মরি !  
 সাপটি আমারে তুমি, ছায়া দানে ঢাক !  
 জুড়াও প্রাণের তাপ,                      তাপিতের মাও বাপ !  
 চরণের কোণে মোরে, লুকাইয়ে রাখ !  
 আরে—লুকাইয়ে রাখ ॥

## খজুর রক্ষ ।

( সতপ্ত যোগী )

—):o:(—)

যোগে যেন যোগীজন,      ধ্যানেতে দিয়াছ মন,  
 বিগলিত জটা জুট, উর্দ্ধমুখে খাড়া,  
 শিরে লম্ব জটা ভার,      জীর্ণ দেহ শীর্ণাকার,  
 প্রকাণ্ড দীঘল বপু, হ'য়ে আত্ম হারা !  
 শীত, গ্রীষ্ম বজ্রতাপে,      কঠোর যোগেতে যা'পে,  
 নিশ্চল অচল প্রায়, একিভাবে খাড়া ।  
 কাহারে ধিয়াও হেন,      ধ্যানে হ'য়ে নিমগন,  
 ঝঞ্জা বাড় বর্ষা হিমে, হইলে যে সারা !!  
 হায় তব এই বেশ !      তবু দরা নাই শেষ,  
 জগতের উপকার রক্ত মাংস দিয়া !  
 আপন শরীর কাটি,      দিছ স্বধা পরিপাটি,  
 কাটিছে নির্দয় লোক, হাতে ছুড়ি নিয়া !  
 যতই কাটিছে হায় !      তত রস দিছ তায়,  
 দিতেছ ফলের ভোগ, মিষ্ট রসে ভরা  
 এমন তপস্বী জন,      নিঃস্বার্থ সদয় মন,  
 মানব সমাজে কিহে. আছে এই ধরা ?

ধন্য তুমি তরুণ !                      ধন্য তুমি কীর্তিধর !

ধন্য তব তপঃজপঃ, ধন্য তব দয়া !!

হ'য়ে তুমি গুরুজন,                      কর পথ প্রদর্শন,—

মজি ও তোমার ভাবে, ছেঁড়ে তুচ্ছ মায়া !

সত্য তব যোগ ধ্যান,                      সত্য তব দয়া দান,

নাহি ছল নাহি ভান, নাহি কারুসাজি

নাহি ভাব ভোগ, মান,                      নাহি কষ্ট দুঃখ জ্ঞান,

নিঃস্বার্থ প্রকৃত যোগী, কোথা পাই আজি ?

কপট চাতুরী ভরা,                      স্বার্থে ভরিয়াছে ধরা,

সংসারেতে ভুরুক্ষেপ, নাহি আছে কার ?

উপেক্ষিয়া ভোগ ভাগ্য,                      কে আছে যোগীর যোগ্য ?

তুমি বিনে তরুণ ! সন্যাসী কে আর ?

ধন্য তুমি তরুণরাজ,                      তোমার অপূর্ব কাজ !

ধন্য তব তপঃ জপঃ, ধন্য তব দয়া !

হ'য়ে তুমি গুরুজন,                      কর পথ প্রদর্শন,

মজি ও তোমার ভাবে, ছেঁড়ে তুচ্ছ মায়া !

আরে ! ছেঁড়ে তুচ্ছ মায়া !!

—

## ( প্রিয় বিরহী )

—:—

এইনা এইনা সেই, ঋতুর সঞ্চার,  
 এইনা সেদিন হায় । আসিছে আবার !  
 আবার না বহিতেছে, সেই সমিরণ,  
 করিতেছে বিহঙ্গম, মধুর কুজন ।  
 ধরিতেছে ধরণীর, মনোহর বেশ,  
 বিচিত্রে বরণ কত, অদ্ভুতের শেষ,  
 বিহারিছে নর নারী, কাতারে কাতার,  
 কতই না অখে, খুলি মনের ছয়ার !  
 কেহ হাসে কেহ ভাষে, কেহ ভাবে গায়,  
 আহা ! প্রিয়জন সঙ্গে, পরাণ জুড়ায় !!  
 মনের সন্তাপ হরে, চিন্তা করে দূর,  
 মরি কি সোহাগে মাখা, ভাবেতে বিভোর !!  
 নহেত অভাগা কেহ, আমার মতন,  
 অইনাহে সকলেরি, প্রফুল্ল বদন !  
 অইনা সবাই হেরি, ভাবে অপরূপ,  
 হায়রে কপাল ! তুই, কেবলি বিরূপ !  
 কেবলি তুইরে পোড়া, দুখের নিলয় !  
 আহা প্রাণ প্রিয়জন, কোথা এ সময় !!

কোথায় রহিল এবে, প্রাণের দোসর,  
 এক মাত্র জীবনের, আশার সোসর,  
 কতইত মনে পড়ে, উছলে পাথার,  
 হায়রে কোথায় গেল, সেজন আমার !  
 জীবনের সার যেই, গেল সেই জন,  
 গেলনা কেবলি হায়, এ পোড়া জীবন !  
 কার পানে চাব আজ, যাব কার কাছে, !  
 ব্যথার ব্যথিত ভবে, কেবা আর আছে !  
 ব্যথার ব্যথিত মোর, কেবলি ঈশ্বর.  
 ছাড়িয়া ভবের আশা, ভুঁষিতে অন্তর ।  
 ভবের সাগরে নাথ, ভুমিহে কাণ্ডার,  
 প'ড়েছি অকূলে আজ, কে করিবে পার ?

সর্বদা ধিয়াই যারে, আশা পঙ্ক ভরে,  
 এখন সে প্রিয়জন, গেল কোথাকারে !  
 গেলে ভুমি র'নু আমি, হেন কিবা পাপ ?  
 কতই রে লেখা ভালে, দারুণ সন্তাপ !  
 কতই সহিব আর, শোকের দাহন,  
 সহেনাত আর হায়, সহেনা এখন !  
 বিদারি হৃদয় অহোঃ যাবে রে পরাণ !  
 যে'য়ে কেন যায়না ও, এ কোন বিধান ?!  
 কঠিন পাষণ ! উহঃ ! কঠিন পাষণ !!  
 নহিলে কি এতদিন, বাঁচে আর প্রাণ !

ধিকরে জনম মোর, ধিকরে জনম !  
 একান্ত অধম আমি, একান্ত অধম !  
 শুধিতে নারিনু ভবে, ভালবাসা ধ্বংস,  
 এই সে সন্তাপ অহো, র'লো চিরদিন !  
 পরিতাপ শক্তিশেল, বন্ধে গাথা যার,  
 জীবন মরণ ভবে, সমান তাহার !  
 কি কাজ বাঁচিয়ে তবে, কি কাজ জীবনে ?  
 সদা দগ্ধ হ'তে হয়, চিন্তার দহনে !  
 আজি যদি থাকিতরে, আমার সে ধন !  
 আহা রে ! নাজানি তবে, কি হ'ত ঘটন !  
 নাজানি কতই সুখ, উঠিত উখলি,  
 হায়রে সুখের চিন্তা ! যারে তাহা ভুলি !  
 কি কাজ সুখের আশে, কিবা কাজ তার,  
 আশা মরিচিকা—ভাব, সদা ভবে যার !

হৃদয়ে অঙ্কিত প্রিয়, তব চিত্র পট,  
 যাহার দহনে প্রাণ, সদা ছটকট !  
 র'য়েছ হৃদয়ে বটে—পাষাণের রেখা,  
 কিন্তু এ জনমে আর, পাবনাত দেখা !  
 আর কি হেরিব তব, সে চন্দ্র বদন,  
 আর কি জুড়াবে হায় ! এ হৃদয় মন !

আর কি শুনিব সেই, ভালবাসা বোল,  
 আর কি শানন্দ ভৌরে, হবরে আকুল !  
 আর কি মজায়ে মন, মজিবে কখন,  
 সে স্থখের দিন হয় ! কোথায়ে এখন !  
 গিয়েছে সেদিন মোর, গিয়েছে সেদিন,  
 স্থখের সে স্থখ রবি, হ'য়েছে বিলিন !!  
 নাইত এখন তার, কিছু নিদর্শন,  
 কিদিয়ে জুড়াব এবে, এ পোড়া জীবন !  
 আছে বটে প্রকৃতির, সেই সমুদয়,  
 কিন্তু কি কিছুতে তোষে, এ পোড়া হৃদয় ?  
 আছত এইনা সেই, সব ঠিক ঠাক,  
 সেই পশু সেই পাখি, ফিরে থাকে থাক,  
 সেই রবি সেই শশি, সেই গ্রহ কুল,  
 সেই সে বিপিনে ভরা, প্রফুটিত ফুল ।  
 সেই ভাব সেই সব, দেখিবারে পাই,  
 কেবলি তুমিই প্রাণ ! সেই তুমি নাই !

জলন্ত বিরহে জ্বলি, প্রীতির কোণলে,  
 মূর্ত্তিমন্ত মূর্ত্তি তব, চিত্রি স্মৃতি-বলে ।  
 ভূত-পূর্ব্ব কথা সেই, করিয়ে স্মরণ,  
 ধীরে ধীরে সংগোপনে, করিয়ে রোদন,

যখন যেদিকে হায়, ফিরাই নয়ন,  
 সেই পূর্ব ভব-শোভা, করি দরশন !  
 সেই গিরী নদনদী, সেই সরোবর,  
 সেই সে আকাশে তারা, শোভে ধরে থর ।  
 সেই ঘর সেই দ্বার, সেই সব ঠাই,  
 কেবলি তুমিই প্রাণ, সেই তুমি নাই,  
 কেবল তুমিই প্রাণ, ল'রেছ বিদায়,  
 অকূল পাথারে ফেলি, অভাগারে হায় !

নাজানি কি দোষ, অহোঃ করিনু কখন,  
 তাই রোষ বশে ছাড়ি, গেলেহে এখন !  
 গেলে ছাড়ি আমি কিন্তু, ছাড়িবারে নারি,  
 কি কুহকে ভুলাইছ, যুক্তিতে নাপারি,  
 কি ভোরে ক'রেছ আহা ! মানস বন্ধন !  
 মুহূর্ত ভুলিতে নারি, হই জ্বালাতন !  
 হেনত কেহই নহে, এই বসুধায়,  
 অইনা সবেই স্থখে, ভাসিয়ে বেড়ায় !  
 অইনা সবারি মুখে, মধুমাখা হাস,  
 অইনা পূর্বের সেই, প্রীতির আভাস !  
 অইনা সে পরিজন, স্থখেতে মগন,  
 সেই পূর্ব ধুমধাম, সেই আয়োজন !

সেই বৃক্ষরাজি, ফুল-ফলে অবনত,  
 সেই কল-কল্লোলিনী, বহে অবিরত,  
 সেই ঘাট সেই মাঠ, সেই সব ঠাই,  
 কেবলি তুমিই প্রাণ ! সেই ভূমি নাই !  
 কেবল তুমিই প্রাণ ! লয়েছ বিদায়,  
 কেবলি জ্বলন্ত চিতা, আমি বহুধায় !  
 জ্বলুক অনন্তকাল, তুমি রে জুড়াও,  
 শু'য়ে থাক প্রাণ ভরি, ঘুমাও ঘুমাও !  
 ঘুমাও রে প্রাণধন, রহ এইখানে,  
 দহুক এ অন্তর্দাহ, জ্বলন্ত দহনে !  
 প্রতাপ প্রাণের হৃৎ বজ্র-গরজন !!  
 দহকরে ধূধূধূ ! দহুক হতাসন !  
 শু'য়ে থাক জন্মশোধ, ঘুমাও রে স্থখে,  
 আসিবেনা নিদ্রা আর, অভাগার চোখে !  
 আসিবেনা নিদ্রা আর, ঝড়িবেক বারি,  
 জীবন্ত সমাধী প্রাণ ! আমি রে তোমারি !!!

---

## ( ভবসংসারে একা পথিক । )

—):o:(—

জীবনের বেলাভূমি, ধূধু স্বপ্ন গত ;  
ভাবাগণা করি একা, টিটিপক্ষী মত !

অফুরন্ত কাল সিদ্ধ, ঘোর নোরেকার ;  
ফেণার উপরে ভাসি, তীরে বসি তার !  
আকাশ পাতাল ঠেকা, অতৃপ্তি ভীষণ !—

হা করি রয়েছে মুখ, করিয়ে ব্যাদন !  
সম্মুখে গর্জ্জছে ঘোর, নৈরাশ্য দারুণ,  
ভয়ে কাপি ক্ষণে বুঝি, গ্রাসী করে খুন !  
এহেন শঙ্কট ঘোরে, আমি ক্ষুদ্র পাথি,

কাল ব্যাধ হানে যেন, কোন্ দণ্ডে থাকি !!

উড়ে গিছে বিহঙ্গম, মরালের কুল,

প'ড়ে আছে ধূধু ভাভা, পুলিন বিপুল !

উড়ে গিছে তোতা শ্যায়া, বুলবুলার ঝাক,

উড়ে গিছে চক্রবাকী, ছে'ড়ে চক্রবাক !

কোথারে সুখের সর ? সে সরসী কৈ ?!

সে মালঞ্চ শ্মশান রে ! পু'ড়ে পু'ড়ে ঐ !!

কৈ সেই সুধাস্রোত ? কোথা ক্ষীর-নদী ??  
 স্বরুভু আজিরে তাহা ! শুষ্ক নিরবধি !!  
 ফোটেনা কমল তথা, ফোটেনা কুমুদ,  
 মিটেছে জন্মের তরে, সুখের প্রমোদ !  
 করেনা অঙ্গুরী-বালা, জল কেলি আর,  
 বিঘোর বিবাদ তথা, করে হাহাকার !!  
 সুখের অভাবে আজ, দুঃখ স্তম্ভ পড়ি,  
 হায় উঃ ! উদাস শোক, কান্দে রে আছাড়ি !!  
 হায় ! কোথা, জীবনের সে মধ্যাহ্ন বেলা ?  
 সন্ধ্যা নালাগিতে মরি ! ভাঙ্গি গেল মেলা !  
 খেলা দোলা ভাঙ্গি কোথা, গেল সঙ্গীগণ ?  
 আর কি করিবে কেলি, করি আগমন ?!  
 আর কি আসিবে কভু ? আর কিহে বসি ?  
 সুখের কলাপ গাবে, সুখ রসে রসি ?!  
 আর কি ঘটিবে ভাগ্যে, সে আনন্দ আর ?  
 আর কি ফুটিবে হেথা, কমল কঙ্কার ?  
 নাই সে সকল নাই ! মিটে গিছে সব  
 সুখের সঙ্গীত মেরে হ'য়েছে নীরব !!

উ'ড়ে গিছে বিহঙ্গম, মরালের কুল,  
 প'ড়ে আছে ধুধু ভাভা ! পুলিন বিপুল !!  
 উ'ড়ে গিছে তোতা, শ্যামা, বুলবুলার ঝাক,  
 উ'ড়ে গিছে চক্রবাকী, ছে'ড়ে চক্রবাক !!  
 একা আমি বৈসে বৈসে, টিটিপক্ষী মত !  
 ভাবাগণা করি কত, ভূত ভবিষ্যত ।

কে না জানে “এ জীবন, কুহেলির ছায়া ?”  
 কে না জানে “অনর্থ এ সংসারের মায়া ?”  
 কে না জানে “একদিন, অবশ্য মরণ ?”  
 তবু কেন পোড়া প্রাণ, মানেনা বারণ !  
 তবু কেন পোড়া মন ভালবাসা চায় ?  
 ভালনা বাসিলে তারে, জ্ব'লে মরে যায় !  
 একা আসা একা যাওয়া, এই সার রীতি.  
 তবু কেন সঙ্গী মন, চাহে নিতি নিতি ।  
 “আমি কার ? কে আমার ?” তবু কেন মন,  
 “আমার আমার” ভাবি, হয় উচাটন ।  
 শুধু কিন্তু ভাবা নয়, জ্ব'লে পু'ড়ে মরে,  
 যায় ! হেন দশা কোন্ দেবতার বরে ?  
 মনে মনে নাজানি কি বিদ্যুতের তার.  
 না জানি কি মনে মনে, মারিছে বাহ্যার :

না জানি রে কত দূর, গিছে সেই ডুড়ি  
 অবশ্য গিয়েছে বুঝি, পরলোক যুড়ি।  
 মানবের মনে মনে গাঁথা যেই তার,  
 মরিলেও থাকে বুঝি, টান তবু তার।  
 পরলোক তক বুঝি, তাহার বিস্তার,  
 নহিলে এহেন দশা, কেন রে আমার ?  
 আজি হো'ক কালি হো'ক, কোনবা স্মৃজন,  
 মনের সে "টেলিগ্রাম, করাবে দর্শন।  
 আজি হো'ক কালি হো'ক করিবে প্রচার,  
 অন্তরের "টেলিগ্রাম" করি আবিষ্কার।  
 আহা রে ! আমার ভাগ্যে, তাহা যদি হৈতো  
 কথেক এ ব্যথা তবে, কথেক তো যে'তো।  
 মনের সে টেলিগ্রামে, মারিয়ে বঙ্কার,  
 জানাতেম প্রিয়জনে, এ ব্যথা আমার !  
 জানাতেম এ দুঃখ রে, এ হৃদির তাপ,  
 জানাতেম অন্তরের ইতালীন দাপ !  
 রিঘোর বিষাদে এখে, কান্দাতেম তায়,  
 ছুঙ্কারে দগ্ধ হৈতো, পরলোক হায় ! .  
 ভুলেও থাকিত যদি, যদি সেই জন.  
 তথাপি সম্বাদ দিয়ে দিতেম স্মরণ !  
 তথাপি জানায়ে তারে, করি জেদ, বাদ,  
 পাঠাতেম হায় ! তারে, এদুঃখ সংবাদ ॥

এইযে বিষাদ ঘোরে, আছে এ জীবন,  
 এই যে একাকী ভাসি, পক্ষীটি মনন,  
 এই যে এতই দুঃখ ! এত দীন হিন !  
 তবু রে তথাপি সুখ, হৈতো একদিন !—  
 এক দিন, এক দিন ! বুঝিতেম্ হায় !  
 বুঝিতেম্ সেও ওরে, ছাড়েনি আশায় !  
 কিন্তু এবে কোথা সেই ?—কোথা ভালবাসা ??  
 কোথা তার সে প্রেমের, অনন্ত পিপাসা ?  
 কিছু নাই ! কিছু নাই ! নাই কিছু আর !  
 শুধু আমি দন্ধ পোড়া “স্মৃতি চিহ্ন” তার !!  
 আমি গেলে মিটে যায়, যায় চিহ্ন সব ;  
 মিটে যায় সে প্রেম রে, অনন্ত দুর্লভ !!  
 আহা ! কি সে এই তরে, ভালবেসে ছিল ?  
 না বাসিতে ভাল তারে, আগে চ’লে গেল !  
 আগেই নিভিয়ে গেল, অভাগার আশা !  
 সেই প্রেম—আজি কিনা, তার এই দশা !!  
 সৃষ্টি বিমিশ্রে যেই, অতুলিত ধন,  
 জগত ঢুড়িলে যাহা, না হ’ত মিলন ;  
 আজি কিনা সেই প্রেম !—সেই ভাল বাসা ?  
 আজি কিনা সেই প্রেম—তার এই দশা !!  
 আজি কিনা সে প্রেমের চিহ্ন টুকু নাই ;  
 আমি গেলে মি’টে আনো, যায় সে বালাই !!

'এমনি না মিটে ২' যায় আরো কত ?  
 'এমনি না মিটে গিছে, লাইলী শত শত ?  
 'এমনি না মিটে গিছে জোলেথা 'ইউসফ'  
 'মিটে গিছে শত শত ব্রজবালা সব !  
 'এমনি না তার মত গিছে রাম সীতা  
 'সুধু মাত্র ভেদ এক কবিতার গাঁথা !!  
 'কবিতার ভেঁরে মাত্র গাঁথা আছে হার !  
 'কিন্তু প্রেম কোথা কম ? আমায় প্রিয়ার ?  
 'কিসে সেই হৃদ মন, কিসে হ'ল কম ?  
 'হায় ! এই মত গেল আরো কত জন !!  
 'এমনি না মিটে ২, গেল আরো কত ?  
 'এমনি না মিটে গিছে, লাইলী শত শত !  
 'এমনি না মিটে গিছে, জোলেথা 'ইউসফ',  
 'মিটে গিছে শত শত, ব্রজবালা সব !  
 'এমনি না তার মত, গিছে রাম সীতা,  
 'সুধু মাত্র ভেদ এক, কবিতার গাঁথা !!  
 'কিন্তু সেই হৃদি মন, কিসে হল কম ?  
 'হায় ! এইমত গেল, আরো কত জন !! .  
 'হায় ! এইমত কত, শত শত ফুল,  
 'বিজনে পড়িল ঝরি, ছে'য়ে তরুমূল !  
 'বিজনে হইল লীন ! কে করে সন্ধান ?!  
 'কেবা শোনে নির্জনের বুলবুলার গান ?!

কে শোনে রে বুল্‌বুলার ক্রন্দনের রোল ?  
 বনে মিটে বনে সেই, বন-পাখি বোল !!  
 বনে ফোটে বন ফুল, বনে পুনঃ ঝরে,  
 বনের বুল্‌বুলা হায় ! বনে কেন্দ্রে মরে !!  
 নিৰ্জ্জন সঙ্গীত মরি ! নিৰ্জ্জনেতে মিশে,  
 বাতাসে মিশিয়ে যায় ! চিহ্ন রহে কিসে ?

আমিও মিশিব ওরে ! কোন্‌ দণ্ডে জানি,  
 মিশিবে বিশ্বের মত, ছায়া বাজি খানি !  
 এমনি এমনি মিশে, যায় আরো কত !  
 মিশে গেল অনীলের, সঙ্গে শত শত !  
 উড়ে গেল বিহঙ্গম, মরালের কুল,  
 পড়ে র'লো ধূধু ভাভা ! পুলিন বিপুল !!  
 উড়ে গিছে তোতা, শ্যামা, বুল্‌বুলার বাক !  
 উড়ে গিছে চক্রবাকী, ছেড়ে চক্রবাক !!  
 একা আমি বৈসে ২, টিটিপক্ষী মত,  
 ভাবাগণা করি কত, ভূত ভবিষ্যত !!

## দক্ষ তরু ।

——) : (——

চারিদিকে ধূধু ভাভা, সংসারের মরু !!  
 মধ্যখানে খাড়া আমি, শুষ্ক দক্ষ তরু ।  
 শত ঝঞ্ঝা, শত ঝড়, শত বজ্রঘায়,  
 ভেসে গিছে ডাল পালা, দক্ষ এবে কায় !  
 ভেসে গিছে আগা গোড়া, ভেসে গিছে মূল,  
 উড়ে গিছে প্রভঞ্নে, কবে পাতা ফুল !!  
 উড়ে গিছে ঝঞ্ঝাবাতে, দেহের বন্ধল  
 গুঁড়ে গুঁড়ে দাবদাহে, ভস্ম সে সকল ।  
 পাঁড়ে আছে ঝর্জরিত শুষ্ক অধু কায়,  
 ভুগু ক'রেছে বাসা, কোটরেতে হায় !  
 আপনি জ্বলেছে বহ্নি, আপনার তাপে,  
 নিমি ঝিমি দহি শেষ, কবে জানি জাপে !!——  
 কবে জানি ভস্ম শেষ, কবে জানি হই !  
 হায় রে ! পূর্বের সব, গেল মোর কৈ ?  
 এক দিন এক দিন !! সেই এক দিন,  
 বসিতেক মোর তলে, কতশ নবীন !  
 করিতেক কেলি অঙ্গে, কত প্রেমি জন,  
 কত শত রাজা প্রজা, হতো সন্মিলন ।  
 হৈতো কত অনুগত কত শত মোর,  
 নিতেক আশ্রয় কত, দুঃখে পড়ি ঘোর ।

করিতেক তপঃ জপ, কত সাধুজন;  
 করিতেক ফল ফুল, কত আশ্বাদন !  
 করিতেক আনা গোণা সবে রাত্র দিন,  
 বসিতেক মোর তলে; কত দীন হিন !  
 বসিতেক মোর তলে, কত বা নবীন,  
 একদিন ছিল মোর, সেই এক দিন !!  
 করিতেন ছায়া দান, কত জীব নরে,  
 সেই তরু দহি আমি. তপনের করে !!  
 সেই তরু পুড়ি পুড়ি, এবে পু'ড়ে ছাই !  
 ছায়া পাব দূরে ! কারো দেখা ভাগ্যে নাই  
 সেই আমি উচ্চ শির, ছিনু যেই হায় !  
 ধরাসনে ধরাগত, এবে তারি কায় !!

আশয়েতে সমুন্নত, বিসয়েতে বড়,  
 বিক্রমে, বিশাল মহা, ছিনু যেই দড় ;  
 গৌরবে উন্নত বাহু, মানে উচ্চ শির  
 সৌন্দর্য্যে আছিনু যেই, শোভা ধরণীর ।  
 সৌভাগ্যেতে ভাগ্যমন্ত, ধৈর্য্যে ছিনু ধীর  
 গুণে ছিনু গুণবন্ত, ধর্ম্মে ছিনু স্থির  
 অটল প্রতিজ্ঞাভরে, কুর্ভব্যেতে বীর  
 আপন সামর্থ্যে সদা, আছিনু গম্ভীর ।

গুণে ছিঁছু গুণবস্ত, কলে ফলবান,  
 উচ্চতায় উচ্চ ছিঁছু, পর্বত সমান ;  
 কিন্তু আমি সেই তরু, সেই আমি হায় !  
 ধরাসনে ধরগত, আমারি সে কায় !!

নয়ন আনন্দ কর, শ্যামল সুন্দর  
 আহা কিবা পত্রচয়, চারু মনোহর !  
 পড়িয়ে শিশির বিন্দু, মুক্তা নিরমল,  
 বিভাসিত চন্দ্রালোকে, করি বলমল !!  
 বাদিত্র-বাদন জিনি, স্বর স্বন স্বন.  
 পবন-পরশে মরি ! জুড়াতো শ্রবণ !  
 কাঁপারে কাঁপারে যেন, কাণ্ডাতের স্বরে,  
 বহিত সে সুধাধ্বনি, অনীল হৃদয়ে ।  
 স্নেহমাধা অমুপম, স্নিগ্ধ দরশন,  
 আছিল অপূর্ব কিবা, বিচিত্র বরণ !  
 কিন্তু এবে সেই মোর, সেই পত্রচয়  
 পবন তাড়নে ওড়ে, হয়ে ধূলীময় !  
 হায় এবে সেই আমি, সেই তরু হায় !  
 ধরাসনে ধরাগত, আমারি সে কায় !!

নবোদগত নবপীত, নবীন মুকুল  
 নয়ন রঞ্জিত মরি ! মঞ্জুরী মঞ্জুল ;  
 তরুণ অরুণ-ভাতি,—প্রভাতি কিরণ  
 পরশি করিত আহা ! কি শোভা ধারণ !!

হিল্লোলে হিল্লোলে হোলি, কল্লোলিত বায়  
 ডুবন ডুলা'তো ভাবে, মরি কি শোভায় !!  
 মরি কি অপূর্ব সেই, বাসন্তি বাহার  
 কুকিল কুহরে হৈত, মধুর ঝঙ্কার !!  
 কুজিত কলাপী কুল, কাকলি হৃদয়  
 ঝরিত অমৃত মরি ! লহরে লহর !!  
 বিললিত বিনোদিত, বিকচ পল্লব  
 কি শোভা ধরিত তাহে, শিশির উজ্জল !  
 কিন্তু সেই শোভা কৈ ? কৈ সে বাহার ?!  
 কৈরে কোথায় গেল, সে দীন আমার ?  
 স্মানে মানে, হ্রশোভনে, ছিনু যেই হায় !  
 ধরাসনে ধরাগত, এবে তারি কায় !!  
 বিকশিত হ'তো যবে, রঙ্গ রঙ্গ ফুল  
 অপূর্ব শোভায় সবে, করিত আবুল !  
 প্রক্ষুটিত কুসুমের সে মধুর বাস  
 ডুবন মাতারে যবে, করিত উদাস ।  
 পরিমল লোভে তার, মত্ত অলি কুল,  
 গুণন গুঞ্জনে যবে, হইত ব্যাকুল ;  
 পাগল হইয়ে যবে, বুলবুলার ঝাক  
 মধুর হৃদয়ে গে'য়ে, লাগাইত তাক,  
 মরিরে তখন কিবা ! কিবা সে বাহার !  
 দিগন্ত পুশক ভরে, হইত গোল্জার !

কিন্তু এবে কোথা সেই, সেই শোভা আর ?  
 কোথা সেই পরিমল ? কোথা সে বাহার ?  
 কোথা গেল ফল ফুল ? কোথা গেল অলি ?  
 সে স্থখ বিহঙ্গ কুল, কোথা গেল চলি ?  
 কৈরে কোথায় গেল, সে দিন আমার ?  
 যায় তো সংসারে সবে, এমনি প্রকার !  
 যায় তো এমনি যায়, সংসারের যত  
 ঐশ্বর্য, গরিমা, জাঁক, সব শেষে গত !!  
 কোথা থাকে ধন মান, কোথা থাকে জাঁক ?  
 কোথা থাকে শক্তি বল ? কোথা ডাক্ হাক্ ?  
 বুদ্ধি শুদ্ধি যত সব, যায় রসাতলে,  
 কেবা কার সঙ্গী সাথী, নিদানের কালে ?  
 নিদানে পলায় ছেড়ে, ভাই বন্ধু সব  
 নিদানে যায় রে হায় ! ঐশ্বর্য বিভব !  
 ধন বল জন বল, কিন্তু কিছু নয়,  
 সকলি নিষ্ফল হায় ! নিদান সময় !!  
 কেহ কি খোজে রে আজ, সেই তরু বৈলে  
 এই তো এ ভগ্ন দেহ, এই যায় দৈলে !  
 এই তো এখন তারা, অশ্রু ছায়া আশে  
 সেই তো এখন তারা, যায় আশে পাশে ।  
 সেই তো এখন সেই, বিহঙ্গম গণ—  
 হায় রে ! আগার সেই, অনুগত জন !!

সেই তো এখন তারা, অন্যস্থানে যায় ;  
 সেই আমি ব'লে ক্রণে, আর কি সুধায় ?!  
 আর কি বাঁচেরে মোর, সেই ফল ফুল ?!  
 মধু নাই উ'ড়ে গিছে, যত অলি কুল !  
 স্বার্থের সংসার হারে ! স্বার্থ স্নুধু চায়,  
 সম্পদের ভাই বন্ধু, নিদানে পলায় !

আহা ! আমি রাত্রদিন সহি কত দুঃখ !  
 যাহাদিকে বিলায়েছি, কতশত স্তব্ধ,  
 যাহাদিকে করিয়াছি, শত শত দান,  
 তারা কিনা এবে মোর, করে অপমান !  
 উপকার করিয়াছি, যেই নারী নরে  
 তারাইত পু'ড়ে পু'ড়ে, এবে দক্ষ করে !  
 মিষ্ট ফল ভার আমি, দিছি যেই জনে  
 সেই মোরে কুঠারেতে, কাটে এইক্রমে  
 দিছি যারে ছায়া আমি, দিছি প্রাণ দান  
 এবে মোরে কে'টে সেই, করে খান খান !!  
 হার রে সংসার হার ! স্বার্থের কেবল,  
 সম্পদের হাসি খুসি, নিদানে বিফল !  
 নিদানে কোথায় থাকে, ঐশ্বর্য্য বিভব ?  
 নিদানে পলায় ছে'রে ভাই বন্ধু সব !!

---

( জীবনে প্রতারিত নির্জ্ঞান নিবাসী । )

—:—:—

বারম্বার পরীক্ষিয়া অদৃষ্ট আমার,  
বুঝিয়াছি এ জীবনে দুঃখ মাত্র সার ।

কি কাজ আশায় আর ? কি কাজ ভাবায় ?

প'ড়ে আছি এক কোণে, দশম দশায় ;

প'ড়ে আছি সংসারের, ক্ষুদ্র এক কোণে

নাহি ভুরুক্ষেপ কেহ, গণে কিনা গণে !

অই শুনি হৈ চৈ, ভীম তোল পাড়,

ভীম প্রভঞ্নে যেন, দলে ত্রিসংসার' ।

উঠিয়াছে সংসারের, ঘোর কলরব,

দুর্দম আশার বসে, ছুটিয়াছে সব,

কিস্ত সাধ যে'তে নাই, ওদিকেতে আর,

ও তুফানে সর্বস্বান্ত, হ'য়েছে আগার !

ও ভিড়েতে ভাসিয়াছে, হৃদয়ের হাড়,

ওখানে ঠ'কেছি যে'য়ে, ঠেকি বারম্বার !

ঠকিতে ঠকিতে আমি, ঠকি বহুবার, .

চতুর হ'য়েছি শেষ, বিশেষ এবার ।

ঠক'য়ে ধে'য়েছি মাটি, মনে আছে বে'শ,

ঠেকিতে ঠেকিতে ভাল, শিখিয়াছি শেষ,

মনে আছে সর্ব্ব কথা, চিনি সর্ব্বজন,  
 অসময়ে নহে কেহ, কাহারো আপন !  
 বিশেষ যাহারা এই, দেবতার তায়  
 দেখিয়াছি দানবের, শেষ তারা হয় !

কাক্ষন কাচের ভেদ, বুঝেছি এখন,  
 রূপেতে নয়ন ভুলে, গুনে ভুলে মন !!  
 রূপে ভুলিতাম যবে, আছিল যৌবন,  
 যৌবন গিয়েছে এবে, গুণে ভুলে মন !

কতশত ভূগি স্থখ, কত স্থখা পিয়া,  
 আশ্বাদিনু যৌবনের, রস নিষ্কারিয়া ।  
 নিম্পেশিয়া সংসারের, ভোগ ভাগ্য যত,  
 পরাক্ষিনু একে একে, রূপ গুণ কত !  
 পরাক্ষিনু শক্তি, বল, ক্ষমতা বিস্তর,  
 কত শত রাজ্য, দেশ, মতি নিরন্তর !  
 কত রাজ, কত রানী, কত অণিকিনা,  
 কত বা পণ্ডিত, বীর, ধর্ম্মের ধর্ম্মিনী,  
 কত দেব, কত দেবী, কত বিদ্যাধরী,  
 হেরিলাম কতইত, রূপের মাধুরী  
 কিন্তু কৈ পারিলাম, তোবাইতে মন ?  
 রূপের অনলে আরো, দহিল যৌবন !  
 ভোগেতে ভাগেতে আরো, জাগিল বিকার,  
 জীবন যৌবন পুড়ি, হইল অকার !

পুড়িলু রূপের তাপে, পতঙ্গের প্রায়,  
এহেন দুর্লভ জন্ম, স্থখা গেল হায় !  
কাঞ্চন কাচের ভেদ, বুঝিলু এখন  
রূপেতে নয়ন ভোলে, গুণে ভোলে মন !

এক দিন ! এক দিন ! হায় এক দিন !

যেই কালে এ জীবন, আছিল নবীন—  
বলের বিক্রম ছিল যৌবনের কালে,  
বলে নাহি ভজি এবে গুণে মন ভোলে

বলের সম্মান ছিল, যখন যৌবন,  
যৌবন গিয়েছে এবে গুণে মজে মন ।  
যৌবনের মদগত, জীবনের শেষ !—  
ভাল মন্দ বুঝিতেছি, এবে সবিশেষ ।  
কাঞ্চন কাচের ভেদ, বুঝেছি এখন  
বলেতে শরীর বন্ধ, গুণে বন্ধ মন ।  
“স্বগুণ” স্বর্গীয় ধন, দেবত্বের প্রাণ,  
“বল” আত্মরিক ভাব, বিষের আধান ।

বলে নহে কার্য্য সিদ্ধ, গুণে সিদ্ধ সব,  
বিষ সত্ত্বে তাই পুনঃ, স্খাধার উদ্ভব ।  
হায়রে সে দিন নাই, এদিন এমন  
শক্তির সে শাস্ত্র ভাব, না খাটে এখন ।  
পলিত হ'য়েছে দেহ, গলিত দশন  
যৌবনের মদ গর্ক, কোথাহে এখন ?

কাঞ্চন চম্পক-ছটা, ছিল যে বরণ,  
 বিকট আজিরে তাহা, কোটরে নখন !  
 ইন্দ্র, চন্দ্র যিনি যেই, রূপের বাহার  
 আজিরে প্রেতের মূর্তি, বদন তাহার ।  
 অই যে যুবক গুলা, দৈত্যদল প্রায়,  
 কতনা করিছে ঘৃণা, হোরয়ে আমায় ?  
 অই যে যৌবন-গব্বা, প্রমত্তের দল,  
 আমার উপরে কত, করিতেছে বল ;  
 আমার উপরে কত, করি অত্যাচার,  
 সুার্থক বলিয়ে ভাবে. জন্ম আপনার  
 আমার উপরে করি. বিজ্ঞতা প্রকাশ,  
 অই যে বাচাল গুলা, করে উপহাস ।  
 হা কপাল ! হা কপাল ! হায় একদিন !  
 আমিও ওদের চে'য়ে, ছিলাম নবীন !  
 আমিও ওদের চে'য়ে, ছিনু বাবু ভাই,  
 রূপের বাহারে কত, মুচ্ছা যেতো ঠাই  
 ওদের মতন কত শত, পঙ্গপাল,  
 পদে দলিতাম যেন. গিপিলী জাঙ্গাল  
 ওদের মতন কত. কোটি কোটি জন  
 দর্পে দলিতাম সদা, কীটানু যেমন ।

ওদের মতন কত, শত বুদ্ধিমান  
 ধুক দিয়ে উড়াতেম, করি তুচ্ছ জ্ঞান ;  
 কত শত শক্তি, বল, কত পরাক্রম,  
 দিবানিশি দলিতাম, করি কত ক্রম ।  
 দিবা নিশি দহিতাম, কত শত তেজ !  
 কত বা ক'রেছি খর্ব্ব, না সহিয়ে ব্যাজ ;  
 কত রাজ্য কত জাতি, কত জন পদ,  
 কাঁপায়েছি মুহূর্ত্তেকে, আঘাতি এ পদ ।

কিন্তু হায় ! কিন্তু হায় ! হায় সেই দিন  
 সে দিনত দিন নাই ! আজি একদিন !!  
 একদিন একদিন, ছিন্ন একদিন,—  
 আমিও ওদের চে'য়ে ছিলাম নবীন !!

আমিও ওদের মত, ছিলাম প্রবল  
 ওরাও আমার মত, হইবে দুর্ব্বল ।  
 ওরাও আমার মত, হবে কদাকার,  
 আমা চে'য়ে হবে আরো, কুৎসিত আকার ।  
 আকাশের সূর্য্য সম, প্রতাপ আমার  
 আছিল, এখন তাহা, সবি অন্ধকার !  
 ছিলাম আমি'রে যবে, কন্দর্প যেমন,  
 ও তুচ্ছ অধম গুলা, কৈ ছিল তখন ?  
 কৈ ছিল অস্তিত্ব ? আর, কৈ ছিল উদ্ভব ?  
 দেখিলাম তুণ সম, জন্মিতে ওসব !

ভুগের মতন পুনঃ ছেঁয়ে ধরাতল,  
 ওরাই করিছে পুনঃ, আত্মরিক বল !  
 হা কপাল ! হা কপাল ! এই হ'ল সে  
 কালস্য কুটীলা গতি, নাবুঝি বিশেষ ।  
 না বুঝি, না বুঝিলাম, আমি মৃত মতি  
 কালের কি ধারা এই ? এই কাল গতি ?  
 সে দিন ত দিন নাই, এদিন এমন !  
 বলে নাহি গলে প্রাণ, প্রেমে গলে মন ।

বলে নাহি গলে প্রাণ, গলে ভক্তিভরে  
 গলি এবে যদি কেহ, পদ-সেবা করে ।

প্রত্যয় না করি আরো, মুখের কথায়,  
 সোণা বিনিময়ে কাঁচ, না কিনি হেথায় ।  
 কাঞ্চন কাচের ভেদ, বুঝেছি এখন  
 ছলে বলে নাহি ভুলে, গুণে ভুলে মন ।

বল আত্মরিক ভাব, পশু ব্যবহার-  
 ছল্ সে জলের ছিটা, বিজুলি প্রকার ।  
 কতক্ষণ থাকে বল, কতক্ষণ ছল ??

ছল্ বল্ দুইই শেষ, যায় রসাতল !  
 ছলে বলে কত কাল, ভুলে আর মন ?  
 রূপে অবশ্যই কিন্তু, ভুলে কিছুক্ষণ ।

রূপেতে নয়ন বদ্ধ, গুণে বদ্ধ মন,  
 রূপ ক্ষণকাল তরে, গুণ সর্বক্ষণ ।

রূপে ভুলিতাম যবে, আছিল যৌবন  
যৌবন গিয়েছে এবে, গুণে মুগ্ধ মন ।

গুণে ভুলি, কিস্তি নাই, রূপে আরো টান  
দেখিতে দেখিতে রূপ হ'য়েছি পাষণ ।  
পাষণ হ'য়েছে আখি, রূপ সৈয়ে সৈয়ে,  
পাগল হ'য়েছে মন, গুণ লৈয়ে লৈয়ে ।  
রূপে নাহি গলে প্রাণ, গলে ভক্তি ভরে,  
এবে গলি যদি কেহ, পদ-সেবা করে ।  
প্রক্যয় না করি আর, মুখের কথায়,  
সোণা বিনিময়ে কাঁচ, না কিনি হেথায় ।  
ঠকিয়ে ঠকিয়ে আমি, ঠকি বহুবার,  
চতুর হ'য়েছি শেষ, বিশেষ এবার ।  
বারম্বার পরীক্ষিয়া, অদৃষ্ট আমার  
বুঝিয়াছি এজীবনে, দুঃখ মাত্র সার !!  
কাঞ্চন কাচের ভেদ, বুঝেছি এখন,  
ছলে বলে নাহি ভুলে, গুণে ভুলে মন ।  
ছলে বলে নাহি গলি, গলি ভক্তি ভরে,  
গলি এবে যদি কেহ, পদ সেবা করে ।

হায় ! কি প'ড়েছি দেখি, কলি মহা ঘোর !  
চোর হ'ল সাধু যারা, সাধু হ'ল চোর !  
দেশে থাকা হ'ল ভার, ঘরে থাকা দার,  
সোণা খুঁয়ে রাস্তা কিনে, একি মহা যার ॥

শিষ্টের আদর নাই, আদর দুষ্কের,  
 আদর হ'য়েছে স্বধু, দুষ্কামী, নষ্টের,  
 আদর হ'য়েছে স্বধু ছল বঞ্চনার,  
 কপট হ'য়েছে দেখি, ভরিয়ে সংসার ।  
 এ ভবে কেবল দেখি, মুখের চটক,  
 ভুজঙ্গ ভেকের বর, কন্যার ঘটক,  
 ইন্দুরের স্বরক্ষক, হ'য়েছে বিড়াল ;  
 বাঙ্গি-বনে মোড়ল্ গিরী, লয়েছে শৃগাল ।  
 কালিন্ কালিন্ ব্যাঘ্র গুলি, পালেরে ছাগল,  
 দেখিয়ে দেখিয়ে শেষ, হ'য়েছি পাগল !  
 দেখিলাম এইতক, আর কি জানি দেখি !  
 আর কি জানি দেখিবারে, রহিয়াছে বাকী !!  
 পরিতাপে মালা জপে, তপস্বী বিড়াল,  
 তীর্থে ঘেঁয়ে গঙ্গা নে'য়ে, সাধু ফেরু-পাল ;  
 গোবধের দায় কান্দে, ব্যাঘ্র মহাশয়,  
 মাছ খাবেনা মাছ খাবেনা, চিলা বকা কর ।  
 হাড়গিলা রাখে রে রোজা, খেয়ে নিরামিস ।  
 বাজ্‌বহড়া পাতে আর, লয়না আমিস !  
 কুকুর মুণ্ডা'লো মাথা, প্রায়শ্চিত্ত করি,  
 মাছের মায়ে'র পুত্র-শোকে, উদে মরে ঝুরি ।  
 পর দ্রব্য আর ছোবেনা, শক্ত কিরা করি,  
 ইন্দুরেরা পাড়ায় পাড়ায়, সভা করে ঘুরি ।

সভা করে দেশে দেশে, হল্পুক ভল্পুক,  
 পশুপতি হাতে আর, থোবেনা মুল্লুক,  
 সভা করে ঘুড়ী ঘোড়া, সভা করে হাতী,  
 সভা করে ষাঁড়, পাঠারা, হ'তে সাধু সতী ।  
 হায়্ কি দেখি ! হায়্ কি দেখি ! আর কি জানি দেখি !!  
 আর কি জানি দেখিবারে, রহিয়াছে বাকী !!  
 নাবুঝিনু নাস্তাঝিনু, আমি মূঢ় মতি,  
 কালেরই ধারা এই ! কালেরই গতি !!

কি দেখিনু ! কি হইল !! আরজানি কি দেখি !  
 আরজানি কি দেখিবারে, রহিয়াছে বাকী !  
 সে দিনত দিন নাই ! এদিন এগন !!—  
 সে দিনের সেই ভাব, কোথারে এখন ?  
 দেখিলাম পূর্বাপর, দেখিনু সকল,  
 যা দেখিনু তাতেই ত হইলু পাগল !!  
 এই যে পাগল তবু. তবু নাই স্থির  
 দেখিতে দেখিতে শেষ, হইলু অস্থির !—  
 দেখিলাম কত দেব, কত বিদ্যাধরী,  
 কতইত দেখিলাম রূপের মাধুরী !  
 কত সতী ! কত সধবা, কত শুদ্ধ প্রাণ,  
 হেরিলাম কতইত মূর্ত্তিমতী ত্রাণ !  
 হেরিলাম কত বিবী, কত বুয়াজান  
 হেরিলাম কতশত, পবিত্র পরাণ !

কতবা “কাদার” আর, কতবা “মাদার”  
 কত বা “মাতাঙ্গি” আর, কত বা “সিস্টার”  
 “সিস্টার” “মিস্টার” আর, কত “বেরাদর”  
 কত “সাদু” কত “সাদ্বী” ভাগ্যবত-অন্তর।  
 কত বা “মুছল্লি, মোল্লা” “হাফেজে কোরাণ”  
 কত বা “মোস্তাক্কি” “কাজি” “হাজী” “মওয়াজ্জান” !  
 কতইত হেরিলাম বিবী বুয়াজ্জান !  
 কতই বা দেখিলাম পবিত্র পরাণ !!  
 কিস্তি কৈ পারিলাম, তোবাইতে মন ?!  
 কৈ কোথা পাইলাম, শুদ্ধ খাটী ধন ?!  
 পাইলাম কোথা আর, শুদ্ধ খাটী সোণা ?  
 “আন্ত” বলে পাব সাধ, শেষে পান্নু “মোনা” !  
 কৈ আর পারিলাম, তোবাইতে মন ?  
 কৈ কোথা ? ভুলিলাম অসহ্য দহন !!  
 দহন দাহনে মরি। পুড়িনু বিশেষ,  
 ফাকি আর ফুকি আর, বুঝিলাম শেষ !!  
 বুঝিলাম ফাকি ফুকী, সংসারের ধারা,  
 বুঝিয়ে, বুঝিয়ে শেষ, বুঝে হনু সারা !!  
 বা বুঝিনু বা দেখিনু, তাতেই পাগল !—  
 পাগল হইয়ে শেষ আছি ত, কেবল ।

হার্ কি দেখি ! হার্ কি দেখি !! আর কিছানি দেখি !

• আর কি জানি দেখিবারে, রহিয়াছে বাকী !

সে দিনত দিন নাই, এ দিন এমন !

কাঞ্চন কাচের ভেদ, বুঝেছি এখন,

বুঝেছি বুঝেছি ভাল, আমি মূঢ় মতি,

কালেরই ধারা এইই ! কালেরই গতি !!

—:—

## বিশ্ব কলঙ্কী ।

—) : (—

মুখে মাখি কালি চুন, করিয়াছি কালি

মাথায় লয়েছি তুলি, কলঙ্কের ডালি ।

সবে মোরে চিনে ভাল, কলঙ্কী এ নাম,

এ'স কেবা সঙ্গে যাবে, এ'স রাজ-ধাম !

কাজ কিবা পাড়া পল্লী, কাজ কিবা গ্রামে ?

সোজা সৃজি চ'লে যাব, উচ্চ রাজ-ধামে ।

পরিচয়ে কিবা কাজ ? চিনে সর্ব জন,—

কলঙ্কী বলিয়ে নাম, বিখ্যাত ছুবন !

মহিষ না শৃঙ্গী হ'ল, শৃঙ্গী হল “ত্ৰীং” \*

আমার মাথায় স্রু, গজায়েছে সিং !

---

\* ত্ৰীং = কোকিল সিং বিশিষ্ট এক জাতির হরিণ ।

সবেইত, শ্যামে ভজে, শ্যাম ছাড়া নাই,  
একা হ'ল বৃন্দাবনে, কলঙ্কিনী রাই !

ধন্য ধন্য জগতের, ধন্য হুবিচার !—

মোহন মুরত শ্যাম, কাল নাম তার !

অন্ন ছাড়ি হুঁরা পান, মিষ্টেনাত ক্ষুধা,

বিষম গয়ল তারে, লোকে বলে হুধা !

আমি দহি দিবা নিশি, সংসারের তায়

পোড়া লোকে মন্দ ভাষি, অধিক জ্বালায়

আমি ঠেকি অহর্নিশি ঘোর দুঃখ দায় !

মন্দ লোকে নিন্দা করি, কিবা ফল পায় ?

আমি সহি দিবা নিশি সংসারের দুঃখ-

লোকে মোরে নিন্দা করি, কিবা পায় হুখ ?

একা করিগ্নাছি পাপ, একা সহি তাপ.

লোকে মোরে নিন্দা করি, কিবা পায় লাভ ?

নাহি ছাড়ে জাতি ধর্ম, উই, হিন্দুরের,

অনর্থক নষ্ট করে, দ্রব্য সংসারের ।

নিন্দা করে সৈতে নারি, নিন্দিলে বিপদ,

কহিতে সহিতে হয় ! উভয়ে শঙ্কট !——

আমি যদি করি নিন্দা, একে হয় আর

থেতো বটী হয়ে উঠে, খর তরবার !

আমি যদি কহি কথা, জলে অগ্নি জ্বলে,  
অপরের দোষ রাশি, গুণ সবে বলে ।  
তেইলের মাথায় তৈল, ঢালে সর্বজন  
রক্ত কেশে আমি পাই, ধূলি নিক্ষেপণ !!  
ভাল যদি কহি আমি, মন্দ বলি রোধে,  
গুণ হয়ে দোষ হল, কপালের দোষে !!

নিন্দে মোরে সৈ'তে নারি, নিন্দিলে বিপদ  
কৈতে নারি, সৈ'তে নারি, উভয়ে শঙ্কট !—  
কহিতে আপন দুঃখ, পর-গ্লানি হয়,  
তবে কি কর্তব্য করি, বলুন মহাশয় !

যখন অদৃষ্ট যার, হয়েন বৈয়ুখ,  
সব চেয়ে ভাল তার, হয়ে থাকা চুপ ।  
বিপদে নীরব, ধৈর্য্য, মঙ্গলের কাজ,  
বিপদে ধৈর্য্য ধরে, পণ্ডিত সমাজ !

ভাগ্যে যাহা নাহি ঘটে, চেষ্টাতে কি হয় ?

সকলি নিষ্ফল হয় ! হ'লে অসময় !

অসময়ে বিষ হয়, দিলে চিনি দুধ !

“মা” না বৈ'লে “মামী” বলে, উদরের পুত্ৰ !!

সময় হইলে মন্দ, মধু লাগে বাল ।

ছাগে চাটে দর্প ভরে, শাদ্দুলের গাল ।

অদৃষ্ট হইলে মন্দ, সব বিপরিত,  
 আম গাছে ফলে নিম, ঘটে অচরিত !  
 অদৃষ্ট হইলে বাদী, বাদী বিশ্বময় !  
 অন্তে দূরে থাকু তার, আপু পর হয় ।  
 অদৃষ্ট টলিলে ডোবে, শুকনো ঘাটে নাও !  
 মাটি ফেঁটে বে'র হয়, জ্যান্ত বাঘের ছাও !  
 অদৃষ্ট টলিলে কাটে, স্বপনের সাপে,  
 নিয়তি টুটিলে আর, রাখে কার বাপে ?  
 অদৃষ্ট হইলে ভাল, ভাল হয় সব ;  
 কাঠের পুতুল করে, মানিক্য প্রসব ।  
 অদৃষ্ট ফিরিলে ফিরে, গাং ভাটা মোত  
 সে'ধে ডাকে “বাবা ডাক” অপরের পুত ।  
 অসম্ভব যত কিছু, সম্ভব তা হয়,  
 সৌভাগ্যের কালে কিছু, অসম্ভব নয় ।

হায় রে পড়েছি আমি, অদৃষ্টের পাকে !  
 কলঙ্কী বলিয়ে লোকে, তাই মোরে ডাকে !!  
 অদৃষ্ট হয়েছে বাদী, নাজানি কি পাপ,  
 তাই রে কাটিল মোরে, আশ্বিনের সাপ !  
 করে দিব দোষ আমি; কার মন্দ ভাল ?——  
 আমারি কপাল স্বধু, আমারি কপাল !!

কপালের তুল্য নয়, রূপ গুণ কুল,  
কপালই মূল হয় ! কপালই মূল !!  
কপালই জাত ভাত, কপালই রূপ,  
কপালে ভিকারী করে ! কপালেই ভূপ,  
কপালের তুল্য নয়, রূপ গুণ কুল,  
কপালই মূল হয় ! কপালই মূল !!

কারে দিব দোষ আমি ? কার মন্দ ভাল ?——

আমারি কপাল শুধু, আমারি কপাল !!

কপালের দোষে মম, এ দশা রে আজ,

হিন লোকে তুচ্ছ ভাবে, কহিতেও লাজ !

ক্ষুদ্র লোকে তুচ্ছ করে, কৈতে অপমান  
সৈতে পুনঃ মর্মপীড়া, যুত্যা সম জ্ঞান ।

ক্ষুদ্র লোকে তুচ্ছ করে, বরং সহায় ;

কিন্তু মহা দুঃখ হয় ! জ্ঞাতীর নিন্দায় !

জ্ঞাতী হয়ে নিন্দা করে, বিষম সে দুঃখ !

অসহ জ্ঞাতীর স্পর্ধা ! দন্ধ করে বুক !!

তীর, গোলা, বজ্র, শেল, সব স'তে পারি

গর্বিত জ্ঞাতীর বাক্য কিন্তু স'তে নারি !

গর্বিত জ্ঞাতীর বাক্য, সৈতে নারি হয়,

উদাসীন হনু তাই, ঠেকি ঘোর দায় ।

গর্বিত জ্ঞাতির বাক্য, মৈতে নাই পারি,  
 ধর্মশীল যুধিষ্ঠির, হৈল দেশান্তরি !  
 জ্ঞাতির গর্বিত বাক্য, সহ্য যদি যে'তো,  
 রাম ভক্ত বিভিষণ, কভু নাই হৈত ।  
 না হৈত লঙ্কার ক্ষয়, বানরের হাতে,  
 সোণার ভারত আজ, না যে'তো প্রপাতে ।  
 জ্ঞাতির গর্বিত বাক্য, অসহ্য দহন,  
 তাই লঙ্কা-কাণ্ড, তাই কুরুক্ষেত্র-রণ ।  
 তাই সে আঠার পর্বে, রচনা ভারত,  
 তাই সে পৃথুর চিতা, জ্বলে এ যাবত ।  
 তাই ইন্দ্র প্রস্থ আজ, হস্তিনার ক্ষয়,  
 তাই আজ রাজ স্থান, রাজ্যের বিলয় !  
 তাই সে দহিছে আজ, কত মহা দেশ,  
 মোসৌম রাজত্ব তাই, এ ভারতে শেষ ।—  
 শকাব্দ জন্মের যে, শোণিতের রাগ,  
 শত সিরাজের রক্তে, যাবে না সে দাগ ।  
 হায় রে ! জ্ঞাতির গর্ব, কি কঠোর হায় !  
 প্রাণ যাবে তবু নাই, সহ্য তাহা পায় !!  
 সহ্য হয় নরকের, অসহ্য দহন,  
 সহ্য হয় তীর গোলা, বজ্র নিক্ষেপণ ।  
 সহ্য হয় জগতের, যত কিছু সব,  
 জ্ঞাতির গর্বিত ভাব, সহ্য অসম্ভব !!

সেই সৈতে পারে যার, দেহে নাই প্রাণ,  
 কে সহিতে পারে যেই, সমানে সমান ?  
 সমান শোণিত যার, সমান আশয়,  
 সমান বুনিয়াদ যার, সমান বিষয় ;  
 একই বংশেতে যার, সমান উদ্ভব,  
 সে সবে জ্ঞাতির গৰ্ব, একি অসম্ভব !!

বিশেষ স্বাধীন যেবা, স্বাধীন অন্তর,  
 স্বাধীন গানস যার, তীক্ষ্ণ নিরন্তর !  
 অত্যুচ্চ হিমাঙ্গি সগ, যার উচ্চ মন,  
 গর্বিভের গর্ব সেকি, সহে কদাচন ?  
 সেকি কভু নত হয়, পাষণ্ডের কাছে ?  
 পাপিষ্ঠের পাপাচারে, সেকি প্রাণে বাঁচে ?  
 হোঁক ছোট, হোঁক ক্ষুদ্র, হোঁক হিন বল,  
 যদি থাকে হৃদে তার, যদি মহাবল !  
 যদি থাকে সত্য বল, যদি থাকে তেজ,  
 ধরিবে সে নিজ মূর্তি, ধরিবে না ব্যাজ ।  
 ধরিবে সে নিজ মূর্তি, ধরিবে আপনি,  
 না সহিবে গর্বিভের, তুচ্ছ গর্ব বাণী ।  
 স্বভাবের সিদ্ধ যাহা, কে খণ্ডাবে তায় ?  
 দুর্জয় জ্ঞাতির ঘেস, দুঃস্থ সে হয় !  
 দুঃস্থ জ্ঞাতির ঘেসে, এ দশা ত আজ,  
 প্রাণে মাত্র বেঁচে আছি, উদাসীন সাজ !!

সহিয়ে অসহ জ্বালা, হইয়াছি শেষ,  
ছাড়ি জীবনের মায়া, ঘুরি দেশ দেশ ।  
ছাড়ি জীবনের মায়া, ছাড়ি প্রাণ আশা,  
এ নব বয়সে করি, তরুতলে বাস !

হায় রে ! আমার দিন, ফুরাবার নয় ।  
আমার কপালে বুঝি, নাই সু সময় !  
সুসময় অসময় ঘোরে, পালা প্রায় ;  
আমার কর্মের ভোগ, কেন নাহি যায় ?  
কবে ঘাবে এ দুর্গতি, কবে হবে ক্ষয় ?

আহা রে ! আমার ভাগ্য, রাহু গ্রস্থ ময় ।  
যেই আমি পরাক্রমে, তপনের প্রায়,  
সেই আজি ধরাতলে, ধূলিতে লুটায় !

যেই আমি মহাবল, প্রলয়ের ন্যায়,  
সেই আজি তুচ্ছভাবে, কান্দিয়া গড়ায় !  
যেই আমি সমুন্নত, ছিনু এক দিন,  
সেই আমি আজি হায়, অধের অধীন ।

সেই আমি আজ হায়, পথের কান্দাল,  
সিংহেরে ঘেরিছে আজ, পিপীলি জাঙ্গাল ।  
চান্দ্রেরে দলিছে আজ, পেচকের দল,  
দেবের উপরে উছঃ ! দানব প্রবল !  
কি সাধ্য বাচিবে সেই, বিধি মারে থাকে,  
আহা রে ! পড়েছি আমি, অদৃষ্টের পাকে !

অদৃষ্ট হয়েছে বাদী, তাই বাদী সব !  
 তাই হা ! হইল মাটি, অনন্ত বিভব !!  
 কারে দিব দোষ আমি, কার মন্দ ভাল ?  
 আমারি কপাল শুধু ! আমারি কপাল !!  
 কপালের তুল্য নয়, রূপ গুণ কুল,  
 কপালই মূল হয় ! কপালই মূল !!

—:oo:—

( প্রিয় বিরহী । )

—): (—

এইনা এইনা সেই, ঋতুর সঞ্চার,  
 এইনা সে দিন হয় ! আসিছে আবার !  
 আবার না বহিতেছে, সেই সমিরণ,  
 করিতেছে বিহঙ্গম, মধুর কুজন ।  
 ধরিতেছে ধরনীর, মনোহর বেশ,  
 বিচিত্র বরণ কত, অদ্ভুতের শেষ !  
 বিহারিছে নর নারী, কাতারে কাতার,  
 কতই না স্নেহে খুলি, মনের ছয়ার !  
 কেহ হাসে কেহ ভাষে, কেহ ভাবে গায়,  
 আহা ! প্রিয়জন সঙ্গে, পরাণ জুড়ায় !!—  
 মনের সন্তাপ হরে, চিন্তা করে দূর,  
 যদি কি ! সোহাগে মাখা, ভাবেতে বিভোর !!

নহেত অভাগা কেহ, আমার মতন,  
 অই নাহে সকলেরি, প্রফুল্ল বদন !  
 অইনা সবেই হেরি, ভাবে অপরূপ,  
 হায়রে কপাল ! তুই, কেবলি বিরূপ !  
 কেবলি তুইরে পোড়া, দুঃখের নিলয় !  
 আহা প্রাণ প্রিয়জন, কোথা এসময় !!  
 কোথায় রহিল এবে, প্রাণের দোসর ?  
 এক মাত্র জীবনের, আশার সোসর !  
 কতই না মনে পড়ে ! উছলে পাথার !—  
 হায়রে কোথায় গেল, সে জন আমার ?  
 জীবনের সার যেই, গেল সেই জন,  
 গেলনা কেবলি হায়, এ পোড়া জীবন !!  
 কার পানে চাব আর, যাব কার কাছে ?  
 ব্যথার ব্যথিত ভবে, কেবা আর আছে ?  
 ব্যথার ব্যথিত মোর, কেবলি ঈশ্বর,—  
 ছাড়িয়ে ভবের আশা, তুষিতে অন্তর !  
 ভবের সাগরে নাথ ! তুমিহে কাণ্ডার,  
 প'ড়েছি অকূলে আজ, কে করিবে পার ?  
 সর্বদা ধিয়াই যারে, আশা-পক্ষ-ভরে,  
 এখন সে প্রিয়জন, গেল কোথাকারে !

গেলে তুমি রনু আমি, হেন কিবা পাপ ?

কতই রে লেখা ভালে, দারুণ সন্তাপ !

কতই সহিব আর, শোকের দহন ?

সহেনা ত আর হায়, সহেনা এখন !

বিদারি হৃদয় অহো, যারে রে পরাণ !

সেত গেল তুই র'লি, এ কোন বিধান ?

কঠিন পামান উঃ ! কঠিন পামাণ !!

নহিলে কি এতদিন, বাঁচে অস্ত্র প্রাণ ?

ধিক্বে জনম মোর, ধিক্ এ জনম,

একান্ত অধম আমি, একান্ত অধম !

শুধিতে নারিনু ভবে, ভালবাসা-স্বাণ,

এইতো সন্তাপ অহো, র'ল চিরদিন !

পরিতাপ-শক্তিশেল, বক্ষে গাথা যার,

জীবন মরণ ভবে, সম ভাব তার ।

আজি যদি থাকিতরে, আমার সে ধন !

আমরি ! নাজানি তবে, কি হ'ত ঘটন !!

নাজানি কতই সুখ, উঠিত উঠল !

হায়রে সুখের চিন্তা ! যারে তাহা ছলি !

কি কাজ সুখের আশে, কিবা কাজ তার ?

আশা-মরিচিকা-ভাব, সদা ভবে যার

কি কাজ বাচিয়ে তার ? কিবা কাজ জিয়া ?

চিন্তার দহনে যার, সদা দহন হিয়া !

হৃদয়ে অঙ্কিত প্রিয় ! তব চিত্রে পট,  
 তাহারি দহনে প্রাণ, সদা ছট ফট !  
 র'য়েছ হৃদয়ে বটে—পাষাণের রেখা,  
 কিন্তু এ জনমে আর, পাবনাত দেখা !  
 আর কি হেরিব তব, সে চন্দ্র বদন,  
 আর কি জুড়াবে হারে ! এ হৃদয় মন !  
 আর কি শুনিব সেই, ভালবাসা-বোল ?  
 আর কি আনন্দ ভোরে, হবরে আকুল ?!  
 আর কি মজায়ে মন, মজিবে কখন ?  
 সে সুখের দিন হয় ! কোথা বা এখন ?!  
 গিয়েছে সে দিন মোর, গিয়েছে সে দিন !  
 সুখের সে সুখ-রবি, হ'য়েছে বিলীন !!  
 নাই ত এখন তার, কিছু নিদর্শন !  
 কিদরে জুড়াব এবে, এ পোড়া জীবন ?!  
 আছে বটে প্রকৃতির, সেই সমুদয়,  
 কিন্তু কি কিছুতে তোমে, এ পোড়া হৃদয় ?  
 আছেত এইনা সেই, সব ঠিক ঠাক.  
 সেই পশু সেই পাখি, ফিরে ঝাকে ঝাক  
 সেই রবি সেই শশি, সেই গ্রহ কুল;  
 সেই ও বিপিনে ভরা, প্রস্ফুটিত কুল।  
 সেই ভার সেই সব, দেখিবারে পাই,  
 কেবল তুমিই প্রাণ ! সেই তুমি নাই !!

জ্বলন্ত বিরহে জ্বলি, প্রীতির কোশলে,  
 মূর্তিমন্ত মূর্তি তব, চিত্তি স্মৃতি-বলে ।  
 ভূতপূর্ব কথা যত, করিয়ে স্মরণ,  
 ধারে ধীরে সংগোপনে, করিয়ে রোদন !  
 যখন যে দিকে মরি ! কিরাই নয়ন,  
 সেই পূর্ব ভব-শোভা, করি দরশন !  
 সেই গিরি নদ নদী, সেই সরোবর,  
 সেই সে আকাশে তারা, শোভে থরেথর !  
 সেই ঘর সেই দ্বার, সেই সব ঠাই,  
 কেবলি তুমিই প্রাণ, সেই তুমি নাই !  
 কেবল তুমিই প্রাণ, ল'য়েছ বিদায় !  
 অকূল পাথারে ফেলি, অভাগারে হায় !

— : —

নাজানি কি দোষ, অহোঃ ! করিছু কখন,  
 তাই রোষ বশে ছাড়ি, গেলোহে এখন !  
 খেলে ছাড়ি আমি কিন্তু, ছাড়িবারে নারি,  
 ক্ষি কুহকে ফুলাইছ, বৃষ্টিতে না পারি !  
 কি জোরে করেছ আহা ! মানস বন্ধন !  
 মুহূর্ত ভুলিতে নারি, হই জ্বালাতন !  
 হেন ত কেহই নহে, এই বহুধার !  
 অইনা সবেই স্মৃতি, ভাসিয়ে বেড়ায় ?

অইনা সবারি মুখে, নধুমাখা হাস ?  
 অইনা পূর্বের সেই, প্রাণের আভাস !  
 অইনা সে পরিজন, হৃদয়ে নিমগন ?  
 সেই পূর্ব ধুমধাম, সেই আয়োজন !  
 সেই বৃক্ষরাজি, কুল-ফলে অবনত,  
 সেই কল-কল্লোলিনী, বহে অবিরত !  
 সেই ঘাট সেই নাট, সেই সব ঠাই,  
 কেবলি তুমিই প্রাণ ! সেই তুমি নাই !  
 কেবল তুমিই প্রাণ ! লয়েছ বিদায় !  
 কেবলি জ্বলন্ত চিতা, আমি বসুধায় !!  
 জলুক অনন্ত কাল !!—তুমিরে জুড়াও,  
 শু'য়ে থাক প্রাণ ভরি, ঘুমাও ঘুমাও !!  
 ঘুমাওরে প্রাণধন ! রহ অই খানে,  
 দহুক এ অন্তর্দাহ, জ্বলন্ত দহনে !  
 প্রতাপ প্রাণের হুহু, বজ্র-গরজন !!  
 দহুক রে ধূধু ধূধু ! দহুক হতাসন !  
 শু'য়ে থাক জন্মশোধ, ঘুমাওরে স্নেহে,  
 আসিবেনা নিদ্রা আর, অভাগার চোখে !  
 আসিবেনা নিদ্রা আর !—সার অশ্রু-বারি !  
 জীবন্ত সমাধি প্রাণ ! আমি রে তোমারি !!!

## কিরণ প্রভা

— ০: —

( আভাস )

ভারত বর্ষ প্রেমের লীলা ক্ষেত্র, স্বক রাধিকার স্মার মূর্তিমন্ত  
 প্রেমের দেবতা, এবং শ্রীগৌরাক্ষের স্মার সাক্ষাৎ প্রেমের অবতার  
 বাস্তবিকই তাহার উপযুক্ত ! জগৎ হইতে প্রেমও কখন কুরাইবে  
 না, রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনীও কখন আর পুরাতন হইবেক না ।  
 এই ভারত ভিন্ন আরব, পারস্ত, মিসর, তুরস্ক প্রভৃতি রাজ্য সমূ-  
 হও প্রেম সম্বন্ধে সামান্য সৌভাগ্য শালী নহে ; তত্তাবত দেশ  
 প্রেমের চির কর্ষিত সুপ্রসিদ্ধ উর্বর ক্ষেত্র বটে । ইউসফ্ জোলেন্ধা,  
 লাইলা মজনু, শিরী বহুত্ প্রভৃতির উদ্যম প্রেম-প্রবাহও সেই  
 সকল দেশের সুবিশাল অমৃত পরম্বিনা সদৃশ বহুমান ; সমস্ত পৃথিবী  
 পূর্বাপর তাহার সুসিদ্ধ হিলোলৈ চির মুহুমান । সৌভাগ্যশালী  
 কবিদিগের কবিতার অমৃত বর্ষণে সেই সমস্ত আরোও এক জীবন্ত  
 মোহকরী ভাব ধারণ করিয়া জগতে অতীব বিস্ময় বিহ্বলতার  
 আবহায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে । কিন্তু এই বিঘোর কলি  
 যুগের মধ্যে আজি এই সামান্য ক্ষুদ্র পুস্তিকা দ্বারা যে কয়েকটি  
 প্রচ্ছন্ন প্রেমের স্বলন্ত উৎস উদ্ঘাটন করিয়া প্রিয় বঙ্গবাসী  
 দিগকে উপহার প্রদান করিতেছি, ভরসা করি তাহার চির  
 সুসিদ্ধ অমৃত দ্বারা পানে কথঞ্চিৎ তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইবেন ।  
 হরত এক সময় ইহার প্রবল প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া এই বিদগ্ধ  
 পোড়া প্রাণের স্মার কত বা উদ্ভাস্ত প্রাণ, আত্ম হারা তৃণবৎ

যুগান্তের তরে ভানিয়া বাইবে; হয়ত ইহার ক্ষুদ্র স্রোতে  
কত শত জীবনের ভীট। মাটি পথ্যস্ত উৎসন্ন হইয়া অকূল সমুদ্রে  
নিমজ্জিত হইবে। কিন্তু আক্ষেপ! শত আক্ষেপ! যে, ভাষায়  
আমার তেমন বল নাই, কল্পনায় তেমন অধিকার নাই, কবিত্বের  
স্বৈরীন প্রবীনতা নাই; অধিকন্তু রীতিমত কাব্যাকারে গঠন  
করিবার ক্ষমতা এখানে ক্ষেত্রও তেমন প্রসারণ করা হয় নাই।  
যদি বঙ্গদেশে কোন উদমশীল প্রকৃত ভাবকের দল থাকিয়া  
থাকেন, যদি বাস্তবিক কোন সিদ্ধ হস্ত কবি অতঃপর বঙ্গদেশে  
জন্ম গ্রহণ করেন, তবে আমার এই অভাব অবশ্যই পূর্ণ করিয়া  
দরিদ্র বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, অবশ্যই প্রকৃত কাব্য-  
কারে ইহা সুসজ্জিত করিয়া জগৎকে বিমুগ্ধ করিবেন; এইটী  
আশা রহিল। ঈশ্বর ভাবিয়া ভবিষ্যৎ কবি সমাজ এবং প্রমত্ত  
ভাবুক হৃদয়ের নিকট এইটী বিনিত প্রার্থনা থাকিল। আমার সময়  
অল্প, আমার জীবন সাহিত্য সংসারের অন্য কার্যে ব্যতিব্যস্ত !!

বাল্যলীলা কবি হইতে জানেন, প্রেমিক হইতে পারেন;  
কিন্তু কবিতার ভাষা কি, তাহা জানেন না; প্রকৃত প্রেমের  
বিষয় কি, এবং মর্মস্থলের কথা কি, তাহা বুঝিতে প্রয়াস  
হন না। অনেকে নাটকে, নভেলে, এবং গদ্য প্রবন্ধে বেশ বাহাদুরী  
দেখাইতেছেন সত্য, কিন্তু বঙ্গভাষা কবিতা অংশে এতদূর দরিদ্র  
যে, তাহা ভাবিলে দুঃখে মর্ম-পীড়িত হইতে হয়। “হিয়া দগদগি,  
প্রমত্তো গোড়ানী ভাষা” দুই একটী লোকেই এদেশে কথঞ্চিৎ  
লিখিতে পারেন। পূর্বকালে বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি  
মহাত্মারা প্রেমের ভাষার গঙ্গা যমুনা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।  
সেই সেই এক কাল। ও সেই এক ভাষা ছিল। আধুনিক কবিদিগের

অধুনাতন পৃথক ভাষা, পৃথক রকমেরই বিচিত্র-২ ভাব সকল বিদ্যমান বটে ; কিন্তু তাহাতে উন্নত প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ-তাড়না নাই, প্রেম মদিরা-প্রমত্তকরী প্রাণ-ভরা উচ্চাষ ভাব রাশি নাই। কলতঃ এমন একটা পরিভূষণ তাহাতে নাই, বাহ্য উপভোগ করিয়া প্রাণ মন শীতল হইতে পারে ; আর সেই মধুরতার মদিরাঃ সুপানে বিশেষ একটা চিরস্থায়ী ভাব বিষম উত্তেজিত হইয়া অন্তর রাজ্যে চির জাগ্রত থাকিতে পারে। যে ভাষা প্রাণের মধ্যে বিদ্ধ হয়, এবং সুতীক্ষ্ণ রূপে অন্তরে বাজে ! তাহার নামই “মর্ম্মের ভাষা” তাহাকেই বলে “প্রেমের ভাষা।”

আধুনিক বঙ্গীয় কবিদিগেরশ্রেষ্ঠ গুরু মান্নবর হেম চন্দ্র বনার্জি বিংশতি বৎসর পূর্বে “মদন পারিজাত” এবং “চিন্তা তরঙ্গিনীতে” ভাবের ও প্রেমের ভাষার যে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া যেক্রপ ভাব ও যেক্রপ প্রেমের বিচিত্র চিত্র সকল অঙ্কিত করিয়াছেন, আধুনিক পরিমার্জিত সুরূচি সম্পন্ন শিক্ষিত দিগের নিকট তাহা নিতান্ত উপাদেয় উপভূগ্য বটে। হেম বাবুর “দয়িতের পত্র” কাব্য জগতের এক চমৎকার সৃষ্টি !! “পারিজাতের” করুণ বিলাপ প্রেম শাস্ত্রেরই প্রকৃত ভাষা ! দেহের জন্ত যেমন আহার আছে প্রাণের পরিভূষণের জন্তও তেমন খাদ্য সামগ্রী রহিয়াছে। কাব্য ও কবিতা এবং যোগ উপাসনা তাহার মধ্যে প্রধানতম। জাতি বিশেষ ও জীব বিশেষে সেই খাদ্য যেমন অনেক স্থলে নিষ্কৃষ্ট হইয়াছে ; বাঙ্গালীর মনো প্রাণের জন্তও তেমন চির অভ্যস্ত বাঙ্গলার জিনিষ চাই। তাই কীর্ত্তিবাসী রামায়ণে “সীতাহারা রামের বিলাপ” কাশিদাসী মহাভারতে “পুত্র হারা গান্ধারীর রোদন” ও জাতি হস্তা “যুধিষ্ঠিরের খেদ” এবং সীতার বনবাসে “সীতার বিদায়” এবং অন্যান্য বাঙ্গালী

প্রসঙ্গকণ্ঠের বিষয় বিশেষ উপভোগ করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় মন যে প্রকার প্রকৃত পরিভূতি লাভ করে, অন্য ভাষায় তেমন নহে। তাই বাঙ্গালী কবি ও বাঙ্গালী ভাবুকের পক্ষে “ঐদাম্য ভাব” ও “পেম-কাহিনী” গুণিতে হইলে হেম বাবুর ভাষা প্রাণের মধ্যে বড় লাগন লাগে !! অল্পেই যেন হৃদয় ভরিয়া উথলিয়া ওঠে !! “ঈশান বাবুর” “যোগেশ্বর” ভাষাও কম মর্ম্মস্পর্শি নহে। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ প্রেমিক কবিদিগের এইরূপ সহজ উদার ভাষায় এতি সুদৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। “কিরণ প্রভা” ও “অকণ ভাতির” ভাষায় যদি তদনুরূপে কেহকে বিন্দু মাত্রও সাহায্য করিতে পারে তবে এই দুই জীবনকে চির কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

( পরিচয় । )

পুরাকালে এসিয়া মহাদেশের পশ্চিম ভাগস্থ সমুদ্র নিকটবর্তী কোন সমুদ্রশালী ভূমি খণ্ডে এক পরম পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ধন জন, ক্ষাতি কুল, রাজ্য, সজ্জয়, বুদ্ধি পরাক্রম এবং রূপ, গুণ, কীর্ত্তি যশে কিছুতেই কিছু তাঁহার অভাব ছিল না। কিন্তু একমাত্র সন্তান অভাবেই সেই সোণার সংসার বহুদিন ব্যাণী ঐদাম্য বিষাদের নিকেতন হইয়া উঠিয়াছিল। বহু সাধ্য সাধনা এবং দান ধ্যানের পর, সেই নরপতির একমাত্র কন্যা সন্তান জন্মে। আনন্দ উল্লাসে তাহাতেই দেশ ভরিয়া যায়।

( ২৭ )

সুখ সৌভাগ্য কাহারও চিরস্থায়ী নহে, “সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ” জগতেরই স্বাভাবিক নিয়ম । রাজ কন্তার সপ্তম বর্ষ বয়সের সময় তাঁহার গর্ভধারিণীর মৃত্যু ঘটে, ষোড়শ বৎসরের সময় পিতাও ইহলোক পরিত্যাগ করেন । তখনকার সেই দেশ প্রচলিত নিয়মানুসারে রাজকুমারীই রাজ্যেশ্বরী হইয়া রাজ-কার্য্য নির্বাহ করিতে থাকেন । রাজ কন্তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত ও পিতৃ-বংশ-নমুদ্রিত একজন পরম রূপবান, পরম গুণবান, ও পরম নিষ্ঠাবান, ধর্ম্মপরায়ণ রাজ কুমার, পূর্ব্ব হইতেই রাজ কন্তার এক পরিবার ভুক্ত, এবং রাজা ও রাজরাণী কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া আনিতেছিলেন । রাজকন্তা যখন শিশু এই নবীন রাজ কুমার তখন ছোট বালক, রাজকন্যা যখন বয়স্কা বালিকা, রাজকুমার তখন কৌমার্য্যের প্রথম সোপানে পদার্পণ করেন । আর রাজ বাল্য যখন রূপসী ষোড়শী, তখন ইনি নব যৌবনের বাসন্তি জ্যোৎস্নায় সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন । রাজকন্যা যেমন ভুবন বিজয়ী অনামান্য রূপ লাবন্যবতী ছিলেন, রাজ কুমারও তেমন শত কন্দর্প, সহস্র ইন্দ্র চন্দ্রকে রূপে গুণে পরাস্ত ও স্বর্গের শোভা বিধ্বস্ত করিয়া ধরাতলে সুশোভিত হইয়াছিলেন । কেবল রূপে নহে, কেবল বংশ-মর্যাদা ও জাত্যাংশে নহে, বিদ্যা বুদ্ধি এবং অশেষ বিধ গুণ পরাক্রমেও এই রাজ কুমার তখন শ্রী-বাতে অদ্বিতীয় হইয়া ছিলেন । রূপে নয়ন ভোলে, গুণে মন ভোলে ; সুতরাং রাজ কন্যা ও রাজকুমার পরস্পর পরস্পরের রূপে গুণে বাল্যকাল হইতেই প্রমুগ্ধ ছিলেন ; কিন্তু পবিত্রতা ভিন্ন অপবিত্রতার লেশ মাত্রও তাহাতে স্পর্শিত পানিয়াছিলেন ।

শেষে রাজকন্যা যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হন, রাজকুমারকে তিনি তখন সর্ব প্রধান অমাত্য পদে বরণ করেন। রাজ কুমার অসাধারণ পরিশ্রম, অনামান্য পরাক্রম, এবং অতুলনীর বুদ্ধি বিবেচনা ও অপূৰ্ণ ক্ষমতা দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, সৌজন্য প্রভৃতিতে অল্প কাল মধ্যেই সাম্রাজ্যের অশেষ বিধ শ্রীরুদ্ধি সাধন, অনন্তবপর পরিবর্দ্ধন ও অলৌকিক কল্যাণ বিধান করেন। তৎপর ইহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আত্ম সমর্পণ করতঃ উদ্ধাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চির সুখী হইতে মনে ২ সিদ্ধান্ত ও আভাসে ২ প্রকাশ্যেও প্রকাশ করেন। চিরকালই এনিয়ম প্রচলিত আছে যে, একের ভাল অন্তে দেখিতে পারে না, একের উন্নতি অন্যের চক্ষু শূল!! সুতরাং তখনও তাহাই ঘটিল, তখনও সেই রাজ্যের বহুবিধ লোকে ঈর্ষানলে দগ্ধিভূত হইয়া রাজ কুমার ও রাজ কুমারীর সুখের পথে কণ্টক বিছাইতে চেষ্টাষিত হইল। রাজকুমারীর রূপলাবন্তও তখন এক প্রধান, শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। দেহেতু তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অনেকানেক রাজকুমার বিবাহের প্রস্তাব করিলে রাজকন্যা তাহা প্রত্যাখ্যান করেন; তাহাতে তাঁহারা মগ্ন-পীড়িত হইয়া অনন্তষ্ট জন-সমাজের দল বল আরও বৃদ্ধি করেন। রাজকুমার আত্মীয় স্বজন ও অপরাপর অমাত্যগণ স্বীয় ২ অভিষ্ট নিষ্কিতে অকৃতকার্য হইয়া, পরিশেষে সকল বিঘ্ন বিপত্তির হেতু মূল মন্ত্রী বর রাজ কুমারকেই রাজ্য হইতে অপসারিত করার চেষ্টাষিত হন। প্রথমতঃ তাঁহারা রাজকুমার নিকট রাজকুমারের বিরুদ্ধে নানা প্রকার বলিয়া কহিয়া কার্যোদ্ধারে অশঙ্ক হন। শেষ এক দিন তাঁহারা গোপনীয় বড়বদ্রে, সকলের সমবেতে রাজপুত্রী

আক্রমণ পূর্বক রাজ কন্যা সহ রাজ কুমারকে কঠোর ভাবে  
 অবরোধ করিয়া তাঁহাকে রাজকুমারীর নিকট হইতে পাশবিক  
 বল প্রয়োগে বিচ্ছিন্ন করতঃ পৃথক এক কারাগারে রুদ্ধ করেন।  
 পরিশেষে উত্তাল তরঙ্গ-বেষ্টিত বিশাল সমুদ্র-মধ্যবর্তী কোন  
 এক দুর্গম দ্বীপের মধ্যে নির্বাসন দেন। এদিকে রাজকন্যাকেও  
 তাঁহারা কারারুদ্ধ করিয়া অশেষ যত্ননা প্রদান করিতে থাকেন।  
 তাহাতে তিনি অতি অল্পদিনেই মৃত্যু মুখে পতিতা হইয়া  
 ঐশ্বরিক এক ঘটনা ক্রমে পুনর্জীবিতা হন, এবং অলৌকিক ভাবে  
 অলৌকিক জীবন লাভ করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক, রাজ-  
 কুমারের শোকে উন্মত্তার ন্যায় দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ  
 করিতে করিতে দুঃখ লাঞ্ছনার একশেষ ভোগ করিতে থাকেন।  
 তাঁহার রাজ্য দেশ ছত্র দণ্ড সমস্তই সম্পূর্ণরূপে শত্রুকুলের হস্ত  
 গত হইয়া পড়ে। মনুষ্যের পক্ষে বিপদ যতদূর হইতে পারে তাহা  
 রাজকন্যার ভাগ্যে ঘটিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ওদিকে  
 কুমার ঘোরতর নির্বাসন অবস্থায় রাজকুমারীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ  
 পূর্বক আত্ম-জ্ঞান-হারা উন্মাদ হইয়া ওঠেন, এবং একদা গভীর  
 নিশিথ যোগে দুর্দান্ত প্রহরী গণের অজ্ঞাতসারে আত্মঘাত  
 ক্রিয়ার মানসে অকুল সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়েন। সমুদ্রের প্রবল  
 তরঙ্গ-তাড়নে অল্প সময়ের মধ্যেই বহুদূর ভাসিয়া যান, এবং  
 মৃতবৎ অবস্থায় কোন এক দেশস্থ একজন পোত বাহী বণিকের  
 পোত-সংলগ্ন হন। সেই পোতাধ্যক্ষ বণিক বহু দূর-দর্শী জ্ঞানী  
 ও বিদ্বান লোক ছিলেন, তিনি শবের অবয়ব সন্দর্শন করিয়া কোন  
 সম্ভ্রান্ত লোকের দেহ বিবেচনায়, ও তাহাতে এখনও প্রাণের

সঞ্চার আছে অনুমাণে, তাড়াতাড়ি উত্তোলন পূর্বক সমুচিত  
 প্রতিকার করিতে থাকেন। তাহাতে ঈশ্বরের অপূর্ব মহিমায়  
 রাজ কুমার চেতনা লাভ করেন, এবং কথক দিন সেই বণিকের  
 সহবাসে থাকিয়া বিশেষ স্নেহ মমতায় আবদ্ধ হন। কিন্তু তিনি  
 তখনও উন্নত অবস্থাপন্ন থাকেন ও সম্পূর্ণ আত্ম-গোপন করিয়া  
 পলায়নের সুযোগ অনুসন্ধান করেন। ইতিমধ্যে একদা ঘটনা  
 ক্রমে প্রিয়তমা রাজকন্যার অঙ্গস্থিত একটী রত্নাভরণ সেই  
 নগদাগরের হস্তে হটাত্ত তিনি দেখিতে পাইয়া অতীব ব্যাকুল  
 হইয়া ওঠেন ! কিন্তু বহু চেষ্টাতে কথঞ্চিৎ আত্মসংযম করিয়া তদ-  
 সম্বন্ধে নানাবিধ জিজ্ঞাসা বাদ ও কথোপকথনের পর অবগত হন  
 যে, বণিক বর উক্ত অলঙ্কারটী রাজকন্যার দেশস্থ কোন এক  
 শবরের নিকট হইতে অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। যাহার  
 নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন তাহার নাম ধামের ঠিকানা পর্য্যন্তও  
 তিনি বর্ণনা করেন, এবং কুমারকে নিতান্ত উৎসুক দেখিয়া  
 সেই আভরণটী বণিকবর তাঁহাকে দান করেন। বহুদিন পরে  
 চির আরাধ্য প্রিয়জনের নিদর্শন সদর্শন করিয়া কুমারের মনে  
 এক অলৌকিক ভাবের উদয় হয়, এবং অকস্মাত্ত তাঁহার মনে ২  
 কুমারীর মৃত্যু বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। তখন তিনি আর স্থির  
 থাকিতে নাপারিয়া বণিকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন ও  
 ছদ্মবেশ ধারণ করতঃ কিসাতের রাজ সজ্জায় সেই অলঙ্কার  
 বিক্রেতা বাধ সমীপে উপস্থিত হন। কয়েকদিনের ব্যবহারে  
 তাহার সহিত কুমারের বেশ মিল মিশ ঘটে ; কিন্তু তিনি এমন  
 ভাব প্রকাশ করেন যে, শবর তাহাকে খুণাকরেও চিনিতে

না পারিয়া কোন বিদেশীয় ব্যাধ-জাতি বলিয়াই বিশ্বাস করে।  
 মাসাধিক কাল গত হইলে একদিন নির্জনে নানা প্রসঙ্গে রাজ  
 কুমার সেই শবরের নিকট রাজ কুমারীর প্রসঙ্গাদি উত্থাপন  
 করেন, এবং রত্ন আভরণটী বাহির করিয়া তাহাকে দান করেন,  
 ও “সেই আভরণটী সে কোন বণিকের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল  
 কিনা ?” জিজ্ঞাসা করেন। এই ঘটনায় শবর বর অতীব চমৎকৃত  
 হইয়া মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় অতী সংগোপনে, অতীব বান্ধব জানে,  
 ভাবিয়া বলে যে, “রাজকুমারীর প্রকৃত মৃত্যু ঘটে নাই, এখনও  
 বোধ হয় তিনি বাচিয়া আছেন, এবং এখনও যদি স্বদেশে  
 তিনি ফিরিয়া আইগেন, তবে পুনঃ রাজ সিংহাসন ও নির্ঝানিত  
 প্রিয়পাত্র রাজ কুমারকে অবশ্যই পাইতে পারেন। যেহেতু  
 তাঁহাদের বিপক্ষ গণের শাসন, ব্যবহারে দেশস্থ প্রজা পুঞ্জ সমুপ্ত  
 নহে, তাহারা এইক্ষণ রাজকুমার ও রাজ কুমারীর জন্য বিশেষ  
 রূপে লালায়িত রহিয়াছে। এমন কি সেই শবর জাতিয় দম্পত্য  
 বিশেষেরা রাজ কুমার এবং রাজ কুমারীর শত্রু দলকে সমূলে  
 নিনাশ করিতে কৃত সংকল্পাধিত হইয়া বিশেষ ত্রিতে ত্রতী হইয়াছে।  
 আর একথাও সে বলে যে, রাজ কুমারীর মৃত্যুর দিন তাঁহার  
 পবিত্র দেহ গোরস্থানে গোর দিলে, তদন্তলয় অলঙ্কার ও  
 মূল্যবান বস্ত্রাদির প্রলোভনে, তাহারা কথিপর শবর জাতিয়  
 দম্পত্য সন্মিলিত হইয়া, সেই গভীর নিশিথে সমাধি স্থান খনন পূর্বক  
 রাজ কুমার দেহ উত্তোলন করতঃ বেশ ভূষা আদি সমস্ত অপহরণ  
 করে ; এবং রাজকুমারের অঙ্গস্থিত বহির্বাস একখণ্ড বাহা শত্রুগণ  
 কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা আহরণ করতঃ তদ্বারা সেই  
 মৃত দেহ জড়াইয়া প্রান্তর সন্নিহিত বিঘোর অরণ্য-ধারে ফেলিয়া

রাখে। তাহার কয়েক দিন পর একদা রজনী শেম্বে, সে একাকী সেই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে ২ এক নির্জন গিরি-কন্দরে ভয়ঙ্কর ব্যাভ্র সমীপে রাজ কন্যাকে অসামান্য তেজঃপুঞ্জ বিমণ্ডিত স্বর্গীয়া দেবরূপে দর্শন করিয়া বিস্ময় নিহলে সজ্জাহিন হইয়া পড়ে। রাজকন্যাকে সে ব্যাভ্র কর্তৃক প্রতিপালিতা ও পূজিতা হইতে দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে জড়-বৎ হয়, এবং এই কথা প্রকাশ করিলে বা তাহার ও রাজ কন্যার কোন অমঙ্গল ঘটে, সেই আশঙ্কায় তাহার প্রাণ মন সর্বদা কম্পিত হইতে থাকে; এযাবৎ কাল সে কেহর নিকটই একথা প্রকাশ করে নাই, এবং পুনঃরায় সেই গিরি কন্দরে ফিরিয়াও যায় নাই। শবর বর রাজ কুমারীকে দেখিয়াছিল; কিন্তু রাজকন্যা কি সেই শার্দূল বরের দৃষ্টিপথে সে পতিত হইয়াছিল না। গিরি কন্দরে কুমারীকে দেখার ২। ৩ দিন পর আর এক দিন নিশিযোগে ব্যাভ্র বাহনে এক প্রান্তর প্রান্তেও সে রাজকুমারীকে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিল। শবরবর সেও দিন দূর হইতে দেখিয়াই স্বীয় দোষ স্মরণ পূর্বক মুচ্ছিতাবস্থায় ভূতলশায়ী হয়। ছদ্ম-বেশী কুমারের মনে পূর্ব হইতেই নানা প্রকার সন্দেহ আনা-গণা করিতেছিল। শবরের নুখে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করায় সেই সকল সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হইল, ও রাজ কুমারী জীবিতা আছেন বিশ্বাসে, এক অভাবনীয় নবানু আশার অঙ্কুর জন্মিল। কিন্তু যনের কথা বা নিজের পরিচয় সম্বন্ধে ঘৃণাক্ষরেও বাহিরে ব্যক্ত হইতে দিলেন না। পরিশেষে সেই গিরি-কন্দরে ও প্রান্তর বিশিষ্টে বাহিয়া সন্দর্শন করার বাসনা করিয়া, ব্যাধ বন্ধু সহ সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং পুতানু পুতরূপে অনুসন্ধান

ও সন্দর্শন করিতে ২ রাজ কুমারীর আরো নিদর্শন সমূহ নিঃসন্দেহ রূপে প্রাপ্ত হইলেন। পূর্বের রাজ কুমারী জীবিতা আছেন, এইভাবে কুমার পরিপোষণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণ “নিশ্চয় তাহাকে পাইতে পারিবেন” এই সুহৃৎ বিশ্বাসে নির্ভর করিলেন। রাজ কন্যা ও কুমারের উপর শবর জাতি ও অন্যান্য লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা আছে দেখিয়া, কুমারীর অনুসন্ধানে তিনি ঘাইতেছেন, এমত তাহাদের নিকট গোপনে জানাইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, ও দেশ দেশান্তর প্রান্তর কানন প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিতে ২ রাজ কন্যাকে খুজিতে লাগিলেন। কথিপর স্থানের ঘটনাবলি শ্রবণ করিয়াও রাজকন্যা জীবিতা আছেন, নিশ্চয় রূপে জানিতে পারিলেন। কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত অশেষ বিধ অনুসন্ধান করিয়াও আর সাক্ষাৎ পাইলেন না। ইহার মধ্যে কুমার কতশত বিপদে, কত সহস্র ঘটনা রাজিতে যে নিপতিত হইলেন, তাহার গীমা সংখ্যা রহিল না। বিপদ যখন ঘণিভূত হয় তখন এই রূপই হইয়া থাকে! কুমার কখন ভিকারী, কখন সন্ন্যাসী, কখন উন্মাদ এবং কখন বা বিঘোর তপস্বী, এইরূপ অবস্থায় কালাতিপাত করিতে ২, শেষে ঘোরতর ক্ষেপার মত হইয়া উঠিলেন; এবং অষ্টাদশ বৎসরের পর, শেষ রাজ কন্যার আশায় নিরাশ হইয়া, নাগর-নগ্ননে আত্ম বিসর্জন করিতে ধাবিত হইলেন। ইহার কিয়দ্দিন পূর্ব হইতেই রাজকন্যা দৈববাণী দ্বারা প্রত্যাदिষ্ট হইয়া কুমারের বিশেষ অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। এইক্ষণ তাহার আত্ম-নাশের সংকল্পনার কথা স্বপ্নযোগে ও তপস্বী-বলে অবগত হইয়া, যে পথে কুমার নাগর সমুদ্দেশে ঘাইতেছিলেন, পাছে ২ অনুসরণ করিয়া সেই পথে চলিয়া ঘাইতে লাগিলেন। ঘাইতে ২

অবশেষে কোন এক জনপদের অদূরবর্তী স্থানে উন্মত্ত সন্ন্যাসীর বেশে, কুমারকে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন; এবং প্রথমে নিঃসন্দেহ রূপে চিনিতে নাপারিয়া, সন্দেহ অপনোদন জন্য নানাবিধ কিজ্ঞানাবাদ ও কথোপকথনের পর স্বীয় প্রায়তমের বথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রাজকুমারী বিঘোর ব্রহ্মচারিণী ভৈরবিনীর বেশে ছদ্মভাবে থাকায়, কুমার তাঁহাকে বথার্থ রূপে চিনিতে নাপারিয়া অশ্রু একজন বলিয়া বুঝিলেন। প্রথমতঃ কুমারী কুমারকে পরীক্ষা করার জন্য আত্ম-গোপন করিয়া নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেন, শেষ আর ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া, অষ্টাদশ বৎসরের সাধনার পর, প্রাণে ২ হৃদয়ে ২ সন্মিলিত হইলেন। স্বর্গের দ্বার তখন উন্মুক্ত হইল, দেব দেবীগণ অবতীর্ণ হইয়া পবিত্র উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দিল। উভয়ের আনন্দ এবং উভয়ের উল্লাসে সৃষ্টিময় সমস্ত ভুবন পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। অতঃপর তাঁহারা আর সৎসারে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা না করিয়া, এক প্রকাণ্ড বিজ্ঞান বনে কুটির নির্মাণ করতঃ, কিছুদিন অবস্থান করিলেন। কিন্তু বিদ্বাতার এমনই লীলা যে, দেখিতে ২ অতি অল্প দিন মধ্যেই সেই বিজ্ঞান কান্ডার এক জাগ্রত মহা তীর্থে অধিকন্তু সুবিশাল নগরী রূপে পরিণত হইয়া উঠিল, ও জনশ্রুতিতে সেই দেশের নরপতি আসিয়া তাঁহাদিগকে দেখা মাত্র পূর্ব্বকার বিশেষ পরিচয় ও বান্ধবতা পাকা হেতু চিনিয়া ফেলিলেন। তখন দম্পতিদ্বয় আর আত্ম গোপন করিতে পারিলেন না; ক্রমেই দেশ দেশান্তরে পরিচিত ও রাষ্ট্র হইয়া উঠিলেন। এই পূর্ব্ব বান্ধব নরপতি ও অন্যান্য দেশের

শত সহস্র উপকৃত এবং অনুগত শিষ্য বৃন্দ ও সম্ভ্রান্ত বর্গ কর্তৃক দম্পতি দ্বয়ের অনুকূলে নানা প্রকার হিতানুষ্ঠান এবং যুদ্ধায়োজন হইতে লাগিল। এদিকে রাজ কস্তার স্বদেশ বাসী ভক্ত বৃন্দ, বিশেষতঃ সেই কৃত সংকল্পাশ্রিত শবর জাতির দল বল উত্তেজিত হইয়া শত্রু কুলের বিনাশ সাধন করিতে প্ররুত হইল। রাজস্ব বর্গের সমবেত সৈন্য সমাবেশ, ও শবর জাতি প্রভৃতির কঠোর পরাক্রমে শত্রুকুলের কথক সমূলে বিধ্বস্ত হইল ও অবশিষ্ট কথিপয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তৎপর বহু দেশের প্রজা বৃন্দ ও নৃপ কুল আসিয়া রাজ কুমার ও রাজ কুমারীকে বধারোতি অভিষেক করতঃ তাঁহাদের দেশে লইয়া গেলেন। তাঁহার। সুবিশাল রাজ্য, ছত্র প্রাপ্ত হইয়া বাহাকে বাহা দেওয়া উপযুক্ত তাহা প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট জীবন সুখ স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া ধর্মশীল ও কীর্ত্তিমন্ত সন্তান সন্ততি রাখিয়া পরিশেষ অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই সুপবিত্র প্রেম-পিঙ্কুষের অমৃত ধারা জগতে এখনও রহিয়া গেল, এবং কাব্যকার দিগের কবিত্ব প্রসাদে তাহা চিরকালের জন্য স্থায়ী হইল। তাহার কিরি কিরি সুশীতল প্রবাহ যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া বিদগ্ধ প্রাণে অবশ্যই অমৃত সিঞ্জন করিবে !!

এই অমর প্রকৃতি প্রেমিক প্রেমিকা দ্বয়ের প্রকৃত নাম ধামের বিষয় প্রার্থাস্ত্র আমরা গোপন রাখিয়াছি এবং বঙ্গ ভাষার প্রকৃতি অনুসারে “কিরণ প্রভা” নামাকরণে প্রবন্ধের শির্ষস্থান রঞ্জিত করিয়াছি। যদি কোন ভাবুক থাকেন ত তিনি প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবেন, যদি কোন ব্যক্তি কবি হন ত তিনি প্রকৃত নাম ধাম রচনা করিয়া লইবেন। অলমিতি বিস্তারেন।

## কিরণ প্রভা ।

( প্রিয়া হারা দেশ ত্যাগী সন্ন্যাসী । )

ছাড়ি প্রিয় পরিজন, ছাড়ি ঘর বাড়ি,  
দূর দূর দূরান্তরে, আমি দেশান্তরি !

না জানি আইলু কোথা ? না জানি এ দেশ  
বিশেষ জানিনা আরো, প্রিয়ার উদ্দেশ্য ।

নাহি লোক চলাচল, নাহি পরিচর,

ভাল মন্দ কৈতে নাই, সঙ্গে দোসর ।

কারে বা জিজ্ঞাসি আর, কারে আরো কই ?

সে কেমন আছে তাই, অবগত নই !

আমি র'লু এপ্রবাসে, সে রহিল দূরে,

আমি মরি ভে'বে ভে'বে, সে মরিছে পু'ড়ে !

আছে কিনা আছে কিন্তু, স্থির নাহি জানি,

আছে কি সে এত দিন, বে'চে একাকিনী ?

হায় রে বিরহে, তার প্রাণ কে'টে যায় !

কেমন সে আছে তাই, সুখাইব কায় ?

তারে আমি বাসি ভাল, সেতো ভাল বাসে ;

তাই বুঝি আছে বে'চে, আমার উদ্দেশ্যে ।

তাই বুঝি মম তরে, ধরি আছে প্রাণ,

সহিতেছে দুর্ব্বিসহ, বিরহের টান !

আনাকে দেখিতে বুঝি, অন্তিম সময় ।

আছে তাই এত দিন, অনুমাণ হয় ।

তাই আছি এতদিন, করি তার ধ্যান,  
তার চিন্তা তার ভাবা, মম অন্ন পান।  
তাহার বিহনে অন্য, কিছু নাহি জানি,  
নাহি জানি কেমন সে, আছে বিরহিনী !  
আছে কিনা আছে তাই, স্থির নাহি পাই।  
সেইত বিষম ভরে, ঔদাস্যে বেড়াই !!  
মনের মরম কথা, কারে আর কই ?  
দিবা নিশা খেয়ে বিষ, গুমড়িয়ে রই।

হৃদয়ের আপ্ত কথা, গুপ্ত বড় ধন।

সেই জানে কেবলি তা, সেই বুঝে মন !  
সে বোঝে আমার ব্যথা, আমি বুঝি তার,  
না বুঝি তাহার বিনে, অন্য কিছু আর।  
আমি জানি তার ব্যথা, মোর ব্যথা সে,  
মরম দরদী বিনে, মর্ম্ম বোঝে কে ?  
তার মনে তার ব্যথা, মোর মনে তাই,  
হার সে মরম ভেঙ্গে, কইতে পারি নাই !  
সে মরে আমার লাগি, আমি তার তরে,  
হারে, তা কইতে নারি, ভাঙ্গা ভাঙ্গি কৈ'রে ॥

যার তরে এপরাণ, কান্দে নিশি দিন।

যার তরে অমুক্ষণ, আমি উদাসীন।

তার কথা ভেঙ্গে কারে, কহিতে না পারি ।

পরাণ খুলিয়ে কারে, জিজ্ঞাসিতে নারি !

আমি নারি সেও নারে, দু'য়েরি শব্দট ।

বিষম হইল দুঃখ, হইতে কপট !!

গোপন পীরিতি দড়, বড় পরমাদ ।

না পূরে মনের আশা, নাহি পূরে সাধ ।

গুপত পীরিতি হায় ! মরণের ঘর !

মন পোড়ে দেহ পোড়ে, পোড়েরে অন্তর !!

চাপি চুপি লুকা ছাপি, রাখা বড় দায় !

লুকাইয়ে পুড়ি পুড়ি, কত পোড়া যায় ?

লুকা ছাপি ভাল বাসা, নাহি পূরে সাধ,

মনের বিকার আরো, বাড়ে পরমাদ ।

কেলিয়ে মনের দিধা, খুলি মনো প্রাণ,

হৃদয় কপটি খুলি, লইতে সন্ধান,

জানিতে শুনিতে সেই, পরাণের ভেদ,

প্রকাশে পারি না উছঃ ! তাই বড় খেদ !!

প্রকাশে পারি না হারি ! এই বড় দায় !

সইতে নারি কইতে নারি, প্রাণ কেটে যায় !!!

তার কথা তার বার্তা, তার সমুদয়,

আহারে ! এ পোড়া প্রাণে, বড় মধুময় !

না চাই পুরাণ, বেদ, শুনিতে না চাই,  
 শুনি যদি তার কথা, স্বর্গ যেন পাই !!  
 মনে বলে প্রাণ ঢালি, শুনি অহর্নিশ ।  
 শুনি আর, কাঁহ আর, হই হারা দিশ !

পরাণ খুলিয়ে হো'ক, স্বর্গের দুয়ার,  
 কিম্বা হো'ক অকুরন্ত, সুখা-পারাবার ।  
 ডুবি তায় মজি তায়, হইয়ে মত্ত ঘোর,  
 মনে বলে সেই তত্ত্বে, হইয়ে থাকি ভোর ।  
 মনে বলে সৃষ্টি হোক, ভেঙ্গে খানচুর,  
 এ পরাণ ভেঙ্গে হো'ক, প্রেম-সমুদুর ।  
 ভেঙ্গে যাক বিধাতার, সৃষ্টি আবরণ ।  
 ভেঙ্গে মরি ! দুই জনে, হই এক জন,  
 কিন্তু বিধি এক জনে, কৈল্য দুই জন ।  
 দুই খানে দুই দেহ, কর্মের লিখন !

হায় রে কহিব কেবা, তার হুসংবাদ,  
 শুনিলে সে হুসংবাদ, স্বর্গ পাই হাত ।  
 নাজানি এখন কিবা, আছে সে কেমন !  
 নাজানি তার মন, কিবা উচাটন !!  
 নাজানি খেলছে কিবা, সে চকল প্রাণে !  
 অন্তর্যামী ভিন্ন তাহা, অন্তে নাহি জানে ।

নাঙ্গানি বিধলে তার, কত অশ্রু করে ?

কত জানি অন্তরদীপ্তে, কত দগ্ধ করে !

নাঙ্গানি কত কি ঘোর, নির্জনে শয্যায়,

ভিকারীয়ে উপাধান, অশ্রু ভেসে যায় !

নাঙ্গানি কত কি হেরি, বিষোর স্বপণ ।

নিদ্রাহার ত্যজি করে, নির্জনে ক্রন্দন !

কতদিন হুঁতে যেন, কত বিভাবরী ।

নিদ্রাহার পরিহরি, আছে প্রাণেশ্বরী !

এইত জৈষ্ঠিক মাসে, গাছে পাকা আম ।

হায় রে ডাকিনী তার, না লইবে নাম !

এইত কাঠাল, কলা, খজুর, ডালিম,

ভাঁহার অন্তরে দিবে, যাতনা অসীম !

এইত শরত হিম, বসন্ত বাহার,

কত কি সামগ্রী ঘোটে, নাহি অন্ত পার !

কিন্তু কি আমাকে ছাড়া, দিবে তা সে মুখে ?

হায় রে স্মরিলে প্রাণ, ফেঁটে যায় দুঃখে !!

ধিকরে পামর প্রাণ, কেন র'লে তুই ?

কোন্ লাজে কোন্ দেহে, তোরে আমি খুই ?

কোন্ লাজে ধরি আমি, এ পোড়া জীবন,

কোন্ মুখে করি হেন, অশন বসন ।

এখনো এ পোড়া প্রাণ, হইল না শেষ ?

এখনও অন্ন জল, খাইছি বিশেষ ?!

বিশেষ ভুঞ্জিছি কত, ভ্রমি দেশান্তর ।

কত নদী কত গিরি, হেরি নিরন্তর ।

কত চারু কত তরু, কত কল কুল ।

কত বা হেরিনু মরি, রূপের অতুল !

কিন্তু হায় রাখি কেন, তাঁর প্রেম ছবি ;

এই পোড়া চক্ষে হেরি, চন্দ্র তারা রবি ?

এই পাপ চক্ষে কেন, হেরি অশ্রু রপ ?

জগতে কি হ'তে পারে, তাঁহার স্বরূপ ?

সেই সে তাঁহার তুলা, অশ্রু আর কৈ ?

বিশ্বময় নহে অন্য, তাঁর ছবি বই !

সকল পাশরি কেন, তাঁরে নাহি সেবি,

এঘোর পঙ্কিল ভবে, একা সেত দেবী,

হায় এ পঙ্কিল ভবে, তাঁর অধিষ্ঠান !!

স্মরিয়ে না কান্দে কেন, বিধাতার প্রাণ ?

ঝরিয়ে না পড়ে কেন, বিরহীর পাত ?

কেন বিধি করে হেন, পাতক নির্মাণ ?

এমন উজ্জল দেবী ! পবিত্র এমন !!

এ পাপ ধরায় কেন, তাহার জনম ?

বিধির কি নহে দোষ ?—দোষ এই স্মার,

পোড়া ভবে সৃজে কেন, প্রিয়ারে আমার ?

নাজানি সাধিতে কিবা, বিধাতার বাদ,

যুক্তি করি লক্ষ কোটি, দেবতার সাত ;

নাজানি সারিতে কিবা, অসাক্ষ্য সাধন,  
 কঠোর ধরার তারে, কারল স্থজন ।  
 অথবা স্থিসিরে তারে, দেবতা সমাজ,  
 ডুবাইল চির দুঃখ-নির-নিধি মাঝ ।  
 ডুবাইল চির ঘোর, অকুল পাথারে !  
 বিধাতা স্বাহারে বাম, কে নিস্তারে তারে ?  
 কে চায় তাহার পানে ? কেবা আছে তার !  
 মরম ব্যথিত কেবা, মর্শ্ব বোঝে আর ?  
 ডুকে কেবা অন্ন দিবে, রোগে দিবে বড়ী ।  
 কেবা সে মর্শ্বের সাধি ? কে তার প্রহরী ?  
 কে চায় মুখের পানে ? দুঃখে ভাবে দুঃখ !  
 আপন বলিয়ে কেবা, চাহে তার স্থখ ?  
 আপন বলিতে তার, আছে বটে সব ।  
 হায় রে আমার দোষে, নষ্ট সে বিভব !!  
 আমি রে হইলু সব, বিপত্তির মূল !  
 দুঃখের পাথারে তার, নাহি দেখি কূল !  
 আমার লাগিয়ে তার, এত বিড়ম্বন ।  
 তথাপি আমার ধ্যানে, সদা নিমগন ।  
 অনাহার অনিদ্রায়, করি তনু শেষ ।  
 নাজানি ধরিলে কিবা, তপস্বিনী বেশ ।

না জানি হইছে কিবা, সে রূপের ডালি !  
 হায় রে ! সোণার তনু, ভেঁবে ভেঁবে কালি !  
 অতুল যৌবন ধরা, সে সাধের ভরা,  
 সহিতে নারিছ কিগো ? ওহে বহুক্ষরা !  
 সহিতে নারিলে কিগো ? নিজে তুমি বিধি !  
 তাই তারে দহিতেছ, দুঃখে নিরবধি !

হায় রে ডাকিনি তুই ! কি করিলি হায় !  
 রাজোশ্বরী হয়ে মৈলি, রাখালের দায় !!  
 উচ্চ কূলে জন্ম তব, উচ্চ অহঙ্কার !!  
 তুচ্ছ করি সে সকল, ঝুলি কল্যে মার ?  
 অবহেলে শিরে নিলে, বিপদের ডালি ।  
 অবহেলে স্নখ-আশা, দিলে জলাঞ্জলি ।  
 জে'নে শু'নে দিলে ঝাপ, তপ্ত হতাশনে ।  
 জে'নে শু'নে খে'লে বিষ, আনন্দিত মনে ।  
 জে'নে শু'নে দিলে ঝাপ, দুঃখের পাথারে ।  
 না কল্যে প্রাণের মায়া, ক্ষণ পল তরে !  
 না ভাবিলে ক্ষণ পল, না করিলে আন !  
 না ভাবিয়ে স্ন'পে দিলে, হৃদি কায়া প্রাণ ।  
 মন দিলে, ধন দিলে, দিলে দেহ দান ।  
 আপনা পাশরী মোরে, সপিলে পরাণ !  
 কিন্তুরে অভাগা আমি, প্রতি দান তার ।  
 জন্মে না পারিছু দিতে, এই খেদ মার !

বরঞ্চ হইলু আমি, দুঃখের কারণ !

আমারিত লাগি তার, এ সব ঘটন !

মরি কি আশ্চর্য্য সেই, প্রেমের ভাণ্ডার !!

আহা কি সে অক্ষুরন্ত, স্নান পারাবার !

হয় নাই হইবেনা, না হ'তেছে আর.

এমন উন্নত-মনা, দেবতার সার !

এমন অগাধ দয়া, কোথা আছে আর ?

এখনও এক বিন্দু, কমিলনা তার !!

এখনও সেই হৃদি, সেই প্রাণ মন,

এখনও সেই মত, আছেত তেমন ।

এখনও সেই প্রেম, আছেত বিশেষ ।

হায়রে যদিও তাঁর, দুর্দশার শেষ !

কি কব দুঃখের কথা ? প্রাণ কেটে যায় !!

কি দোষে এমন দশা, বিধি কৈল্য তাঁয় ?

যার ক্ষুদ্রে অনুগ্রহ. পাইবার তরে ;

ধাকিত সহস্র জন, যার দ্বারে পৈড়ে ।

একটী মুখের বাক্য, শুনিবারে যার,

ধাকিত সহস্র জন, হয়ে অগ্রসার !

আজ কিনা সে অভাগী. স্নে জন রে হায় !

সামান্য দয়ার আশে; কান্দিয়া বেড়ায় !

আজ কিনা সে অভাগী, করি প্রাণ পণ ।

পে'তেছেন একটীও, মুখের বচন !

যার মানে, যানী সবে, যার ধনে ধনী !  
কড়ার ভিকারী আজ, সেই অভাগিনী !!

হায়রে কঠোর ধরা, মিঠুরের শেষ,  
আত্ম-স্বার্থী অবিখ্যাসী, কৃতঘ্ন বিশেষ ।  
ফেলিয়ে বিপাকে তারে, সবে হ'লে পার,  
কেমনে করিলে বল, সর্বনাশ তার ?!  
তাঁর খেয়ে তাঁর পিয়ে, তাঁর লুটী ধন,  
অকূল সমুদ্রে শেষে, দিলে বিসর্জন ।  
কেমনে ডুবালি হায় ! সে সোণার ঢালি !!  
কোন্ প্রাণে মাণিকের, ভরা দিলি ঢালি ?  
যার খেয়ে যার পিয়ে, হলি বিবর্জম ।  
তার সর্বনাশ কিরে, সাধিলি এখন ?!  
ধিক রে মানব তোরে, ধিক শত বার !  
রে ধাতা ! তোমারি কিবা, কোথা স্মৃতিচার !!  
পাপোরে বাড়িও তুমি, ভক্তরে ভাড়িও,  
যারে যাহা দিতে মাই, তাই তারে দাও ।  
স্বকোমল হৃদি যার, স্বকোমল মন,  
তার যুকে তুইলে দাও, পবিত্র চাপন !!

কঠিন কণ্টক ময়, স্বস্ত্র ডাঁটা কায়,  
সে যুগালে যাক্কে, বিধি কমলেরে হায় !

চান্দরে কলঙ্ক দিলো, দে'খে ফ'টে প্রাণ,  
 এমন সুন্দর হেমে, না'হি দিলো আঁণ !!  
 সুবাস গোলাপে বটে, কৌটে কাটে তার  
 কুকিলার কাল রূপ, ফোন্ পা'পে হয় !

বিধি ! তব দোষ নয় ;—দোষ ত'ণে কার ?

কার সৃষ্টি ধরাধামে, এত অবিচার ?

অবিচার তরে কিহে. সিরজিলে মোরে ?

সিরজিলে তারে কিগো ! দুঃখ সহিবারে ?

দুঃখে দুঃখে গেল কাল, দুঃখে হ'ল ক্ষয় ।

মরিবার চাই পোড়া, মরণ নাহয় !

হায় রে প্রাণের প্রাণ ! এবে রৈলে কোথা ?

তুমি রৈলে দূরাস্তরে, আমি রমু হেথা !

আজি যদি পাইতাম. এ নিকটে আজ !

হায় তুচ্ছ ভাবিতাম, দেবের সমাজ !

তুচ্ছ হায় ! ভাবিতাম, স্বর্গের গৌরব,

তোমা তরে তুচ্ছ ভাবি, স্বর্গের বিভব ।

কিবা স্বর্গ কিবা মর্ত, যেই খানে রই ।

সর্ব স্থানে উচাটন, আমি তোমা বই !!

সর্ব স্থানে আমি হায়, পাগলের পারা !

নিখিল এ বিশ্বধাম, যেন মোর কারা !!

হায় হায় !! জুড়াইবে, কিসে আর মন ?

তোমার বিহনে প্রিয়ে ! যায়গো জীবন !!

যেই দিকে চাই তুমি, সেই দিকে নাই,  
সেই প্রতি পলে আমি, মৈ'রে যেন যাই !  
পলে পলে মরি হায় ! পলে পলে বাঁচি ।  
তব নাম জপ-মন্ত্র, তাই বেঁচে আছি !!

অগ্নি তরু ! অগ্নি গিরি ! অগ্নি জলধর !

বুঝিতে কি পার হায় ! এ পোড়া অন্তর ?  
নিরন্তর তোমরাত, কত সুখা ঢাল,  
তব কেন পোড়া প্রাণ, পু'ড়ে হ'ল কাল ।  
তব কেন পোড়া মন, পোড়ে অহর্নিশ ।  
সাগর মন্থনে যেন, ওঠে তীব্র বিষ !!  
যত হেরি, তত আরো, বারে শত দুঃখ,  
দুঃখের পাথার ছোটে, ভেঙ্গে চু'রে বুক !  
দুঃখের ভারেতে নাই, চাহি ধরা পানে,  
চক্ষু মু'দে থাকি যদি, তব জ্বলে প্রাণে ?  
শু'য়ে যদি থাকি দেখি, বিকট স্বপ্ন,  
মরণ মঙ্গল শেষ, বুঝি নু এখন !!

অগ্নি তরু ! অগ্নি গিরি ! ওহে দেব নর !  
সাক্ষী থেকো ত্যজিব গো ! আজ কলেবর !

কত দিন বর আর, কত কাল সব ?  
এ প্রাণ ত্যজিয়ে তাই, দুঃখ ঘুচাইব !  
অকূল সাগর অই ! দূর ব্যাধান—  
জুরাইবে তাপিতের, এই পোড়া প্রাণ ।

জুরাইব দিয়ে ঝাপ, অপার অকূলে,  
 খুঁয়ে যাব বেশ, বাস, উচ্চ গিরি-মূলে !  
 খুঁয়ে যাব সংসারের জ্বালা পোড়া যত,  
 লয়ে যাব দেব-প্রাণ, জনমের মত !  
 লিখে যাব ও কলঙ্ক, তুচ্ছ-শৃঙ্খ-গায়,  
 পাপ ধরণীর পাপ, দেখিবে ধরায় !!  
 লিখে যাব মর্ম্য কথা, উচ্চ গিরি-শৃঙ্খ,  
 বিধির কলঙ্ক রক্ষি, হবে রাঢ়ে, বঙ্গে ।  
 রেখে যাব পাষাণের, অঙ্কে নিদর্শন,  
 নিজ পাপে দগ্ধ হবে, এতিন ভুবন !

নিজ পাপ নিজে স্মরি, হবে অচেতন,  
 চল রে মনু ! চল করি, শেষ-আয়োজন ।  
 চল রে মনু ! চল যাই, অপারের পারে,  
 ডুবাই এ তনু-তরী, প্রবাস পাথারে ।

এই যত্ন সংকল্পনা ছিন্ন করতঃ সাগর-সঙ্গমস্থ কোন  
 এক তীর্থস্থান সমুদ্দেশ্যে ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া যাওয়া ।  
 তীর্থস্থান-উদ্দেশ্যে গমনের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মঘাতি হওয়া  
 দরুণ যদি কোন পাপ স্পর্শে, তবে সেই পুণ্য স্থানের দেব-  
 মাহাত্ম্যে তাহার কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে । অধিকন্তু  
 কোন অপরাধে যত্ন ঘটায় চেয়ে পবিত্র স্থানে যত্ন হওয়া  
 পৃথিবীস্থ সর্ব্ব প্রাণীর লোকেরই স্বাভাবিক ধর্ম্মের আদ্য ।

## এক আশুস্তক ভৈরবিনী ।

———):o:(———

( পথ প্রান্তে দাঁড়াইয়া । )

কোথা যাও ? কোথা যাও ? হাঁদে ও সন্ন্যাসী !  
 ক'য়ে যাও, কেবা হও ? কোন্ দেশবাসী ?  
 ক'য়ে যাও, কয়ে যাও, একটী পরিচয়.  
 একটী কথা শুনে যাও, মনে যদি লয় ।  
 কিবা নাম ? কোথা ধাম ? কোন্ মন্ত্রধারী ?  
 কোন্ দেবতার বরে, হেন ব্রহ্মচারী ?  
 কোথা হ'তে এলে ? হবে, কোথা পদার্পণ ?  
 কোন্ তীর্থ সমুদ্দেশ্যে, হেন পর্যটন ?  
 অনুমাণে অনুমাণি, হবে সিদ্ধ জন.  
 উচ্চ কোন সাধানাতে, সমর্পিছ মন !  
 কয়ে যাও ! কয়ে যাও ! একটী শ্রবচন ;  
 ব'লে যাও একটী কথা, যদি লয় মন  
 এই দেখ, এই তরু, এই খানে ছায়া  
 এই খানে বসি জগ, স্নিগ্ধ কর কায়া !  
 এই দেখ এই খানে, এই সরোবর,  
 পয় পিয়ে শাস্ত কর, শ্রান্ত কলেবর ।  
 এই হের সরোবর, এই হের ছায়া,  
 তপনের তপ্ত করে, কেন পোড় কায়া ?

কেন পোড়, কারে ঢোড় ? শুভে অভিল্যায়ী,  
 নবান বয়সে কেন ? নবীন সন্ন্যাসী ?  
 বৈসে যাও ক্ষণকাল. এই তরু তলে,  
 বৈলে যাও কথা কটি, গনে যদি বলে ।

---

### সন্ন্যাসী ।

---

হে দেবি ! স্বর্গের শান্তি, ধরাভীত ধন,  
 আমারে কি সাজে দয়া ?! আমি অভাজন !!  
 ধন্য তুমি ধরাতলে, তাই উচ্চাশয়—  
 বারিদ বরষে বারি, সম ধরাময় ।  
 জিতে রঙ, যেতে দাও, প্রাণে বাঞ্ছা নাই.  
 ডুবে মরি, জ্বলে মরি ! ক্ষমা চাহি তাই ।  
 হে দেবি ! হে স্বর্গ-শান্তি ! ধরাভীত ধন,  
 আমারে কি সাজে দয়া ?! আমি অভাজন !!

---

## ভৈরবিনী ।

— o: —

হা কপাল ! হা কপাল !! বিধি মোরে বাম !  
 কপালেব দোমে মম, না कहিলে নাম ?  
 ভাড়াইতে চাহ ভূমি, ভাড়াইয়ে যাও,  
 মরিবার স্থান বুঝি, বিধে নাহি পাও ।  
 মরিবারে সাধ বুঝি, তীর্থ ঘাটে নে'য়ে,  
 তীর্থে যদি যাবে তবে, সঙ্গে যাহ লৈ'য়ে ।  
 বুঝিলাম বুঝিলাম, তুমি লিঙ্ক জন,  
 উচ্চ কোন সাধনাতে, সমর্পিছ মম ।  
 হা কপাল ! হা কপাল !! বিধি মোরে বাম,  
 ও চরণ-রত্নঃ যদি, নাহি পাইলাম !!  
 ধার্মিকের ধর্ম নয়, ধর্মের অদান,  
 ধার্মিকের ধর্ম সদা, পাতকীর জ্ঞান ।  
 শিখিয়াছ কিবা ধর্ম ? কিবা ব্যবহার ?  
 পাতকীরে দয়। নাই, এ কোন বিচার ?!!

— — —  
 সম্যাসী ।

— :: —

কি জঞ্জাল ! কি জঞ্জাল !! একে ঘটে আর,  
 কণ্টক এড়া'তে চাহি; বাঁজি'কর ধার ।

নহি আমি সিদ্ধ জন, নহি তীর্থ-বাসী,  
 ( দুর্কর্মে পাতকী ঘোর, জীবনে উদাসী । )  
 বাচিবার সাধ নাই, নাই গৃহ বাস,  
 অকূলে ডুবিল তাই, মনে দৃঢ় আশ ।  
 ভূমিত স্বর্গের দেবী, স্বর্গের বিভব,  
 তোমা উদ্ধারিষ আমি, একি অসম্ভব !!  
 সাক্ষাত করুণা বুঝি, তুমি বিধাতার,  
 তোমায়ে ছলিলে লাভ, কিধর্ম আমার ?  
 হায় কি কঠোর ভাব ! কি নিষ্ঠুর বাণী !  
 স্বর্গের সংসার ছাড়ি, হ'বে সন্ন্যাসিনী !!  
 বিধির মনেতে কেন, এ নিষ্ঠুর কালি ?  
 সোণার প্রতিমা দিবে, হত্যাশনে ঢালি ??  
 এক দুঃখ সহ নয়, মরি আর দুঃখে,  
 উদাসিনী হবে তুমি, সব কোন্ বুকে ?  
 বিশেষ পুরুষ আমি, উন্মত্ত হৃদীন,  
 বাচিবার সাধ নাই, আজিকার দিন ।  
 এ আজিকা দিন মোর, যায় কিনা যায়,  
 আমার সঙ্গিনী হয়ে, কিবা লাভ হায় !  
 কুলের কুলিনা তুমি, বুঝিহু আশয়,  
 সন্ন্যাসিনী হবে হায় ! সম্ভব কি হয় ?  
 বিশেষ অভিনা আমি, ভূমিত অজানা,  
 ক্ষমা কর ক্ষমা কর, করি শত মানা ।

বিঘোর পাভকী আমি, পতিভের শেব ।  
 আপনা মজানু আর, মজাইনু দেশ,  
 আমার চরণ-ধূল, সাজে কি তোমার ?  
 ও চরণ-রজ ঘাত, লই এ মাথার !  
 বুঝি বড় পুণ্য মোর, এ অস্তিত্বে তাই,  
 তোমা হেন দেবতার, পথে দেখা পাই ।  
 দিবে দাও পদধূলি, কমা কর যাই ।  
 মরিব প্রেমের দারে, প্রাণে বাহা নাই !  
 মরিব প্রেমের দায়, করিয়াছি পণ,  
 সেই এক উপস্থায় হুপেছি জীবন !!  
 জীবনের ভার মোর, হার গুরুতর !  
 অসহ !!—বাসনা তাই ত্যজি কলেবর !

## ভৈরবিনী ।

—):os(—

কি কহিলে ? কি কহিলে ? কহ পুনরায় !  
 পরাণ ত্যজিবে তুমি, ঠেকি কিবা দায় ?  
 কি দারে ঠেকেছ হেন ? কি ক'রেছ পাপ ?  
 কহিলেও যে'তেপারে, কথকিত তাপ ।  
 কহিলে আপন দুঃখ কমে কথকিৎ ?  
 কেন না প্রকাশি মোরে ? করহে বাকিৎ ?

আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! আর একি অসম্ভব ॥  
 যে প্রেমের নাম নিলে, সে কিবা বিভব ?  
 “প্রেম” সে কি বস্তু কোন ? কিছা কোন ধন ?  
 কিছা কোন জন্তু প্রাণী ! কিছা কোন জন ?  
 “প্রেম” সে কি মর্ত্তে মিলে ? কিছা স্বর্গে ফলে,  
 ধরাতে উদ্ভবে কিছা জনমে তা জলে ?  
 কোন্‌ স্তম্ভ ধরে সেহ, কিবা ধর্ম্ম তার ?  
 কার পক্ষে উপকার ? অপকার কার ?  
 অথবা সে প্রেম নাম. হয় কি কেহর ?  
 কিছা কোন যোগ জাগ, সাধনা প্রথর ?  
 অবশ্য তপস্বী ভূমি, কর ঘোর তপ,  
 প্রেম নামে আছে কিহে, কোন মন্ত্র জপ ?  
 সাধনার অঙ্গ সে কি ? সে কি কোন ঘট ?  
 কিছা কোন যোগ যাগ, কোন সিদ্ধ পট ?  
 অবুঝ অবলা আমি, বুঝাইয়ে কণ্ড  
 মিথ্যা নাহি বল, যদি সত্যবাদী হও ।  
 সত্যবাদী সত্য কহু, নাকরে গোপন,  
 না করে ছলনা কহু, দে’খে অকিঞ্চন ।  
 অকিঞ্চন ভে’বে যদি, কিছু নাহি বল,  
 শুস্তে নাই অভিলাস, সঙ্গে যাই চল,  
 চল চল বধা তব, প্রয়োজন আছে ;  
 ভূমি চল আগে ভাগে, আমি যাই পায়ে ।

নানা নানা ভাড়াযোনা, না করিও ভর,  
 ভাবিওনা এ জীবন ঘোর পাপ মর ।  
 ভাবিওনা এ হৃদয়, কলুষের বশ,  
 ভাবিওনা সঙ্গে গেলে, হবে অপযশ ।  
 সম্যাসিনী নহি কিন্তু, বটি উদাসিনী,  
 আপন বলিতে নাই, একা অভাগিনী ।  
 কুলের কুলীনা বটি, কুল কিন্তু নাই !  
 সোতের শেল্লালা যেন, ভাসিয়ে বেড়াই ॥  
 অকুল সমুদ্রে হার । আমি যেন পান্না,  
 এভাবেতে কেহ নাই, বলিতে আপন ।  
 মাও নাই বাপ নাই, ছাও পোও নাই,  
 পতি নাই গতি নাই ॥ পথে পথে ঠাই ;  
 পথে পথে চলি আর, পথে পথে ফিরি,  
 দাঁড়াবার লক্ষ মোর, তরু, বন, গিরি ॥  
 অলক্ষ্যের লক্ষ নাই, লক্ষ নাহি চাই ।  
 মনে ব্যস্তা যাবে যথা, সেই খানে যাই ।  
 মনে ব্যস্তা হবে তুমি কোন সিদ্ধ জন  
 মনে ব্যস্তা দিবে মোরে, কোন সিদ্ধ ধন ।  
 মনে ব্যস্তা শিখাইবে, রীতি তপস্কার,  
 তাই ব্যস্তা যাইবারে, সঙ্গেতে ভোগার ।

কিন্তু যদি সেই বাহা, না হ'ল পূরণ,  
 তথাপি যাইব সব, দেখিতে মরণ !  
 এমন হৃদয় কহু ! এমন হৃদয় !!  
 কেমনে ত্যজিবে বল, হেন কলেবর ।  
 নবীন যরণে মরি ! নবীন সম্যাস,  
 কেমনে ত্যজিবে ইথে, প্রভবের আশ ।  
 হায় রে ! কেমন বাপ ? কেমন সে মাও,  
 কোন্ প্রাণে ছাড়িয়াছে, এ ব্যথিত ছাও ।  
 কেমনে ছাড়িছে আছা ! ঘরের সে মারী,  
 কত রে কঠিন হিরা, না জানি তাহারি !  
 কত রে কঠিন হায় ! বিধাতার মন,  
 কোন্ প্রাণে দন্ধ করে, অমূল্য রতন ।  
 এমন সুন্দর ফুল, তাও দহে হায় !  
 একথা স্মৃথাবে কেবা, পোড়া বিধাতার ?

এহেন জীবন ভূমি, ত্যজিবে কেমনে ?  
 বিশ্বয় ভাবিছি শুনি, তাই মনে মনে ।  
 বিশ্বয় ভাবিছি তাই, কেন দিবে প্রাণ,  
 সম্পদে টানিয়ে কেন, আনিছ নিদান ?  
 অকারণ কেন ভূমি, ত্যজিবে পরাণ,  
 কি দিবে উত্তর হায় ! বিধাতার স্থান ?

কমা কর ! কমা কর ! কর সন্দেহ দূর,  
 জীবনের প্রতি কেন, এতই নিষ্ঠুর ?!

প্রাণের কি দোষ তব ? দেহের কি দোষ ?  
 বিধাতার দোষ কিবা ? কিবা অসন্তোষ ?  
 অসন্তোষ যদি তবে, অস্ত্র মর্ডে যাও,  
 বিধাতার সৃষ্টি ছাড়া, অন্ন জল খাও ।  
 ভেবেছ কি পরকালে, নাহিক ঈশ্বর,  
 ভেবেছ কি দুঃখ স্বালা, নাহি অতঃপর ?  
 মরিলে বাঁচবে যদি, বিধাতার হাতে,  
 তবে অস্ত্রস্থান ধোজ, বিধি নাই যাতে ।  
 যদি বিধাতার হাত, ছাড়াইতে নার,  
 তবে কেন বিধি-দত্ত, প্রাণে ভুমি মার ?  
 তাহার দানের প্রতি, কিবা অধিকার ?  
 অধিকার কিবা আছে, জীবনে তোমার ?  
 জীবনের প্রতি কেন, কর অত্যাচার ?  
 অত্যাচার তরে কিহে, ও প্রাণ তোমার ?  
 পরাণ ত্যজিলে যদি, নহে ধর্ম-লাভ,  
 তবে কেন হেন কর্ণে, বাড়াইবে পাপ !  
 মরিলে যদ্যপি হয়, শত্রুতা সাধন,  
 তবে সেই শত্রু কেবা, বল তপোধন !  
 বল বল শত্রু সেকি ? “প্রেম” নাম যার ;  
 যার দায়ে প্রাণ দিতে, চাহিছ তোমার ?  
 সত্যই কি প্রেম সেহ, বটে তব অরি,  
 বল কোথা থাকে সেহ ! কোন্ দেশে বাড়ী ?

বল বল মহাশয় ! সত্য করি কও,  
 সত্য কথা বল যদি, সত্যবাদী হও !!  
 কোন্ ধর্ম ধরিয়াছ ? ক'রেছ কি পণ ?  
 কি পণ ক'রেছ বল, তার নিবরণ ।  
 পারি যদি সাধিবারে, কথকিত হিত,  
 সাধিব সাহায্য তব, যা কিছু বিহিত ।  
 লোকের ধরম এই, চাহে লোক-হিত,  
 একের সাহায্য অশ্রু, করে এই রীত ।  
 যদিও অবলা আমি, যদিও না নারী,  
 তথাপি করিব চেষ্টা, যদি কিছু পারি !  
 পারি কিবা নাহি পারি, করিব যতন,  
 যতন মননে ঘটে, ধর্ম উপার্জন ।  
 সুযোগ পাইয়ে কেন, হেন ধর্ম ছাড়ি,  
 এ ধর্ম সাধিতে দাও, ওহে ব্রহ্মচারি !  
 ধর্মে বাধা দিলে ঘটে, অধর্ম সাধন,  
 ধর্মহেতু সঙ্গে লহ, ওহে সাধুজন !  
 চল চল, যথা তব, প্রয়োজন আছে ;  
 ছুনি চল, আগে তাগে, আমি চলি পাঁছে ।

## সন্ন্যাসী ।

— :: —

আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য একি ! হে দেবি আমার !  
 সত্যই কি ভবে কেহ, নাহিক তোমার ?  
 আপনা বলিতে কেহ, নাহি কি এমন ?  
 কে না ধন্য হয় গণ্য, পুইজে ও চরণ ?  
 সত্যই কি বিধাতার, ঘোর অবিচার ?  
 বিষের সমুদ্রে স্থিত, ও সুধা ভাণ্ডার !!  
 এ পাপ কঠিন ধরা, নিষ্ঠুরের শেষ,  
 এত দিনে বুঝিলাম, বুঝি নু বিশেষ ।  
 কেমনে এছেন নিধি, ঠোল ফেলে পায় ?!  
 অমূল্য মাণিক কেন, নাহি চিনে হায় ?!

বুঝিলাম ফলাফল, বুঝি এত দিনে,  
 ভালর ভালাই নাই, বিধির বিধানে ।  
 ভালর ভালাই নাই, বিধাতার ঠাই,  
 সেই ত বিষম দুঃখে, মরিবারে চাই ।

দুঃখের উপরে আর, কত দিবে দুঃখ,  
 তাই দেখিবারে এই বাড়ায়েছি বুক !!  
 সাধে কি সাধিয়ে দেবি ! মরিবারে চাই,  
 সাধে কিগো দেবি ! মোর, যিস্থে নাহি ঠাই ।

পৰ্বতের চূড়া হৈতে, যেবা দেয় ঝাপ,  
কণ্টক বিক্সিবে বৈলে, কিবা তার তাপ ?  
পাথারে ফেলেছি সয্যা, শিশিরে কি ভয় ?  
ভয় কি তৃণাশ্রে যেই, লঙ্ঘ্যে গিরি চর ?

ভয় নহে পরিতাপ ! আক্ষেপ ভীষণ !!

ভীষণ আক্ষেপে মৃত্যু, করিয়াছি পণ !

মৃত্যু করিয়াছি পণ, মৃত্যু কিন্তু নাই,

পোড়ার মরণ নাই, মরিবারে চাই ।

আমি চলি পাছে পাছে, মৃত্যু চলে আগে,  
দেখে হুঃখ পোড়া ভালে, মৃত্যু দূরে ভাগে

তুচ্ছ নাহি ভাবি কভু, এ মম জীবন,

বরঞ্চ জীবন ভাবি, অমূল্য রতন ।

অমূল্য মহান মহা, জীবন আগার,

হুঃখ ! তার প্রতি নাই, দৃষ্টি বিধাতার ।

বিধাতার দৃষ্টি নাই, এই হুঃখে মরি,

এই অভিমানে ইচ্ছা, প্রাণ পরি হরি !

এই দেহ এই প্রাণ, এ ক্ষুদ্র জীবন,

যাহারে উৎসর্গ করি, করেছি অর্পণ.

আপন বলিতে যারে, ভিন্ন নাহি আর,

জীবনে মরণে যারে, করিয়াছি সার.

প্রতি ক্ষণে প্রতি পলে, যাহাকে নির্ভর,  
 আপদে বিপদে যেই, সঙ্গী নিরন্তর।  
 নিরন্তর জপি যারে. যারে করি আশ,  
 আশা করি করিয়াছি, যাহারে বিশ্বাস!  
 বিশ্বাসের স্থলে সেই, করে অবিশ্বাস,  
 আশার বদলে সেই, করে সর্বনাশ!  
 দুঃখের উপরে দুঃখ, দেখ কিনা হয়?  
 দেখ কিনা, তার প্রতি, জনমে সংশয়?

যত যার ভালবাসা, যেবা প্রিয় যার,  
 তার প্রতি অভিমান, তত বাড়ে তার।  
 যারে যত ভালবাসা, যারে যত টান,  
 তার তরে তত দুঃখ, তত অভিমান।  
 অভিমান জে'নো এক, অপূর্ব ধরণ,  
 যত আপ্ত তত তাহে, যানের কারণ।  
 যত আপ্ত তত জেদ্, তত অভিমান,  
 প্রীতিস্থলে হিংসা হৈলে, সে হিংসা প্রধান!  
 মিত্রতায় ঘটে যদি, শত্রুতার লেশ,  
 সে শত্রুতা সর্বোপরি, অসহের শেষ!  
 গরল গিলন যার, যায় দু'বে মরা,  
 বজ্র বুকে ধরা যার, অনলেতে পড়া।

গহিন সাগর মাঝে, দেওয়া যায় ঝাপ,  
 অসহ্য হলেও সহ্য, নরকের তাপ ।  
 তীর গোলা উল্কা শেল, সব সহ্য য'য়,  
 মিত্রের শত্রুতা কিন্তু, সহ্য বড় দায় !  
 সামান্য হলেও তাহা, বিয়ম ভীষণ,  
 বিন্দু মাঝে দগ্ধ যেন, করে ত্রিভুবন ।  
 মিত্রের শত্রুতা বিন্দু, পর্বতের তুলা,  
 তুচ্ছ কিন্তু পরের শত্রুতা, রাশি গুলা ।  
 পরের শেলের ঘাও, তৃণ যেন মানি,  
 মিত্র হস্তে পুষ্পাঘাত, বজ্র হেন গনি ।  
 যেমন বিধাতা মোর, চেপ্তি তার দান,  
 তেমনি এখনো তার, প্রতি অভিমান ।  
 অভিমানে হায় হায় ! মরিব গো শেষ !  
 অভিমান ভরে আজ, যাই নিরুদ্দেশ !  
 অভিমান ভরে আজ বলি, যাই তাই,  
 ফলে কিন্তু বিধাতারে, বলি সাধ্য নাই ।  
 বিধাতারে বলি মন্দ, কি সাধ্য আমার,  
 সাধ্য অধু আছে তারে, ভাল বাসিবার !  
 বাসিয়াছি ভাল তাই, বল আছে তাই,  
 ভাল বে'শে ছিল বলি, এবে সে বড়াই

ভাল বেঁশে ছিল বলি, তাই অভিমান,  
তাই হ'ল যুঁহু-শেল, জীবনের বাণ ।  
ভাল বেঁশে ছিনু কভু, তাই হ'ল দেব,  
সেই দোষে ঘটাইল, ঘোর অসন্তোষ ।

ভাল বেঁশে ছিনু ভাই, তাই হ'ল কাল,  
সেই বাণে পাড়ি হায়, ঘটিল লজ্জা ।  
যার দান তারে দিব, অশ্রুতে ত নয় ;  
অশ্রুতে কি দিব তাই, হবে পাপ ভয় ?  
যার ধন তারে দিব, যাব তার কাছে,  
কাছে যে'তে কাছে দিতে, পাপ কিবা আছে ?  
যাহার অমূল্য নিধি, এ প্রাণ জীবন,  
তাহারি ভাঙারে পুনঃ, করিব স্থাপন ।  
যাহার এ ধরাতল, দূর বহুদূর,  
তাহারি ত কাছে যেয়ে, প্রেমে হব চুর !  
অনিত্য এ ধরা ছাড়ি, নিত্য ধামে বাব,  
ছাড়ি এ অনিত্য প্রেম, নিত্য প্রেম পাব !  
নিত্য প্রেম নিত্য ধাম, করিতে মনন,  
অন্যায় যে কিবা তার ? না বুঝি কারণ !  
বুঝি না বুঝি না দেবি ! এতাব কেমন,  
অনিত্য ছাড়িয়ে নিত্য, করিতে ভজন ?  
অনিত্য ভাবের ভোলে, নিত্য ঘুরে মরি,  
নিত্য ২ ঘুরে ঘুরে, পাশে আরো পড়ি !

তাই এ অনিত্য ছাড়ি, নিত্যে করি আশ,  
ছাড় দেবি ! ছাড় খেদ, মিটার পিয়ার।  
বুঝে দেখ ভাল মন্দ, বুঝে দেখ সব,  
বুঝে দেখ কিসে লাভ, কিসে পরাভব।

আহা কি পবিত্রে তনু ! ও পবিত্রে মন !!  
হে দেবি ! ও হৃদি বুঝি, সুখা প্রস্রবন।  
ও বুঝি স্বর্গের ধোত, স্বর্গের রক্ষিত,  
লাগে নাই সংসারের, দাগ কদাচিত।  
সংসারের ভাল মন্দ, সংসারের ভাব,  
ও হৃদয়ে নাই আহা, ক্ষুদ্রতা প্রভাব।  
উদার ! উদার মরি ! উদারের শেষ,  
সংসারের ভাব ভঙ্গী, না জান বিশেষ।  
বিশেষ আশ্চর্য্য আরো, আশ্চর্য্য বিষম,  
হে দেবি ! না জান কিবা, প্রেমের মরম।  
প্রেম যে এমন ধন ! কেনা জানে তাহা,  
আশ্চর্য্য ! না জান তুমি, সবে জানে যাহা।  
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যুড়ি, যার সুপ্রভাব,  
একি অসম্ভব ! নাহি, জান তার ভাব।  
কি কব প্রেমের বার্তা, প্রেমের বাধান,  
প্রেম সে স্বর্গের বেদ, অনন্ত পুরাণ।  
অক্ষুরন্ত বেদ সেহ, অক্ষুরন্ত জ্ঞান,  
না জানি কি সুখা রাশি, তাহে মূর্ত্তমান।

নাজানি কি ভূপতি রাজি, তাহে ভর পুর;  
 অনন্ত অগাধ যেন, সুধা সমুদ্র ।  
 শুনামাত্র ফোলে গাত্র, পড়ে প্রাণে টান,  
 হৃদি মন খুলি হয়, স্বর্গের উদ্যান ।  
 “প্রেম” শব্দ মাত্রে ছোটো, ভড়িত বনংকার,  
 কি যেন কি হর্ষে ভরে, অখিল সংসার ।  
 কি যেন আনন্দে প্রাণ, ওঠে উখলিয়া ।  
 অনন্ত ভরিয়ে যেন, ফুলি ওঠে হিরা ।  
 কিবা মধু, কিবা সুধা, কি অমিয়া জানি,  
 মরিরে, কি মিষ্ট মাখা, প্রেম নাম ধনি ।  
 কত কি পবিত্রে উহা, কতই নির্মল,  
 মিটে রে অনন্ত তৃষা, পরাণ শীতল ।  
 কত কি সুমিষ্ট সুধা, কত জানি আছে,  
 স্মরণেও ভরে মন, হর্ষে প্রাণ নাচে ।  
 মরি কি মধুর বাক্য, আহা প্রেম নাম,  
 শুনামাত্র ক্ষণে যেন, যাই স্বর্গ-ধাম ।  
 কিজানি পিজুষ মধু, কিবা ওতে আছে,  
 শুনা মাত্র প্রাণ মন, হর্ষে অগ্নি নাচে ।  
 প্রেম ঐশ্বরিক স্বত্বা, ঐশ্বরিক ধন,  
 কি দিয়ে করিব ভবে, প্রেমের তুলনা ?  
 প্রেমের তুলনা দিতে, প্রেম ভিন্ন নাই ;  
 প্রেমের তুলনা চুরি, জগতে না পাই ।

প্রেমের এক ভিন্ন বিশ্ব, সৃষ্টি ভিন্নতর,  
 প্রেমের জগত ভিন্ন,—বিভিন্ন বিস্তর !!  
 সে বিশ্বের কাণ্ড ভিন্ন, ভিন্ন তার ঠাট,  
 ভিন্ন তার লীলা খেলা, ভিন্ন তার নাট ।  
 সে বিশ্বের সঙ্গে নাই, এ বিশ্বের মিল,  
 সে বিশ্বে এ বিশ্বে হায় ! সদাই অহিল ।  
 সে বিশ্বের ভাব নাই, বোঝে মর্তবাসী,  
 সে বিশ্বের উন্টা সব, উন্টা গ্রহ-রাশি ।  
 উন্টা তার চন্দ্র তারা, উন্টা তার ভানু ;  
 উন্টা তার গতি বিধি, সূক্ষ্মা সূক্ষ্ম অণু ।  
 প্রেমের জগত ভিন্ন, ভিন্ন তার নাট,  
 প্রেমের শাস্তর ভিন্ন, ভিন্ন তার পাঠ ।  
 প্রেমের পুরাণ ভিন্ন, ভিন্ন সে অধ্যায়,  
 সে বেদ সংহিতা খানি, অপূৰ্ব ব্যাখ্যায় !  
 প্রেমের পঠন ভিন্ন, ভিন্ন পাঠাগার,  
 ভিন্ন ছাত্র, ভিন্ন মারি ! পড়ুয়া তাহার !  
 ভিন্ন তার শ্রেণী এক, ভিন্ন অধ্যাপক,  
 ভিন্ন অধ্যাপনা সেই, ভিন্ন তার ঢক ।  
 প্রেমের শাস্তর ভিন্ন, ভিন্ন সে আখ্যান ।  
 প্রেমের মরম ভিন্ন, ভিন্ন সে ব্যাখ্যান ।

কি দিবে বুঝাব ভবে, প্রেমের তুলন,  
 প্রেম ঐশ্বরিক স্বত্ত্বা, ঐশ্বরিক ধন ।

প্রেম যে সে প্রেম হুধু, অন্য কিছু নয়,  
 প্রেম ভিন্ন নাই ঘটে, প্রেম পরিচয় ।  
 প্রেমিতে প্রেমিতে ঘটে, প্রেমের বিকাশ,  
 প্রেমিকে প্রেমিকে প্রীতি, ব্যক্ত প্রেমাভাস ।  
 প্রেম বিনা, প্রেম বুঝা, না যায় কখন,  
 সে বোঝে প্রেমের মর্ম্ম, প্রেমিক যে জন ।  
 অপ্রেমিকে কি বুঝিবে, প্রেমের বাখান,  
 সৃষ্টি তত্ত্ব জ্ঞেয় নাই, প্রেমের সমান ।  
 এই যে অখিল বিশ্ব, নিখিল সংসার,  
 এই যে এ সৃষ্টি রাজি, অনন্ত অপার ।  
 সকলেরি স্থল কিন্তু, সকলেরি স্থল,  
 সকলেরি মূল প্রেম, প্রেম সর্ব্ব মূল ।  
 বৃক্ষ রাজি মাঝে উচ্চ, দেবদারু, তাল,  
 ধরাধর মাঝে উচ্চ, হিমাঙ্গি বিশাল ।  
 আকাশের চেয়ে উচ্চ, জনক যে জন ।  
 বিশ্বস্তর। চেয়ে গুরু, জননী আপন,  
 বৈকুণ্ঠ হইতে জ্ঞেয়, গুরুর সম্মান,  
 প্রেম কিন্তু সৃষ্টি মাঝে, সবার প্রধান ।  
 লোক চর্চা মাঝে যথা, সত্যাচার সত্য,  
 ধর্ম্ম চর্চা মাঝে যথা, পরমার্থ তত্ত্ব ।

বিদ্যা চর্চা মাঝে যথা, প্রধান সাহিত্য ।  
 সৃষ্টি তত্ৰ মাঝে তথা, প্রেমের মাহাত্ম্য ।  
 প্রেমের মাহাত্ম্য সৃষ্টি মাঝে প্রেক্ষিতর,  
 প্রেমের শাসনাধীন, বিশ্ব চরাচর ।  
 প্রেমের শাসন মাঝে, অনন্ত অপার,  
 প্রেমের বন্ধনে বান্ধা, সৃষ্টি রাজি বার ।  
 প্রেমের বন্ধনে বান্ধা, চন্দ্র তারা ভানু,  
 অণু অণু বান্ধা যত, সৃক্ষা পরমাণু ।——  
 অণু অণু বান্ধা যত, প্রেমে লাগা টান,  
 প্রেম ছুড়ি ছিড়ে যদি, সৃষ্টি ধান ধান ।  
 প্রেম আছে তাই সৃষ্টি, আছে স্থিরতর,  
 প্রেমের খাতিরে সৃজে, সৃষ্টি বিশ্বন্তর ।

প্রেম যে সে প্রেম সুধু, অন্য কিছু নয় ;  
 প্রেম ঐশ্বরিক পূর্ণ, ঈশ্বরত্ব ময় ।  
 শিব বল, শক্তি বল, বল নারায়ণ,  
 প্রেম মূর্তি ভিন্ন অন্য, নহে কদাচন ।  
 লক্ষ্মী, বাণী, কাত্যায়ণী, বিরিকি, বাসব,  
 প্রেমের বিভিন্ন চিত্র, জেনো অই সব ।  
 অঙ্গদ, পুরাণ, বেদ, মহাভাগবত,  
 প্রেমের অধ্যায় বটে, ওসব তাবত ।

রামায়ণ, ইলিয়ড, ভারত পুরাণ,  
প্রেমের কীর্তন সব, প্রেমের বাখান ।

শিব বল, দুর্গা বল, বল নারায়ণ,  
প্রেম মূর্তি ভিন্ন অন্য, নহে কদাচন ।  
মূর্তি মন্ত্ৰ প্রেম ভিন্ন, অন্য কিছু নর,  
প্রেম ঐশ্বরিক স্বত্বা, ঐশ্বরতময় ।

স্তুতি, নতি, সেবা, রতি, শ্রুতি, দরশন,  
স্মরণ, বরণ আর, আগ্রহ, মনন ।

এ সকলে জন্মে প্রেম, প্রেমের সঞ্চার,  
প্রেমেতে প্রেমেতে ছোটে, প্রেমের পাথার ।  
প্রেমেতে প্রেমেতে প্রেমে, পূর্ণতা বিকাশে,  
স্বর্গ মর্ত ফেলি ওঠে, অনন্ত আকাশে  
অনন্ত আকাশ ছাড়ি, তার উর্দ্ধে ধায়,  
তার উর্দ্ধ উর্দ্ধ স্তরে, অপারে মিশায় !  
পূর্ণতাতে পূর্ণ শেষ, ধরি পূর্ণ কায়া,  
এ ধরণী বিশ্ব রক্ষে, দিয়ে স্নিগ্ধ ছায়া ।

সেবা হ'তে জন্মে প্রেম, প্রেম হ'তে ভক্তি,  
'ভক্তি হ'তে মুক্তি লাভ, লাভ মহা শক্তি ।

প্রেম ভিন্ন মুক্তি পথ, ভবে নাহি আর,  
প্রেমের সাধনা-সর্ব্ব, সাধনার সার ।  
যত দেখ তপ জপ, যত দেখ পথ,  
প্রেম ভিন্ন নহে কভু, পূর্ণ মনোরথ ।

প্রেম সে সাধনা-শ্রেষ্ঠ, সাধনার শেষ,  
 স্বর্গের সোপান প্রেম, বৈকুণ্ঠ বিশেষ ।  
 প্রেমের সাধন বটি, নাহি জানি প্রেম,  
 গিটি করা কাচ “আমি” বিকাই বলি হেম ।

প্রেমের লক্ষণ সুধু, আত্ম-বিসর্জন,  
 প্রেমের ধরম পরে, আত্ম সমর্পণ ।  
 অনলে জ্বলিয়ে ঠিক, তারে বলি হেম ।  
 আপনা পরের করা, তারে বলি প্রেম ।  
 আপনারে পর করা, পরেরে আপন,  
 প্রেমের সাধনা সেই, আত্ম-বিসর্জন ।

প্রেম ত নহেরে ধূলা, খেলার মতন,  
 প্রেম করা সর্প ধরা, দুই তুল্য পণ ।  
 নাজানিয়ে প্রেম করা, যেন সর্প ধরা,  
 প্রেম করা ঠিক যেন, অগ্নি কুণ্ডে পড়া ।  
 নাগিনো দংশিলে সুধু, জ্বলি ওঠে বিষ,  
 প্রেমের দংশনে বিশ্ব, দহে অহর্নিশ ।  
 নাগিনো দংশিলে সুধু, দেহ প্রাপ্ত কাল,  
 প্রেমের দংশনে মজে, একাল সেকাল ।  
 কিন্তু কি মুহিনো শক্তি, প্রেম নামে হায় ।  
 জগত সংসার লোটে, সে প্রেমের পায় ।  
 জগত সংসার মাঝে, যত প্রাণী মাজে,  
 অনলে পতঙ্গ প্রায়, মজে প্রেম মাঝে ।

কেহ মজে পরমার্থে, কেহ নারী পাছে,  
 কেহ বা ধনেতে মজে কেহ ধর্ম কাছে ।  
 কেহ পরিজনে মজে, কেহ ত স্বদেশে,  
 কেহ মজে যশঃ লাগি, কেহ বা বিদ্রোহে ।  
 কেহবা তরিয়ে যায়, কেহ ডুইবে মরে,  
 তরিয়ে না তরে কেহ কূল ভাঙ্গি পড়ে ।  
 যেহক সেহক কিন্তু, প্রেম পাওয়া দায় !!  
 ভাগ্য বশে যদি কেহ, কদাচিত পায় ।  
 কেহ পায় পাই, ক্রান্তি, কেহ পায় ধূল,  
 আমি হায় ! হারিয়েছি, সর্ব শুদ্ধ মূল !!  
 “প্রেম ! প্রেম !” করি আজ, জন্ম হ’ল শেষ,  
 তবু না মিলিল সেই, প্রেমের উদ্দেশ ।  
 তবু না মিটিল হায়, প্রেমের পিয়াস,  
 প্রেমের লাগিয়ে আজ, ছাড়ি প্রাণ আশ !  
 কি জানি সে নিশা এক, কি জানি কি ভাব,  
 কি জানি এ পোড়া প্রাণে, দারুণ প্রভাব !!  
 দেবতা দানবে যাহা, ধ্যানে নাহি পায়,  
 আমি গো অভাগা, তাহা চু’ড়ে মরি হায় !  
 অভাগা মানব আমি, অতি অকিঞ্চন,  
 আমারে কি মিলিবে সে, অমূল্য রতন ?  
 যদি বা মিলিল হায় ! ভাগ্যে কিন্তু নাই,  
 কপালে যে ছাই নোর, কপালে সে ছাই !!

প্রেম সে দীপ্লির লাজু, নাখেয়ে পস্তায়,  
 পু'ড়ে মরে অন্তর্দাহে, পুনঃ যেই খায় ।  
 আকাশ-কুসুম প্রেম, মর্তে মিলে কৈ ?  
 মানবের ভাগ্যে কিবা, অন্তর্দাহ বই ?  
 প্রেম কি সামান্য ধন ? সামান্যে কি মিলে !  
 প্রেম কি কখন মিলে, স্বর্গ দান দিলে ?  
 প্রেম সে দীপ্লির লাজু না খেয়ে পস্তায়,  
 পু'ড়ে মরে অন্তর্দাহে, পুনঃ যেই খায় ।

হইল আমার দুইই, পস্তানি সোস্তানি,  
 আমারি কপাল মন্দ ! মন্দ ভাল মানি !  
 আমারি কপাল দোষে, এদশা আমার,  
 নহেত অন্যের দোষ, দোষ বিধাতার ।  
 বিধাতার দোষ কিবা ? আমারিত দোষ ।  
 সেই দোষে নিন্দা সবে, হয়ে অসন্তোষ ।  
 কেবা শত্রু কেবা মিত্র, আমি নাহি জানি,  
 আমারি কপাল শত্রু, এই অনুমানি ।

শত্রু মিত্র ভেদাভেদ, স্বার্থের কারণ,  
 হিংসা, প্রীতি সুধু স্বার্থ, স্থান বিবর্তন ।  
 স্বার্থের লাগিয়ে হিংসা, স্বার্থতরে প্রীতি,  
 স্বার্থতরে ভেদাভেদ, সংসারের রীতি ।

সংসার চাহিনা আমি, নহিত সংসারী,  
 কেবল একটি প্রাণী, তারি আশাধারী ।  
 একটি পরাণী মাত্র, জঞ্জাল আমার,  
 হায় ! না দেখিনু তারে, র'ল দুঃখ ভার ।  
 হায় হায় ! দুঃখে প্রাণ ফেটে যায় যার,  
 ক্ষমা কর, ক্ষমাকর, ধরি দেবি ! পায় !  
 ক্ষমাকর ! ক্ষমাকর !! আমি অকিঞ্চন,  
 কেমনে স্মরিবে তারে, এ কলুষ মন ।  
 এ কলুষ মন হায় ! এ কলুষ প্রাণ !  
 কেমনে করিবে তারে, এ হৃদয় দান ।  
 হায় হায় প্রাণ যায় ! বুক ফেটে যায় !  
 কেমনে ভুলিব তারে, জানিনা উপায় !!  
 উপায় জানিনা তাই, জলে দিব ঝাপ,  
 সাগরে ডুবিয়ে আজ, নিভাইব তাপ !  
 নিভাইব হৃদয়ের, উগ্র দাবানল,  
 ক্ষমাকর, ক্ষমাকর ! হইল বিকল !!  
 ক্ষমাকর ক্ষমাকর, হে দেবি গো ! যাই,  
 দোহাই ধর্মের যদি, তোমাকে ভাড়াই ।  
 দোহাই ধর্মের উভঃ ! প্রাণ ফেটে যায় ।  
 অসহ অসহ জ্বালা, অন্তর্দাহ তায় !  
 প্রেমের সাধনা আজি, করি উদ্যাপন,  
 প্রেমের লাগিয়ে দিব, আত্ম-বিসর্জন ।

দেখিব বিধির বিধি, সে বিধি কেমন,  
 দেখি আজ গলে কিনা, বিধাতার মন !  
 তাগিতেরে দয়া নাই, এ কোন বিচার ?  
 হায় ! প্রাণ ফেটে যায়, সহ্য নহে আর !

( মুর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন )

## ভৈরবিনী ।

ওঠ ওঠ তপোধন ! ওঠ মতিমান !  
 ওঠি বস কেন হেন, হইলে অজ্ঞান ?  
 জ্ঞানবস্তু ধর্ম্মমস্ত, জিতেদ্রিয় জন,  
 তাহারে কি শোভে কভু, এহেন ঘটন ?  
 তুচ্ছ আশা তুচ্ছ নেশা, তুচ্ছ ভাবনায়,  
 এহেন বিকার, ভ্রম, শোভে কি তোমায় ?  
 ওঠ ওঠ তপোধন ! ওঠ মতিমান !!  
 ছিছি কেন তুচ্ছ ভাবে, হইলে অজ্ঞান ?  
 হে বিধাতঃ ! হে ঈশ্বর ! হে করুণাধার !  
 তোমার করুণা-বারি, বর্ষগো এবার ।  
 হে ঈশ্বর ! হে বিধাতঃ ! হে জগত পতি !  
 তুমি গো বিপদ হারি ! অগতির গতি ।

তুমি দিও দূর কর, কর দয়া দান,  
 দয়াতে হউক এই, পথিকের ত্রাণ।  
 হউক হউক নাথ! প্রাণের সঞ্চার,  
 আমি গো তোমারি নাথ! আমি গো তোমারি!  
 কায় মনো চিতে যদি, আমি হই সত্য,  
 এখন হউক গুর, হোক স্তম্ভ মতি।  
 উঠুক উঠুক নাথ! উঠিয়ে বহুক,  
 সেই পূর্ব স্তম্ভ ভাবে, ক্রণেকে জিউক!  
 ওঠ ওঠ তপোধন! ওঠ মতিমান!  
 উঠি বস কেন হেন, হইলে অজ্ঞান?

### সন্ন্যাসী।

না না না, জাগালে কেনে? হে দেবি! আমার,  
 হেন স্তম্ভ নিদ্রা ভাঙ্গি, কি লাভ তোমার?  
 বিধির চাতুরী কিবা, বুঝিতে নাপাই,  
 দেবী কি মানবী তুমি, ভে'ঙ্গে বল তাই।  
 মানবীর কার্য্য নয়, নয় দানবীর,  
 মানবের হিত বাঞ্ছা, একাধ্য দেবীর।  
 যা হবার হলো তাই, ব'লে কাজ নাই।  
 বল দেবি! শাস্তি বাণী, পরাণ জুড়াই।  
 বল বল! কিসে মোর, মুক্ত হবে পাপ!  
 বল বল! কোথা গেলে, জুড়াবে এ ভাণ?

কোথা গেলে হার ২ ! যাবে হৃদি-ভার ?  
 কেনে হৃষিৰ আহা ! এ ঋণ তোমার ?  
 মরিলেও তব গুণ, গাঁব পরকালে,  
 মরিবার কালে দিয়ো, ও চরণ, ভালে ।  
 খণ্ডিনে পাতক মম, খণ্ডিবেক পাপ,  
 কিসে মুক্তি হব বল, কিসে যাবে তাপ ?

## ভৈরবিনী ।

শাস্ত হও শাস্ত হও, হও ক্ষণ স্থির,  
 অধীর হইয়ে কেন, হইলে অধীর ?  
 বুঝিলাম বুঝিলাম, তুমি মহাজন,  
 প্রেমের সাধক তুমি, প্রেমিকা কারণ ।  
 প্রেমের প্রেমীক তুমি, বুঝি নু এখন,  
 বুঝি নু যাহার তরে, মৃত্যু আকিঞ্চন ।  
 সত্য বটে প্রেম তুমি, করিয়াছ পণ,  
 সত্য বটে করিয়াছ, প্রেম উদ্‌যাপন ।  
 কিন্তু এক বাক্য মোর, বাক্য নিজে ধর, .  
 নিজের বিভ্রমে কেন, নিজেরে ডুবি মর ।  
 জানিয়ে শুনিবে কেন, বুদ্ধি কর তাপ,  
 সাধু হয়ে জন্মে কেন, বুদ্ধি কর পাপ ।

সত্য সত্য প্রেম যদি, কৈরে থাক পণ,  
 সত্য যদি কৈরে থাক, প্রেম উদ্যাপন ।  
 সত্য যদি কৈরে থাক, প্রেমের সাধন,  
 তবে কেন মনোবাঞ্ছা, না হবে পূরণ ।  
 অবশ্য বদ্যপি প্রেম, কৈরে থাক পণ,  
 অনশ্য অবশ্য কর, অসাধ্য সাধন ।  
 অসাধ্য হুসিদ্ধ হবে, কটাক্ষের পলে,  
 কটাক্ষে স্বরণ হবে, স্তম্ভ কর তলে ।

গোলোক, দ্ব্যালোক আদি, বৈকুণ্ঠ সুধাম,  
 ধরাতে লুপ্তিত শূনি, প্রেমীকের নাম ।  
 আশ্রিত ভুলিয়ে যেবা, মজে প্রেম-মদে,  
 অনন্ত ভুবন মরি, লোটে তাঁর পদে ।

আকাশ পাতাল ধরা, অনন্ত ভুবন,  
 রেণু রেণু খশি আসে, ছিড়িয়ে বন্ধন ।  
 চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, পর্ব্বত কানন,  
 খশিয়ে খশিয়ে আসে, স্রোতের মতন ।  
 সত্য যদি কৈরে থাক, প্রেম উদ্যাপন,  
 সত্য যদি কৈরে থাক, প্রেমের সাধন ।  
 বিদ্যুত, অনল, ভাতি, কুলিশ পবন,  
 আজ্ঞাতে লুটাবে ক্ষণে, প্রেমিক-চরণ ।  
 হুঙ্কারে শুধিবে সিদ্ধ, নিভিবে তপন,  
 ফুৎকারে উড়িবে গিরি, ভূণের মতন ।

সুংকারে শুকাবে মরি, অপার পারিধি.  
 কাপবে প্রেমের নামে, অনন্ত অবধি ।  
 অনন্ত অবধি বিশ্বে, যে যেখানে আছে.  
 যে যেখানে আছে আবে, প্রেমাকের বাড়ে ।  
 থাকুক অন্তের কথা, নিধাতা আপন,  
 প্রেমার নিকটে বান্ধা, প্রেমে বদ্ধ মন ।  
 কি কব, কি কব তবে, হে প্রেমাক ঋ.স.  
 কেন না ছন্দর নাম, প্রেম যোগে বসি ।  
 প্রেম যোগ প্রেম যাগ, করি অবিশ্রাম,  
 কেন না সাধ হে সাধু! প্রেমের সে নাম ।  
 অবশ্য যদ্যপি প্রেম, কৈরে থাক পণ,  
 অবশ্য অবশ্য কর, প্রেমের বোধন ।  
 অবশ্য হইবে সিদ্ধ, অসাধ্য সাধন,  
 অসাধ্য সুসিদ্ধ হবে, ধ্যানে দেহ মন ।  
 ধ্যান ধরি, ধ্যান করি, দমে দেহ টান,  
 টানেতে ছিড়ুক বিশ্ব, হয়ে খান খান ।  
 খান খান হ'ক ঐ, পর্বত কানন.  
 ভূত ভাবী হ'ক তব, হস্তের দর্পণ ।  
 দর্পণের মত দেখ, কে কোথায় আছে.  
 দেখছে প্রাণের প্রিয়া, দেখ পাবে কাছে ।  
 অবশ্য যদ্যপি প্রেম, কৈরে থাক পণ,  
 অবশ্য অবশ্য সাধ, প্রেমের সাধন ।

অবশ্য হইবে সিদ্ধ, অসাধ্য সাধন,  
 অসাধ্য সুসিদ্ধ হবে, ধ্যানে দেহ মন ।  
 কেন বুঝা বাড়াবাড়ী ? কেন বুঝা ভ্রম,  
 নিজের বিভ্রমে কেন, নিজের কর শ্রম ।  
 ধর ধর মাতমান ! ধর সুবচন,  
 কায়মনো চিন্তে কর, প্রেমের বোধন ।

কায়মনো চিন্তে প্রেম, যে সাধিতে পারে,  
 থাকুক অণুর কথা, যমে ডরে তারে ।  
 মর হয়ে অমর সে, দেবের প্রধান,  
 দেবতা দানবে সাধে, তাহার কল্যান ।

কায়মনো চিন্তে ভূমি, ধর দেখি ধ্যান,  
 প্রেমের টানেতে বিশ্ব, হোক কম্পমান ।  
 পাইবে প্রাণের প্রিয়া, এখনি এ কাছে,  
 এখনি যাইবে তাপ, যত কিছু আছে ।  
 কায়মনো চিন্তে ভূমি, ধর দেখি ধ্যান,  
 কায়মনো চিন্তে এবে, সাধে কল্যান ।  
 কায়মনো চিন্তে যদি, আমি হই সতী,  
 হউক আমার বরে, তব অব্যাহতি ।

---

## সন্ন্যাসী ।

বটে বটে সত্য বটে, হে দেবি ! আমার,  
 ও চরণ কোকনদে, শত নমস্কার ।  
 বিষম বিভ্রমে সত্য, হয়েছি অজ্ঞান,  
 সত্যই পাইনু জ্ঞান সাধিতে সে ধ্যান ।  
 সাধিতে প্রেমের ধ্যান এইত এখন,  
 এখনি বসিব ধ্যানে শুদ্ধ করি মন ।  
 শুদ্ধ মন শুদ্ধ প্রাণ হয়ে শুদ্ধাচার,  
 সাধিব প্রেমের যোগ বিশেষ প্রকার ।

যোগাসনে উপবেশন পূর্ব্বক

ধ্যান করিতে ২

স্বগতঃ ।

আহা কি কলুষ মতি, আমি অভাজন !  
 সে পবিত্র নাম লব, কেমনে এখন ?  
 কেমনে এ পাপ মুখে সেই পুণ্য শ্লোক,  
 জপিব আনন্দে আজ, শোকে ফাটে বুক !  
 মরি কি নামের গুণ স্বরণেও সুখ,  
 স্বরণ ভাঙ্গিয়ে যেন, ভ'রে এলো বুক ।  
 তোলপার করি যেন, আসে স্বর্গ-প্রোত,  
 পর্যাণের বিশ্ব যেন, হ'ল ওতঃ প্রোত ।

তোলপার করি যেন, স্বর্গ স্রোত আসে,  
 পরাণ ভরিল যেন, অমিয় সুবাসে ।  
 বুক ভরা ভাল বাসা মুখভরা নাম,  
 এখনি গেলাম বুঝি, আমি স্বর্গধাম ॥

সহস্র স্বরগ যেন, কণে পানু হাত !  
 হে দেবি ! কি সুখা দিলে, এত মরি স্বাদ !!  
 মরি কি নামের গুণ ! স্মরণেও সুখ,  
 স্বরগ ভাঙ্গিয়ে যেন, ভৈরে এলো বুক !  
 বুক ভরা ভালবাসা, মুখ ভরা নাম,  
 এখনি গেলাম বুঝি, আমি স্বর্গধাম ॥

( বাগাসনে ধ্যান করিতে ২ ও বলিতে ২

অকস্মাৎ লক্ষ প্রাদান পূর্বক দেবীর

গলদেশে জড়াইয়া ধরা । )

ওকি ওকি !! এষে মোর, সে হারানো নিধি,  
 আচম্বিতে কোথা হতে, মিলাইল বিধি ।  
 এষে এতো দেবি নয় ! নয় অন্য জন !  
 এষে মোর প্রাণ হরা, পরাণের ধন !!!  
 ওকি ওকি !! এষে মোর, সে হারানো নিধি,  
 আচম্বিতে কোথা হতে, মিলাইল বিধি !!  
 আচম্বিতে কোথা হতে, এলে প্রাণ আমার ॥  
 থাকরে ও প্রাণ ! থাক, হৃদয় মাঝার ।

তোমার নিহনে হায় ! সব অন্ধকার,  
 অন্ধকার হায় হায় ! এহিন সংসার ।  
 এষে ইনি দেবী নয়, নয় অন্য জন,  
 এষে মোর প্রাণ হরা, পরাণের ধন

( বলিতে ২ দিলাপ আরজুন এতৎ

হর্ষ পুলকে কম্পিত কলেনরে

পুনঃ অজ্ঞান অবস্থা । )

## ভৈরবিনী ।

প্রাণ নাথ ! প্রাণ নাথ ! হে পরাণ ধন !!  
 থাক থাক হৃদে থাক, হে ব্যাধিত জন !  
 প্রাণ নাথ ! প্রাণ নাথ ! হে নয়ন-মণি !  
 তুমি রে আমার, আমি, তোমার অধিনী ।  
 তুমি মোর ! আমি তোর, আয় ভাল বাদি,  
 থাক থাক ওরে প্রাণ, এ হৃদয়ে মিশি !  
 হৃদয়ে থাকগো মোর, হৃদয়ের ধন,  
 এত দুঃখ এত ছালা, আমারি কারণ !!—  
 হায় হায় আমারি ত, লাগি এত দুঃখ,  
 শহিলিরে ওরে প্রাণ ! বিদরিছে বক !

ভুলে যা ভুলে যা প্রাণ ! সে দারুণ কথা,  
 হৃদয়ের ধন থাক, হৃদয়েতে গাথা ।  
 রহ রহ হৃদয়ে প্রাণ ! হৃদয়ের মণি !  
 তুমি রে আমার আমি, সেই ত অধিনী ।  
 সেই ত অধিনী আমি, বনে ২ ফিরি,  
 দেশে দেশে ফিরি তোমা, অব্বেষণ করি ।  
 ধরিয়ে ভিকারী বেশ, পরি ছদ্মবাস ।  
 বেচেছিবে এতদিন, করি তোর আশ ।  
 আঠার বছর আজি, উদাসিনী বেশে,  
 খুজিতেছি ওরে প্রাণ ! তোরে দেশে দেশে ।  
 হারিয়েছি রাজ্য ধন, হারিয়েছি সব,  
 তবু তোমা ভাবি একা, অনন্ত বিভব ।

তুমি রে আমার প্রাণ ! নয়নের মণি,  
 তোমার চরণে মগ, পরাণ নিহনি ।  
 তোমার আশায় হায় ! রয়েছে এ প্রাণ,  
 তোমার লাগিয়ে আমি, বাউরা প্রমাণ ।  
 বখন নিষ্ঠুর গণ, রাখে মোরে ঘিরি,  
 কত দুঃখ দিল উছঃ ! অত্যাচার করি !  
 বখন বাঞ্চিল মোরে, ঘোর কারাগারে,  
 তখন রে তোর লাগি, কান্দি হাহাকারে ।  
 তখন তোমার বার্তা, না পাইয়ে হায় !  
 কত রে কান্দিলু আমি, অসহ্য ব্যথায় !

নাই তুমি এজগতে, এই ভাবি শেষ,  
 মরণ সাধিনু আমি. যুচাইতে ক্রেশ।  
 একেতে কারার কষ্ট, তাহে আরো দুঃখ,  
 অশেষ দুঃখেতে শেষে, ভাবিলেক বুক !  
 অনাহার অনিদ্রার, ভাবি ভাবি মরি,  
 সংকল্প করিনু শেষ, প্রাণ পারহরি।  
 সংকল্প করিয়ে শেষ, ছাড়ি অন্ন জল,  
 বিষম ব্যাধিতে পড়ি, হইনু বিকল।  
 অবশ হইল তনু. রুদ্ধ কণ্ঠ শ্বাস,  
 রুদ্ধ হ'ল ইন্দ্রিয়াদি, নিশ্বাস প্রশ্বাস।  
 তখন নিঠুর গণ, মরা ভাবি মোরে,  
 তাড়াতাড়ি স্থানান্তরে, গাড়িলেক গোরে।  
 অলঙ্কার লোভে তথা, দম্য কত জন,  
 নিশিথে আমার গোর, করিয়ে খনণ ;  
 সিজুক সহিত তুলি, নিয়ে ঘোর লন,  
 খোলা লাশ ফেলি গেল, লয়ে রত্ন ধন।  
 রত্ন ধন নিল হরি, নিলেক কাফন,  
 ভিন্ন বস্ত্রে রাখি গেল, করি আবরণ।  
 আহা ! সে বস্ত্রের গুণ, কিবা গুণ তার !!—  
 আহা কি সে সঞ্জিবনী. স্থগা চমৎকার !  
 আবরণ মাত্র দেহ, হ'ল রোমাঞ্চকর,  
 ফুল পরশে প্রাণ, হল সঞ্জিবীত।

কে যেন কহিল মোরে, স্বপনের ঘোরে,  
 তব-অঙ্গ-প্রাণ যেন, পান্নু মোহ ভোরে ।  
 নিশ্চয় বুঝিনু দূর, বুঝিনু তখন,  
 তুমি যেন কল্যে মোরে, বস্ত্রে আবরণ ।  
 তুমি যেন গুরে প্রাণ, কল্যে আশীর্বাদ,  
 তুমি যেন দিলে প্রাণে, তব স্বেসংবাদ ।  
 তুমি যেন করিলে রে, প্রেম আলিঙ্গন,  
 সরাইয়ে দিলে দূরে, মৃত্যু-আবরণ ।  
 ধারে ধারে খুলি যেন, দিলে নেত্র-দ্বার,  
 ধারে ধারে মেলিলাম, নয়ন আমার ।  
 ধারে ধারে সে মুহূর্ত্তে করি নীরঞ্জন,  
 সম্মুখে দেখিনু এক ব্যাস্ত্র বিভীষণ ।  
 কিন্তু তাহে ভীতি মাত্র না জন্মিল প্রাণে,  
 বরঞ্চ সাহস প্রীতি, উপজিল মনে ।  
 বরঞ্চ কি ভাব যেন, নব উগ্রতর,  
 বিহ্বলিত করিলেক, এ দেহ অন্তর ।  
 বিহ্বলিত করিলেক, আশাতে তোমার,  
 “সত্য” কি “স্বপন” কিন্তু, স্থির নাহি তার ।  
 সত্য কি স্বপন কিছু, স্থির নাহি পাই,  
 বেচেছি কি মারিয়াছি, জ্ঞান তাহা নাই ।  
 কেবলি সে উগ্র এক, ভাব মোহকর,—  
 শরীর অবশ সর্ব্ব, রুদ্ধ কণ্ঠ স্বর ।

কেবলি বহিল ধীরে, ক্ষীণ মুহু শ্বাস,  
 দেখিয়ে সে ব্যাত্র যেন, পাইল আশ্বাস ।  
 ঝটিত আনিয়ে মোর, মুখে দিল জল,  
 ঝটিত আনিয়ে মুখে, দিল সুধা ফল ।  
 তোমার প্রেমের বার্তা, যেন বারম্বার,  
 প্রকারে কহিল যেন, সম্বাদ তোমার ।  
 তোমারে মিলাবে যেন, দিল সে আশ্বাস,  
 চির বন্ধু বলি তারে, জন্মিল বিশ্বাস ।  
 তখন বসিনু উঠি, হয়ে সুস্থকায়,  
 ঘোর বনে চলিলাম, তোমার আশায় ।  
 অগ্রে ২ ব্যাত্র চলে, পাছে পাছে আগি,  
 ঘোর বনে ঘোর দশা, ঘোরতর বাণী ।  
 নির্জজন কন্দরে এক, হল মোর বাস,  
 ব্যাত্র মোরে জানাইল, প্রবোধ আশ্বাস ।  
 ব্যাত্র মোরে যোগাইতে, লাগে খাদ্য জল,  
 তোমার বিরহে তবু, রহিনু বিকল !  
 কিন্তু তব অঙ্গ-বাশ, হেরি মম গায়,  
 বিশ্বাসে আশ্বাস ভাবি, দেবের মায়ায় ।  
 তোমার অঙ্গের স্রাণ, করিয়ে সুস্রাণ,  
 সাহস বান্ধি রে বুকে, ধরিলাম প্রাণ ।  
 তিন দিন তিন রাত্রি, করিনু রোদন,  
 কেবলি ঈশ্বরে চাহি, করি নিবেদন ।

তদন্তে সে ব্যাত্র এক, শারী সঙ্গে করি,  
 আসি মোর পদ লেহি, দিল গড়াগড়ি ।  
 আনন্দ জানায়ে কত, করিল উল্লাস,  
 মধুর বাক্যেতে শারী, করিল সম্ভাষ ।  
 মধুর বাক্যেতে তোষে, ভুলাইতে ব্যথা,  
 ভুলিনু সত্যই তার, শুনি মিষ্ট কথা ।  
 মানবার মত তারে, আপ্ত করি জ্ঞান,  
 কতরে কান্দিনু আমি, খুলি মনো প্রাণ ।  
 মনো প্রাণ খুলি কত, করি অনুন্নয়,  
 আমার ক্রন্দনে কান্দে, পশু পক্ষী হয় ।  
 আমার ক্রন্দনে কান্দি, বন্য পশু পাখি,  
 প্রতিজ্ঞা করিল দোহে, ধর্ম সাক্ষী রাখি ।  
 প্রতিজ্ঞা করিল দোহে, করি প্রাণপণ,  
 আমার কল্যাণে দিতে, দোহার জীবন ।  
 প্রতিজ্ঞা করিয়ে শারী, বলে তদন্তর ;  
 “শুন ওগো রাজেশ্বরী, শুনগো খবর ।  
 আমরা দুজন। তব, পিতার পালিত,  
 রাজোদ্যানে শিশু হ’তে, হইনু লালিত ।  
 শিশুকাল হ’তে তব, পিতার কুপায়,  
 লালিত পালিত হ’নু, যতনে দোহায় !  
 তব জন্ম দিন পর্বে, হ’ল মহোৎসব,  
 সেই দিনে মুক্তি রাজা, দিলা আমা সব ।

পশু পক্ষী যত সবে, পেনু অব্যাহতি,  
 কিন্তু তার দয়া বশে, না ছাড়ি সংহতি ।  
 সন্তানের মত থাকি, আশ পাশ ঠাই,  
 দেখা মাত্র ডাকা মাত্র, কাছে কাছে যাই ।  
 তাহার অভাবে মোরা, আ'নু এই বন,  
 পূর্বাবধি তোমাকে গো, চিনি বিলক্ষণ ।  
 আমরা অধীন তব, সেবক অধম,  
 বিধি মিলাইলা হেন, বিপদে বিষম ।  
 না ভে'বো না ভে'বো ভয়, না হও বিস্ময়,  
 পশু পক্ষী বটি কিন্তু, কার্য্য তাহা নয় ।  
 পশু পক্ষী বটি কিন্তু, দেব আচরণ,  
 আমরা নহি গো তব, মানুষ মতন ।

দেখনা মানুষে কিবা, করিতে নাপারে ?  
 যার খায় যার পরে, তারে আরো মারে ।

নিমক হারাম নাই, মানুষ মতন,  
 আমরা নহিগো রাণি ! আমরা তেমন ।  
 আর শুন ভোমার সে, প্রিয়ের সংবাদ,  
 প্রাণে বে'চে আছে কিন্তু, ঘটেছে প্রমাদ !!  
 বোধ হয় অল্প দিনে, হবে মুক্তি তার,  
 জাহাজে চরায়ে নিছে, সমুদ্রে ওপার,  
 সেদিন দেখি'নু হায় ! যত দুর্ক জন,  
 শৃঙ্খলে প্রিয়েরে তব, করিতে বন্ধন ।

শৃঙ্খলে বান্ধিয়ে তারে, তুলিলেক পোতে,  
 নির্বাসন দিতে নিল, বাহি ভাটি ত্রোতে ।  
 মরে নাই বেচে আছে. এখনো সে জন,  
 এখনও তব ধ্যানে, রয়েছে মগন ।  
 মারিবেনা প্রাণে তারে. শূনোছি নিশ্চয়,  
 নিশ্চয় নির্বাস তারে, দিবে দুষ্ট চর ।  
 অই তার পরিত্যক্ত, অই বাহুবাস,  
 দৈব ফেরে দস্ত্যগণ, আনে তব পাশ ।  
 অই সে প্রেমের ধ্বজা. অই তব গায়,  
 বিশ্বজয়ী হবে তুমি. ধ্বজা গুণে হায় !  
 প'ড়েছ বিপদে কিন্তু, বিপদ এনয়,  
 পরম সম্পদ বিধি, দিবেন নিশ্চয় ।  
 নিশ্চয় নিশ্চয় ধৈর্য্য, ধরহে প্রবোধ,  
 চলহ সতর্ক ভরে, লভি জ্ঞান বোধ ।  
 পাছে পাছে শত্রু তব, পাছে পাছে আছে,  
 দূর নহে রাজ ধানী, বটে তব কাছে ।  
 সন্ধান পাইলে শত্রু, আসিবে নিশ্চয় ;  
 দূরে চল, হেথা আরো, থাকা যুক্তি নয় ।"  
 এত শুনি কথঞ্চিৎ, হইলাম সুখী,  
 কিন্তু প্রাণ ! তব দশা, ভাবি হনু দুখী ।  
 তোমার বন্ধন বার্তা, তব অসন্মান,  
 শুনা মাত্র বজ্রপাত, সম কৈন্যু জ্ঞান ।

সহিতে নারিনু খেদে. হইলু মুচ্ছিত.  
 ছই দিন রনু পড়ি, হারায়ৈ সম্বিত ।  
 শারী আর ব্যাত্ত কত, করিল যতন,  
 যতনে আবার ফিরে, পাইলু চেতন ।  
 তদন্তে পৃষ্ঠেতে মোরে, বহি সে শাদ্দুল.  
 তোমার উদ্দেশে চলে, সাগরের কূল ।  
 অগ্রে অগ্রে চলে শারী, পথ দেখাইয়ে,  
 নিশাকালে চলে তারা, শক্রগণ ভয়ে ।  
 দিবসে গহনে মোরে, রাখে লুকাইয়া,  
 নিশাকালে লয়ে চলে, সাবধান হৈয়া ।  
 উদ্দেশ্য লইয়ে যাবে, সাগর সে পার,  
 উদ্দেশ্য করাবে দেখা, তোমার আমার ।  
 উদ্দেশ্য তোমারে প্রাণ ! করি মুক্তি দান.  
 করিবে রে সে শঙ্কটে, অধিনারে ত্রাণ ।  
 হেন ভাবে মাসাধীক, চলি ফিরি বাই,  
 নিজ দেশ পরদেশ, কত বা এড়াই ।  
 অগ্রে অগ্রে যায় শারী, পথ দেখাইয়ে,  
 সঙ্গে সঙ্গে যায় কত, শত চিনাইয়ে ।  
 কতবা নগর নদী, কত গিরি বন,  
 কত বা দেউল দিঘা. উদ্যান শৌভন ।  
 কত বা সে পরিচয়, কত দিল শারী  
 তোমার বিরহে প্রাণ ! সবিরে পাসরি ।

কেষলি তোমার ধানে, কান্দি নিশি দিন,

খেদে আখি নাহি খুলি, ভে'বে ভে'বে ক্ষীণ !

তুমিরে আমার বিশ্বে, চন্দ্র তারা ভানু,  
জগত হাতাড়ি আমি, একা তোমা পানু ।

তুমি ভিন্ন এ ব্রহ্মাণ্ডে, অন্য কিছু নাই,  
তোমা ভিন্ন এ জগতে, কিছু নাহি পাই ।

তুমি একা এ ব্রহ্মাণ্ডে, কিয়া বিশ্ব তুমি,  
তোমা ভিন্ন অন্য বস্তু, নাহি জানি আমি ।

তুমি আর আমি মিলি, জানি এক জন,  
বিশ্ব মাত্র তব রূপে, প্রকৃতি সৃজন ।

তুমি বিশ্ব রূপে, বিশ্ব তোমার স্বরূপ,  
এ নয়নে নাহি হেরি, সৃষ্টি অন্য রূপ ।

তুমিরে আমার বিশ্বে, চন্দ্র তারা ভানু,  
জগত হাতাড়ি আমি, একা তোমা পানু ।

এ নয়নে তোমা ভিন্ন, নাহি অন্য রূপ,  
তুমি বিশ্ব রূপে বিশ্ব, তোমার স্বরূপ !!

হেন ভাবে মাসাধিক, চলি কিরি যাই,

নিজ দেশ পর দেশ, কত বা এড়াই ।

শেষেতে সম্মুখে পোয়ে, সাগর ভীষণ,

দিবনে গহন বনে, হইল গোপন ।

প্রত্যুষে একাকী শারী, লহিতে সন্ধান,  
 নাবিক-বন্দর-মুখে, করিল প্রয়ান ।  
 বেলা অবসান তবু, শারী নাহি ফিরে,  
 ব্যাত্রে তখন আমি, বলিছু অপীরে ।  
 শাদ্দুল কাতরে মোর, বুঝিয়ে আশয়,  
 ধীরে ধীরে বন ধারে, অগ্রসর হয় ।  
 হঠাত দেখিল ছুই, ব্যাধ ছুঁটাচার,  
 সাধের সে শারী হায় ! তীরে গাথা তার !!  
 সেই সে প্রাণের শারী, হয়েছে নিধন ।  
 দেখিয়ে অমনি ব্যাত্রে, করিল গর্জ্জন ;  
 গর্জি অগ্রবর্তী ব্যাধে, করিল হনন ;  
 পাছে থেকৈ বিসবাণ, হাণে অন্য জন !  
 বাণ হানি পবন-লা, সে বইয়ে পরাণ,  
 ব্যাত্র-বুকে ফোটে বাণ, বজ্রের সমান !!  
 তবু হত ব্যাধ শরে, গাথা শারী লয়ে,  
 সম পদে আসি ব্যাত্রে, পড়িল নুটায় ।  
 দেখিয়ে অমনি হায় ! হইলু আকুল,  
 টানিয়ে বাহির বাণ, করিছু অমূল ।  
 টানিয়ে দেখিহু হায় ! শারী মোর নাই,  
 হাহাকারে কান্দি আমি, পরিলাম ঠাই ।  
 হাহাকারে কান্দি আমি, ব্যাত্রে লনু বুকে,  
 ব্যাত্র কান্দি মুদে আগি, চেয়ে মোর মুখে ।  
 জনমের ভরে আখি, মুদে জন্ম তরে,  
 ছাড়ি গেল দোহে মোরে, উদাসিনী কৈরে !!

সারা নিশি করিলাম, কত বিলাপন,  
 কত বা ঈশ্বরে ডাকি, করিছু রোদন ।  
 প্রত্যয়ে আসিল সেই, ব্যাধ পলাতক,  
 হস্তে ভীম শরাসন, লোহার কীলক ।  
 অত্থেয়ণ করি ফিরে, সঙ্গী আরো বাঘ,  
 থাকি থাকি সঙ্গী নাম, ধরি ঘন ডাক ।  
 হঠাত দেখিয়ে মোরে, হইয়ে বিস্ময়,  
 আমারে ধরিতে সাধ, করে দূরাশয় ।  
 আমারে ধরিতে ব্যাধ, প্রশারিল হাত,  
 বিধির কল্যাণে ছুট, মজে অকস্মাৎ ।  
 অকস্মাত ব্যাধ দেহ, হ'ল তরুতাল,  
 মুহূর্ত্তে যুচিল মোর, আপদ জঞ্জাল ।  
 তখন দে যুত-ব্যাধ-অঙ্গের বসন,  
 খুলিয়ে সাজিছু নিজে, পুরুষ সাজন ।  
 ধরিয়ে পুরুষ বেশ, হইল বাহির,  
 জাহাজে আরোহি যে'য়ে, সমুদ্রের তীর ।  
 হায়রে ! বিধির লীলা, কত কব আর ?  
 তুফানে ডুবিল ডিঙ্গা, সমুদ্রে মাঝার ।  
 আরোহি মরিল সব, সে দুর্ঘ্যোগে পড়ি,  
 আমাকে কুন্ডির এক, রাখে পৃষ্ঠে করি ।  
 অচেতন ভাবে আমি, কাষ্ঠ করি জ্ঞান,  
 সপ্ত দিবা ধরি তাহা, হনু পরিত্রাণ ।  
 সপ্ত দিবা পরে কুন্ম, তীরে মোরে নিল,  
 সমুদ্র-উদ্ভিদ বল, মুখে মোর দিল ।

সম্বিত পাইয়ে তাহে, করি বিলাপন,  
 কেবলি চৌদিকে দেখি, দুর্ব্বার বিজন ।  
 কান্দি কান্দি তীরে তীরে, কিরি অভাগিনী,  
 সে পাথারে বঞ্চি আমি, হায় একাকিনী !  
 কেবলি তোমার নাম, সঙ্গীরে ভামর,  
 কেবলি তোমার মূর্ত্তি সহলের সার !!

কেবলি কুস্তির সেই. প্রাতিদিন আসি.  
 ফল খেতে দিয়ে যেতো. প্রাণে ভালবাসি ।  
 কত দিনে দেখি তথা. আসে এক তরী ।  
 সদাগর পুত্র এক. তার অধিকারী ।  
 আনার ছদ্দশা দেখি, তুলি নিল নায়.\*  
 পুরুষ ভাবিয়ে অগ্রে. ডানিল ভামায় ।  
 কিন্তু পরে ভাবাভাবে, নারী করি স্থির.  
 আমারে পাইতে সাধু. হইলা অস্থির ।  
 আশয় বুঝিয়ে তার, কান্দ উভরাগ,  
 ঈশ্বর সাধুকে করে, পাষাণের কার ।  
 পাষাণ হইল সাধু. দেখি ভূত্যগণ,  
 ভয়ে মোরে পূজিলেক, লুটায় চরণ ।  
 কতদিনে লাগে তরী, সাধুর স্বদেশ.  
 কহে তার মাকে তারা, যে কিছু বিশেষ ।  
 শুনি সে সাধুর মাতা, পাড়ে মোর পায়.  
 দেবতা ভাবিয়ে গোরে, “পুত্র” বর চায় ।  
 দেবতা ভাবিয়ে মোরে. করে অমুনয়,  
 পুত্রেরে করিতে ভাল, করিল বিনয় ।

তখন ঈশ্বরে চাহি, করি প্রণিপাত ;  
 কান্দিয়ে মাগিলু বর, বুড়ি দুই হাত ।  
 দেখিতে দেখিতে ভাল, হ'ল সাধু-সুত.  
 দেখিতে দেখিতে ভরে, ভাণ্ডার অযুত ।  
 স্বর্ণ অট্টালিকা হ'ল, স্বর্ণ সিংহাসন.  
 অযুত ভাণ্ডার হ'ল, সাধ্যাতীত ধন ।  
 দেখিয়ে সবার মনে, জন্মিল বিশ্বাস ;  
 নগর সাহিত সর্ব, ভক্ত মোর হয় ।  
 সেখানে শুনিলু প্রাণ ! তোমার সম্বাদ,  
 নির্বাসিত হৈয়ে তুমি, সহিহ বিবাদ ।  
 কিন্তু কোথা আছ তুমি, স্থির নাহি তার,  
 তাই আমি দেশে দেশে, খুঁজি তুমি আর ।  
 দেশে দেশে খুঁজি আর, দেশে দেশে ফিরি.  
 কত বন গিরি গুহা, নগর নগরী ।  
 কত দেশ কত রাজ্য, করি প্রদক্ষিণ,  
 কতই সঙ্কটে হারে, পড়ি নিশি দিন ।  
 কতবা মাগরে ডুবি, কতই বা মরি.  
 কতই রে বনে ২, দেশে দেশে ফিরি ।  
 আঁঠার বচ্ছর আজি, উদাসিনী বেশ,—  
 ওরে প্রাণ ! তোরে আমি, খুঁজি দেশ দেশে !!  
 কিন্তু না পাইয়ে কোথা, তোমার উদ্দেশ.  
 পরাণ ত্যজিতে বাঞ্ছা, করিলাম শেষ ।  
 কন্দরে জ্বালিলু আমি, ভীষণ অনল,  
 গিরি শৃঙ্গ হ'তে ঝাপি, পড়িলু ভূতল ।

কিন্তু কেরে নিভাইয়ে, দিল সে অনল !!  
 কে যেন টানিয়ে মোরে, নিল অন্য স্থল ।  
 কে যেন গর্জিয়ে মোরে, দিল উপদেশ,  
 কে যেন স্থায়ে দিল, তপস্বী বিশেষ !  
 তখন চঞ্চল মন, করি সংযমন,  
 প্রেমের সাধনা হয় ! সাধিনু তখন !  
 প্রেমের সাধনা মরি ! তব প্রেম নাম,  
 তব প্রেম-মুক্তি-যোগ, সারু করিলাম ।  
 সাধিতে ২ দিক্, ফোটে দিব্য জ্ঞান,  
 চরাচর হল যেন, দর্পণ সমান ।  
 চরাচর হল যেন, করতল গত,  
 দেখিতে লাগিনু দিব্য, ভূত ভবিষ্যত ।  
 দেখিতে লাগিনু প্রাণ ! আমিবে হোমায়,  
 দেখিনু তুমিবে প্রাণ ! আসিবে হেথায় ।  
 দেখিনু তুমিবে প্রাণ ! নৈরাশ্রিতে মোর,  
 জীবন ত্যজিতে বাঞ্ছা, করিয়াছ ঘোর !  
 জীবন ত্যজিবে প্রাণ ! তুমি হয় হয় !!  
 তাই ভাবি অভাগীকে, আনিছে হেথায় ।  
 তাই ভাবি অভাগিনী, দিনেরে প্রবোধ,—  
 তাই ভাড়াইনু মরি ! জাগাইতে বোধ ।  
 তাই মনে মনে চাপি, মনের আগুণ,  
 জ্বলাইনু শুনে প্রাণ ! জ্বালানু দ্বিগুণ ।  
 জ্বলাইনু, জ্বলিনুরে,—পুড়ে আর মরি !  
 জ্বলিনে আমার আশি, তব সেই নারী !!

আঠার বছর আজি, আঠার বছর,  
 দোহে দোহাকারে ছাড়ি, হয়েছি অন্তর !  
 আঠার বছর আজি, আঠার বছর, !!  
 কেহ করে নাহি জানি, কেহরি গবর !  
 আঠার বছর আজি, হয়ে উদাসিনী,  
 ওরে প্রাণ ! দেশে ২, ফিরি একাকিনী ।  
 এ'স আরে প্রাণ ধন ! এবে হৃদে আয়,  
 হৃদয় জুরাকু তোরে, বুকে ধরি হায় !  
 রহ রহ হাদে প্রাণ ! নয়নের মণি !!  
 তুমি রে আমার আমি, তব সে অধিনী ।  
 যা হবার হইয়াছে, ভে'বে কাজ নাই,  
 স্বর্গ পাইলান আজ, স্বর্গ এই ঠাই ।  
 এ'স এ'স প্রাণ নাথ ! এসো নৌর কাছে,  
 তব হেন প্রিয় ধন, স্বর্গে কিহে আছে ?  
 চাই না স্বর্গের স্তম্ভ, চাই নাহে ধন,  
 দোহে দোহাকার ভাবে, রব আজীবন ।  
 দোহে দোহাকার ভাবে, দেব আর দেবা,  
 আমি দাসী, দাও করি, ওচরণ সেবা ।  
 প্রাণ নাথ ! প্রাণ নাথ - হে পরাণ মণি !  
 তুমি রে আমার, আমি সেইত অধিনী ।  
 ভুলে যারে,—ভুলে যারে, সে দারুণ কথা,  
 থাক প্রাণ থাক লয়ে, আমি থাকি হেথা ।  
 স্বর্গ হোক—স্বর্গ হোক, এই ধরাতল,  
 হোক হেথা প্রসবণ, আমি কিসল ।

বহুক বহুক বায়ু, অমৃতের বাসে,  
থাক প্রাণ হৃদে থাক, নবীন উল্লাসে।

### পরিশিষ্ট ।

নবীন উল্লাসে ওঠে, শব্দ কল কল,  
আনন্দে ভরিয়ে গেল, স্বর্গ ধরাতল।  
ধরাতল ভরি গেল, স্বর্গের মাধুরী,  
কিন্নরী অঙ্গুরী নাচে, নাচে বিদ্যাধরী !!  
বেড়িয়ে বেড়িয়ে নাচে, যত দেবগণ,  
জয় জয় রবে গায়, প্রেম সম্মিলন।  
প্রেমিক প্রেমিকা আজ, মিলে হর্ব চিতে,  
উচ্ছ্বাসে সংবাদ দ্রুত, ছোটো চারি ভিতে।  
ছুটিল সংবাদ দ্রুত, দেশ দেশান্তর,  
প্রাণে কম্পিত যত, অরাতি অন্তর।  
আনন্দে উদ্ভাস প্রায়, যত প্রজা গণ,  
সবুরে ভেটিল হুখে, দোহার চরণ।  
বাজে শিঙ্গা, বাজে কাড়া, বাজে ঢাক ঢোল,  
কোলাহলে ত্রিসংসার, তোল পাড় তোল।  
আসিলেন রাজ লক্ষী, পুনঃ রাজপুরে,  
ভয়ে রাজ্য ছাড়ি আর, পলাইল দূরে।  
হুয়া হুয়ে যক্ষ নরে, মিলি বসে সভা,  
দক্ষিণে “কিরণ” বসে, বামে বসে “প্রভা”  
জয় জয় বল লবে, পাঠক পাঠিকা,  
এত দূরে লাজ হ’ল, প্রেমের নাটিকা।  
রচিলা রসের গাথা, আবহুল হামিদ,  
আজিয়া, চরাশে ধাম, বঙ্গের বিদিত।

## অকণ ভাতি ।

— :o: —

পরিচয় ।

যখন মধ্য আসিয়ান মোগল বংশীয় রাজা দিগের উন্নতি এবং পরাক্রম প্রারম্ভ হয়, তখন সেই বংশীয় তাতার দেশের বাদশা সোলতান সোলেমানের কন্যা “হোসনে আফরোজের, রূপ গুণ এবং বিদ্যা বুদ্ধির প্রশংসা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । সোলতানের সাত পুত্র এবং এক কন্যা ছিল, রূপে গুণে বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে ও সাহস পরাক্রমে পুত্রগণ অপেক্ষা উক্ত কন্যাই অধিক প্রতিপত্তি সক্ষমতা এবং আধিপত্য জন্মায় স্বয়ং সোলতান ও তাঁহার মহিষীগণ এবং দেশ দেশান্তরের ক্ষুদ্রমহৎ বাণিজ্য লোকে রাজ-কন্যাকে প্রথমতঃ অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং সম্মানে ভর করিতেন । হোসনে আফরোজ একে স্বাধীন প্রকৃতির ছিলেন, তাহাতে আবার তৎকালে মোগল দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের ক্ষমত একালের ন্যায় বিশেষ পর্দা পুশিদা এবং অবরোধ প্রথা প্রচলিত না থাকায় তিনি সৈন্ত সামন্ত সহ অবাধে দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ পূর্বক দিগ্ভ্রমণ ও প্রকাশ্য দরবারে রাজ-কার্য পরিচালনা করিতেন । তিনি অধিকাংশ পুরুষ দিগের অপেক্ষাও সফল, সর্বা বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন ও কার্য কুশল হইয়া উঠিয়া নিজেকে নিজে খুব গৌরবান্বিতা, স্বাধীন চেতা, মনে করিয়া পরিলেমে এক প্রকার অহঙ্কারিণী হইয়া পড়েন । চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি বিবাহিতা হইয়া ছিলেন না । শত শত রাজপুত্র শত শত

নীর পুরুষ, এবং শতশত পণ্ডিত লোকে তাঁহার পাণিগ্রহণ লালসায়  
 বিমুগ্ধ হইয়া দেশ দেশান্তর হইতে ক্রমে ক্রমে সমাগত হইতে  
 থাকেন; কিন্তু সকলেই তাঁহা কর্তৃক তর্কে, বলে, কৌশলে,  
 বিচারে, এমন কি অনেক সময়ে চলনা পূর্ণ চাতুরী জালে পরাজিত  
 ও পরাভূত হইয়া কেহ দাসত্ব, কেহ বৈবাগ্য এবং কেহবা ভিক্ষু-  
 কের পথ অবলম্বন করেন; আবার কেহ কেহবা ক্রোধ ভরে  
 বৈরনির্দ্যাতন মানসে তাঁহার সহিত যুদ্ধ প্রবর্ত্ত হইয়া বিনষ্ট হন।  
 তিনি কিছুতেই পুরুষের বশীভূতা হইয়া স্বাধীনতা বিনষ্ট করিতে  
 চাহেন না। বিবাহের প্রাপ্তি ক্রমে ২ তাঁহার যেন এক নিজাক্তি  
 স্বর্ণা এবং পুরুষ দিগের প্রাপ্তি নিদারুণ তাচ্ছিল্য ভাব জন্মে  
 তাঁহার এই প্রকাব ব্যবহারে তাঁহার পিতা মাতা, ভাতা এবং  
 দেশস্থ সকলেই পরিশেষে ব্যথিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠায়, তিনি  
 তাঁহাদিগকে এই বলিয়া প্রাবোধ দেন যে, “আমি আবার উপযুক্ত  
 পাত্র পাওয়া মাত্রই বিবাহ করিব” কিন্তু সে কথা তাঁহার যৌগিক  
 চলনা ভিন্ন প্রকৃত প্রস্তাবে অস্তবের নহে। রাজকারণে উপর  
 তাঁহার এতদূর পর্যন্ত ক্ষমতা ছিল যে, সোলতান ও মহাগণ নামে  
 মাত্র রাজা ও উজির ছিলেন। ফলতঃ রাজকন্ডা তাঁহাদিগকে  
 বস্ত্র অরুণ করিয়া এমন ভাবেই রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে  
 তাঁহাদের “চু” শব্দটি করিবার উপায় ছিল না। সুতরাং রাজ  
 কন্ডার বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহাদের কোনই হাত ছিলনা। যুগতী  
 যৌলোক হইয়াও যে পুরুষের প্রতি তাহার এমন তাচ্ছিল্য ভাব  
 করিয়াছিল, অনেক মহা মহা পণ্ডিত তাহার কোন কারণই নির্ণয়  
 করিতে পারেন নাই। পরিশেষে উহা বিধাতার একটি লীলা  
 বোধাই, তাঁহার কালচারাবিত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার

পঁচিশ বৎসর বয়স হই, তখন তিনি মহা যত্ন ও সমারোহ করিয়া ইউরোপ দেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হন, এবং বোম্ব ও গ্রীস দেশে কিছু দার্ষকাল অবস্থিতি করিয়া নানা শাস্ত্রের আলোচনা ও শিক্ষা করেন। সেই হইতে তাঁহার মন আরও পরিবর্তিত হইয়া উঠে।

যে সময়েই কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে মিশরের উন্নতি এবং প্রাদান্ত্রের হ্রাস হইলেও বহুবিধ রাজ্য দেশ তাঁহার শাসনাধীনে ছিল, এবং মিশর রাজ্যের স্তাস গণ্য মাস্ত সম্রাট ব্যক্তি সম্রাট দিগের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণেই ছিলেন। মিশর রাজ "অ'ছাদ জেগেবেব" অতুলনীয় রূপ গুণ সম্পন্ন একটী পুত্র-রত্ন ছিল, এই পুত্র ধনটী পাইয়া তিনি সর্ব্ব সুখে সুখী হইয়াছিলেন। ইহাব জ্যেষ্ঠ সহোদর অকালে কাল কবলে পতিত হওয়ার সম্রাট ও সাম্রাজ্য উভয়ে ইহাকে সর্ব্বদা এত ভাল বাসিতেন যে, কোন ক্রমেই কাছ ছাড়া হইতে দিতেন না। এই যুবরাজের নাম "খোরসেদ পাইকর" ছিল। উপযুক্ত সময়ে কোন রাজ কন্তাকে তিনি বিবাহ করিয়া রাজ কাশ্যের পর্যালোচনা এবং পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনদের অশেষ নিধ সেবা শুশ্রূষা দ্বারা একুতি পুঞ্জের স্নেহ ভাজন হইয়া ছিলেন।

যুবরাজ এবদা একটী দুঃসপ্ন দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হন, এবং সেই চিন্তা সেই আলোচনার নিমিত্ত উদ্যান-ভবনের কোন এক নির্জন কক্ষে বাসিয়া ২ জ্যোতিষী গণনা দ্বারা স্বীয় ভাগ্যের কলাফল দেখিতে থাকেন। মিশর দেশে তৎকালে জ্যোতিষী বিদ্যায় এতদূর পর্য্যন্ত প্রাদুর্ভাব ও শ্রদ্ধা হইয়াছিল যে, জ্যোতিষী বিদ্যার অভাবনীয় বলে এমন সকল অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যকলাপ সুসম্পন্ন

হইল যে, সেসকল কথা এখন নিশ্চয় স্বপ্নবৎ প্রভিয়মান হইবেক ।  
 ফলতঃ এখন যেমন বিজ্ঞান-বলে কল্পনাতীত কার্য সকল সম্পন্ন  
 হইতেছে, পূর্বে জ্যোতির্বিদ্যারও তেমন প্রথম প্রভাব ছিল । সে  
 যুগ এখন আর নাই । সুতরাং সে বিষয়ে এখনকার লোক ঘোরতর  
 মূর্থ ও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে । যুবরাজ যত বারই গণনা করেন,  
 তত বারই দেখেন যে, তাহার রাশি চক্র পরিবর্তিত হইয়াছে ।  
 ইহাতে চিন্তা মন আরও চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং চিন্তা ভাবনা হঠাৎ  
 আসিয়া যুবরাজকে আক্রমণ করে । তিনি বসিয়া ২ ভাবিতেছেন,  
 এমন সময় মনে ২ বুঝিতে পারিলেন যে, একজন আগন্তুক যেন  
 কোন এক গুরুতর বিপদ-ভার লইয়া তাঁহার নিকটবর্তী হইতেছে ।  
 সে যেন ক্রমেই অগ্রসব হইতেছে । না—প্রকৃত প্রস্তাবেই  
 দেখিতে ২ কণ পরে হঠাৎ একজন ছবি বিক্রেতা কোথা হইতে  
 যেন বিবম সাহসে সম্মুখীন হইয়া অভিবাদন পূর্বক বলিল “যুবরাজ !  
 আপনি এক লক্ষ টাকা দিয়া এই ক্ষুদ্র ছবি খানি একবার ক্রয়  
 করিয়া দেখুন, । এই দেখুন, ছবিখানি কি সুন্দর কি মনোহর ।  
 আহা ! আপনার ভাগ্যে এমন রত্ন মিলাই উচিত ।” যুবরাজ অমনি  
 চিত্রের দিগে নয়ন ফিরাইলেন । কিন্তু হায় সর্বনাশ ! নিজস্ব  
 ছবি খানি, সজীব প্রাণের রক্ত শোষণ করিল !! চক্ষের পলকে  
 চিত্রেতে চিত্র মিশিইয়া গেল; প্রাণে যেন বাণ বিদ্ধ হইল, হৃদি আর  
 ফিরিল না !! অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে, চিত্র পট খানি হৃদয়-পটে  
 অঙ্কিত হইয়া উঠিল, ধপ্ করিয়া মনের আশ্রণ প্রস্থানিত হইল !  
 হৃদয়-মোহ ঘটিল । যুবরাজ দুই চক্ষু হঠাৎ মুদ্রিত করিলেন !!  
 কিন্তু কয়েক আবার চৈতন্য হইল । অন্তর রাজ্যে কি যেন একটা  
 অস্বাভাবিক হইয়া গেল । কিন্তু যুবরাজ যত সাবধানতার সহিত

বাহিরে সেই ভাব কুটিতে না দিয়া প্রকাশ করিলেন । ইহারই মূল্য কি এত ? এটা বল ত দেখি কাহার চিত্র ? উত্তর হইল, “হা ঠিক লক্ষ টাকা” । উত্তর হইল “কোন সুপ্রসিদ্ধ রাজ কব্বা” । যুবরাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক লক্ষ টাকা দিবার জন্য প্রাজ্ঞা-  
 ক্রির নামে চিঠি লিখিয়া দিলেন, রজের তুলিকা হাতে লইলেন, ছবিওয়ালার আনিত ছবির অনুরূপ অন্য একখানি ছবি এক দিনের মধ্যেই আঁকিয়া তুলিলেন । যুবরাজের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া ছবিওয়ালা অবাক হইল ! যুবরাজ তাহাকে এক লক্ষ টাকা সহ চিত্রখানি ফেরত দিলেন । তখন সে ছবিখানি হাতে লইয়া প্রস্থান করিল; কিন্তু যুবরাজের আস্ত মন আর কিরাইয়া দিয়া গেলনা । যুবরাজ ভাব্য মন বোড়া দিবার জন্য কয়েকদিন পর্যন্ত অশেষ বিশেষ চেষ্টা করিয়া পরিশেষে শয়ন খানায় কবাট বন্ধ করিলেন ।  
 আহার বিহার পরিত্যাগ করিলেন, শরীর মন ক্রমেই ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল ! দেশময় রাষ্ট্র হইল, যুবরাজের কি বেন কঠিন পীড়া হইয়াছে, আর বাচেন না । অনেক প্রকারের প্রতিকার হইল, অনেক চিকিৎসক আসিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ক্রমেই পীড়া বাড়িয়া চলিল, রোগ নির্ধর পর্যন্তও ঘটিল না । শরীর ক্রমেই শীর্ণ, বর্ণ ক্রমেই মলিন, বহনমণ্ডল ক্রমেই রাহুগ্রস্ত চক্ষের ন্যায় হইল । যুবরাজের লহধর্মিণী একদা আড়ালে থাকিয়া দেখেন যে, যুবরাজ একখানি চিত্র পট বন্ধে ধারণ করিয়া অবসন্ন অবস্থায় শয়ান আছেন, এবং দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপায় কি, ভাবিতেছেন ; গুণ্ডুল বাহিয়া অঙ্গত অঙ্গদ্বারার গিররের উপাধান ভিজিয়া বাইতেছে । রাজ-বধু সন্মতি ধাইয়া চিত্র খানি কাড়িয়া লইবেন, স্বেচ্ছা নির্ধর করিয়া ফেলিলেন, ক্রমেই সে চিত্র কাড়িয়া

নিরাহে বিষয়টী স্বল্পর স্বাস্থ্যভী প্রভৃতিকে বুঝাইয়া বলিলেন ; সকলেই কার্য কারণ বিশেষ রূপ বুঝিতে পারিলেন, আর মনের থাকি গোপনে রহিল না । যুবরাজকে মাতায় বুঝাইলেন, পিতায় বুঝাইলেন, জীত কতই করিয়া প্রবোধ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই মন আর তাঁহার বাঞ্ছিল না । কেহকে কিছু না বলিয়া শেষে এক রাত্র নিমন্ত্রণ নিশীথ সময়ে কতকগুলি বহু মূল্যবান মণি মাণিক্য ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া ছদ্ম বেশে একাকী দেশ ত্যাগী হইয়া নানা দেশ দেশান্তর অন্বেষণ ও পর্য্যটন করিতে করিতে একদা কোন এক স্থানে পুনঃ সেই ছবি বিক্রেতার সাক্ষাৎ পান ; কিন্তু ছবি-বিক্রেতা যুবরাজকে সেই অবস্থায় ও সেই বেশ ভূমায় দেখিয়া কোন ক্রমেই চিনিতে পারেনা ; বরং যুবরাজ যখন তাহার নিকট ক্রন্দন করিতে ২ উদ্ভাদের ন্যায় নানা প্রকাব কথা বলেন, ও তাহাকে চির পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করেন, তখনও সে কিছু মাত্র টের করিতে না পারিয়া, যুবরাজের কথার ভাবে অত্যন্ত চমৎকৃত হয় । পরিশেষে যুবরাজের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাঁহার দৈব দূর্য্যবস্থা এবং রাজ কন্যার প্রতি অসাধাবণ অনুরাগ সন্দর্শন করিয়া, অধিকন্তু “সে স্বয়ং চিত্র পট প্রদর্শন করিতেই যে যুবরাজের এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, এবং তাহার মূলোদ্ভূত কারণ ও প্রাত্য্যাবস্থাগী সে যে নিজে বটে” তাহা অনুধাবনা করিয়া ঐকান্তিক মর্ষ পীড়ায় শোকাভিভূত হয় । তখন যুবরাজের হিত কামনার ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া, যুবরাজকে মুক্ত করিতে ও কার্য সিদ্ধির জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা বস্ত্র এবং উপায় গ্রহণ করে । শেষে কৌশলে কার্যোদ্ধারের পথ নির্ধারণ করিয়া তৎপর সাধন করিতে যুবরাজকে সাধ্য করে । অনেক

দিন পর তাহার পরামর্শানুসারে এবং অসীম যত্ন প্রতিকারে যুবরাজ উন্নয়ন-ভাব পরিত্যাগ পূর্বক; পূর্বের ন্যায় একান্তি-হইয়া তৎসহকারে তাতার দেশের সন্নিকটে উপস্থিত হন। তথাক্স্থ স্থল বণিকের বেশ ধারণ পূর্বক বহুবিধ পণ্য দ্রব্য ও লোক জন সহকারে পরে রাজ-দরবারে উপস্থিত হন। প্রথমতঃ রাজ কন্যাকে দেখিয়া মনেঃ বিচলিত-হইলেন; তৎপর ছবি বিক্রেতার উপদেশ মতে হিত সংযম করতঃ রাজ কন্যাকে পরাজয়ের মানসে প্রস্তুত হইয়া, স্বায় বাগনা জ্ঞাপন করিলেন। যুবরাজকে দেখিয়া দেশময় সকলে বিমুক্ত-হইল এবং তাঁহার জয় প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রকাশ্য সভাস্থলে কয়েক দিন পর্যন্ত নানাবিধ বিষয়ের পরীক্ষা হইল। সর্ব বিষয়ে, সর্ব ঘটনায় যুবরাজই জয় লাভ করিয়া হোসনেআফরোজকে পরাস্ত করিলেন। গর্ভিনীর গর্ভ খর্ব হইল, লজ্জায় মাথা হেট হইল; কিন্তু যুবরাজের বশীভূতা হইতে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা জন্মিলনা। মনের কথা গোপন করিয়া প্রথমতঃ দায় ধরার মত রাজ কন্তা যুবরাজের সহিত মৌখিক আলাপ করিতে লাগিলেন, তৎপর কিছু মেনামেনী ভাস দেখাইয়া তাঁহাকেই অস্তিরে চিত্ত মন সমর্পণ করতঃ ধর্ম-বিধি অনুসারে পরিণয় সম্পাদনের পর সঙ্গে-বাইবেন এমন আশ্বাস দিলেন, এবং নিজে প্রস্তুত হইবার জন্য এক বৎসর সময় লইলেন। যুবরাজ রাজ কন্তার মনোগত চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া সেই কবান্তেই হাতে যেন স্বর্গ পাইলেন, এবং ছবি বিক্রেতা ও সঙ্গী লোক জন পরিত্যাগ করিয়া রাজ কন্তার এক প্রসঙ্গ ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। সোলতান মোমেদান দেশকর মহা যত্ন করিয়া তখন নির্দিষ্ট দিনে কন্তার বিবাহের নিষিদ্ধ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; সময় কয়েই বদাইয়া আসিল; এবিধে কিছু রাজকন্তা

হৌমসে আকরোজি একদা কপিল সবিজনী সহ হঠাৎ অন্তর্ধান  
 হইলেন ॥ রাজ পুরীতে হার ২ শব্দ উঠিল, দেশ দেশান্তরে  
 শোকার্ত পরিয়া উঠিল, বুবরাজ পুনঃরায় লাগল হইলেন ॥ তাহাতে  
 আশ্রিত ভ্রাতার রাজের পক্ষপাতী অন্তর বিচারে কঠোর কারা-  
 গারে আবদ্ধ হইলেন ৷ অন্য দেশ দেশান্তরে রাজকন্যার অনু-  
 সন্ধান করা হইল, কিন্তু কোথাও তাঁহার লঙ্কান পাওয়া গেলনা ৷  
 অমের্কে অমরুমান এবং বিশ্বাস কবিল যে, তিনি গ্রীস দেশেব রাজ  
 পুত্রের প্রেমে প্রবুদ্ধ হইয়া তদসহ কোন নির্জন প্রদেশে চলিয়া  
 গিয়াছেন ॥ হবি বিক্রেতা এই আকস্মিক ঘটনার আনুপূর্বিক  
 বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া লোকসহ অগ্রে মিশর রাজ নম্বীপে  
 প্রেরণ করে, তৎপর কৌশলে মিত্রবর রাজপুত্রের মুক্তির চেষ্টায়  
 রত হয় ৷ কিন্তু ঈশ্বরের এমনই লীলা যে, তখন হঠাৎ তাহার  
 মৃত্যু ঘটে ৷

ওদিকে বুবরাজ ধোরুশেদু পাইকরের পলায়নেব পব তাঁহার  
 নিত্য সাতা প্রভৃতি শোকে অধীর হইয়া পড়েন, দেশ দেশান্তরে  
 চর পাঠাইয়া দিলে, তাতার দেশে শেষে চর বাইয়া তথাকার সমস্ত  
 অবস্থা অবগত হয়, এবং রাজ পুত্রকে কারাগারে পাইয়া মিশর  
 রাজের নিকট তথ্য দেয় ৷ উহার পূর্বেই চিত্রকবের প্রেমিত  
 সংসারে সন্নিবেশ অবগত হইয়া মিশরের রাজ-মহিষী স্বয়ং ছদ্মবেশে  
 স্ত্রী সাক্ষিরা পাত্র নিজ ও সন্ত সানন্ত সহ তাতার রাজের নিকট  
 উপস্থিত হয় ৷ বুবরাজের মুক্তি প্রার্থনা করেন ৷ তদন্তর দৈন্তলশা  
 হইতে বুবরাজকে বন্ধন মুক্ত করিয়া উপায় অবস্থার বাস্তব  
 পরীক্ষা পাইলেন ৷ অনেক প্রতিকার করা হয়, তাহাতে কোন

বিশেষ উপকার দর্শেন। ইহার কথক দিন পর যুবরাজ আবার  
 পলায়ন করিয়া হোলুনে আক্রোজের উদ্দেশে বাহির হন।  
 গ্রাম ঘেঁষে বাইরা জ্ঞানেন যে, তখাকার রাজ পুত্রের সহস্র  
 লোকে বাহা অনুমান ও বিখাগ করিয়াছে, সে কথা সত্য নহে।  
 তৎপর অনেক অনুসন্ধান করিতে করিতে জর্য়ানি দেশে  
 বাইরা যুবরাজ হোলুনে আক্রোজকে আশ্রয় হন, এবং তাতার  
 রাজকে তথ্য দেন। তখন হোলুনে আক্রোজ যুবরাজের প্রতি  
 প্রথমতঃ নিগ্রহ, তৎপর প্রকাশ্যেই নিদারুণ তাকিল্য ভাব প্রদর্শন  
 করিয়া অশ্রুশ্রোতে ফিরিয়া আইসেন, এবং পিতা মাতা ও মন্ত্রী  
 পণকে যুবরাজের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন। যুবরাজ এখান  
 হইতে বিধর্ম মর্ষবাতি ব্যাধা পাইয়া এমনই অবসাদ ও বিবাদ  
 গ্রস্ত হন যে, জীবনের প্রতি আর কিছুমাত্রও মমতা রাখেন না ;  
 কোন রূপে মরিতে পারিলেই যেন বাচেন ॥ প্রাণ পরিত্যাগ করার  
 কল্প বড় ব্যগ্র হইয়া ওঠেন। কিন্তু প্রাণের অক্লান্ত আকর্ষণে  
 এবং প্রেমের এক বিজাতীয় ধর্ম রক্ষার্থে তখন তিনি রাজকন্ডার  
 দেশে গমন পূর্বক প্রাণত্যাগ করিবেন প্রতিজ্ঞায়, রাজকন্ডার বাগ-  
 স্থানের অকুরবর্তী তিনীর তোরান্ধত উদ্যান প্রান্তে এক নিশীথ সময়ে  
 উপস্থিত হইয়া আত্মঘাতী হইতে কৃত সংকল্পাধিত হন। যুত্মার  
 অধ্যবসিত পূর্বে যুবরাজ বহুবিধ বিষয়ে পরিতাপ ও গভীরসোচনা  
 করিতেই বিলাপ আরম্ভ করেন। পার্শ্ববর্তী কোথাও লোকজন আছে  
 বলিয়া তিনি টের করিতে পারেন না। কলতঃ সেটি এমনই এক  
 নির্জন স্থান যে লোক জনের সমাগম হওয়া তখন অসম্ভব ছিল।  
 যুবরাজ যখন বিতীর্ণ মাত্র পলায়ন করিয়া আইসেন, তখন  
 তাঁহার বিবাহিতা সহধর্মিণী মাহাজাদী সবহরেহান পতির বিরুদ্ধে

একটি অশীষ হইয়া উঠেন, এবং একটি শিশু পুত্র ও একটি  
 নব প্রসূতা, কক্ষকে ঘরে রাখিয়া গৃহসংসার পরিত্যাগ পূর্বক  
 চতুর্বিদীর বেধে গোপনে পতির অনুসন্ধানে বাহির হইয়া  
 তাহার দেশে চলিয়া আইসেন। সেই পরমারাধ্যা সতী দেবী  
 পতির প্রতি প্রত্যহ পর্যন্ত ভক্তিমতি ও আশঙ্কা হইয়া পড়িয়া-  
 ছিলেন যে, প্রাণ তুল্য পরম দেহের পুত্র কক্ষার দিকেও দ্রোহ  
 মনোভাভে আকৃষ্ট না হইয়া পতির উদ্দেশ্যে জীবন সমর্পণ করিয়া-  
 ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য থাকে যে, তিনি কোন একারে হোসান্ন  
 আক্ৰোশকে বাধ্য করিয়া পতির সন্নিবিষ্ট করিবেন। প্রথমতঃ তিনি  
 তথার হস্তবেশে বাইরা রাজ কক্ষার সহিত পূর্বেরই সাক্ষাৎ করেন,  
 এবং তাঁহার সহিত সমরোচিত অনেক আলোচনা প্রলাপ ঘাঁবা বাক-  
 যতা সংস্থাপন করেন। কিন্তু প্রকৃত পরিচয় প্রদান কি আসল কথার  
 ভাষা ভাঙ্গি কিছুই না করিয়া রাজ কক্ষার উক্ত উদ্যানের এক  
 মানিকার কুঠিরে আশ্রয় লইয়া থাকেন। নিকটে আর কেহই নাই  
 লোকজনদের সারা শব্দশূন্য নাই; কেবল নিজের চুঃখের স্মৃতি  
 এবং অন্তরে পতির মোহন মূর্তিই সজীমাত্র। তিনি একদা  
 ভাবিতে ২ একাকিনী জাগরিতা আছেন, সেই অবস্থায় অল্পদূরে  
 ঘোরতর নিশীথ কালে হঠাৎ করণ কষ্টধ্বনি শ্রবণ করিলেন, এবং  
 অজ্ঞান মানবের চুঃখের বিলাপের স্তার অনুভব করিয়া অতি ধীরে  
 ধীরে সেইদিকে চলিয়া বাইরা অতি নিকটে একটি বৃক্ষের আড়ালে  
 উপবেশন করিলেন। কখনের লীলা! কণকাল পরেই বিলাপের ভাবে  
 স্বীয় শিরতরুকে চিমিতে পারিবে, কণকালের মধ্যে অস্থির হইয়া  
 উঠিলেন, মুহূর্ত্ত হইয়া পড়েন অবস্থায় আবার সাবধান হইয়া পা  
 ফাকি দিলেন। ঘেমন পা ফাকি দিলেন তেমনই কি জানি এক দৈব।

শক্তিতে, কি যেন কি এক স্বর্গীয় ভাবে উদ্ভেলিত ও কেমনই  
 যেন আশ্চর্য্য বিস্ময় হইয়া পাড়লেন ; কলতঃ কি জানি এক স্বর্গীয়  
 অতিক্রমতার প্রতিভাত হইয়া স্বর্গীয় তেজ ধারণ করিলেন ।  
 ভৈরবীণীর যেমনই পা বাঞ্ছানো, যেমনই অগ্রসর ; তেমনি  
 সুবরাজ হস্তস্থিত একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা খীর বন্ধে বসাইবার জন্য  
 সেই বিদ্যুৎ বেগে উত্তোলন, অমনি বিদ্যুৎ বেগে ভৈরবীণী সেই  
 মুহূর্ত্তে ছুটিয়া বাইয়া সেই উদ্ভেলিত ছোড়া কাড়িয়া কেলিলেন ।  
 বিদ্যুৎ বেগে সেই মুহূর্ত্তেই, সেই স্তম্ভকণ্ঠেই, সেই গর্জ্জনী ভাভার  
 রাজকক্কা হোস্নে আকরোজ্জ্বলিত একটা বিকট দুঃস্বপ্ন দেখিয়া  
 পালঙ্ক হইতে লাকাইয়া ক্ষুতলে পতিতা হইলেন ; এবং সেইকণ্ঠেই  
 সেই মুহূর্ত্তেই তিনি হার হারি করিতে উদ্যমিতরবেশে, পাগলি-  
 নীর স্তার সেই বৃক্ষস্তল, সেই উদ্যান-প্রান্তর এবং সেই সুবরাজের  
 দিকে ত্বরিত গমনে একাকিনী ধাইয়া ছুটিলেন ; তাঁহার সজা রহিল  
 না ! হোস রহিল না ! কোন্ দিক্ দিয়া যে, কোন্ স্থানে কি ভাঙে  
 কাহার সাহায্যে কোন্ বাহুবলে আসিয়া পড়িলেন, কিছুই তিনি  
 বুঝিতে পারিলেন না ! স্বর্গীয় ভাবে, স্বর্গীয় আলোকে হঠাৎ  
 আসিয়া, সুবরাজের সোজা স্নজি রাস্তার উপর উপনীতা হই-  
 লেন । কি আশ্চর্য্য ! তিনি মুহূর্ত্ত পূর্বে স্বপ্নে দেখিতে ছিলেন  
 “তাঁহার নিমিত্ত মিশর রাজ কুমার খোরশেদ-পাইকর উদ্যান  
 প্রান্তে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, সেই পাশে তাঁহার দেশের সর্কনাথ  
 ঘটিল ।† মূর্ত্তিমন্ত নরক-কুণ্ড সহ মহাভীষণ মহা বৈতালুল  
 তাঁহাকে ধৃত করিতে নিকটে দণ্ডারমান ।” এরিকে সুবরাজ সেই  
 তীক্ষ্ণ ছুরিকা উত্তোলন পূর্ব্বক বক্ষদেশে বিদ্ধ করিবেন, অমনি  
 ভৈরবীণী সেই ছোড়া কাড়িয়া লওয়া মাত্র সুবরাজ অচেতন

অবস্থার বরাশারী হইলেন, নয়নবর যুজ্জিত করিলেন, কণ্ঠখাগ আর বহিল না। ভৈরবিনী অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া চেতন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই আর তাঁহার চৈতন্ত জ্বলিল না। শেষে ভৈরবিনী নিরুপায় হইয়া পাগলিনীর স্তায় রাজ কস্তার সঙ্কুদ্রেষ্টে ধাবমানা হইলেন। কিয়দূর অগ্রসব হইয়াই অকস্মাৎ রাজকস্তাকে সেই পথি মধ্যে “হায় হায় ধনি” করিতেই অস্থির ভাবে একাকিনা দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া অতীব বিস্ময় বিহ্বলিত চিত্তে তাঁহার পদতলে বিলাপ করিয়া পতিতা হইলেন এবং “তাঁহার জন্ত তদীয় প্রিয়তম পতিব প্রাণ নিশ্চয় গেল” তঁহন সংকোপে ভাঙিয়া বলিলেন। ভৈরবিনীর বিলাপের ধনি আকাশে উঠিল, আকাশ শোকতরে কাঁপিতে লাগিল, শোকে ধরণী টলমল করিতে আরম্ভ হইল, নদাব স্রোত উজ্জানে বহিল, স্বর্গের লতা পাতা পৰ্য্যন্তও যেন ধরিয়া পড়িয়া বিমুগ্ধ হইল। “হাবর জঙ্গম ভাঙিয়া চুরিয়া এবং অতি কঠিন পাষণ্ডও যেন জল হইয়া গেল। হায় মরি হায় !! সেই হোস্নে আফবোজ্জবও আব সেই পুর্কোব অবস্থা আজ তেমন কোথায়? সে অবস্থা আজ হঠাৎ কোথায় কি হইল? ক্ষণ মুহূর্ত্তেই তাহাব এরূপ অবস্থা কেন ঘটিল? হোস্নে-আফবোজ্জ আজ মুহূর্ত্তেই পাগলিনী, মুহূর্ত্তেই আজ বিজন বালিনী। মুহূর্ত্তেই তাঁহার পবিত্রতন। ভৈরবিনীর মুখে শুনা মাত্র আর সহ হইল না, টিকিতে পারিলেন না। সহস্র দাবানল যেন বর্কে বলিয়া উঠিল !! হোস্নে আফবোজ্জ বিস্মলিত বেশে, বিমুক্ত-কেশে, উজ্জ্বলিত ভাবে, অতি কঠিন দৌড়িয়া আসিয়া যুবরাজকে জরায়রা ধরিলেন।

“যুবরাজ !! প্রাণ নাথ ! প্রাণ নাথ !!” বলিয়া

ভাষিতে ২ বিচোর হইলেন। দৌড়িয়া জল আরিয়া মুখে দিলেন, দুই জায় পাতিয়া জ্বরের নিকটে কাঁদিয়া প্রার্থনা কবিলেন। প্রিয়সীর কোমল কর-পরশে, বিশেষতঃ প্রেমিকার কাতব প্রার্থনায়, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল, প্রেমোন্মত্ত প্রেমিকে বৃত্ত দেহে প্রাণের সঞ্চার ঘটিল। হোস্নে আকরোজ্ যুবরাজকে এক্ষে ধারণ করতঃ উদ্যান-ভবনে প্রবেশ করিলেন; পিছে পিছে ভৈর-বিশিও তথায় গমন করিলেন। দুঃখের নিশি অবসান হইল, সুখের দিন আবার দেখা দিল; অস্তি প্রভ্রাম্যেই সোরাভ পড়িয়া গেল, প্রেমিক প্রেমিকা একত্র হইলেন। রাজা শুনিলেন, রাজরাণী শুনিলেন; তাঁহারা আনন্দ ভরে তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া কস্তাকে প্রেমিক বরের হস্তে ২ বিধিগত নমর্পণ করিলেন। সন্তী সমুদ্রেহানেরও সন্মানের কিছু মাত্র ভ্রুণী হইল না। দেশময় আনন্দোৎসবের ধুম পড়িয়া গেল, সপ্ত দিবা বিভাবরী আনন্দোৎসবে দেশ নিমগ্ন রহিল। এই সুখের সংবাদ তৎক্ষণাৎ মিশর রাজ্যে বাইতেও বাকি রহিল না।

রাজপুরী এবং নগর নগরীতে এইরূপ উৎসব ব্যাপার চলিতে লাগিল, একে একে সপ্তাহকাল গত হইল; ওদিকে দৈব-ববনিকার অন্তরাল হইতে আর একটা জদয় বিকারক অঙ্কার হুস্ত হঠাৎ আগিয়া উপস্থিত হইল। যুবরাজ খোরশেদু পাইকদ্দ জিরগৌ হোস্নে আকরোজ্কে লইয়া অপার সুখ সাগরে নিমগ্ন আছেন, তিনি দেবী সমুদ্রেহানের কার্য্যভার অতীব আগ্রহী হইয়া তাঁহার নিকটে আসি বিক্রিত হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু সমুদ্রেহানের প্রগাঢ় মনের নিগূঢ় ভাব কি? সে দিকে কিছুই কেহ হৃৎপাত করেন নাই। বাহিরের দ্বারি স্থলি, বাহিরে হৃৎসঙ্কট দেখি-

সেই কেরন মনে কোন প্রকার সন্দেহ ভাবের চিন্তা মাত্রও ঘটে নাই। এই অবসরে একদিন গভীর নিশিথ সময়ে দেবী সমুদ্রতীরে মনো দুঃখে অধীরা হইয়া একাকিনী প্রাসাদের বাগির হইলেন; গোপন ভাবে ধীরে ২ বাইতে ২ রাজপুরীর সন্নিহিত প্রবাহিনীর কিনারার বাইয়া উপবেশন করিলেন। তৎপর কতকণ ঈশ্বরের নিকট করুণ প্রার্থনা পূর্বক মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অনুগ্রহ স্বরূপ একটা জ্যোতির্ময় মূর্তী সেই স্থানে শূন্য দেশে আবির্ভূত হইয়া স্থিরভাবে রহিল, কতকণ স্থির থাকিয়া আবার অন্তহত হইল। দেবী সেই অলৌকিক আলোক দর্শনে পুলক আবেশে একিবারে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। বিহ্বলাকুলিত চিত্তে আবার প্রার্থনার পর ঈশ্বরে আত্মোৎসর্গ করিয়া জন্মের তরে প্রবাহিনীর সেই সুগভীর প্রবল প্রবাহে ঝাপাইয়া পড়িলেন। পুণ্যের প্রতিমা বিসর্জিত হইল, সোণার তরনী ভরা মুক্ত গরখ হইল, যে গেল আর উঠিল না !! পবন দেব ব্যাকুলে কান্নিয়া ছুটিল! আকাশ তখন “হার হার” শব্দ করিয়া উঠিল। নৈশ নিম্ভকতার গাঢ়তা আরো বৃদ্ধি করিয়া প্রকৃতি শোক-সাগরে বিমজ্জিতা হইলেন !!

পর দিন প্রাতঃকালে যুবরাজ খোরশেদ পাইকর তত্ত্ব পাইলেন, ব্যাকুলিত ভাবে বহির্গত হইলেন, পাছে পাছে স্বয়ং তাতার-রাজ এবং রাজধানীর সমস্ত অধিবাসী ধাইয়া ছুটিলেন। অনুসন্ধানের পর সম্মুখ প্রতিমা সেই দেবী মূর্তী জল হইতে উত্তোলিত ও আনিডা হইলেন; যুবরাজ তাহার পদতলে ধূলার লুটাইয়া অধীর ভাবে নিদ্রাপন্ন করিতে লাগিলেন। রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র সে হস্ত বর্জন পূর্বক ওখন শোককরে জর জর হইলেন। অনেকে

যুবরাজকে অনেক রকম বুঝ প্রবোধ দিলেন ; কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া সেই সতী-দেহ সঙ্গে লইয়া দূরবর্তী এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন রাজকন্যা হোসুনে আক্রোহ সংসারের লীলা খেলা স্বপ্ন-কুহেলিকা বিবেচনা করিয়া, এবং পোড়া সংসারের ছার মুখে জলাঞ্জলি দিয়া একাকিনী যোগিনীর বেশে পতিব অনুশরণ করিলেন। শেষে যাইতে ২ পতির সঙ্গে একত্রিত হইয়া এক নির্জন গিরি কন্দর আশ্রয় করতঃ যৌর তপস্যা নিরতা রহিলেন। আজীবন কাল আর সংসারের স্পৃহা রাখিলেন না ; সংসারকে যে ছাড়িবার, তাহা জন্মের তরেই ছাড়িয়া দিলেন।

তদন্তর কন্যা, জামতা বিবেকী হইয়া বোগ তপস্যা দ্বারা অসীম পুণ্ড এবং অলৌকিক দৈব শক্তি লাভ করিলেন দেখিয়া, তাতার বাক্য সোম্ভান্ ছোলেমান্ সস্ত্রীক সেই তপোবনে উপনিত হইলেন এবং কন্যা জামতার আকর্ষণে সংসারের সমস্ত কাজ, সমস্ত আশা পরিত্যাগ পূর্বক নির্জন সাধনা অবলম্বন করিলেন। সোম্ভান সোলেমানের পর তদীয় পুত্রগণ রাজ কার্য পরিচালনা কবিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের পরম্পরের মধ্যে বিবাদের সূত্র অবলম্বন করতঃ যোগল বংশীয় অন্ত একটী পরাক্রান্ত দল আদিত্য হুজ সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন। তখন রাজ পুত্রগণও ক্রমে ২ প্রেমিক তপস্বীর অনুবর্তী হইয়া ঈশ্বর আরাধনা দ্বারা পরম শান্তি মুখ উপার্জন ও নির্জনতা অবলম্বন করিলেন। এই রূপে বহুবেশের বহুতর রাজ্য প্রজা সংসার বিরাগী হইয়া ধর্ম্মাত্মা ধোয়শেন্দু পাইকব ও পুস্তবতী হোসুনে আক্রোহের নিবৃত্তি এবং পুর্বক জীবন সার্থক করিলেন ; সহস্র ২ নয় নারী দিন ২ তাঁহা-

সেই অনুগম করিয়া সংসারের পাপ তাপ এবং অনিত্য প্রণয়  
বিরহ হইতে বিমুক্ত হইতে লাগিলেন ।

এদিকে মিশর দেশে অগ্রে যুবরাজের শুভ পবিত্র বার্তা,  
তৎপরেই আবার গভীর দুঃখের সংবাদ সমাগত হওয়ায় স্বর্ষ  
বিবাদে রক্ত মহাবাজ আছাঙ্কেগের বোগ সমায় প্রাণ ত্যাগ  
করিলেন । রক্তা মহিষা নিদারুণ মর্মান্ত হইয়া পূর্বেই জীবন্ত  
বহ্নায় দেশে ২ পুত্রের অশেষে বিব্রত ছিলেন, এইক্ষণ এই  
সকল নিদারুণ অবস্থায় আরো স্তব্ধমানা ও শোকাভূতা হইয়া  
সংসারের আশা একিবারে বিনশ্চিন্ন দিয়া তপোবন সার করিলেন,  
এবং উদ্দেশ্য করিতে ২ শেষে খোরশেদ পাইকবের নিকটে যাইয়া  
দেখা সাক্ষাতের পর হাতে যেন স্বর্গ পাইলেন । সেখানে প্রাণের  
সাক্ষাৎ জীবন্ত আরাম পুত্রদ্বয়কে প্রাপ্ত হইয়া, এবং শান্তি সুখ  
লাভ করিয়া, অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বর আরাধনায় মহানন্দে অতি-  
বাহিত করিলেন । তাঁহার অনুগম করিয়া মিশরের আবার  
বহুতর প্রধান ২ ব্যক্তি গৃহ সংসার পনিত্যাগ করতঃ ধর্মের  
দিগে অগ্রসর হইলেন ।

যুবরাজ খোরশেদ পাইকবের মাতৃহারা সেই প্রিয় নন্দনী  
এদিকে রয়ো রক্তিব সহিত মিশরের রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া  
কথিগ্ন বৎসর মহা সমারোহে রাজত্ব করতঃ শেষে পিতা মাতা  
প্রভৃতির কথা স্মরণ পূর্বক সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিলেন,  
এবং ধর্মই একমাত্র জীবনের অবলম্বন, ও ধর্মই প্রাণের সর্ববিধ  
আরাম স্থল বিবেচনা করিয়া, মহোদরী ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে রাজ্য  
সিংহাসন সমস্ত সমর্পণ পূর্বক বৌবনাবস্থাতেই "বাণ প্রস্থ ধর্ম"

অবলম্বন করিলেন। এই হইতে মিশর দেশে পুর্নজন্ম বংশীরদের পরিবর্তে আর এক বংশীর লোক রাজত্ব করিতে লাগিলেন; এই হইতে মিশর ও তাত্তার এই দুইটী অতি প্রধান প্রাচীন দেশের দুইটী সর্ব্ব প্রধান পরাক্রান্ত প্রাচীন রাজ-বংশ ধরনী-পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া সংসারে অপরিচিত হইলেন। কলভ: বিধাতার অসীম লীলা। ধর্ম্ম ও শান্তির রাজ্যে কিন্তু চিরকালের জন্য তাহাদের সিংহাসন লুপ্ত হইল! সেই সকল তাপস মণ্ডলীর মধ্য হইতে ক্রমে ২ অনেক ঋষি রাজর্ষি জন্ম গ্রহণ করত: প্রকৃত প্রেম ধর্ম্ম ও দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি জগতে বিতরণ পুর্নক সর্ব্ব ভ্রমে স্বর্গের সুখ শান্তি আনয়ন করিতে লাগিলেন।

## বিশেষ কথা। —

এইত গেল এই বিষয়ের উপরুক্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এইক্ষণ সেই প্রাচীন কালের ঘটনারাজি কল্পনা করিয়া “অকণ ভাতি” নামাকরণে ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছি। তাহা হইতে আবার এই উদ্যোগী নামক পুস্তকের মর্ম্মানুসারে ঔদাস্ত ভাবের বে ২ অংশ তাহাই ইহাতে মুদ্রিত করিলাম। অকণ ভাতি সমগ্র গ্রন্থের বিস্তারিত কাব্যিক রচনা দেখর প্রসাদে সত্তর ভাবে প্রকাশের বাসনা রহিল।

বাক্যলা ভাষা এবং বাক্যালীর প্রকৃতি অনুসারে “উদ্যোগী” এবং “অকণ ভাতি” ইত্যাদি নামের সৃষ্টি হইল। কলভ: কোন ব্যক্তির কি নাম রাখা হইল তাহা পাঠক পাণ্ডিত্যবান অনুগ্রহ পুর্নক সহজেই বাহির করিয়া লইতে পারিবেন।

‘যে ভাষার’ যে কাব্য লিখিত হয়, সেই ভাষার জাতির প্রকৃতি এবং মৌলিক স্বভাব ও মনোহুতি অনুসারে সেই ভাষার সহজ প্রচলিত ও সেই জাতির সর্ব সাধারণের সমা সর্বক্ষেত্রে সহজ ও সহজার্ণব শব্দ এবং পদ মিচর দ্বারা তদ জাতির সামাজিক ভাব পরিচ্ছিন্ন করিতে হয় । নতুবা প্রকৃত মৌলিকই প্রকাশ পায় না । এইরূপ জাতির চিত্র এবং সামাজিক ভাব অঙ্কিত করিতে সহজ প্রাণ্য ভাষা বাহুল্য রূপে ব্যবহার করিতে হয় । আর তাহেব ‘স্বাভাব্য’ মনের আই টাই ও চিত্তের আকাঙ্ক্ষা যে একারে সম্পূর্ণ রূপে পরিভূক্তি লাভ করিতে পারে, সাধ মিটাইয়া, লোকের মনের মতন করিয়া, সেই রূপ ভাবের সহজ ব্যাখ্যা ও সহজ বর্ণনা করিতে হয় । নতুবা কেবল পরিমার্জিত সাধু ভাষার শব্দাঙ্কুরি, অভিধান, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের সমুদ্র মন্থন পূর্বক পদ বিস্তার করতঃ যোরতর পাণ্ডিত্য পূর্ণ রচনা দ্বারা কাব্য লিখিতে গেলে ও তাহাতে অতি জাক জমক বিশিষ্ট রাজ রাজড়া অথবা অতি সুসভ্য মিডিলিয়ান গোছের বিদেশী সাহেবী ভাবের চিত্র সকল অঙ্কিত করিলে সকল লোকের মনের সহিত তাহাব ভালমত আলাপ পরিচয় এবং অন্তঃকরণের মিল মিশ ঘটে না এবং তাহাতে সকলের মনেরও পবিভূক্তি জন্মে না । কাব্য পাঠ মাত্র ও শব্দ উচ্চারণ মাত্রই মনে ২ প্রাণে ২ যে একারে ভাবের সহিত অতি সহজে পরিচয় হইয়া নিত্যন্ত আত্মীরের স্তায় চিত্তের একটা উদ্বাহ বেষা বেষা হইয়া যায়, অর্থাৎ কোনই দিখা থাকেনা, এবং চিত্তের স্বকীয় আকাঙ্ক্ষা পরিভূক্ত হইয়া মনো প্রাণ কখন বা উৎলিয়া কখন বা পরিত্যক্তের সুস্থুর রাহনে বিবদ্ধ হইয়া হুট্‌কট হুট্‌কট কখন বা যোরতর মৈত্রান্ত, অভাবে ক্ষান্ত হইয়া

জগৎ সংসার অস্তকার্যে বেধে, এবং কখনও বা বিবহ আশ্বাসে উত্তেজিত হইয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার স্বপ্ন উপস্থাপিত হয়, সেই সকল নানাবিধ ভাব ও অবস্থার সমতারগা করিয়া করমে গ্রাম্য ভাষা এবং পবিত্রার্জিত সাধু ভাষার সংমিশ্রণে কাব্যাদি লিখিলেই বেশ উপায়ের হইতে পারে এমনত আশায় বিশ্বাস। আর সেই বিশ্বাসেই ঐরূপ ভাবে “কিরণ প্রভা” ও “সকল ভাষা” প্রভৃতি প্রবন্ধের অবতারণা এই গ্রন্থে করিয়াছি।

চিত্তের বৈজ্ঞানিক বেগ ও সঙ্গের সুখের দাহন, এবং ধর্মের দিকে অগ্রসব হওয়ার আকর্ষণী শক্তি ইহাতে প্রয়োজন-স্বল্পে প্রয়োগ পাইয়াছি ; কিন্তু কৃত কার্য হইয়াছি কিনা, সাহস পূর্বক বলিতে পারি না। কোন প্রকার অভিজ্ঞতা অথবা কোন প্রকার সাববস্থা যে কোন প্রবন্ধে ও যে কোন গ্রন্থে না থাকে তাহা পাঠের অযোগ্য বটে। এই সকল প্রবন্ধে তদগমুদায় কথঞ্চিৎ পরিমাণেও আছে কিনা তাহা সুবিজ্ঞ ভাবুক মণ্ডলীই বিবেচনাধীন।

ধর্ম প্রবর্তক এবং কবিগণ লোক সমাজে সর্বাঙ্গেকা গুঞ্জিত কেন ? যেহেতু বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জগৎ এ উভয় সৃষ্টির উপরই তাঁহাদের বিশেষ স্পৃহা এবং প্রাধান্যতা। আবার বাহ্য জগৎ অপেক্ষা বাহ্যের অন্তর্জগতের দিকে অধিক আকর্ষণ ও অধিক কর্তৃত্ব, তাঁহার সন্ধান এবং গৌরব আরও বেশি। আমি এই সকল প্রবন্ধ বাহ্য জগৎ অপেক্ষা অন্তর্জগতের দিকে হৃদয় রাখিয়া মনোহস্তি সকলের অতি কোমল চিত্র এবং তাদের আবহাওয়া ও বিশেষ ২ স্থলে মনের কটোপ্রাক্ অভ্যন্তরই প্রকাশ্য হইয়াছি ; প্রকৃত কবি ভিন্ন অপর লোকের চক্ষে সেই সমস্ত সুন্দর চিত্র সহজে প্রদর্শিত হওয়া দুস্কর। কিন্তু আমি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি,

ঈশ্বর জানেন। কলড: 'বৈদ্য শক্তি ও ঐশ্বরীক অনুগ্রহ ভিন্ন সেই সকল বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া সম্ভবের সাধ্য নহে। ঈশ্বরই আমার একমাত্র সহায়; গুরুজনের ও সর্ব সাধারণের আশীর্ব্বাদই আমার প্রধান সাধন।

আধুনিক এবং ভবিষ্যৎ কবি সম্প্রদায়ের সমীপে বিনিত প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন বিজ্ঞান, দর্শন ও জ্ঞান সাহিত্যের সহিত ইহার বিশেষ ২ অংশ একত্র করিয়া এবং অধিকাংশ স্থল মনো বিজ্ঞান ও মানব-প্রকৃতির মর্ম্ম স্থলের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিয়া পবিত্র মনে পবিত্র ভাবে বিবেচনা করেন।

---

## অকণ ভাতি ।

( যুবরাজ দেশান্তরী হইবার উপক্রম )

ও পলায়ন তৎপর হইরা )

ভাঙ্গা আশা, ভাঙ্গা বাসা, ভাঙ্গা কলেবর—  
ভাঙ্গা মনে চলিলাম, দূর দেশান্তর !  
মন গিছে বনবাসে, আত্মা গিছে উ'ড়ে,  
শূন্য দেহে আছি প'ড়ে, এ ভব-পিঞ্জরে ।

দারুণ সংসার হায় ! যেন ঘোর কারা !

দারুণ সংসারে হারে ! আমি আত্ম হারা !

কি জানি কোথায় গেলে, আমি যেন বাচি,

কি জানি বিষম বন্ধে, আমি বান্ধা আছি !

কি যেন প্রাণের মাঝে, বিচ্ছেদে বিষম !

দেশান্তরী হ'লে যেন, হবে উপশম !

আবাসে থাকিলে যেন, রুদ্ধ কণ্ঠ খাস,

বে'র হ'লে বাচি যেন, ফেলিয়ে নিশ্বাস !!

আহারে ! পরাণে কিবা, বান্ধা সূক্ষ্ম ডুরি,

দিবা নিশি টানে টানে, বরি পুড়ি পুড়ি ।

দিবা নিশি টানে মোরে, উছঃ ! তীক্ষ্ণ টান !

কেমনে রহিব ঘরে, অস্থির পরাণ !

অস্থির পরাণ হায় ! অস্থির নাহয়,

তাই রে ত্যজিব আজি, এ পোড়া নিলয় ।

থাক রে মনের আশা, থাক হৃৎ-বাসা,  
 জন্মের মজল থাক, মনের পিপাসা !  
 থাক থাক হৃৎ-দণ্ড ! থাক মর বাড়ী !  
 থাকরে শূর্যেরে থাক, ও ডাকিনী নারি !  
 থাক পিতঃ ! থাক মাতঃ ! থাক বহুজন !  
 বাহু কোলে শুয়ে হারে, থাক পুত্র ধন !  
 শুয়ে থাক ওরে বাছা ! জননী কোলে,  
 আর না ডাকিও কেন্দ্রে, “বাবা বাবা” বোলে !  
 আমিত চলিছু আজ, ছেঁড়ে মর বাড়ী,  
 চলিছু প্রবাস ঘোরে, হয়ে দেশান্তরী !  
 ছয় মাস বহু আমি, ছয় মাস চেয়ে,  
 কিছুনা হসার হ’ল, ভবে কারে দিয়ে ।  
 ছয় মাস কান্দি আমি, কান্দি ছয় মাস,  
 মুখে মুখে রাখে সবে, দিয়ে বাক্য ভাষ !  
 ছয় মাস ভাড়াইল, মুখে মধু দিয়া,  
 কত আর রব আমি, কথাতে ভুলিয়া ।  
 ছয় মাস মাখে মোকে, রাখে দিয়ে আশা,  
 থাকা পুষ্টি আসি দিল, কত কি ভরসা !  
 মায় দিল হাও ধরি, বাপে দিল চান্দ ।  
 ডাকিনী রমণী দিল, পুত্র-মায়-কান্দ ।  
 চিনিলাম স্বাক্ষরিতা, চিনিলাম কামা-  
 চিনিলাম তাই বহু, সংসারের মায় ।

অমায় সংসার বৃথা, কথায় পল্লব ।

বৃথাই আপন ভাবি, কেবা সে আপন ?

আপন বলিতে ভবে, কেহ মোর নাই,

নিদানের সঙ্গী সাথী, কেবলি গোসাই ।

চিনিয়াছি মাতা পিতা, চিনিয়াছি জাতি,

কত আর রব আমি, কথাতে ভুলিয়া ।

গ্রীষ্ম গেল বর্ষা গেল, গেলরে বরষা,

না পুরিল মনো আশা, তবু এ যাবৎ ।

গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা গেল, আসিল হেমন্ত,

অভাগা হৃদয়ে জাগে, বাসনা দুরন্ত ।

ঝরিল পাত্তের কলি, মজিল কুমুদ,

হিম্যানি চন্দ্রমা দিবে, কি আর প্রবোধ ?

মিশে গিছে নব ঘন, আকাশের গার,

প্রমত্ত মস্তুর কিরে, নাচে কিরে হার !

ভাদ্রের ভরা নদী, ভাঁটা আজ তার,

বাসনা-কমল ঘষ, মানসে শুকায় !

এই হেরি পরশ্বিনী, অই হেরি গিরি,

কে যেন করিছে ওরা, ঘষ ঘষ চুরি !

এই মর্ন্তে পুষ্প রাজি, অই শূন্নে তারা,

কাননে কাননে অই, তব রাজি খাড়া ।

কেবা উঃহ্ ! করিল ওরা, মম মন চুরি,  
 অস্থিরে সদাই খুজি, গরি পুড়ি পুড়ি !  
 খুজিরে খুজিরে মরি, স্থির নাহি পাই,  
 হার দণ্ড ছে'ড়ে হব, দেশান্তরী তাই ।  
 থাক থাক পরিজন, থাক রাজ্য পাট !  
 “খুলেছে মনের দ্বার, না লাগে কবাটি !”

এই ত নিশিথ ঘোর, এই ত সময়,  
 এই ত ঘুমের ঘোরে, পুরী মোহ ময় ।  
 কেবলি একাকী আমি, পক্ষিটীর ন্যায়,  
 গবাক্ষে গবাক্ষে খুজি, পাগলের প্রায়,  
 কেবল একাকী আমি, একা ছদ্ম বেশ,  
 এই ত বিদায় আজি ! বিদায় রে শেষ !!  
 এই ত ঘরের বার, এই হইলাম,  
 সাক্ষী থেকে দেব ধর্ম ! এই চলিলাম ।  
 এই চলিলাম এই, চলিছু এখন—  
 “অস্ত্রের সাধন কিবা, শরীর পতন”  
 চলিছু পুরীর পার, খুলি খেঁকি দ্বার,  
 কেবলি বাহন অব, যোঁসর আবার ।  
 হেঁদেরে ছুরক বর ! হেঁদে চলি যাও !  
 ইচ্ছারে পবন ভরে, চল মাথা খাও ।

পাত জাতি কটী কিছু, কাটিলে পাত বহু  
 যদিও না পাত কুনি, কিছু কুনি হও।  
 কিছুনা, হইল কিছু, অস্বাভিকের মিত্রে  
 মাথারে অস্ত্রণ কর, পাত জাতি হোয়ে।  
 পাতের সহারে পূর্বে রান বদ্ব্যপন  
 ভরিল্য বাগদ পারে, প্রিয়া সীতা ধনী।  
 দেব হৈয়ে মিলে রান, বানরের মনে  
 বানরে লজিয়ে সিদ্ধ, দিল প্রিয়া ধনে।  
 কি হৈত রামের দশা, যদি হুমান-  
 সিদ্ধ লজি না খুজিত, লক্ষ্য পুরী বান।  
 আজিরে তুরঙ্গ আজি, চল পৃষ্ঠে বহি  
 করিয়ে মিতালি করি, বর্ষ লাকী করি।  
 বর্ষ পালি চল লয়ে, চল আত্রে বহি  
 যে দেশে প্রাণের প্রিয়া, আছে সেই ঠাই।  
 চলরে তুরঙ্গ চল। পবনের ভাবে,  
 যথা আছে প্রাণ প্রিয়া, তথা নহি বোয়ে।  
 ভূমিরে বাজির মোর, আমি তব লক্ষ্য,  
 এ নিশি পোহালে প্রাণ, হবে বার সারা  
 রক্তমী পোহালে হার। কি জানি কি হু  
 ভূমিরে বাজির হবে, রক্ত এ মোর।  
 রক্ত নয় বার মোরে, পাত-পিত্ত  
 রক্তে পুট পুট হুগে, রক্ত বার সারা।

ছুটিয়ে ছুটিয়ে যাও, শোণিতাক্ত দেহে,  
 ঘরে ঘরে খুঁজে যাও, সে প্রিয়ার গেহে ।  
 ঘরে ঘরে ঘোঁষো ওরে, নগরে নগর,  
 কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে টুইর, প্রিয়ার বাসর ।  
 কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ফিরি, প্রতি ঘরে ঘরে,  
 শোণিত দেখায়ে বৈল, বৈল বারে বারে ।  
 বৈলরে দেখায়ে তারে, অই নিদর্শন,  
 “চক্ষেনা দেখিয়ে তারে, মৈল অভাজন !”  
 মরণ বাচন দুই, বিধাতার হাত,  
 মরি যদি এই স্মৃতি—কৈর অশ্রুপাত ।

মার বা বাচাও আজি, নিশি ব'য়ে যায়,  
 আধাঁরে ঢাকিয়ে চল, মিশি চল বায় ।  
 চলরে ত্বরিত চল, প্রিয়সীর দেশে,  
 নিজ হস্তে হৃদা তোমা, দিব নিশি শেষে ।  
 ত্বরপে বাক্ষিয়ে দিব, পদ চারি খানি,  
 লোমে লোমে জড়াইব, পান্না মুক্তা মণি ।  
 হিরাতে গড়ায়ে দিব, আখি পাট ছুটি,  
 চলরে ত্বরিত-বেগে, চল ত্বর ছুটি ।  
 এই ত চলিল অশ্ব, নামে মনোরথ,  
 “ছয় দণ্ডে উত্তরিল ছয় দিন পথ ।”  
 এইত চলিলু আমি, এই দেশ ছাড়ি,  
 কোথা রৈল পরিজন ? কোথা ঘর বাড়ি ।

এইত দক্ষিণে হেরি, দক্ষিণেতে বন,  
 এইত সম্মুখে অই ! পরিত ভীষণ !!  
 এইত বামেতে ঐ ! জলধি ছুৰ্কার,  
 ও পথে গেলে বা হারে ! কে করিবে পার ?  
 এইত ও দেখি কিবা, দেখে লাগে ত্রাস,  
 ছরস্তু মরুভূ ওয়ে ! দর্শনে ছতাশ !!  
 এইত রহিল অই ! নাজানি কি পাছে,  
 যাব এই সোজা যাব, যা কপালে আছে ।  
 অজানা অচিনা আমি, নাহি চিনি পথ,  
 কেমনে চালাব বেগে, অথ মনোরথ ।  
 হ্যাদেরে ভুধর ! হ্যাদে, মাথা কর হেট,  
 এই পথে যাই আমি, উদাসীর ভেট ।  
 হ্যাদেরে ভুধর ! হ্যাদে, নিচু কর মাথা,  
 যাই আমি বৈলনারে ! কারে মোর কথা ।  
 বৈল নারে হেইর নারে ! দেইখো নারে চোখে,  
 লজ্জা ভরে অধমেরে, ছাড় আখি ঢেকে ।

দেশের কলঙ্ক আমি, বংশে কুলাঙ্গার,  
 কেমনে হেরিবে বল, বদন আমার ?

দেখেছ ত বরধর ! দেখেছ ত ভূমি,  
 দেখেছ ত যুগে যুগে, এ নিশির ভূমি ।  
 দেখেছ ত কত লয়, কত বা বিগ্নব,  
 দেখেছ ত কত কীৰ্ত্তি, কতই বৈজয় ।

দেখিয়াছি ধরাধর ! দেখেছত কত,  
 কতশ রাজর্ষি, কত নৃপ শত শত ।  
 কিন্তু কি দেখেছ হার ! অধম এমন,  
 দেখেছ কি মুঢ় অশ্ব, আমার মতন ?  
 দেশের কলঙ্ক আমি, বংশে কুলান্ধার !  
 কেমনে হেরিবে বল, বদন আমার ?  
 এই ত সে পথ এই, এইত সে দেশ.  
 এই পথে হেরিয়াছ, কত সজ্জা বেশ ।  
 হেরিয়াছ এই পথে, মম পিতৃগণ,  
 বীর দর্পে কৈরেছেন, কত না শোভন !  
 কৈরেছেন কত রণ, কত দিগ্বিজয়,  
 কৈরেছেন তব অঙ্গ, কত লীলাময় !  
 রেখেছেন কত কীর্তি, কত নিদর্শন,  
 কতই স্মৃতি তারা, করেছে স্থাপন ।  
 আমি তার বিনিময়ে, আমি কিন্তু হার,  
 গুরে গিরি ! পলাতেছি. রমনীর দায় ।  
 আমি তার বিনিময়ে, আমি অভাজন,  
 এই পথে করিতেছি. কলঙ্ক লেপন ।

যেই পথে তৈরেছেন, মহাভাগ-গণ,  
 সেই পথে ভাগ্যে আজ, আমার পতন ।  
 স্থানের মাহাত্ম্য নয়, ভাগ্যে সব করে,  
 স্বর্ণ ভ্রষ্ট আদি নয়, অদৃষ্টের ফেরে ।

অদৃষ্ট হয়েছে বাদী। তাই বাদী সব,  
 তাই হেম কীর্তি-ধামে, মম পরাভব ।  
 ওরে গিরি ! ধরাধর ! হ্যাদে মাথা খাও,  
 মাথা হেট করি রহ, এদিকে না চাও ।  
 দেশের কলঙ্ক আমি, বংশে কুলাঙ্গার,  
 কেমনে হেরিবে বল, বদন আমার ?  
 ছাড় ছাড় গিরিবর ! পথ খামি ছাড়,  
 কন্দরে লুকায়ে লয়ে, এ কলঙ্ক সার ।  
 দেশের কলঙ্ক আমি, বংশে কুলাঙ্গার,  
 কেমনে হেরিবে বল ! এমুখ আমার ?  
 হ্যাদে অই পিরামিড ! হ্যাদে উচ্চ শির !  
 তোমরা ত উচ্চ সাক্ষী, এ দেব-ভূমির !  
 হ্যাদে অই পিরামিড ! কীর্তি শুভ গুলি !  
 রয়েছ ত মম বংশ, কীর্তি-ধ্বজা তুলি ।  
 রয়েছ ত মহা দর্পে, কুলাইয়ে বুক,  
 কেমনে হেরিবে বল, এ কলঙ্ক মুখ ?  
 কেমনে বা তোমাদিগে, দিব আমি দেখা,  
 কেন পথ আগুলিলে ? কর্মে একি লেখা !  
 পরাণ বিদরে ওরে, নরি লাজ ভরে,  
 পথ ছাড়ি স'রে যাও, যেতে দাও মোরে !  
 ছিছি হ্যাদে ঢাক মুখ, ঢাক উচ্চ শির !  
 যেতে দাও এ কলঙ্ক, শির ভূমির ।

গেতে দাও কলঙ্কাবে,—আমি কুলান্ধাও,  
 যেতে দাও রাতা রাত, হৃষে দেশ পার ।  
 হ্যাঁদে কেঁবা সন্মুখে ও ? হ্যাঁদে পুনঃ কেবা ?  
 কেবা ও অনন্ত মূর্খ ! ফুবন্ত ভাঁতা ॥  
 আকাশ পাতাল ধূপ, সব একাকাব,  
 ও কিবা ভীষণ বপু, সন্মুখে আমাব !  
 আঁধার আঁধার মরি ! কুব্ধটিকা ময়,  
 ঘোরন্ত ঘোরাল ওকি, হায় এ সময় ?  
 ঐকি গোব পদে পদে ? ঐকি পুনঃ বাধা ?  
 ও কিবা ভীষণ অহো ! দর্শনেতে ধাধা ।  
 হ্যাঁদে ও সাপরাশুধি ! হ্যাঁদে পাবাবার,  
 হেঁন কালে হেঁন ভাব, সাজে কি তোমাব ?  
 কেনহে সন্মুখে তুমি ? কেন আড়ি দিয়ে,  
 ডুবাবে কি ভ্রম্মশোধ, কলঙ্কী বলিষে !  
 অধম বলিষ্টে যদি, ক'রে থাক রোষ,  
 পাবাহে উচ্ছাসে পাব, কমা কর দোষ ।  
 ঢালহে বারিধি ! ঢাল, ঢাল বারি ভার,  
 পাবনে শীতল কর, হৃদি অভাগার !  
 হৃদয় আমার হায় ! উগ্র মরুতর,  
 শীতল ! শীতল !! কর, বারিধি ছন্তর !  
 ঢেলে দাও জল রাশি, ভাসি যাই হুখে.  
 অনন্তে ভাসাঙ্কল লও, ঢেকে লও বুকে ।

তুমিহে বারিধি ! ভবে, হর ভূমি-ভার,  
 হর হে দেশের এই, কলঙ্ক অপার !  
 ডুবাও জন্মের তরে, এই অত্যাগার,  
 জুরাকু জন্মের তরে, দন্ধ যদি হার !!  
 নতুবা হস্তুর তুমি, হে শিঙ্গু দুর্বার !  
 তুমি কেন পথে বাধা, দিতেছ আমার ?  
 তুমি বাধা দিবে ছেন. পূর্বের নাহি জানি,  
 অধমে মদয় হয়ে, দাও কূল খানি,  
 নতুবা হস্তুর তুমি, হে শিঙ্গু দুর্বার !  
 তুমি কেন পথে বাধা, দিতেছ আমার ?  
 ও কিবা দক্ষিণে ওকি !! ওকি নীল নদ ?  
 হে দেব প্রবাহ পতি ! পুর মনোরথ ।  
 হে দেব ! তরঙ্গ-পতি ! তাপিতেরে তর,  
 তরঙ্গ তাড়নে ছরা, তীরে তুলি ধর ।  
 তরাইলে তীরে তুমি, এশ্রাইলা যত,  
 তরাইছ হুতুছষিত, আরো কতশত ।  
 তরাও তরাও তীরে, তুমি তরগতি !  
 তাড়াতাড়ি তোলা তীরে, হে তরঙ্গ পতি !  
 ডুবাও ডুবাও নহে, হসে কোথ যতি,  
 কর গো মুহূর্তে নহে, ফেরোয়া সংহতি ।  
 তুমিহে তরঙ্গ পতি ! হ্যাদে কথা ধর,  
 প্রণয়ের ধর্ম কিবা, ভবে ব্যক্ত কর ।  
 প্রণয়ের ধারা কিবা, জান নে আখ্যান,  
 বল দেব ! কারুদেখে, করেছ প্রয়ান ?

বল কিবা নদ বর ! কিবা শিক্ষা দাও ।  
 কলু কলু কলুরনে, কিবা সদা গাও ?  
 শুণু শুণু শুণু গাও, সদা প্রেম গান,  
 সদা প্রিয় সমুদ্দেশ্যে, করিছ প্রারান ।  
 তুমিহে প্রণয়ী বর ! প্রেম শিক্ষা দাও ;  
 প্রেমের পথিকে তর, হৃদয়ে মাথা খাও !  
 মাথা খাও কূল দাও, হে কুলেশ পতি ।  
 অকূলে প'ড়েছি কূলে, লহ শীঘ্র গতি ।  
 হে নিশি ! তামসি ! আসি, কেন শেষ ভাগ ?  
 কলঙ্কী বলিয়ে কিহে, তুমিও বিরাগ ।  
 ঢাক ঢাক কালা মুখ, এ কলঙ্ক ঢাক ।  
 যেয়োনা বারেক নিশি ! স্থির হয়ে থাক ।  
 যে'য়োনা তামসি মরি ! যেয়োনাহে আজ,  
 ধর না পূর্বের সেই, সংহারিণী সাজ ।  
 ধর সেই মুছায়ীর, গাঢ় অন্ধকার,  
 ধর গো চল্লিশ দিবা, সে মূর্তি আবাস ।  
 এই না সে লীলা ক্ষেত্র ! এইনা সে ভূমি,  
 এই ত পাতকী আমি, মিশর এ ভূমি !  
 যেয়োনা তামসি ! হৃদয়ে যেয়োনাগো হায় !  
 তুমি যে যাইলে প্রাণ, রাখা হবে দায় ।  
 তুমি যে যাইলে নিশি ! প্রাণ মোর যায়,  
 প্রভাত হৈয়োনা মরি ! ধরি ছুটী পায় ।—  
 প্রভাত হৈয়োনা বিভাবরি ॥

## কু প্রভাত ।

( বিরোগ সঙ্গীত )

আজ পোড়া নিশি ! কেনে প্রভাত হলি ?

কুরুণে প্রভাত, হলো কাল নিশি,

ডুবিল রে আজ দেশের ও সৌভাগ্য শশি ;

কেবলি জাগিল বিষাদ রাশি !!

( হায় ) পোড়া নিশি ! কেনে প্রভাত হলি ?!

উঠিল রোল, উঠিল গোল,

ঘন নগর বাসী, বলে ঘন বোল !

কি হ'ল ! কি হ'ল !! নাই !—নাই !! নাই !!!

নিশি বলে নাই ! দিশি বলে নাই !

প্রভাতও বলে, হায় ! সেত নাই ।

হায় ! আজি নিশি কেনরে এলি !?

এ'লে কি বিষাদ জাগাতে ভবে ?

এ দুঃখের দিন আরো কি যাবে ?

সে স্নেহ-চন্দ্রমা আরো কি উদ্ভবে ?

নাজানি রে কত রহিয়ে ছলি ।

রহি রহি রহি দহি নিরবধি

নিরবধি দহি, শেষ নহে যদি

তখনি স্মরিব সে গুণের নিধি

নদীকার চান্দে কোথারে পাই ॥

পাখি-স্বরে বলে নাই নাই নাই !!

পবন স্বনে বলে নাই নাই !

কান্দে চরাচর বলি নাই নাই !!

হায় ! সে কোথায় গেলরে চলি ?

আজ, পোড়া নিশি ! কেনে প্রভাত হ'লি ?

( যুবরাজ অরুণ দেবের পলায়নে দেশময়  
হাহাকার এবং ঘোরতর দুর্দশা )

পোহাইল কাল নিশি, জাগে পুরবাসী,  
বিষাদ কালিয়া পুনঃ, ঢাকে সর্ব গ্রাসি ।

রজনীর অন্ধকার না বাইতে হায় !

ঢাকিল মিশর চির, দুঃখ কালিয়ায়,

না হতে প্রভাত, নাহি উদিতে অরুণ

অরুণ বিহনে ওঠে, ক্রন্দন করুণ ।

তন্ন তন্ন করি চোরে, কত অনুচর

একরে বলিতে ছোটে, সহস্র সত্তর ।

একরে বলিতে খোজে, সহস্রেক ঠাই,

কিন্তু বুঝা অশেষণ, 'যে নাই সে নাই !!

খুজিতে খুজিতে দেশ, হল তোলপার,

রাজ্য ছাড়ি রাজ্যান্তরে, বহে সন্মচার ।

আগে ওঠে কাণাকাণি, শেষে ঘোর রোল,  
 হাহাকার শব্দে পুরী, তোল্পার তোল ।  
 হাহাকার শব্দে পুরী কান্দে উভরায়,  
 ধূলায়ে লুটায় কান্দে অভাগিনী মায় ।  
 মায় কান্দে লুট পুটে, নারী হাহাকারে,  
 আহারে দর্দের বাপ কান্দেন আছারে !  
 আছারে পিছারে কান্দে, নাহি বান্ধে বুক,  
 পাড়া পার্শ্ব শোকে কান্দে, কান্দে ছাড়ি কুক ।  
 শোকের সমুদ্র হায় ! উঠিল উথলি  
 সোণার সংসার ঘেন, ঘোর মরু স্থলি !  
 অকস্মাৎ রাহু ঘেন, গ্রাসে পূর্ণ শশি  
 ঘেরিল নিদান ঘোর, বিষাদ তামসী !  
 ঘরে ঘরে হাহাকার, প্রবোধ না বান্ধে,  
 যেখানে সেখানে পড়ি, প্রজাকুল কান্দে ।  
 কার রাজ্য কেবা করে, কেবা ছত্র ধরে ?!  
 শ্মশান মশান ভাব, নগরে নগরে !  
 রণ চণ গৃহ বাস, রণ চণ দেশ,  
 দেশ হুঙ্ক সর্ব স্থান, লক্ষী ছাড়া বেশ ।  
 রণ চণ গৃহ বাস, রণ চণ পুরী,  
 পিঞ্জরে বসিয়ে কান্দে, শুক শ্রামা শারী !  
 ডালে ডালে বসি পাখি, কান্দে রে নিঝুম,  
 নিঝুমে নিঝোরে ছাড়ি, নীরাহার ঘুম ।

বনে কান্দে বনপাখি, জলে কান্দে মীন,  
 ( হারে ) জঙ্গলে ফুকারি কান্দে, হরিণী হরিণ ।  
 বনে কান্দে বনবাসী, জলে জলচর,  
 স্বরগ বৈকুণ্ঠে কান্দে, অমরী অমর ।  
 পাতালে বায়ুকী কান্দে, শূন্যে কান্দে পরী,  
 ছত্র দণ্ড প'ড়ে হার ! বায় গড়া গড়ি !  
 আহারে সাধের সজ্জা, ধূলাতে লুটায়,  
 খাট্ পালং পড়িয়ে র'লো, কেবা সোবে তায় ?  
 খাট্ পালং পড়িয়ে র'লো, প'ড়ে রলো রাশ—  
 ছেলা ঘরে প'ড়ে কান্দে, খেলার ধনু বাশ  
 প'ড়ে রলো রণ-সজ্জা, প'ড়ে রলো ঘোড়া,  
 আস্তাবলে পড়ে মৈলো, খানে বান্ধা ঘোড়া !  
 প'ড়ে মলো উট গাধা, প'ড়ে মলো হাতী,  
 পথের পথিক কান্দে, ছেড়ে সঙ্গী সাধি !  
 উথলে চৌদিকে হারে, শোকের পাথার !  
 অরুণ বিহনে দেশ, সব অন্ধকার !  
 দেশে দেশে ধায় চর, দেশে দেশে ফিরে,  
 অরুণের সমাচার, দিতে কেহ নারে ।  
 সপ্ত দিব্য সপ্ত নিশা, জননী ডোকরে,  
 রজনী প্রভাত হলে, দ্বিগুণ ফুকরে ।  
 রজনী প্রভাতে যবে, কুকা বলে কুক,  
 "পুত্ পুত্" বলিয়ে অগ্নি, কান্দে মাগের বুক ।

রজনী প্রভাতে যবে, পাখি করে স্বর,  
 অমনি ডুকরি ওঠে, মায়ের অন্তর ।  
 রজনী প্রভাতে যবে, প্রকাশে অরুণ,  
 অরুণে স্মরিয়ে মায়, কান্দেন করুণ !!  
 উদাসে ডাকেরে কাক, ডাকে “কাকা ডাক”  
 ডাকিনী ডোকে অন্নি, ছাড়ি “পুত্র” হাক !!  
 কিবা দিবা কিবা নিশা, কোরে মার আখি,  
 মায়ের ক্ষুদ্রনে কান্দে, বন্য পশু পাখি !  
 মায়ের বিলাপে বরে, বিরক্ষীর পাত,  
 নিশি ভোরে কুস্বপন, দে’খে মুচ্ছাবাত ।  
 বারেক চেতনা হারা, বারেক চেতন,  
 যখনি চৈতন্য হয় ! তখনি রোদন !!

## জননীর বিলাপ ও সঙ্গী হারাবস্থায় প্রলাপ ।

—):o:(—

হায় কোথা বাছাধন ! হা অরুণ কৈ ?  
 জগত আন্ধার মোর, বাছা তোরে বই !!  
 হায় কোথা প্রাণ ধন ! হা নয়ন মনি !  
 প্রাণের ব্যথিত আর ! ওরে বাছামণি !!

আয় আয় যাদুধন ! আও বৎস আও !  
 মা বলিয়ে দিয়ে ডাক ! পরান জুড়াও ।  
 হায় কোথা বাছাধন ! হারে পুত্র কৈ ?  
 জগত আন্ধার মোর, বাছা তোরে বই !!  
 কোথা রে অন্ধের লড়ি ! কোথা বাপ ধন !  
 কোথারে লুকালি পুত ! মায়ের জীবন !  
 কোথারে দুষ্কার ধন ! কেবা নিলো হ'রে,  
 অঞ্চলের নিধি মোর, নিলা কোন্ চোরে ?  
 কোন্ চোরে নিলে হ'রে ! কেবা দিলে ডাকা,  
 কে নিলা উড়ায়ে হায় ! দিয়ে উড়া পাখা ?!  
 এমন অভাগীর ধন, নিলা কেবা হায়,  
 জীবন দহিয়ে গেল ! প্রাণ পুড়ে যায় !  
 পুড়ে যায়, দ'হে যায়, হয়ে যায় থাক ।  
 বল আর কেবা দিবে “মা” বলিয়ে ডাক ।  
 কে ডাকিবে অভাগীরে, কে বসিবে কোলে,  
 হায় ! মোর মৃত্যু মাই, হৃদি গেল জ'লে ।  
 কোন্ পথে গেলা বাপ ! গেলা কোন্ পথে,  
 ডাকে অভাগিনী মায়, লয়ে যারে সাথে ।  
 ভুমি গেলে আমি রনু, এবা কোন পাপ,  
 রহিনু ডাকিনী শুধু, সহিবারে তাপ ।  
 কি পাপ করিনু হেন, বুঝিতে না পারি,  
 কারে শেপেছিনু বলে, পুত্রশোকী ডাড়ী ।

কারবা বুকের ধন, আমি করি ছাড়া,  
 সেই পাশে আজি হায় ! আমি পুত্র হারা ।  
 কার শাপে হারালেম, হেন পুত্র ধন,  
 পড়িয়ে পণ্ডিত বাছা, বুকের ভাজন ।  
 দেশের প্রধান বাছা, বংশে মোর ভানু,  
 জগতে উজালা হারে, ব্রজে মোর কানু ।  
 কোথা রে দুক্ষার ধন ! গেলা কোন্ পথে ?  
 অভাগিনী ডাকে আয় ! লয়ে যারে সাথে !!  
 কি পড়া পড়িলি বাপ ! কি শিক্ষা শিখিলি,  
 মায়েরে সাখা'তে বাছা ! ছুঃখ না ভাবিলি ?  
 এত শিখি এত পড়ি, হলে রে পণ্ডিত,  
 মায়েরে সাখালি বাছা ! একি অচরিত !!  
 এত শিখি এত পড়ি, হ'লে জ্ঞানবান,  
 কি পুত্র ভাবিয়ে বধ, জননীর প্রাণ ।  
 কি পুত্র ভাবিয়ে ছাড়, ঘরের রে নারী,  
 কিবা পুত্র লাভে গেলে, পুত্র ধনে ছাড়ি ।  
 কিবা ধর্ম্ম শিখেছিলে, কিবা ধর্ম্ম নিলে,  
 কেমন ডাকাত পাশে, কি মন্ত্র শিখিলে ।  
 কেমন ডাকাতে হারে, দিল কুমন্ত্রণা,  
 কি দোষে ছাড়িলি বাছা ! বধু পতি প্রাণা ।  
 ঘরে বধু উষা মোর, আগুণের ডালি,  
 কোন্ প্রাণে সে আগুণ, দেখিরে দানালি ।

ঘরে বোঁ উষা মোর, ভরা স্বর্ণ তরী,  
 সংসার সাগর সে হাঃ ! কেন্নে দিবে পারি ।  
 রূপের মিছনি মোর, গুণে নাই তুলা,  
 কেমনে তাহার জ্বালা, দে'খে যাবে তুলা ?!  
 কেমনে বলিব তারে, প্রবোধ বচন ।  
 কেমনে থাকিব ঘরে, দে'খে সে বদন !!  
 রাজার নন্দিনী বাছা, রাজার ঘরনী,  
 কেন্নে করিলি বিধি ! তাহারে দুখিনী ।

এক দুঃখ সৈতে নারি, আরো দুঃখে মরি,  
 দুঃখের উপরে দুঃখ, বিধি হলো বৈরি !

দুঃখের উপরে দুঃখ, কৈতে কাটে বুক,  
 প্রাণ ফেটে যায় আরো, দে'খে বুড়ার দুখ ।  
 এক পুত্র নিল যমে, আর নিল পরে,  
 ইহাতে বাচিবে বুড়া, সহি কেন্নি ক'রে ।  
 বড় সাধ ছিল মনে, ছিল বড় সাধ,  
 পুত্র হবে রাজ্যেশ্বর, যুচবে বিষম্বাদ ।  
 পুত্র হবে রাজ্যেশ্বর, নিজে হবে রাজা,  
 বড় সাধ ছিল পালবে, স্মখে যত প্রজা ।  
 বড় সাধ ছিল মনে, পালবে রাজ্য দেশ,  
 সে রাজ্য দেখিয়ে মর্য, মর্ত্যে হ'ল শেষ !!  
 বড় সাধ ছিল মনে, দে'খে পুত্র-মুখ,  
 মরণের কালে বুড়া, ভুলবে সর্ব দুখ ।

মরণের কালে তারে, কেবা ডাকবে বাপ ?  
 মরণ নিকট তার, হৃদে র'ল তাপ !  
 তাপে তনু দগ্ধ হ'লো, দগ্ধ হ'ল প্রাণ !  
 এহেন শব্দে হারে ! কেবা করে জ্ঞান !  
 আরে বাছা ! যাদু আরে ! আরে নীলমণি !  
 তুমি রে ছুঃখার ধন, আমি সে ছুঃখিনী !  
 করিলি ছুঃখিনী বাপ রে ! বুকে রৈলো কালী,  
 কোথা গেলি ক'রে বাছা ! মা ডাকের কান্দালী !  
 না শুনি আর "মামা" বোলরে, না শুনি চান্দ মুখে,  
 মা ব'লে না ডেকে গেলি, শেল রৈল বুকে !!  
 "মা বোল" "মা বোল" না শুনিরে অরুণের মুখে,  
 দিবস যামিনী হয় রে ! মরি ঐ না জুখে !  
 দশমাস দশ দিন, ধরিমু উদরে,  
 বড় সাধ ছিল মনে, মা ডাকিবা মোরে !  
 দশ মাস দশ দিন, ধরি গর্ভবাসে,  
 কতনা কষ্টেরে সৈমু, মা ডাক শুনবার আশে !  
 কেনেরে ডাকিলি বাছা ! কেনে মামা বৈলে ?  
 হয়ে কেনে না মরছিলা; না লইতাম কোলে !  
 হৈয়া কেনে না মরিলি, না শুনিতাম কথা,  
 না ডেকে দিলিরে হয় ! শেষে ডাকিলু বাবা ।

কি সুখ আছেরে যেন, ঐনা "মামা" ডাকে,  
 কি জানি মধুরে করে, পুত্রের "মামা" হাকে !

কি জানি মদিরা ঐরে, মধুর “মামা” বোল,  
 সাক্ষাত স্বৰ্গ মায়েন্, পুত্র ভরা কোল !  
 পতি পাশে বস্লে নারী, পুত্র কোলে নিয়া  
 এ বিশ্ব ভরেয়ে মরি ! সে হৃদি ফুলিয়া !  
 যখন বসেয়ে মায়, পুত্র লয়ে কোলে,  
 তখনি জন্মের দুঃখ, অগ্নি হারে ভোলে !!

যখনি দেখেয়ে মায়, পুত্রের চান্দ মুখ,  
 তখনি পাশে মরি ! জনমের দুখ ।  
 কি জানি হৃদয়ে মরি । ভরে সেহ প্রাণ,  
 কি জানি মোহেয়ে হই. মা ডাকে অজ্ঞান ।  
 কোন্ সর্গে নাই যেন মা, পুত্রে লয়ে বোলে,  
 সর্ব দুঃখ পাশবিবে. “মা” ডাক বিভোলে ।  
 কি জানি আশ্রয় ভবা, মা ডাকে আছো.  
 কোটি স্বৰ্গ স্থখ নগবে, সে স্থখের কাছে ।  
 কি স্থধা আছেয়ে যেন, ঐনা মামা ডাকে,  
 কি যেন মধুরে করে, পুত্রের “মামা” হাকে !  
 সন্তানের ভাঙ্গা ভাঙ্গা. আধ ভোতলা বাক,  
 স্বৰ্গ ঢালা স্থধা তাহে. সাধের “মামা” ডাক ।  
 কি জানি আশ্রয় ভরা. “মা” ডাকে আছো,  
 কোটি স্বৰ্গ-স্থখ নয় রে, সে স্থখের কাছে ।  
 হায় বে ! কি মধু জানি, কি জানি কি স্থধা !  
 মা ডাকে হৃদয়ে আছে. এ বিশ্ব বহুধা ।

মরিরে মা ডাকে জানি, আছে কিবা নিশা,  
 কি জানি ও ডাক শু'নে, হই হারা দিশা।  
 মা ডাক শুনিলে মার, দেহে বাড়ে বল,  
 কি জানি হইরে কেন, মা ডাকে পাগল !!  
 কি জানি কেনরে হই, মা ডাকে বেহোশ,  
 পুত্রে ডাকলে “মামা” ব'লে, খণ্ডে সর্ব রোষ।  
 “মাগো মা” বলিয়ে পুত্র, ধবে ডাকে মায়,  
 সর্ব দুঃখ সর্ব তাপ, অন্ত্র দূরে যায়।  
 সন্তানের মায়া ডাকে, বিশ্ব-মায়া-কান্দ,  
 মা ডাকে পাইরে যেন, আকাশের চান্দ !!  
 মা ডাকে পাইরে যেন, হাতে স্বর্গ নিধি,  
 আহা কি অমূল্য ধন, “মা ডাক” করছে বিধি !!

সোণা চাইনা রূপা চাইনা, চাইনা টাকা কড়ি;  
 মা বোল্ মা বোল্ বলরে যাছু, মা ডাক

শু'নে মরি !

ধন চাইনা, জন চাইনা, চাইনারে বৈশাতি,  
 পুত্রের আগে মরত্যে চাইরে, রে'খে বংশের  
 বাতি।

কামাই চাইনা; অর্জুন্ চাইনা; চাইনা  
 উপার্জুন্।

পরাণ ভইরে শুভে সাধ, মায়া ডাক ধন।

খে'তে চাইনা, পর্তো চাইনা, নাহি করি  
আশা,

কেবলি রাখিরে চিত্তে, মা ডাকের ভরসা !

খে'তে চায়না পর্তো চায়না, নাহি পাবার  
আশা,

সুধু মায়ে চাহে পুত্রের, সরল মধুর ভাষা ।

সুধু চাহে মাতা পিতা, সরল মধুর ভাব,

সরল ভক্তি চাহে সুধু, চায়না অন্য লাভ ।

সুধু চাহে মাতা পিতা, সরল ব্যবহার,

প্রাণ ভরা সরল ভক্তি, আনুগত্য আর ।

সরল ভাব, সরল ভক্তি, সরল মধুর বোল,

সুধু চাহে মায়ে দিতে, পরাণ ভরা কোল ।

নিতে নাহি চাহে কিছু, দিতে পার্যো বাচে,

সন্তানে বিলাতে মার, হর্ষে প্রাণ নাচে ।

সন্তানেরে দিলে যেন, স্বর্গে ওঠে প্রাণ,

প্রাণ খুলে হয় যেন, স্বর্গের উদ্যান ।

সন্তানে খাওয়ালে যেন, প্রাণ মন ভরে,

নিটা'তে সন্তানের নাথ, সদা মায়ে মরে ।

সন্তানে বিলাতে মার, হর্ষে প্রাণ নাচে,

নিতে নাহি চাহে কিছু, দিতে পার্যো বাচে !!

দিতে চাহে সর্ব স্বখ, সর্ব স্বর্গধাম,  
প্রাণ দিতে লভে যেন, পরম আরাণ্য !!

আহা ! কি উদ্ভূত ভাব, সন্তানের মায়া ;  
সন্তানের আশে ভবে, জীব ধরে কায়া ।  
সন্তানের সাথে হারে, সন্তানের আশে,  
কতনা মহেরে জীব, ভব কারা বাসে ।  
সদাই নৈরাশ্যে দহে, সংসারের মরু,  
সন্তান সে মরুভূমে, উচ্চ আশা-তরু ।  
সংসার সাগরে ধর্ম, তরনী কেবল,  
সন্তান সে পারাবারে, আলোক উজ্জল !  
দেখিয়ে সন্তান মুখ, স্বখে জীব মরে,  
সন্তানে দেখিয়ে তরে, এভব সাগরে ।  
আশাতে আলম খাটে, আশাতে সংসার,  
সন্তান বটেরে সেই, আশার হুমার ।  
আশা না থাকিলে জীব, নৈরাশ্যের ঘোরে,  
অবশ্য হইত নরক, অন্ধকারে পৈড়ে ।  
সেই আশা স্তম্ভ করি, সন্তানের তরে-  
স্বখে জীব অস্তিমেরে, মৃত্যু-গ্রাসে পড়ে ।  
এক অংশ আশা লয়ে, পরকালে যায়,  
আর সর্ব আশা জীব, সন্তানে বিলায় ।  
আশা বাসা যত কিছু, সন্তানেরে দিবে,  
স্বখেতে মানব যায়, অস্তিম্বে চলিবে ।

হায রে ! অরুণ কৈ ? দুখিনী'ব ঘন !

আব্ মুখ দে'খে মরি, স্নেহের মরণ !

না দেখিয়ে ও বদন, ফে'টে যায় বে বুক,

মরণের কালে বাছা ! দে'খে মরি মুখ !

স্বর্গে আছে স্রগুণী, মর্তে নাই তার পারা,

স্বধার সমুদ্রে মর্তে, মায়ে'র দুখ ধারা ।

এক ধারা মায়ে'র দুখ, লক্ষ টাকা মূল,

সহস্র ধারার মূল্য, জগতে অভুল ।

না শোধিলা অরুণরে ! সেহ দুখের ধার,

মামা ভে'কে তৈরে যারে, সে ঋণ-পাথার ।

কি দিবি জওয়াব আরে ! বিধাতার কাছে ।

না বুঝিল ভবে তোর, মায়ে'র কেবা আছে ?

তুই বিনে লক্ষ্যে নাই, অভাগিনী মার !

কেনেরে বাড়ায়ে গেলি, শোকের পাথার ?!

এত যে করিনু কিছু, না করিলি মনে,

অভাগী মায়ে'রে বাছা ! ভুলিলি কেমনে ?

এজন্মে না করি পুণ্য, কোন জন্মে জানি,

সেই পুণ্যে হয়েছিছু, পুণ্ড্রের জননী ।

কিস্ত রে করম দোষে, বিধি মোরে বাধ,

নাজানি কি পাঁপে হ'ল, পুত্র-শোকী নাম ।

"পুত্ৰ !" "পুত্ৰ !!" বলিয়ে হাররে ! কান্দে সদা হিয়া,

থেকে থেকে স্ব'লে ওঠে, রহিয়া রহিয়া !!

থে'কে থে'কে ছলে প্রাণ. যেন আমি শিগা,  
 দারুণ পুত্রের শোক, কষ্টে ছিল লিখা ॥  
 দারুণ পুত্রের শোকে. দৃষ্ট হয় প্রাণ ।  
 এক পুত্র বিনে আমার. সংসার বিরাম ॥  
 এক পুত্র বিনে আমার, জগৎ অন্ধকার,  
 অন্ধকার করিল বাছা ! জগত সংসার !

এজগতে পুত্রধন, সুখা সমুদ্র,  
 যার আছে পুত্রধন তার, সর্ব ভর পূর ।  
 যার আছে পুত্রধন তার, জগত উজালা,  
 পুত্রে ডাকলে “মামা” বৈলে, ঘুচে সর্ব জ্বালা ।

এজগে না করি পুত্র, কোন জন্মে জানি ।  
 সেই পুত্রে হয়েছিল. পুত্রের জননী ।  
 দারুণ পাপিনী আমি, পাপ মোর ভারি.  
 হ'য়ে পুত্র না হইল. অভিধানে তারি ।  
 হয়ে পুত্র ম'রেছিল. মনে মহা তাপ.  
 কতনা সাধিনু আমি, খণ্ডাতে সে পাপ ।  
 কতনা করিনু তপ, কত করি জপ  
 কতবা বিলা'নু দীনে, অনন্ত বিভব ।  
 কতবা পূজিনু দেব, কত পূজি দেবা,  
 আরে বাছা ! পেইনু তোরে কৈরে কত সেবা ।  
 কত সেবা আরাধনা ! কৈরেন তোরে পাইনু,  
 কতই দুঃগেরে তোরে, মানুষ করিনু !!

কতবা সহিনু দুখ, কত সহি ক্লেশ,  
 মানুষ করিনু বাছা ! তোরে অবশেষ ।  
 এক অঙ্গ গিছে মোর, গ্রীষ্ম আর শীতে,  
 আরো অঙ্গ গিছে বাছা ! তোরে বুকে নিতে ।  
 এক অঙ্গ গিছে মোর, যোগ আর যাগে,  
 আর অঙ্গ গিছে বাছা ! তোর ভোগ ভাগে ।  
 এক জন্ম দিছি বাছা ! তব তপস্বার,  
 আর জন্ম গোয়াইনুরে তব শুশ্রূষায় !  
 কত করি, কত সে'ধে পা'নু তোমা ধন,  
 এখনে লুকা'লি কোথা, সে হেন রতন ।  
 কেবা হা ! নিলেক হরি, অঙ্কলের নিধি,  
 কারে দিয়ে চোরাইলি, হারে পোড়া বিধি !  
 হারে রে ! দুঃখ্যার ধন, নিলা কোন চোরে ?  
 দেবে কি দানবে নিলা, নিলা নিশি ঘোরে !  
 কেমন পাষাণী সেরে কেমন পাষণ !!  
 না বলিয়ে না ভাবিল সে পাষণ প্রাণ !  
 না ভাবিল মার দুঃখ, না ভাবিল শোক,  
 কেমন জননী তার কেন্নি তার বুক ?  
 কেমন সাহস তার, কেমন বুকের পাটা !  
 অকলঙ্ক কুলে আমার, দিল কালীর কোটা !  
 কেমন হৃদয় তার ? কেমন রে হিয়া ?  
 কেমনে রাখিল পুত্রে, মারে ছাকাইয়া ।

কেমন বিধাতা তার, গড়িল হৃদয়,  
 এমনি কঠিন কিসে পাখাণ নিদয় ?  
 এমনি কঠিন সেকি ? এমনি কঠিন !!  
 মায়েরে বৈলে কি নাই, তিল ছুঃখ চিন ।  
 দেব হও দৈত্য হও, যেবা হও তুমি,  
 আকাশে পাতালে থাক, থাক বা অবনী !  
 দেব হও দৈত্য হও, হও যেবা জন,  
 অচলে নিচলে থাক, থাক বা গহন ।  
 যেখানে থাকনা কেন, থাকনা যেখানে,  
 যে দিছ দারুণ জ্বালা, অভাগীর প্রাণে ।  
 দে দিছ দারুণ জ্বালা, পাবে তার ফল,  
 শাপিন্দু অবলা আমি, হবেনা বিফল ।  
 হবেনা বিফল মোর, হবেনা এ বাণী,  
 বে'চে থাক অরুণ রে ! মায়ের নিছনি !  
 বে'চে থাক অরুণ রে ! অভাগীর পুত,—  
 যেখানে থাকনা কেনে, থাকরে নিস্কুত ।  
 সত্য যদি সতী আমি, সত্য হই সতী,  
 সত্য যদি পু'জৈ থাকি, পু'জৈ থাকি পতি,  
 সত্য তবে বাণী মোর, বাণী সত্য হোক,  
 যেখানে অভাগীর পুত, সেখানে জীউক ।  
 যেখানে থাকরে বাছা ! যেখানে না থাক,  
 আমার অরুণে বিধি ! বিধি তুমি রাখ ।

বে'চে থাক অরুণরে, অভাগীর পুত্ৰ !  
 যেখানে থাকুক বাছা ! সেখানে জিতুক ।  
 আমি ফিরি বনে বনে, আমি ভ্রমি দেশ,  
 আমি তালাসিব বাছা, ধ'রে যুগী বেশ ।  
 আমি যাব দেশান্তরে, যাব বনবাস,  
 থাকু প'ড়ে রাজ্য ধন, থাকু গৃহবাস ।  
 থাক থাক লোক জন ! থাক পরিজন !!  
 আজ্ঞা দেহ প্রাণ পতি ! যাইগো এখন ।  
 আজ্ঞা দেহ হে রাজন ! আজ্ঞা দেহ তুমি,  
 আনিগে প্রাণের ধনে, তালাসিয়ে আমি ।

অতঃপর ছদ্মভাবে পুরুষের বেশ ধারণ পূর্বক পাত্র মিত্র ও  
 লোক জন সহ যুবরাজের অনুসন্ধানে রাণীর বহির্গমন এবং দেশ  
 দেশান্তরে পরিভ্রমণ ।

-----

যুবরাজ উন্মত্তাবস্থায় প্রথম যাত্রা তাতার দেশ  
 অভিযুগে যাইতে ২ পথি মধ্যে দুঃখ ক্রেশে  
 জর্জরীভূত হইয়া ।

—):o:(—

ভাঙ্গা আশা, ভাঙ্গা বাসা, ভাঙ্গা কলেবর,  
 ভাঙ্গা মনে চলিলাম, দূর দেশান্তর !

বিদেশী পথিক আমি, সঙ্গে কেহ নাই ;  
 কেবলি সে মূর্তি খানি, হৃদয়ে ধিয়াই !  
 কেবলি সে মূর্তি খানি, সঙ্গের দোসর  
 অন্তরে অঙ্কিত সদা, না হয় অন্তর !  
 চলেছি কাহার ধ্যানেন, নাহি ভাবি শেষ,  
 না ভাবি যাইব কোথা ? পাগলের বেশ !

উন্মত্ত ভাবের ভোরে, কোথা যেন যাই ;  
 কোথা দুখ, কোথা সুখ, কিছু মনে নাই ।  
 কোথা বাড়ী কোথা ঘর, কোথা পরিজন ?!  
 কোথা বা আছিলাম আমি, কোথায় এখন !  
 হতাশ নিশ্বাস বহে, দেহ খানি ক্ষীণ  
 মলিন চিবর বাস, মূর্তি খানি দীন ।  
 বক্ষ বাহি অশ্রু ধারা, শিরে রুক্ষ কেশ,  
 নয়ন কোটর গল, উন্মত্তের বেশ ।  
 বিষম দুর্বল দেহ, বিকট বরণ,  
 মুখে বাক্য নাহি সরে, বিষম বদন ।  
 দুঃস্বপ্ন চিন্তার দাহে, ভয় কলেবর  
 চরণ শক্তি হীন, গমন মল্লর !  
 আজি সে কোথায় মোর, সোণার বরণ ?  
 হায়রে ! হইল মার্টি, সাধের যৌবন !!  
 যৌবন জীবন গেল, প্রাণ যাবে শেষ  
 কপালের লেখা সার, “মরিব বিদেশ”



কপালের লেখা সার “আমিরে উদাসী  
 মরিব প্রেমের দায়ে, গলে লয়ে ফাশী”  
 কত কাল সব আর, এ ভার জীবন.  
 কত আর সব হয়, অসহ দহন ।  
 উঠিছে চিন্তার দাহ. নাই ক্ষণ পল  
 নাই শান্তি. নাই ভ্রান্তি, পরাণ বিকল  
 উত্তরে ! বন্ধের মাঝে তপ্ত গোলা প্রায়,  
 বিষম বিকিছে প্রাণ, খশেনাকে হায় !  
 খশেনা পরাণ শুধু, করে আই চাই  
 আফর ফাফর সদা, অস্থিরে বেড়াই !  
 কি যেন অন্তরে গাথা, তাড়িতের তার  
 দিবা নিশি স্বর্গ মর্ত্যে লাগিছে ঝঙ্কার !

দিবা নিশি পড়ে হায়. পরাণেতে টান !  
 অস্থি মজ্জা ভাঙ্গি যায়, ঝিড়ে হৃদি খান ।  
 হায় নাথ ! এতই কি কঠোর জীবন ?  
 ক্ষণ পল কান্ত নাই, চিন্তার দহন !  
 শুধুই চিন্তার দাহ—ভীষণ নরক !—  
 মূহূর্ত্ত বিরাম নাই, জ্বলে ধক ধক ! .  
 শুধুই পরাণ সদা, উঠিছে ফাটিয়া  
 আর ত পারি না বুক, যায় বিদরিয়া !  
 আর ত পারি না আমি, বহিতে জীবন  
 কোথা বন্ধো, দিন নাথ ! কর বিমোচন !

জীবনের ভার মোর, হায় গুরুতর !  
 আপন দুষ্কৃতি ফল পাপ ভয়ঙ্কর !!  
 আপন দুষ্কৃতি ফল “ঘোর পরিতাপ !”  
 ভুগিলাম এক শেষ, তবু র’ল পাপ ।  
 তবু র’ল উঃ উঃ ! হইলনা শেষ—  
 দিনে দিনে আরো বারে, যন্ত্রণা অশেষ !  
 দিনে দিনে বাড়ে হায়, স্মৃতির দহন,  
 যুহুর্ভেক ভুলা নাই, মাই মিবারণ !  
 হৃদয়ে জ্বলন্ত আঁকা, ঘেই চিত্র পট  
 তাহারি দহনে প্রাণ, সদা ছট ফট !  
 তাহারি লাগিয়ে আজ, এ দশা রে হায় !  
 সর্ব স্বাস্থ্য দেশান্তরী, খেদে প্রাণ যায় !!  
 হায়, কি করিহু, আমি ভুলি পরিণাম !  
 হায় ! কেন এত দুখ, সুখ ভুগিলাম ?  
 হায় হায়, দীন নাথ ! বল, কোথা যাই ?  
 কি হবে আমার গতি ? মুক্তি কিসে পাই ?  
 কি হবে আমার গতি ? বল দয়াময় !  
 বল নাথ ! দয়া করি, করুণা নিলয় !  
 বল নাথ কত আর, পুড়িবে আমারে ?  
 অদ্বুত পরাণী আমি, জগত মাঝারে !  
 অদ্বুত পরাণী নাথ ! করিলে আমার  
 সৃষ্টির নিয়ম ছাড়া, সৃষ্টি ছাড়া হায় !

জগতের যত সব, সকলি সৃষ্টির  
 আমিরা অভাগা হায়, সদাই অস্থির ।  
 আমারি স্বভাবে সদা, বিপরীত ভাব ।  
 দীন নাথ ! পূর্ণ কর, আমার অভাব ।  
 দীন নাথ ! দাও মোরে, যাহা আমি চাই  
 বিন্দু দয়া দিলে দান, তবেইত পাই ।  
 দয়াময় ! দাও তাই, কর দয়া দান,  
 আরত বহিতে নারি, অস্থির পরাণ !!  
 অস্থির পরাণ হায় ! সৃষ্টির না হয় ।  
 অন্তরে অঙ্কিত চিত্র, মুছিবার নয় !  
 অন্তরে জ্বলন্ত অঁকা, এক চিত্র পট  
 তাহারি তাপেতে তনু সদা ছট ফট !  
 সেই ছবি মুছিবারে করিনু যতন,  
 কত বার হৃদি মন, করি বিদারণ ।  
 কতবার করিলান কত দৃঢ় পণ,  
 কতবার সাধিলাম, দারুণ মরণ !

কতই না করিলাম, ভুলিবারে তারি;  
 কই, কোথা ? ভুলিবারে, পারিলাম হায় ?  
 কই, কোথা ভুলিলাম, সে দারুণ কায়া ?  
 কইরে মিশিল কোথা ? সে প্রেমের ছায়া ?-  
 “ভুলান” সহজ কথা, “ভুলন” না যায়,  
 প্রেমের ভুলানে ভুলা, সে বিষম দায় ।

ভুলিতে পারিনা ক্ষণ, পাসরিতে নারি !  
 ভুলেছি আপনা হায়, ভুলিবারে তারি !!  
 তাহারে ভুলিব ভয়ে, ভুলেছি আপন,  
 আপনা হয়েছে সেই পরের জীবন ।  
 সে জীবন, সে পরাণ, সে মনন বই,  
 আমার বলিয়ে ভবে, আমি আর নই ।  
 তাহারি হয়েছে আমি, আমিহু বিহীন,  
 তাহারি মধ্যোতে আমি, হয়েছে বিলীন ।  
 এই যে এ ক্ষুদ্র দেহ, তারি অবতার !—  
 প্রেমের প্রতিমা খানি, লীলা বিধাতার ।  
 পরাণ গেলেও তারে, পরকালে চাব  
 পরকাল পরিহরি, তাহারে ধিয়াব ।

ধিয়াব হৃদয়ে ধরি, একাল সে কাল !  
 তাহারি ধিয়ানে হায়, গেল পরকাল ।  
 পরকাল পাসরিয়ে, তারি ধ্যানে ধাই  
 তবু আজি তার সনে, দেখা ভাগ্যে নাই ।

[ তৎপর পরিতপ্ত মনে প্রভু পরমেশ্বরকে স্মরণ পূর্বক কয়েক  
 দিন ধ্যানরত থাকিয়া আবার মহা উৎকণ্ঠা । ]

হায় রে ! বিধাতা যায়, মহিমা অপার,  
 কেমনে হইবে বল, দয়া মোরে তার ?

কেমনে করিব আশা, ভরসা তাহার  
 অসীম ব্রহ্মাণ্ড যুড়ি, যার অধিকার ?  
 ক্ষুদ্র এক নর আমি, ক্ষুদ্র বই নই  
 তাহারি বিদ্রোহী হয়ে, তারি রাজ্যে রই !  
 ধিক্ রে সাহস মোর, ধিক্ মোর কাম,  
 মহাভমে ভ্রাস্ত আমি, একি করিলাম !

তুচ্ছ এক মানবীর ভালবাসা তরে,  
 ভুলিয়ে রহিলু আমি, জগত ঈশ্বরে ।  
 ক্ষুদ্র এক হৃদয়ের ভালবাসা ভোরে  
 ভুলিয়ে রহিলু আমি, প্রভু প্রাণেশ্বরে ।

হায় রে অভাগা আমি, অধমের সার  
 বল নাথ দীনবন্ধো ! কি হবে আমার ?  
 কি হবে কি হবে হায় ! অগতির গতি  
 এত যে সাধিলু তবু, স্থির নহে মতি ।  
 আবার উঠিল সেই, তরঙ্গ ভুকান  
 আবার ধৈর্যের হাল, হ'ল খান খান ।  
 আবার জ্বলিল সেই, চিস্তার দহন  
 আবার জাগিল সেই, স্মৃতি মোহন ।  
 আবার—আবারো কেন, প্রাণ তারে চান্ন ?  
 মরীচিকা পানে কেন ভ্রাস্ত যুগ ধায় ?

তারে ত পাবার নয়, তবু বার বার,  
চাহিয়ে কান্দে কান্দে প্রাণ, কান্দে কান্দে আবার !!

জগতের যত সব, কিছু ভাল নয়,  
কেবলি সে মূর্তি কেন, এত মধুময় ?  
কেবলি সে নামে কেন, ক্ষয়েরে পীযুষ ?  
না জানি কতই তাতে, সুখ পরিতোষ ।  
না জানি সে নামে কেন, তৃপ্তি বোধ নাই ?  
যত ডাকি তত কেন, ডাকিবারে চাই ?  
যত হেরি তত কেন, হেরিতে বাসনা ?  
কি আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল ! বিধির তোষণা ।  
কি আশ্চর্য্য ! কেন তার সৃষ্টির কোশলে  
তেমন সুন্দর ছবি আর নাই মিলে ?  
সেই সুধু তার সম, আর নাই তুলা,  
সৃষ্টির ভাঙারে সুধু, সেইরে উজালা !

হার হার ! কোথায় মোর সে অমূল্য ধন ?  
যার তরে হুপিলাম, কহি কারা মন ?  
আবারি কপাল দোষে, হুসারে অসার  
ছারা বাজি কুহেলিকা—আঁখির আঁখার !!  
হৃদয়ে আছে রে সেত, বাহিরেতে নাই ।  
ধরি ধরি করি ছুরি, ধরিতে না পাই ।—

সলিলে তরঙ্গ-রঙ্গ, ছায়ার মতন  
 ভাঙ্গা ভাঙ্গা আঁহা ! সেই, স্মৃতি মোহন ।  
 সেই স্মৃতি, সেই স্মৃতি, সেই এক নিশা,  
 সদাই আগেরে তার, পাইবার আশা ।

হার হার ! এজীবন, কবে হবে ক্ষয়,  
 কুরাইল সব তবু, নিমি ঝিমি বয় !!  
 কুরাইছে সব হার । শূন্যময় কায়া,  
 তবু কেন প'ড়ে রল, জীবনের ছায়া ?  
 তবু কেন স্বভাবের, এতই পীড়ন ?  
 হার নাথ ! এতই কি কঠিন জীবন ?

নিদ্রা নাই, শান্তি নাই, নাইক মরণ,  
 মৃত্যুর তরে নাই, স্মৃতির বারণ ।  
 দুষ্টি নাই, রুষ্টি নাই, নাই লুপ্ত সাধ  
 পরিতাপ জ্বলা নাই, হার কি প্রমাদ ॥  
 একবার নহে ভাবি, ভাবি লক্ষ বার  
 কিন্তু তবু বিরক্তি না, জন্মেরে আমার ।  
 কতনা কতই করি, তুলিতে না পারি,  
 তুলিবার চিন্তা শেল, তাও স'তে নারি !  
 তুলিবে কি ? একি কথা ! তুলিবার নয়,  
 মৃত্যু তুলিতে ধরা, বিকল্পিতা হয় ।  
 হার ভালবাসা অগ্নি ! হার সর্বনাশা !  
 গেল সব, গেল নারে, তবু তোমার আশা ১

ধন্য কুহেলিকা তব, ধন্য কুহ জান,  
 এক হাদে থাকি কোটি, হারিয়েতে হানি ।  
 শিরায়ৈ শিরায়ৈ গঙ্গা, মুহুর্তে বহাও  
 চক্কর পলকে বিশ্ব, সহস্র ভাঙ্গাও  
 সহস্র সহস্র হায় ! কোটি বিশ্ব ধরি,  
 আবার একই হাদে কণে দাও ভরি ।

ছিছি ছিছি কেন ঘন ! হেন নীচাশয় ?  
 সহিবারি তরে নাটরে আমারি হৃদয় ?  
 বক্ষ প্রসারিয়ে লব, শক্তিশেল পাড়,  
 মার জোরে মার ঘাও, যত সাধ্য যার ।  
 যত সাধ্য কর সব, অহিত আমার,  
 কররে জগত ! কর, শত্রু-ব্যবহার ।  
 কি ভয়রে ছুঃখ তাপে ? কি ভয়রে তাঁর,  
 জ্বলন্ত শ্মশান ভবে, সহায় যাহার ।  
 ধিক্ সে জনম তাঁর, ধিক্ শতবার  
 সহিতে না পারি যেই কাদে অনিবার,  
 ধিক্ সে মানব মুখে, ধিক্ ধিক্ ছাই  
 ধৈর্যজ, গরিমা-ছটা যার হৃদে নাই ।

মনের মরম কথা কহিবনা পরে,  
 শুমরি মরিয়ে যব, অভিমান জ্বরে ।

হিহি হিহি ! হিহি হিহি ! কবনা যে কথা,  
 পরেরে জামাব কেন, আপনার ব্যথা ?  
 কাটুক রে পোড়া প্রাণ, যদি গৈতে নারে  
 তথাপি না জামাব রে, নিম্ন নশা করে ।  
 সহিষ্কারি তরে নারে, সিরাজিল বিধি ;  
 কেন অশ্রু ! কেন ধাম, বর নিরবধি ।  
 বর বর অনর্গল, পড় উছলিয়া,  
 স্নিদ্ধ কর তাপিতের সস্তাপিত হিরা ।  
 স্নিদ্ধ কর পোড়া প্রাণ, বাঁচি যত দিন,  
 তোমাতেই গাঁল অশ্রু ! হইব বিলীন ।  
 হারে অশ্রু ! মর্ম্ম কথা তোমার মতন  
 প্রকাশিতে এ মহীতে, কি আছে এমন ?  
 কি আছে যাহার সাথে, দেই তব ভুলা  
 সকলই ভুচ্ছ ভবে, আছে যতগুলি ।  
 তোমার মতন ধন কোথা ওরে পাব ?  
 কোন্ মুখে ওরে অশ্রু ! তব গুণ গাব ?  
 বিধির সাধের ভূমি, বল্লনার সারা,  
 ভাবের লহরি রাশি তব এক ধারা ।  
 অক্ষাণ্ডের প্রতিবিম্ব তব এক বিন্দু,  
 একটী বিন্দুতে খেলে, ৭ জগতের লিঙ্গ !  
 বনের নির্ঝাল ভূমি, চোরাইরে পড়,  
 জগতের চিত্র ভূমি, বিন্দুরূপে ধর ;

প্রেমের নীরব-গীতি, স্রোত কল্পনার ;  
 পতিত পাখন ভূমি, তরে অশ্রুধার ;  
 ভাবের কোয়ারা ভূমি, চিন্তার স্থান  
 প্রেমের পুরাণ ভূমি, স্মৃতি কল্পনার ।  
 অপ্রকাশ্য ভাব। ভূমি, স্বর্গ-বেদ-জাত  
 আহা মরি ! স্বর্গ-স্থল তোমাতেই পাত।  
 আহা মরি ! স্বর্গের সে পবিত্রতা ধন,  
 তোমাতেই বিরাজে রে, আহা সর্বক্ষণ !  
 আহা ! ভূমি না জানি কি ? নাজানি কে হও ?  
 নিজীব হইয়ে তবু, গুঢ় কথা কও ।  
 হাব, ভাব, ভাঙ্গ, ভাব, কাব্য, দরশনে,  
 গাণতের, বিজ্ঞানের, হাজার যতনে,  
 হাজার হাজার করি, যাহা কৈতে নারে,  
 তোমার একটি বিন্দু, তাহা ব্যক্ত করে ।  
 ক'রে দেয় মর্ম্ম কথা, মর্ম্মে মর্ম্মে তে'ড়ে,  
 অন্তরের অন্তস্তলে, ঘুরে ঘুরে ঘুরে ।  
 ধন্য ভূমি রস-কুপ ! ধন্য রস ধর ।  
 ধন্য ধন্য চিত্র ভূমি, ধন্য চিত্রকর !  
 কিবা ভাব, কিবা রস, কাব্যে হারে ধাঁদে ।  
 করিব জনম হুঁ, তব আশীর্ব্বাদে ।  
 শত শত বাল্মীকিরে, শত বেদব্যাস,  
 শত শত ভবভূতি, শত কাশ্মিরাস,

শত শত সেবসীর, দু'বে মৈল ওরে ।  
 হার হার । দু'বে মৈল অজ্ঞের পাথারে ।  
 অজ্ঞানীরে বক্ষ লগা, যেনা ডিঙ্গাইল  
 ডাবুক প্রেমিক-রাজ্যে, সে কোথা পৌছিল ?  
 বিবোর বিদান ছুঃখ সহ্য যার নয়,  
 কবি হৈলে করি বৈলে, কেবা তারে কর ?  
 পনের জন্মানে যেনা কান্দিলারে পারে  
 কবির সন্ধান ভবে, কেবা দিবে তারে ?  
 কবি জন্ম ধন্য তাই, তব হৃদপার  
 তাই কবি দু'বে মরে, অজ্ঞানীরে হার ।  
 আরো নয় দেখ পুন্মঃ, যদি থাকে ফুল,  
 ইলাইজা, লাইলী শত,—শত বনফুল ।  
 তবু যদি নাহি মাম, তবে দেখ ওরে,  
 হার ! হতভাগা দীনে—চকের উপরে ।  
 হার হতভাগা দীনে, তাপিতেরে হার ।  
 ছেঁড়নাকো ওরে অজ্ঞ ! ছেঁড়না তাহার,  
 ছেঁড়নায়ে এ জীবনে, জীবনীরে আর,  
 পার বরি ওরে অজ্ঞ ! ভূমিরে আমার ।  
 পার বরি, এ নিদানে, ভূমি অভাগার—  
 অশ্রুত মনের ভূমি, শান্তি-স্বধা-ভার ।  
 ছবি হে প্রাণের রেষে, প্রাণের আরাধ,  
 তোমার প্রবাহে ঘোচে চিত্তের ব্যারাম ।

তুমিহে প্রাণের শৈত্য, হৃদা বরিষণ,  
 তোমার বর্ষণে পাপ-কালিমা মোচন ।  
 তোমাতে চিত্তের মলা, ভেদে হয় ধূস,  
 তুমি রে তরণ নদী ।—হৃদা সমুদ্র ।  
 তোমার পরশে মরি ! পাপ-আর্জনে,  
 ঘুঁচে যায়, কর্ণা হয়, আত্মা আর মন ।  
 তুমি রে স্বর্গের ধোঁত, পবিত্রে বর্ষণ,  
 তোমাতে উর্ধ্বের হয়, অধ্যাত্ম-জ্বলন ।  
 তোমার পবিত্রে বারি, বিন্দু ২ পাতে,  
 ধর্ম মুক্তা যদি সরে, জনে ভক্তি মাথে ।  
 তোমার বর্ষণে সিক্ত, চিত্তের কর্দম,  
 ধরম-পঙ্কজ তাহে, জনে অনুপম ।  
 তোমার প্রবাহ-গঙ্গা, হৃদা হরধুনী  
 এমনি পবিত্রে মরি । এমনি পাবনী !!  
 পরশে পরম পাপী করে সে নিস্তার,  
 পলকে পলকে স্বর্গ করে রে বিস্তার ;  
 পলকে স্বর্গের দ্বার করে উদ্ঘাটন,  
 পলকে পাতকী জনে করেত মোচন ।  
 ভাসারে চিত্তের বাজ, হৃদয়ের চাপন,  
 ভাসারে অনন্ত স্বর্গে, করেতে স্থাপন ।

- তুমি রে হৃদ্যার ধন, হৃদয়ির শব্দ,  
 নিদানে দীনের তুমি ভরসা কেবল ।

ভূমিত প্রেমীর প্রিয়, সুখা নিরমল  
 মনের মদিরা ভূমি, দুর্বলের বল ।  
 বিরহের বিষ ভূমি, সুখা কালকূট ।  
 বিশ্বস্তি-সায়রে ভূমি, আলোক নিখুট ।  
 ভূমিরে প্রেমীর প্রিয়, আহা প্রিয় ধন,  
 আহা মরি, ভূমি অশ্রু ! সুখা প্রস্রবণ ।  
 বিনয় প্রাণের ভূমি, অমৃত বর্ষণ  
 ভাঙ্গা হৃদয়ের ভূমি, সুখা বিলেপন ।  
 ভূমিরে প্রাণের স্নেহ, প্রাণের আরাম ।  
 তোমার প্রবাহে ঘোচে, চিন্তের ব্যারাম ।  
 তোমাতে সরস মরি ! নিরস অন্তর  
 তোমাতে পাষণ চিন্ত, গলেয়ে সত্তর ।  
 হিমাচল সম তুল কঠোর যে জন  
 অশ্রুণীর দেখে তার, গলে অগ্নি মন ।  
 অশ্রু সম বিশ্বজয়ী, অশ্রু নাহি আর,  
 তীর, গোলা, তরবারী, কিবা তুচ্ছ ছার !  
 কিবা তুচ্ছ শক্তিশেল ! তুচ্ছ মাগ পাশ !  
 তব এক বিন্দু পাতে সর্ব শত্রু নাশ ।  
 বিষম দুঃখ অরি, ভূমি কর জয়,  
 মুহূর্তে তোমার পাতে, শত্রুতার কর ।  
 কীরের বিজয় দর্প, রাজার পানন  
 তোমাতে পরাস্ত ওরে, তোমাতে নমন ।

তোমাতে স্বর্গের ছায়া, স্বর্গ-স্থধা পাত  
 পাপের রাজ্যে তুমি, বজ্রের নির্ধাতা  
 অত্যাচারী রাজ্যে তুমি, কালান্ত গরল  
 অবিচারী রাজ্যে তুমি, শাসন প্রবল ।  
 চিন্তের দর্পণ তুমি, আত্মার মুকুর  
 তোমাতে স্বর্গের তত্ত্ব, নিহিত নিগূঢ় ।  
 ক্রোড় কোটি তপ জপ, ক্রোড় কোটি ধ্যান  
 ক্রোড় কোটি বলি, বিধি, লক্ষ ২ দান ।  
 কিন্তু তা নিবস যদি, কৰ্শণ তা হয় ।  
 যদি তাহা মাথা নহে, ভক্তি-অশ্রময়,  
 যদি তাহে নাহি থাকে, পরিতাপানল  
 তবে সেহ যোগ, ধ্যান, সকল বিফল ।  
 বিফল সকল গরি ! সফল না হয়  
 সফল তোমার বিন্দু পরিতাপ গর ।  
 সকল তোমার বারি, যদি পাপ মন,  
 যদি গলি ভক্তি রসে, করেরে ক্রন্দন ;  
 যদি পরিতাপানলে, গলি অনুক্ষণ  
 করেরে ভক্তির ভরে, পবিত্র ক্রন্দন ।  
 মরিরে মরিরে ! তবে সেহ অক্ষণীর ।  
 সে তবে তরণ-তরী ভব জলধির ।  
 সে তবে তরেরে পাপী, করেরে মোচন ।  
 রে অক্ষ ! তোমার বারি, অমিয়-বর্ষণ ।

তোমার বর্ষণ নিক্ত, চিত্তের বর্দ্ধন,  
 ধরম পঙ্কজ তাহে জন্মে অনুশম ।  
 পরিমল ত্রাণে তার মোহিত ভুয়ন  
 মরিরে ! মরিরে, অশ্রু ! তুমি মার ধন ।  
 অসামান্য ধন তুমি, সামান্য ত নও ।  
 থাকরে থাকরে অশ্রু ! মোরে ল'য়ে রও ।  
 মোর চক্ষে ঝর তুমি, মোর মাথা খাও  
 থে'মোনা, থে'মোনা ওরে, বন্ধ বেয়ে যাও ।  
 তুমি মোর প্রাণ ধন, প্রাণ ভরি রহ,  
 প্রাণ বে'য়ে, চক্ষু বে'য়ে বন্ধ বে'য়ে বহ,  
 বন্ধে পড়ি শুক হও, ফল্গুনদী মত,  
 আবার চক্ষুর কোণে, হও আবির্ভূত ।  
 আয় আয় ! ওরে মোর, ও মাধের ধন !  
 পাতিয়াছি বন্ধ এই—দন্ধ-সিংহাসন ।  
 পাতিয়াছি এই দেগ, বন্ধিমাথা হিরা,  
 পড়্ পড়্ আহা মরি ! পড়্ ঝম্প দিয়া ;  
 পড়্ পড়্ ওরে অই, শুক মরুভূমে,  
 মাথা খাও এক ফোটা পৈড়নারে ভূমে !  
 মাথা খাও পৈড়নারে, ও ধরার কার,  
 ছহাতে সাপটি বুকে রাখিব হে হার !  
 রাখিব রে আজীবন, রাখিব রে তোরে  
 আহা মরি ! অগের সে অধ-অধ হোরে !

আশা মরি ! চিরকাল যোদনেয়ে রব ।  
 নির্জনে কাঁদব কণ, ভঙ্গ নাহি দিব ।  
 কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে দেহ করিবরে ক্ষয়,  
 দুঃখে দুঃখে কত স্বপ্ন, দেখিব নিশ্চয় ।  
 দেখিব সে স্বর্গ-স্থান কত আদরয়ে,  
 তাপিতের পাপ তাপ, কতদূর হয়ে ।  
 লভিব সে স্বর্গ-নিধি,—সে অমূল্য ধন ;  
 মিটাব রে চির সাধ, মনের মতন ।  
 মিটাবরে সে গম্ভীর সমুদ্রের জলে,  
 আজন্ম মর্শের ছালা ডুবিয়ে অতলে !  
 কিন্তু প্রাণ কেঁদনারে কৈনিক ক্রন্দন,  
 হবনা রে কণস্থায়ী, বিবাদে মগন ।

না জানিহে দীননাথ ! কিবা পরিণাম,  
 ভুগি ও কি হবে হায় ! অভাগারে বাণ ?  
 ভূনি বাম হবে তাই, চিন্তে বড় ভয়,  
 হায় রে ! প্রেমির মন, অধু শঙ্কাময় !  
 প্রেমিক-জীবন অধু, বিপদের ঘর,  
 পদে পদে বাঁধা সদা, প্রমাদ—নিগড় !  
 কি জানিত দশা মোর, হির নাহি পাই ;  
 বিধাতারো নাম নিতে আতঙ্কে ডরাই ।  
 আতঙ্কে হৃদয়, প্রাণ, কাঁপে ধরধর  
 হায় রে ! কি পাপপূর্ণ আমার অন্তর !

উদার হৃদয়, মন, সমস্ত অন্তরে  
 ডাকিতে ঈশ্বরে নারি কৃতজ্ঞতা ভরে ।  
 অর্ধেক মনেতে ডাকি, ‘ঈশ্বর !’ ‘ঈশ্বর  
 অর্ধেক মনেতে জপি, তারে নিরন্তর ।  
 অর্ধেক পরাণে পূজি, বিধির চরণ,  
 অর্ধেক প্রিয়ার লাগি, কান্নায়ে মগন ।  
 অর্ধেক হৃদয় ভাসে, স্তব্ধতার রসে ;  
 অর্ধেক পোড়ে রে হায় ! প্রিয়ার উদ্দেশে ।  
 যখন ঈশ্বরে মন গাঢ়তর করি,  
 তখনি প্রিয়ারে হায়, অন্তরে নেহারি ।  
 যখনি ভকতি-ভাবে, শুদ্ধ হয়ে বসি  
 তখনি প্রিয়সী-প্রেম, দেখা দেয় আনি ।  
 যখনি সান্তনা চাই ঈশ্বরে ভাবিয়া  
 তখনি ফুলিয়ে উঠে সম্ভাপিত হিয়া ;  
 তখনি ফুলিয়ে উঠে, মরম আবার ।  
 হায় হায় ! কিসে হবে, মুকতি আমার ?  
 না জানিছে দীননাথ ! কিবা পরিণাম ?  
 ভুমিও কি হবে হায় ! অভাগারে বাম ?

---

যুবরাজ তাতার দেশে উপনিত হইয়া রাজ  
কন্যার রূপ লাবণ্য ও গুণাগুণ দর্শনের পর ।

—):o:(—

না দেখিলে আগে মরি, দেখে পুনঃ দায়,  
আহারে লবন ছিটা, ঘেন কাটা ঘায় ।  
শত গুণ শুনে ছিনু, লক্ষ গুণ হেরি,  
মরিরে ! এহেন ধন, কেমনে পাশরি ?  
সকল জনম মোর, সকল জীবন,  
ভাগ্যে হেরিলাম, চক্ষে সৃষ্টি সার ধন ।  
কত পুণ্য কৈরে ছিনু, কত কৈশ্য জপ,  
সেই পুণ্যে হেরিলাম, দৃশ্য অসম্ভব ।  
আহা ! আহা ! মরি ২ ! এহেন রতন ।  
কেমনে গড়িল খাতা, বেঞ্জে প্রাণ মন ।  
নামেতে পাগল ছিনু, দর্শনে অজ্ঞান,  
স্পর্শন থাকুক দূরে, দূরে হরে প্রাণ !  
চান্দেতে চকোর মত, মত দূরে থাকি,  
নিকটে পাইলে প্রাণ, দিত ক্ষুদ্র পাখি ।  
পতঙ্গ আলোক হেরি, রেহোশেতে ধার,  
অনল পাইলে অগ্নি, প্রাণ সোপে তার ।  
আমিরে পতঙ্গ প্রিয়া—অনল প্রবল ;  
কেমনে ধরিবে ধৈর্য, বুদ্ধি, জ্ঞান, বল ।

সাগরে সারিত মিশে, মিশে হারা দিশ—  
 আমার বুঝ ভাতে ডুব, হই নিরুদ্দেশ ।  
 চুষুকে চুষুক টানে, জলে টানে জল,  
 তার দিকে মোর টান, স্বভাবে প্রবল ।  
 তার দিকে মোর গতি স্বাভাবিক টান,  
 দুটি বেহ ভাগি বুঝ, হই এক ধান ।  
 চন্দ্র আকর্ষণে যথা, উথলে সাগর,  
 তেমন রে উছলিছে মম এ অন্তর ।  
 ডগনগ করে তমু, টলমল প্রাণ  
 কোটালে ডাকিছে যেন, সাগরেতে বাণ ।  
 সৃষ্টির বিলয় যেন, প্রলয়ের করে  
 ভেমনিরে তোলপাড় মম এ অন্তরে ।  
 অমলে স্তবর্ণ যেন গোহাগাতে গলে,  
 গলিনু তেমনিরে তার, রূপ গুণ বলে ।  
 কিছুতে মানেনা বাধা, কিছুতে না থামে  
 যুক্তি উপদেশ আর, লাগে কোন্ কামে ?  
 টুটিছে ধৈর্য্যের বান্ধ, টোটে বুদ্ধি জ্ঞান  
 কোথা কাব্য ? কোথা এবে দর্শন বিজ্ঞান ?  
 কোথা হে গণিত হ্যাস্ত ! গণ ফলাফল  
 হায় ! এক নারী রূপে গর্ভ রসাতল !!  
 হায় ! নারী পাছে অই মজে বিখ পুরী,  
 বিজিতা পাতিত যত সব ভারী ভূতি ।

কৈ থাকে পাণ্ডিত্য আর, কইনা পণ্ডিত ?  
 কোথা থাকে বীর-দৰ্প. শক্তি অগণিত ?  
 কোথা থাকে রাজ্য পাট, কোথা সৈন্য ঠাট ?  
 কোন্‌ কাঙ্ক্ষের লাগে, বুজির কষাট ?  
 শুধু এক রমণীর. কটাক্ষের ঘায়,  
 সকলি বিচূর্ণ হয়ে. অনীলে মিশায় !  
 বীরের বীরত্ব যায়, হুধীর পাণ্ডিত্য,  
 ধার্মিক জনের যায়. ধর্ম্মের মাহিমা ।  
 নারীতে না মজে হেন, বিষে কেবা আছে  
 বিশ্বেশ্বর বিশ্ব হারে. মজে নারী পাছে !  
 নারীতে না মজাইল. বিষে হেন কিবা,  
 নারীতে মজালো হারে, এহ চন্দ্র বিভা ।  
 নারীতে মজালো ধরে. আদমের কুল,  
 নারীতে মজালো সৃষ্টি. নারী সৃষ্টি-মূল ।  
 কে জানে নারীর তত্ত্ব, মহিমা কে জানে,  
 কে জানে নারীর ভেদ ? কে তারে বাধানে ?  
 নারীতে মজালো সৃষ্টি, নারী সৃষ্টি ভুল ।  
 নারীর পাছে রে গেল, একুল শুকুল !!  
 'অজিনু নারীর রূপে, তপ্ত হবি প্রাণ,  
 এখন পরাণ বুঝ. বাতাসে মিশায় ।  
 হায় রে ! নারীর ভেদ, কে বুঝিতে পারে ?  
 বিশ্বঙ্গরী নারী মূর্তি. কেবা জিনে তারে ?



আকাশ পাতাল স্বর্গ, পর্বত অচল,  
 ও মধু মৃদুল স্বরে, গলি টলমল !  
 আকাশ পাতাল মর্তে, কে আছে এমন,  
 ও মহা শক্তির কাছে, নহেরে দমন ?  
 ত্রিভুবন সৃষ্টি মাঝে, আছে কোন জন,  
 কামিনী কোমল রূপে, নহে বৃদ্ধ মন ?  
 কামিনী-বদন হেরি, না গলে অন্তর,  
 হেন জন কেবা আছে, অবনী ভিতর ?  
 বল দেব ! বল স্বর্গ ! বল সত্য কথা,  
 কামিনী-রূপের তুল্য, রূপ আছে কোথা ?  
 সাধনার শ্রেষ্ঠ সেরে, শ্রেষ্ঠ বিশ্ব মাঝে,  
 কামিনী-রূপের তুল্য, রূপ কোথা আছে ?  
 কিবা চন্দ্র কিবা স্বর্গ, কিবা পুষ্প তারা,  
 সবার সৌন্দর্য্য মরি ! নারী রূপে সারা ।  
 সৃষ্টির সৌন্দর্য্য যত, সৃষ্টির মাধুর্য্য,  
 সর্ব সম্বয়ে নারী, মূর্তি অপূর্ব্ব !  
 সাধনার শ্রেষ্ঠ নারী, শ্রেষ্ঠ বিশ্ব মাঝে,  
 কামিনী রূপের তুল্য, রূপ কোথা আছে ?  
 সকল রসের সার, সার নারী রস,  
 সে রস পরশে মরি, ত্রিভুবন বশ ।  
 সকল কাব্যের মধ্যে, নারী কাব্য সার,  
 যে কাব্যে রসনী নাই, সে কি কাব্য ছার ।

নারীর বর্ণনা আর, নারীর কাহিনী।  
 যে এতদে আছে রে সেই, এতদে ধন্য গণি।  
 জনস্ত কাব্যের খনি, অই মুখ খানি,  
 অকুরন্ত বেদ-ধ্বনি, ও মুখের বাণী।  
 কি স্রুধা মাথারে জানি, ও কম বয়ান,  
 না জানি কতই সৃষ্টি, তাহে ভাসমান।  
 নাজানি বিশ্বের ছায়া কত ভরা ভার,  
 কত কাব্য বিজ্ঞানাদি, কতবা তাহার।  
 কতনা দর্শন, বেদ, কতই গণিত।  
 কত জানি ডুবে আছে, শাস্ত্র অগণিত।  
 কত গুপ্ত ইতি হাস, কত বা পুরাণ,  
 কত গুঢ় সৃষ্টি-তত্ত্ব, তাহে মুহূমান।  
 কত সজ্জি সমন্বয়, কতনা বিপ্লব,  
 নারী রূপে যুগান্তের, সৃষ্টির আহব।  
 কত সৃষ্টি কত লয়, এনা নারী রূপে।  
 আপনি বিধাতা গুহ, নারীর স্বরূপে।  
 কিবা স্বর্গ বৈজয়ন্তি, কিবা বক্রপুর,  
 মরিরে! নারীর রূপে, সদা ভর পুর।  
 মরিরে! নারীর রূপে কি এক দেবক,  
 কি এক আলোক তাহে, গৌরব মহত্ব!!  
 প্রেমিকের কাছে নারী, পরম সালোকা,  
 গরীতে প্রেমের মুক্তি, নারী সে নাথোস্ত।

প্রেমিকের প্রাণ নারী, নারী প্রেমি প্রাণ,  
 হৃদয়ের মাধুর্য্য-সার, নারীর বয়ান ।  
 কত সূর্য্য কত তারা, কত হৃৎকাকর,  
 ও মুখ-লাবণ্য-জ্যোতে, সদাই জ্বলর ।  
 কিবা চন্দ্র সূর্য্য তারা, কিবা শোভাকর ?  
 কোটি বৈজয়ন্তি মরি, নারী-মুখ-মর !  
 কোথা স্বর্গ ? কোথা স্বর্গ ?? স্বর্গ হারে কৈ ??  
 প্রেমি বলে স্বর্গ নাই, "নারী-প্রেম" বই ।  
 কিজানি অমৃত-স্রোত, প্রমত্ত মদিন্না,  
 কিজানি মৌল্য্য-স্রোত, মাধুর্য্য অধিরা ।  
 কিজানি বিলাস তাহে, কিজানি স্বপন !!  
 কিজানি যুগন্ত ঘোরে, বসন্ত মোহন !  
 কিবা জানি কালকূট, কিবা হলাহল,  
 কি হুয়া মাথারে বেন, ও দৃষ্টি তরল !!  
 কি কেন প্রমত্ত নিশা, প্রমত্ত-দর্শন,  
 হেরিলে অজান কণে, হয় প্রাণ মন ।  
 কণে রে বিদ্যুত-বেগে, হই অভিভূত,  
 কণে যেন কোন্ স্বর্গ, হানে আবির্ভূত ।  
 কত কথা জানে ওরে ! অই মুখ খামি,  
 কোন্ না সঙ্গীত মরি ! সেহ হৃৎকা-কাণী ।  
 কোন্ বা স্বর্গ-হারে ! ওয়ে নত্ন স্মার,  
 কোন্ জানি নৈকুৎ হারের ! সে-বিস্ময় দাব ।

সে যে সৃষ্টি, সেয়ে সৃষ্টি, সেয়ে তুষ্টিরতা.  
 পরাণ কে'ড়ে'রে কহে, পরাণের কথা !  
 পরাণ কে'ড়ে'রে খায়, পরাণের রস,  
 কি যেম বিদ্যাতে হই, মুহুর্তে অবশ !  
 কি যেন নয়ান দুটি, মিটি মিটি চায়,  
 পরাণের রক্ত শুষি, ক্ষণে প্রাণে খায় !  
 কি তেজঃ বিদ্যাতে ধাঁধে ! কিবা তেজঃ বলে ?  
 রমনী-রূপের তেজঃ, ক্ষণে সৃষ্টি গলে !  
 গলিছে প্রাণের বান্ধ, হৃদয়-সংযোগ,  
 রেণু রেণু খণ্ডিছে রে, অস্থি মজ্জা যোগ ।  
 আমাতে আমি রে এবে. আমি আর নই,  
 ধৈর্যজ্ঞ মানেনা প্রাণ ! কেমি স্থির রই ?  
 কেমনে সাধনা সিদ্ধি, হইবে আমার ।  
 অপদেবতায় হরে, পূজা দেবতার !  
 মহেশে পূজিতে আসে, এগুঁয়ে মহিষ,  
 উদ্দেশ্য চাহিতে নিজে, হই হারা দিশ !  
 যেখানে চলেনা বুদ্ধি, নাহি চলে জ্ঞান,  
 সেখানে ভরসা মাত্র, বিধির কল্যান ।  
 এখন ভরসা শুধু, ঈশ্বরে নির্ভর ।  
 ঈশ্বরে নির্ভর যোর, ভরসা অতঃপর ।  
 মনঃ তিথ লজ্জা রক্ষা, বিধাতার হাত,  
 বিধাতারে সন্মর্গ, তারে প্রণিপাত ।

( অনন্তর অনন্তোপায় হইয়া একাএ চিত্তে স্থিতিকর্তার  
আরাধনা পূর্বক কাতরভাবে বর প্রার্থনা এবং আত্ম সমর্পণ )

সামান্ত রমণী-রূপে, মাধুর্য্য এমন,  
হায় রে ! অর্কীর রূপ, নাজানি কেমন !  
চন্দ্র সূর্য্য এহ তারা, স্মৃষ্ট যেই রূপে,  
নাজানি সৌন্দর্য্য কত, সে রূপ স্বরূপে !  
নাজানি মদিরা কত, প্রমত্ততা তায় ?!  
কেমনে বুঝিব আমি, যুগ্মমতি হায় !  
কলুষ-কালিমা-বশে, নিরস হৃদয়,  
কিসে তাহে ভক্তিরস, হইবে উদয় ?  
কেমনে ধর্ম্মের জ্যোতি, হইবে প্রতিভাত ?  
নরকে চন্দ্রমা-ভাতি, কছু নহে পাত ।  
হায় রে ! নরক হায় ! এ পাপ হৃদয়——  
কুৎসিত কলুষে কালা,—কলুষ নিলয় ॥  
সামান্ত যে, চর্ম্মচক্ষু, যুদ্ধ নারী রূপে,  
কেমনে হেরিব তাহে, পরম স্বরূপে ?  
সামান্ত যে চিত্ত মন, যুদ্ধ ভূচ্ছ ভাবে,  
পরম পবিত্র ভাব, কেমনে সে পাবে ?  
অচিন্ত্য ঈশ্বর, তার মহিমা অপার !—  
ভূচ্ছ আমি ॥ কি করিব ধারণা তাহার ?  
গোপ্পদে ভুবিবু ; কোথা সিদ্ধ হব পার ?  
মা চিনি সমুদ্র, ভাবি গোপ্পদ পাথার ।

নিজে সেনা বুঝাইলে, কে বুঝিবে তারে ?  
 নিজে সেনা দেখা দিলে, কে দেখিতে পারে ?  
 কি সাধ্য পদ্যের পায়, তপন দর্শন ?  
 যদি তানু না দেখায়, নিজে লে বদন ।  
 কি সাধ্য আনার ? তারে করি অমুত্তর,  
 নিজে যদি না শিখায়, নিজে তার স্তব ।  
 নাহি জানি স্তুতি ভক্তি, নাহি জানি শক্তি,  
 কেবলি চরণে তার, কাকুতি মিনতি ।  
 কোথাহে দীনের বন্ধু ! কর নয়্য দান;  
 বিন্দু নয়্য দিলেই তো, শাই পরিত্রাণ ।  
 হায় কোথা দীননাথ ! ভ্রাস্ত্রে চালাও  
 তোমার করুণা বিন্দু, এ দীনে বিলাও ।  
 “দ্বিতে হয় দাঁও নয়, কর নিবারণ,  
 ইচ্ছাময় । ইচ্ছা তব, হোক সম্পাদন”  
 ইচ্ছাময় ! কর তাই, যাহা ইচ্ছা নয়;  
 রাখ মারি দাঁও, নহে করবা বিলয় ।  
 লজ্জা, তিথ, মারি রক্ষা সব তব হাত,  
 হে বৈব বিশ্বের প্রভু ! তোমা প্রণিপাত ।

---

স্বামী হারা রাজবধু উষাদেবীর উচাটন ও  
 উদাস্যভাব এবং সংসারের প্রতি বিতরাগ ।

—):০ (—

মন্দ মন্দ সন্নিরগ, মন্দ মন্দ বয়,  
 মধুর পঞ্চমে গায়, বিহঙ্গম চয় ।  
 ধীরে ধীরে বিদোলিত, পাদপ নিকর,  
 মধু গন্ধে অন্ধ হ'য়ে, গুঞ্জরে ভ্রমর !  
 স্নানীল আকাশ থানি, রঞ্জিত রুচির,  
 হিল্লোলে হিল্লোলে খেলে, প্রবাহের নীর ।  
 ঝাকে ঝাকে শুড়ে পাখি, ঝাকে ঝাকে পড়ে,  
 ফুল ফুল দল মরি ! শোভে ধরে ধরে ;  
 চারিদিকে উচ্ছসিত, প্রকৃতি শাহার,  
 অপূর্ব ভাবের ভরা, ভবের বাজার !  
 উৎসব আনন্দে আহা ! সবে ঢলা ঢল,  
 কেবলি আমার প্রাণ. কেবলি পাগল !!  
 কেবল আমার ক্ষদে, চিন্তার দহন !  
 ভবে কিরে চিন্তা স্রু. আমান্নি কারণ ?  
 জীব জন্তু আদি করি, স্রুখে ভাসে সবি,  
 এক মাত্র কান্দি আমি, অভাগী মানবী ।  
 এক মাত্র দিবা নিশি, রহিয়া রহিয়া,  
 আমার অক্ষর ধারা: বহুত্রে ভাসিয়া ।

কেন কান্দি ? কেন এত, অস্থখ আমার ?  
 কে বলিবে কে বুঝাবে, কি কারণ তার ?  
 কি কারণ কি ঘটন, নাজানি কি ভাব,  
 কে বলিবে কিযে হয় । আমার অভাব !  
 এইত অনন্ত ধন—কুবের ভাণ্ডার,  
 এইত অসীম ধরা, মম অধিকার ।  
 এইত এ ছত্র দণ্ড, এইত এ দেশ,  
 এইত এ সৈন্য ঠাট, আমারি বিশেষ ।  
 অমারিত তন্ত্রী মন্ত্রী, অমারিত বশ,  
 আগারিত গুণ জ্ঞানে, পূর্ণ দিক দশ ।  
 অমারিত দাস দাসী, সেবে ছুচরণ,  
 বাহা বলি তাই করে, নিয়তি যেমন ।  
 ডাকে অই পুত্রধন, মধুর বচন,  
 প্রিয় সহোদর করে, প্রিয় সম্বোধন ।  
 স্নেহের পুতুল বুন, করে আবদার,  
 সুধামে জিনিযে তোষে, স্বজন আমার ।  
 শুলুড় শুলুড়ী আহা ! প্রাণের সমান,  
 পরাণ বিলায়ে করে, কল্যান বিধান !  
 কিবা রাজা কিবা প্রজা, কিবা সহচরী,  
 চাহে সবে দিবা নিশি, কল্যান আমারি ।  
 দিবা নিশি করে সবে, মম স্থখ-ধ্যান,  
 মম নাম সকলেরি, ঘেন অম পান ।

আমারি লাগিবে আছা ! কত আয়োজন,

আমারি না স্থখ তরে, কত আরাধন !

কিন্তু তবু পোড়া মন, পোড়ে অনিবার,

কে করিবে হায় হায় ! এর প্রতিকার ?

ধনে যদি ঘুচিতেক, সম্ভাপীর তাপ,

তবে কেন ধনেশ্বরী, সহেরে সম্ভাপ ?

রাজস্বে যাইত যদি, মনের বিকার,

তবে কেন রাজ্যেশ্বরী, সহে ছঃখ-ভার ?

সোহাগে জুড়াতে যদি, তাপিত হৃদয়,

তবে কেন এই মন, কঠোরতা ময় ?

তনয়ে লইলে বুকে, জুড়ায়না হিয়া,

স্বজন-প্রেমেরে দহে, রহিয়া রহিয়া !!

জগতের যত কিছু শান্তি, সুখা ময়,

আমার নিকটে বিষ ! বিষ সমুদয় !!

হায় হায় ! একি করে, উদাস পরাণ ?!

উদাস ! উদাস-ভাবে ! সংসার বিরাম !!

উদাসীন ধরা খানি, নিত্য ধাঁধাঁ করে,

নাচেরে ডাকিনী যেন, নগ্ন অসী ধৈরে !

সকলি বিরস সুধু, নরনের আগে ;

হায় রে ! নৈরাশ্য পোড়া, সদা মনে জাগে !

অই যে বক্ষিম ঠামে, স্তম্ভর আকাশ.  
 কত রূপ অপরূপ, করে পরকাশ ।  
 নীলিমা নীরদ মালা, গুরু গুরু করি,  
 দক্ষিণে উড়িয়ে লয়, উত্তর আবারি ।  
 চঞ্চলা চপলা হাসি, ভুবন হাসায়,  
 শ্যাম শিখরের শিরে, শিখিনী নাচায় ;  
 অই যে কোঁমুদী-সরে, ভাসিয়া ভাসিয়া,  
 অঙ্গের কলঙ্ক চান্দ, ধোয় স্বধা দিয়া ।  
 অই যে বসন্ত ফুল-মালা গলে দিয়া,  
 মঞ্জুল নিকুঞ্জে গায়, বাঁশি বাজাইয়া ।  
 অই যে শরত ভাষা, শুভ্র সাদী পরি,  
 অঞ্চল উড়ায়ে নাচে, শ্বেত শোভা ধরি ।  
 অই যে তরুণ ভানু, ফোটা দিয়ে তালে,  
 বাজায় চেতনা-ঢাক, উমা তালে তালে ।  
 ডাকে তোতা, ডাকে শ্যাগা, ডাকে শারী শুক,  
 হায়রে ! কিছুতে মোর, না জুড়ায় বুক ।  
 কিছুতেই তোমো নাভো, এ পোড়া হৃদয়,  
 এ কপালে কিছুই ত, আর ভাল নয় !  
 যেই চন্দ্র সূর্য্য ভবে, অন্ধকার হরে,  
 সেই চন্দ্র সূর্য্য মম, তমো বৃদ্ধি করে ।  
 জগত শীতল করে, যেই মনীষণ,  
 প্রাণারি পরশে মোর, দহেরে জীবন ।

যেই নিদ্রা দান করে, জীবেন্ শান্তি হুথ,  
সেই নিদ্রা স্বপ্ন ঘোরে, আমার অহুথ ।  
ওযে চান্দ, “চান্দ” হুথ, “হুথাকর” নয়,  
ও সব পাণীর রব, “কাকলি” কে কর ?  
কোকিল কোকিল নয়, কাক হ’য়ে গিছে,  
ভ্রমরার গুণ গুণী, অশনি হ’য়েছে !!

ত্রিভুবন জুড়ি দেখি, শান্তি মোর নাই ;—  
হায় হায় ! কি দিয়েরে পরাণ জুড়াই ?!  
কি দিয়েরে টানি খুলি, হৃদয়ের শূল,  
বল দেব ! বল নাগ ! বল দেব কুল !  
হৃদয় হৃদয়ে লুটি, ফিকুরি ফিকুরি,  
কান্দেরে বিদগ্ধ প্রাণ ! কান্দেরে কিকরি !!  
মরমের দাহে মোর, মরম দহিল,  
ত্রিলোক যুড়িয়ে উহঃ ! কেহনা বুঝিল !

বুঝা’লেম কত করি, বুঝিলনা কেউ,  
অন্তর পাথারে খেলে, যেই চিন্তা-টেউ ।  
কান্দিলাম, কহিলাম, কৈতে হর যাঁহা,  
‘নিঠুর নিষ্ঠুর ধরা, শুনিলনা তাহা ।  
শুনিলনা, বুঝিলনা, দিল মাত্ৰ কাণ,  
হায় রে ! সংসার হায় ! এমনি পাষণ !!  
কে ব’লে সম্ভানে হুথ, হুথ পরিজনে ?  
সংসার আমার চক্রে, ঢাকা রে বিজনে !

সংসার আমার চক্ষে, বিজন আশান,  
 আমিই একেলা ভবে, একা মাত্র প্রাণ !  
 আমার দুঃখের ভেদ, কে আর বুঝিবে ?  
 “আমি বিনে আমি লাগি, কে আর কান্দিবে ?”  
 একাই কান্দিব আমি, আমিই কান্দিব,  
 দেখি কত প্রাণে সয়, পাষণ্ড ভেদিব !  
 দেখি কিনা পারি হায় ! ধৈর্য্য ধরিবার,  
 দেখি কত দেখি সয় ! সৃষ্টি বিধাতার ।  
 বরুক নয়ন-নীর, বরুক বরুক,  
 যত পারে তত প্রাণ, দহুক দহুক !!

কাজ কি কুকারি আর ? সকলি সহিব,  
 যবতক ধরাসনে, নাহিক মিশিব ।  
 তখন মিটাব সাধ, মনের মতন,  
 জনমের মত দুখ, হবেই মোচন !  
 তখন না বারিবেক, আর নেত্র-নীর,  
 কলুষিত করিব না, ধরার শরীর ;  
 কলুষিত করিব না, হে নাথ ঈশ্বর !  
 তোমার পবিত্র নাম, প্রেমের সাগর ।  
 তুমি পিতঃ ! স্নেহময়, ল’য়ে কোলে করি,  
 আমিগো তোমারি পিতঃ ! আমিগো তোমারি !!

( প্রথমতঃ এইরূপ আত্ম সংকল্প করতঃ সংগোপনে ভাবিতে ২  
 শেষে বিবন্ধ অধীনা হইয়া উঠা ; এবং স্বামীর বিরহে সতীর  
 সৎসারধর্ম্ম একিধানে ত্যাগ করিয়া নির্জন বাস । )

## উষাদেবীর স্বপ্ন দর্শনান্তরে স্বাভাবিক ভাবের বিপর্যায় ও প্রলপ সঙ্গীত ।

—)...( —

গভীর নিশাথে হায় ! কেন প্রাণ জাগিল ?  
 কেন এত উজাটন, ব্যাকুলিত হইল ?  
 নিদ্রা ভোরে জগজ্জন, স্বর্ভূত ভুল্য অচেতন (২)  
 স্পন্দহীন প্রকাতটী, ঘুম-ঘোরে ঘেঁসিল,  
 অকস্মাৎ কি ভাবিয়ে, কেন প্রাণ জাগিল ?  
 জাগিল ! জাগিল প্রাণ !! কেন চায় ছুটিতে ?  
 কেন করে লুট পুট, এ বিবাদ কুঠিতে ?  
 কেন আজি হেন হায় ! বাহিরে খাইতে যায় ? (২)  
 আচম্বিতে আজ প্রাণ, কেন চায় কাটিতে ?  
 কাটে প্রাণ ! শোকে প্রাণ !! কাটে প্রাণ কহিতে !!  
 নিদারুণ ব্যথা উছঃ ! ব্যথা উছঃ লাগিল !  
 পরাণে আঘাত করে, বাঁশি স্বরে গাহিল ?  
 হায় সে দারুণ বাঁশি, মরমে মরমে পশি (২)  
 মরম চিনিরে আহা ! জার জার কান্দিল !  
 স্বপনের সটন মিশি, ধক্ককার রহিল !  
 ( মরি ! ধক্ককার রহিল !! )

স্বপনের সনে মিশি, পরাণেতে বিচ্ছিন্ন !  
 মরমের তারে বাজি, বাক্যারিয়ে ডঠিল !  
 ছুই তার একিলয়, জড়ায়ে জড়ায়ে বয়, (২)  
 জড়াইয়ে মর্ম্মস্থলে, তৌত্র বেগে ফুটিল !  
 ভীৎস্ত স্বরের ধাঁধা বাজি বাজি রহিল !!

অই পুনঃ বনাস্তরে, মড় মড় করিল,  
 বর বর বর করি, পাতা গুলি বারিল ;  
 শু বুঝিবা কেউ আসে, অভাগীরে ভাল বেসে (২)  
 পরাণে পাইয়ে ব্যথা. দৌড়াইয়ে আসিল ।  
 সম বেদনায় বুঝি. মরমেতে দংশিল !  
 ( মরি ! মরমেতে দংশিল )

অই কেমন স্বনস্বন্ সমীরণ ছুটিল ?  
 ফিকুরি ফিকুরি কেন, আর্চাস্থেতে কান্দিল ?  
 ওকি অভাগীর লাগি, হইয়ে দুঃখের ভাগী (২)  
 পাহাড় পর্বত ভাজি, ধাওয়া ধাই আইল ?  
 অই কেন স্বন স্বন্, সমীরণ ছুটিল ?!

অই শ্রমা কান্দ কেন ? হেট মাথা করিয়া,  
 দুখিনীর দুঃখে কিহে, যায় প্রাণ দহিয়া ?  
 ভুমি পিঞ্জরের পাখি, আমিও পিঞ্জরে থাকি (২)  
 চলিলাম, চল যাই,—উদাসিনী হইয়া !  
 চল শ্রমা ! চল যাই, চল পথ দেখায়া ।

রে বিধু ! এগনি কেন, ডুবু ডুবু হয়েছ ?

কার ভাদে মরি হেন, টল মল করিছ ?

অন্ত দেব ! বাবে তুমি, অন্ত বাবে অভাগিনা ! (২)

“ফুঝাইবে আয়ু-নিশা” তাই কিরে ভাবিছ ?

এ জন্মে ফুরাবে নায়ে ! কিরে বিধু ! হেরিছ ?!

( মরি ! কিরে বিধু হেরিছ ! )

দুঃখের জনম মরি ! জন্ম ওরে যাবে না !

এ ঘোর দুঃখের নিশা, প্রভাত রে হবে না !

আশা বহ্নি তীব্রতর, প্রজ্জ্বলিত নিরন্তর (২)

সদা ধাধা ধাধা করে, প্রাণে হায় সহেনা !

চিন্তা পাপানল শিখা, জন্মে ওরে যাবে না !!

হে নিশে ! আকাশ ধরা, অধিকার করিয়া,

অপূর্ব গরিমা ভরে, রয়েছে তো বসিয়া ;

তুমি ভবনের রাণী, তাই আমি অভাগিনী (২)

শোন কই ননো জ্বালা, প্রাণ ভরি কান্দিয়া,

পায় ধরি, শোন কই, শোন দয়া করিয়া !

শোন কই বিভাবরি ! অভাগীর কাহিনী

জনম ভরিয়ে আঁচ ! আমি বড় দুখিনী !!

সংসারেতে নাই দয়া, কেউরে না আছে মায়া ! (২)

নিরাশ্রয়া তাপিনীরে, দাও ছায়া বামিনি !

অঞ্চলে আবরি যোরে, লও কোলে জননি !

( আছা ! লও কোলে জননি ! )

লগু কোলে ও জননি ! অন্ধকারে ঘেরিয়া  
 শীত্রে লগু পাছে কেউ, লগে মোরে কাড়িয়া  
 চুপি চুপি করি সার, সাপটি হৃদয়ে ধর (২)  
 সাবধানে ঢাক ভগো ! থাকি আমি লুকা'য়া  
 কেন মাগো ! হাসি মুখে, র'লে মুখ তাকা'য়া  
 ছিছি মাগো ! হেন বেশ, তোমা'রে কি সাজে গো !  
 এক টুকু ব্যথা হোর, অন্তরে না বাজে গো !  
 ছাড় মা ! মোহন বেশ, আউলারে কালিমা কেশ (২)  
 চন্দ্রমা-কীরিট খুলি, কান্দ মোরে ল'রে গো !  
 কান্দি গলাগলি ধরি ! হায় খুন হয়ে গো !  
 কান্দি গলাগলি ধরি, আছি টুকু নিরালা,  
 হ্যাঁদে কোথা দীনবন্ধু ! পু'ড়ে ম'লো অবলা !  
 এ সময়ে কর ত্রাণ, পতিত পাতকী প্রাণ ! (২)  
 কর ত্রাণ দীন নাথ ! অভাগী'রে চাহিয়া  
 জীবনের ছায়া দাও, নিশি সনে মিশা'য়া !  
 ( আহা ! নিশি সনে মিশা'য়া )  
 দীন নাথ ! দয়া কর, অধিনী'রে চাহিয়া  
 দারুণ মরম দাও, যায় প্রাণ দহিয়া  
 কারে বা সে দুঃখ কই ? কেবা বোঝে তোমা বই ? (২)  
 নিশি নিশি ম'ছি বসি, র'ছি র'ছি র'ছিয়া  
 দীন নাথ ! দয়া কর, অধিনী'রে চাহিয়া !

রহি রহি দহি নাথ ! কত রব সহিয়া ?  
 দুঃখের জীবন হার ! দুঃখে গেল বহিয়া !  
 অসহ মায়ার ভার ! তাই বন্ধু কেবা কার ? (২)  
 তথাপি মোহের ধাক্কা, সদা গেল রহিয়া  
 রহি রহি দহি নাথ ! কত রব সহিয়া !  
 কত আর সব নাথ ! উদাসিনী হইব ।  
 যেই পথে গিছে প্রাণ, সেই পথে যাইব !  
 ধরি সন্ন্যাসিনী সাজ, বাহির হইব আজ (২)  
 দেশে দেশে বেড়াইয়ে, প্রাণেশ্বরে খুজিব  
 কত আর সব নাথ ! উদাসিনী হইব ।

অতঃপর উদাসিনী হইয়া দেশান্তরী হইবাব সংকল্পনা করতঃ  
 গোপনে ছদ্মভাবে ভৈরবিনীর বেশ ধারণ ।

উষা দেবীর গৃহ ত্যাগ এবং  
 ভৈরবিনার বেশ ধারণ ।

—):.: (—

হাতে লয়ে কমণ্ডলু, পরি বন্ধ-বাশ,  
 সাজি সন্ন্যাসিনী সাজ, ছাড়ি গৃহ বাস ।  
 নাই আঙ্গি জন্ম শোধ, আনি উদাসিনী,  
 নাই ছাড়ি এ সংসার, হয়ে একাকিনী ।

সন্দের সঙ্গীতো নাই, বাচি কিন্মা মরি,  
 চলিলাম এ ভবে, আমি একেশ্বরী !  
 একা আমি. একা ভবে ! একা এবে যাই.  
 দারুন বিপাকে হারে ! লক্ষ্য মোর নাই !  
 এইতো সংসার এই, এই মায়া-কাশ,  
 জন্মশোধ যাই আজ, কে'টে সেই পাশ !  
 ছাড়ি রাজ্য ধন জন, ছাড়ি গৃহ মায়া,  
 প্রবাস সাগরে আজ, ভাসাইনু কায়া ।  
 যদি ভাগ্যে থাকে কুল, পাব পুনরায়,  
 নতুবা জন্মের তরে, এইতো বিদায় !  
 বিদায় আজিরে মাগো ! হে পিতঃ ! বিদায় ;  
 হে ধাতা বিধাতা ! আজ রক্ষ অবলায় ।  
 রক্ষ নাথ ! রক্ষ দেব ! রক্ষ বাছা ধনে ;  
 স্থপিলাম স্থত স্থতা, তোমারি চরণে ।  
 স্থপিলাম তব করে, প্রিয় পুত্র ধন,  
 স্থপিলাম প্রিয়া স্থতা, ভাবি ও চরণ ।  
 তুমি পিতঃ ! তুমি প্রভু, তুমি বন্ধুজন,  
 নিরাশ্রয় শিশু ছয়ে করিও পালন ।  
 প্রাণের ব্যাধিত মোর, নয়নের তারা ।  
 এক দণ্ডে মরিতেম, হলে বাদে হারা ।  
 এক দণ্ডে যাহাদিগে না দেখিলে হায় !  
 এক দণ্ডে মুছ'ই খে'য়ে মরিতাম ঠায় !

ঈগনো তাদেরে আমি, ছে'ড়ে দূরে যাই ;

দুস্তরে নিস্তার কৈরো. দয়ার গোঁসাই ।

তুমি না তরিলে হায় ! কে তরিবে আর ?

তুমি বিনা স্বেচ্ছায় কে করে নিস্তার ?

নাহি জানি ভক্তি স্তুতি, নহি শুদ্ধ মতি;

কেবলি ভরসা সার, তুমি দিবে গতি ।

অগতির গতি তুমি, ভব-কর্ণধার,

দীনার দুর্দিনে তারে, কর তুমি পার ।

করিবার যাহা তুমি, করিবে নিশ্চয়,

কেবল ক্রন্দন মোর, পুনঃ সে বিষয় ।

নিজগুণে নিজে তুমি, নিজে সারোদ্ধার,

কেবলি প্রার্থনা মোর, উপলক্ষ সার ।

করিবার যাহা নাথ ! কর নিজ গুণে,

অথ কেহ করিবার, নাহি তোমা বিনে ।

পুনশ্চ চরণে তব, করি প্রণিপাত,

এইতো হইলু বার, সঙ্গে থেকো নাথ !

সঙ্গে থেকো আদি অন্ত, সঙ্গে থেকো শেষ,

তোমাতে লইয়ে সাথে, ভ্রমি যেন দেশ ।

দেশে দেশে ভ্রমি আর, দেশে দেশে ফিরি

দেশে দেশে অয়েষিব, তার গুণ স্মরি ।



তার গুণ তার গান, তার চিন্তা ধ্যান  
 তাহারিত যোগ যাগে, ত্যজিব এ প্রাণ ;  
 তার নাম জপ মন্ত্র, করি হৃদে সার  
 দেশে দেশে ভ্রমিবরে, নগর কান্তার  
 দেশে দেশে অষেষিয়ে, তার গান গাব  
 যথা গি'ছে প্রাণ নাথ, আমি তথা যাব ।  
 সে আমার আমি তার, সে আমার হিয়া  
 সে আমার আত্মা প্রাণ, আমি তাই জিয়া ।  
 সে আমার আত্মা প্রাণ, আমি তাকে দিয়া,  
 কেমনে থাকিবে কায়া, প্রাণেরে ত্যজিয়া ?  
 প্রাণ গি'ছে আগে ভাগে, দেহ থাকে কিসে ?  
 উ'ড়ে গি'ছে তোতা শূন্য, পিঞ্জিরা সে মিছে ।  
 উ'ড়ে গিছে তোতাপাখি, প'ড়ে আছে খাঁচা ;  
 প্রাণ ছে'ড়ে ঘটে কিসে, দেহ লয়ে বাঁচা ?  
 শূন্য দেহে শূন্য ঘরে, কিবা আর কাজ ?  
 পূজা সাজ কিবা তার, প্রতিমার সাজ ?  
 রণ চন শূন্য ঘর, শূন্য এ মণ্ডব  
 পৈড়ে আছে শূন্য বেদী, বিগত সৌষ্ঠব !  
 পৈড়ে আছে চণ্ডীপাট, পৈড়ে মঞ্চদোল  
 পূজা সাজ এবে মরি ! গোলে হরিবোল !!

হরি হরি ওরে মন ! বল হরি হরি !!  
 চলরে ও মন ! চল, স্মরিয়ে শ্রীহরি ।  
 বিসর্জিব শূন্য ঘট, প্রবাস-অকূলে,  
 ছালাব শোকের চিতা, আশা-তরুমূলে ।  
 বিসর্জিব আশা বাসা, বিসর্জিব প্রাণ  
 ভগ্ন করি কামনারে, সাধিব নির্বাণ ।  
 নির্বাণ সাধনা সেই, করি দৃঢ় আশ  
 হাতে ল'য়ে কমণ্ডলু, ছাড়ি এই বাস ।  
 সাক্ষী থে'কো দেবধর্ম ! সাক্ষী থে'কো ধাতা !  
 আমারি ভাগ্যেতে এই, আছিল বিধাতা !  
 আছিল অদৃষ্টে মোর, হয়ে রাজ্যেশ্বরী,  
 দেশান্তরী হব শেষ, ছে'ড়ে ঘর বাড়ী ।  
 এইত চলিছু আমি, এই যাই নাথ !  
 বনে বনে চলিলাম, থে'কো সঙ্গী সাথ ।  
 থাকরে বাসনা যত, থাক পাছে পৈড়ে,  
 ভাগ্যে যদি থাকে তবে, পুনঃ আব ঘরে ।  
 নতুবা জন্মের শোধ, জন্মের বিদায়,  
 জনম দুঃখিনী আজ, চলিলরে হায় !

— — —

অনন্তর বহুদেশ, বহু জনপদ, এবং বহুতর

কানন প্রান্তর অবেষণ করিতে—২

দূরদেশে যাইয়া—

— — —

ফিরিলাম কত দেশ, কত গিরি বন  
 কতইতো ভ্রমিলাম, নগর বিজন ।  
 কত নদী পারাবার, কতনা অকূল,  
 কতনা খুজিছু অই, কুঞ্জ তরুণুল ;  
 কিন্তু কই পাইলাম, সে ধনেরে মোর ?  
 কোথারে লুকালি হ্যাদে ! ওরে মন চোর !  
 কোথায় লুকালি আরে, ও সাধের ধন !  
 কোন্ দেশে গেলে তুমি, হরি প্রাণ মন ?  
 গেলে তুমি র'নু আমি, এত বড় দায়,—  
 কেন গলে কেন ছুড়ি, না দিলিরে হায় !  
 কেন হানি শক্তিশেল, কেন না বাধিল,  
 কেন রে দুঃখিনী কৈরে, পাথারে ভাসালি ।  
 দুঃখের সায়রে আমি, নাহি দেখি কূল ।  
 যেইদিকে হেরি সেই, দিকেরে অকূল !!  
 আমি ফিরি বনে বনে, ফিরি দেশ দেশ,  
 কোন্ দেশে আছ তুমি, উদাসীর বেশ !  
 কোন্ দেশে আছ হারে ! কোন্ দেশে বাস,  
 কোন্ দোষে কৈল্যে হেন, মম সর্বনাশ !!  
 কান্না দিছু মায়া দিছু, দিছু দেহ প্রাণ,  
 যাঁচিয়ে করিছু আমি, এ যৌবন দান ।  
 বিলাসু যৌবন তোরে, বিলাসু জীবন ;  
 সর্বশেষে হুপিলাম, আত্মা আর মন !  
 কিছু এবে বাকি নাই, নাই কিছু আর,  
 বাকি মাত্র আছে প্রাণ ! তোরে দেখিবার !

বাকি মাত্র আছে এই, বৃক্ষতল সার ।  
 বাকি মাত্র আছে প্রাণ, দেহ ত্যজিবার !  
 হায়রে ! প্রাণের প্রাণ ! কোথা র'লে তুমি,  
 প্রাণের ব্যথিত আয়রে ! দেপে মরি আমি !  
 ওরে রে ছুঃখিনীর ছুঃখ্যা ! অন্ধলের লড়ি !  
 কোথা গেলে মনচোরা ! কৈরে মন চুরি !  
 মন নিলে, প্রাণ নিরে !—দেহ কেনে রহে ?  
 কেনেরে পাগল প্রাণ, এত ছালা সহে ?  
 এত ছালা এত পোড়া, সহ আর নয়  
 অসহ অন্তর দাহ, কত সহ হয় !!  
 হুহু কৈরে দহিছেরে, দন্ধ হতাশন,  
 পু'ড়ে গিছে আত্মা আর, পু'ড়ে গিছে মন !  
 ব্রহ্ম রন্ধু ফে'টে সদা ! ওঠে তীব্র ধূম ।  
 নাহি রুচি অন্ন জলে, নাহি নিদ্রা ঘুম ।  
 তোমার বিরহে প্রাণ ! সদা উচাটন,  
 তোমার বিরহে প্রাণ ! দহেরে জীবন !!  
 তোমার বিরহে নাথ ! বাউরা প্রমাণ,  
 ঘরের বাহির হ'য়ে, সাধিনু শ্মশান ।  
 শ্মশান মশান আর, সার বৃক্ষতল,  
 তোমার প্রেমেরে প্রাণ ! করিল পাগল ।  
 তোমার প্রেমেরে প্রাণ ! কৈল্য হেন দশা,  
 বৃক্ষতল ছাড়ি শেষ, শ্মশানেতে বাসা ।  
 হায় ! কি প্রেমের ধর্ম ? হা কি সর্বনাশ !  
 সর্বস্ব হরেরে প্রেমে, সর্বস্ব বিনাশ !!

অস্তিত্ব আমি ত্ব যত, সর্ব শু'ষে খায়,  
 মশানে কাটায়ে শেষে, শ্মশানে পোড়ায় ।  
 শ্মশানে পোড়ায় তবু, নাহি মিটে সাধ,  
 পথে পথে ঘুড়াইয়ে, সাথে বিসম্বাদ ।

কোথারে প্রাণের সখা ! আয় দে'খে মরি,  
 কোথা গেলি মনচোরা ! এ'সো হৃদে ধরি ।  
 অলক্ষ্যে লক্ষ্য তুমি, লক্ষ্য আর নাই ।  
 অবলা বধিয়ে ওরে আছ কোন ঠাই ?  
 কোথা আছ, আমি তার, নাজানি উদ্দেশ্য,  
 কোন্ দেশে লুকাইছ, হয়ে নিরুদ্দেশ ।  
 কত দেশ কত রাজ্য, করি অন্বেষণ,  
 কত বা খুজিছু হারে, গহন বিজন ।  
 কিন্তু নাহি পাইলাম, তব দরশন,  
 বৃথা হল আশা মোর, বৃথা এ জীবন ।  
 বৃথা হল অন্বেষণ, বৃথা এ ভ্রমণ,  
 হায় ! বুঝি এজন্মে না, দেখি সে চরণ ।  
 ওরে রে দুখিনীর ধন ! অন্ধলের লড়ি,  
 কোথা গেল মনচোরা ! কৈরে মন চুরি ।  
 মন নিলে, প্রাণ নিরে,—দেহ কেনে রহে ;  
 কেনরে পাগল প্রাণ ! এত ছালা সহে ??

## বিরহ সঙ্গীত ।

—)::::(—

উদাসিনী কৈরারে প্রাণ ! (তুই) মজালি আমারে রে ।

উদাসিনী কৈরে,—

সায়রে ভাসালি মোরে, ডুবালি পাথারে রে (২) \*

উদাসিনী কৈরারে প্রাণ ! (তুই) মজালি আমারে রে ।

মজালি আমারে !!

মজালি আমারে রে, (তুই) ডুবালি আমারে !!

বিনা দোষে দুষী কৈরে, মন্-চোরা, মোর মন হৈরে, (২)

কুমন্ত্রণা পেয়েরে কার, অবলা বধিলি রে ? !

পেয়ে কার ছলা কলা, হায়রে নিষ্ঠুর কালা ! (২)

অবলা সরলা জনে প্রমাদ সাধিলি রে

মজালি ২ মোরে, সায়রে ভাসালি রে !

আমি জানি তোমা বিনে, গতি নাই মোর এ জীবনে (২)

তুমি কেনে হয়ে বাদী, বিবাদ বাঁধিলে রে

উদাসিনী কৈরে রে প্রাণ ! (তুই) মজালি আমারে রে !

উদাসিনী কৈরে।—

\* (২) এইরূপ দুই সংখ্যা দেওয়া চরণগুলি উপস্থাপিত দুই দুইবার উচ্চারণ করিতে হইবেক। এবং এই সকল সঙ্গীতের যে ২ শব্দের উপর—এইরূপ এক রেখা তাহার উচ্চারণ গুরু ও যে ২ শব্দের উপর = দুই রেখা তাহার উচ্চারণ আরও দ্বিগুণ ত্রিগুণ দীর্ঘ অর্থাৎ চড়াইয়া গাহিতে হইবেক।

তুমি আমার অন্ন জল, তুমি প্রাণ ! দেহের বল (২)

তোমা বিনে ত্রিসংসার, সকলি আন্ধার রে ।

তুমি আমার ধ্রুব তারা, তোমা বিনে পথ হারা

কেমনে তরিব প্রাণ ! সংসার পাথারে রে !

মন্চোরা মন্ চুরি কৈরে, আমারে অনাথ কৈরে (২)

কল্যেরে ঘরের বা'র, বিজনে ভ্রমালি রে !

বনে বনে ভ্রমাইলি, পথে পথে ঘুরাইলি (২)

তবু নাহি দিলি দেখা, কোন্ দেশে লুকালি রে ! (২)

আমার মন কৈরে চুরি, কার ঘরে প্রাণ লুকাইলি ?

ওরে রে দারুণ চোরা ! পরাণ বধিলি রে !!

উদাসিনী কৈরে প্রাণ !—তুই মজালি আমারে রে !

উদাসিনী কৈরে !

তুমি রে প্রাণের সখা, কোথা র'লে দাওরে দেখা (২)

( আমি ) বনে ২ বেড়াই একা, ভাসিনু পাথারে রে ! (২)

ভাসি যেমন সোতের পানা, বন্ধু নাই কো কোনজনা (২)

অকূলে পড়েছি হায় ! বিষম সাতারে রে !!

উদাসিনী কৈরে রে প্রাণ !—ইত্যাদি—

## উষার বিলাপ সঙ্গীত ।

( পৃথক রাগ রাগিনী )

সে গেল রে ! সে গেল কোন্ দেশে ??—

বল হে সুধাশু ! বল রে তারা !

সেতরে আমার নয়নের তারা ; সে তারা হইয়ে  
 জীবনে হারা পথ হারাইয়ে ফিরি উদাসিনীর বেশে !  
 আমি দেশে দেশে ফিরি ; দেশে দেশে যাই  
 আমি বনে বনে ভ্রমি, পথে পথে গাই  
 যেখানে সুধাই, সেখানে সে নাই  
 ‘নাই নাই’ বলি পবনে ঘোষে ।  
 ঘোষে ঘন ঘটা, ঘোষে সমিরণ  
 বলে বৃক্ষ লতা, বলে গিরি বন  
 বলে সর্ব ঠাই “গোরা দেখি নাই”  
 কোথা সে লুকালো ? করম দোষে !!  
 সে গেল রে !!—সে গেল কোন্ দেশে ।

—

## বিলাপ সঙ্গীত ।

( পৃথক রাগ রাগিণী )

কণ্ঠে কণ্ঠ পাখি ! তুমি গাও রে ধারে ?  
 আমি পথে, পথে, ঘুরে বেড়াই আমি ; (২)  
 পাইনা তারে !!

( আমি প্রাণ হুপোছি যাহার তরে )

গহন গহনে, বিজন বিপিনে (২)

আমি বনে বনে, কেন্দ্রে বেড়াই আমি ; (২)

চাই গো যারে !!

( আমি প্রাণ হুঁপেছি, যাহার তরে )—

আমি পাইনা তারে !!

নগরে নগরে, (২) প্রতি ঘরে ঘরে (২)

আমি চুইরে চুইরে মরি, (২)——

পাইনা তারে !!

কও রে কও পাখি ! তুমি গাওরে কারে ?

আমি বনে বনে, কেন্দ্রে বেড়াই আমি ; (২)

চাই গো যারে !!

( আমি প্রাণ হুঁপেছি যাহার তরে )

আমি পাইনা তারে !!

( ঐ )

কোথা গেলে রে ! মোর প্রাণের সখা !

সে প্রাণ হরা রূপ বারেক দেখা !

কোন দেশে গিয়াছ তুমি, কোন্‌বা পথে যাব আমি

পথ হারা পতিত জন, পথে পথে কান্দি একা

( হার ! পথে ২ কান্দি একা )

কোথায় গেলে রে মোর, প্রাণের সখা !  
 এই ছিলে পরাণে মিশে, কণেই গেলে নিরুদ্দেশে.  
 কোন্ চোরে হরিয়ে নিল, আর কি হবে কখন দেখা ?!  
 এ'সো প্রাণ রে ! চ'লে এ'সো, হৃদকমলে বারেক বস ।  
 হেসে কর হৃদয় আলো, আবার এসে দাঁড়রে দেখা !  
 কোথায় গেলে রে ! মোর প্রাণের সখা !!  
 পথ হারা পতিত আমি, পথে পথে কান্দি একা !!  
 ( হায় পথে পড়ে কান্দি একা ! )

---

উষাদেবীর এইরূপ দুঃখ, বিষাদে উন্মনস্কা ও উন্মত্তার ভাবে  
 নিরুদ্দেশে নানা দেশ দেশান্তর ও পর্বত কানন প্রভৃতি পরিভ্রমণ  
 করিতে ২ কোণ এক মুণিপত্নীর আশ্রমে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ, ও  
 উক্ত মুণিপত্নীর সঙ্গ্যবহারে কথক দিন তদুপহবাসে অবস্থিতি  
 করিতে ২ সখ্যতার সঞ্চার হওয়ায়, তদীয় জিজ্ঞাস্তা মতে কথোপ  
 কথনচ্ছলে অস্পষ্ট ভাবে আত্ম পরিচয় বিবৃতি ।

---

উষাদেবী কর্তৃক পতি-মাহাত্ম্য কথন, অপূর্ব  
 পতি-প্রেম-যোগ শাস্ত্র কীর্তন, এবং  
 বিরহ, বিচ্ছেদ, সুখ, দুঃখ, ও  
 পাপ, নরক ইত্যাদির  
 অতি সূক্ষ্ম চিত্র  
 প্রদর্শন ।

নির্বাক মুকুতি মরি, ভকতির পার,  
 রমণীর পতি-ভক্তি সর্ব ধর্ম সার ।  
 রমণীর পতি-ভক্তি সর্ব শাস্ত্র মূল,  
 রমণীর পতি সার, সার পতি-কুল ।  
 রমণীর পতি বিনা, গতি কিবা আর ?  
 রমণীর পতি ভক্তি পতি-পদ সার ।  
 পতি পদ রমণীর নিদান-সম্বল  
 পতির সেবায় লভ্য, চতুর্বিধ ফল ।  
 পতি সে শালোক্য আর, পতি সে শাষোষ্য,  
 পতি পদ স্বর্গ ধাম, পতিই নমস্ ।  
 পতিই পরম ধন, পতি কল্পতরু  
 পতি রমণীর ধাতা, পতি মহা গুরু ।  
 নারীর সর্বস্ব পতি, পতি শক্তি-বল,  
 পতি পরাণের স্থগ, আরামের স্থল ।

কিযে তৃপ্তি, কিযে শান্তি, কি অমিয়া জানি,  
 আহারে কি সুধা মাখা, পতি-কর-পাণি।  
 পতি কর-স্পর্শ জানি, কিজানি বসন্ত !  
 পতির সম্ভাষা জানি, কি হর্ষ প্রসান্ত !!  
 কি জানি উন্মাদ মরি, পতির মোহাগ,  
 কিজানি কি তৃপ্তি হয় ! সে মোহাগ ডাক।  
 কিজানি উন্মাদ হয় ! উন্মত্ত উল্লাস !  
 কিজানি কি কাব্য সেই, সুধা-বাক্য ভাষ।  
 কিজানি অমিয়া তাহে, কি অমৃত আছে,  
 জগত নিছনি মরি ! সে সুধার কাছে।  
 আহা কি স্বপন জানি, পতি-অঙ্গ-পাস,  
 পতির সংসর্গ আহা ! কোটি স্বর্গপাস।  
 কিযে তৃপ্তি, কিযে শান্তি, কি অমিয়া জানি !  
 আহা রে কি সুধামাখা, পতি-কর-পাণি !!

কিবা নাগ কিবা জজ্ঞ, কিবা যোগ ধ্যান  
 কিবা তীর্থ পর্যটন, সংকল্প বিধান।  
 কিবা সন্ধ্যা, কিবা পূজা, কিবা সন্তর্পণ  
 কিবা কোটি লক্ষ কোটি, গোধন পালন।  
 কিবা কোটি, লক্ষ কোটি, কোটি বলিদান,  
 কিবা স্বর্গ মর্ত্য চৈকা, কাঞ্চন প্রদান।  
 কিন্তু কিছু কিছু নহে, পতি-পদ ভুল,  
 স্বর্গাদপি গরিয়সী, পতি পদ-খুল।

নহে কোটি তীর্থ-শ্রমে, নহে যেই ফল,  
 কোটি কোটি তপস্বাতে, নহে যা সফল ।  
 কোটি কোটি জপে আর, কোটি কল্প দানে,  
 কোটি আরাধনে যেই, ফল না প্রদানে ।  
 কিন্তু এক পতি-পদ, মাত্র পতি-পায়,  
 সে ফল উপজে মরি ! পতির সেবায় ।  
 পতি-পদ-কোকনদ, নারীর সম্বল,  
 পতির সেবায় লভ্য, চতুর্বিধ ফল ।  
 পতি-পদ ধ্যান চেয়ে, কিবা আছে আর ?  
 পতি পদ সেবা আহা ! সর্ব যোগ-সার,  
 সর্ব যোগ সর্ব তপঃ, চেয়ে সর্ব ধ্যান ;  
 স্বরগ বৈকুণ্ঠ চেয়ে, পতির সম্মান ।  
 গোলোক দু্যলোক চেয়ে, শ্রেষ্ঠ পতিধন,  
 সকল সাধনা-শ্রেষ্ঠ, পতির সাধন ।  
 পতির মানস-ভূষ্টি. ভূষ্টি পতি-মন,—  
 হেন পুণ্য চেয়ে কিবা, আছে ত্রিভুবন ।  
 পতির সম্ভৃতি আর, চেয়ে পতি-সুখ,  
 পতিতে তন্ময় আর, চাওয়া পতি-মুখ ।  
 পতিকে বিশ্বাস আর, পতিকে নির্ভর,  
 কি আছে তপস্বা হায় ! শ্রেষ্ঠ অতঃপর ।

কি আছে গোলোক-শ্রেষ্ঠ, তুল্য পতি-পদ,  
 সর্ব্ব ধন শ্রেষ্ঠ পতি, নারীর সম্পদ !!  
 সর্ব্ব দেব শ্রেষ্ঠ পতি, সর্ব্ব দেব সার,  
 পতি চে'য়ে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, দেবতা কে আর ?  
 পতি চে'য়ে আগু আর, ত্রিভুবনে কেবা ?  
 পতি চে'য়ে প্রিয় আহা ! কোন্ দেব দেবা !!  
 কোন্ বা দেবতা হয় ! কোন্ বা অমর,  
 ভূ'লাতে পারে রে মরি ! নারীর অন্তর ?!  
 কোন্‌বা কবিত্ব আর, কোন্‌বা কল্পনা  
 পতি চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেব, দিবে অন্তরজনা ?  
 কোন্‌বা ভকতি আর, কোন্‌ বা সাধন,  
 পতিত্বের চেয়ে দিবে, শ্রেষ্ঠতা বোধন ?  
 পতিত্ব-ভাব সে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব ভাব-সার,  
 পরম পুরুষকার, পতির প্রকার,  
 পরম পুরুষে জে'নো, যেন প্রাণ পতি,  
 সিন্ধির সাধিকা জে'নো, অবলা-প্রকৃতি,  
 পতিত্বের হাব আর, পতিত্বের ভাব,  
 প্রকৃত প্রকৃতি মাঝে, পতিত্ব প্রভাব ।  
 প্রকৃতি ভজিলা নিজে, পতিত্বের রূপ,  
 প্রকৃতি ভজিলা শেষ. পতিত্ব স্বরূপ ।  
 ভুবিলা প্রকৃতি হয় ! পতিত্বের মাঝ,  
 বিশ্বস্তরী মরি তাই, বিশ্বস্তর সাজ !!—

কভু বিশ্বরূপী রূপ, কভু বিশ্বেশ্বর,  
 তাই এক আত্মা মাঝে, মূর্তি হরি হর ।  
 তাই আত্মা মাঝে পতি, রূপ বিশ্বস্তর ।  
 তাই যোগী ধ্যানে সেবে, পতি হরি হর ।  
 পতি বিনে প্রীতি কিসে, রমণীর আর ?  
 পতি বিনে আগু কেবা, বিশ্বের মাঝার ?  
 কোন্‌বা দেবতা হায় ! কোন্‌ বা অমর,  
 ভুলাতে পারে রে মরি, নারীর অন্তর ?  
 বিধি বল, বিষ্ণু বল, বল নারায়ণ,  
 কে হেরে ভুলা'তে ভবে, নারী-হৃদি মন ?  
 শিব বল দুর্গা বল, বল শক্তি তারা,  
 বল খাটি কার লাগি, নারী আত্ম হারা ?  
 বল খাটি, কার লাগি, নারীর জীবন ?  
 বল সত্য কার তরে, নারীর যৌবন ?  
 নারীর যৌবন, রূপ, নারীর মাধুর্য্য,  
 সত্য কার তরে ধাতা, করিলেন ধার্য্য ?  
 নারীর অন্তর আর, নারীর হৃদয়,  
 স্বভাবতঃ পুরুষেতে, অনুরক্ত রয় ।  
 স্বভাবতঃ নারী প্রতি, পুরুষের টান,  
 স্বভাবতঃ নর জাতি ! নারী জাতি-প্রাণ ।  
 নারী নরে ভাব যেই, সেইত স্বভাব ?  
 প্রকৃতির মাঝে নারী, নরের প্রভাব ।

নারী নরে বেই ভাব, সেই আদ্য-ভাব ।

সেই আদ্য-ভাব হৈতে, সৃষ্টির প্রভাব ।

সকল ভাবের শ্রেষ্ঠ, “ভাব আদ্য” মূল,

সর্ব রস সার রস, “আদ্য রস” মূল ।

আদ্য রস-সার রস, প্রেম-রস মধু,

দাম্পত্য প্রণয় সেই. রস শ্রেষ্ঠ সিধু ।

যার ভাগ্যে মিলে তাই, সেই ত অমর,

মর হয়ে দেব হয়, সেই নারী নর ।

আহা ! কি সৌভাগ্য যার, ঘরে সতী নারী,

আহা ! কি সৌভাগ্য যার, পতি আজ্ঞাকারী ।

এক আত্মা প্রাণ রূপে, যথা নারী নর,

ধন্য মর্ত্তে স্বর্গ সেই, পুণ্যাত্মার ঘর !!

নারী নর রূপে ছই, প্রকৃতি আপন,

স্বভাবের ভাব তাই. “প্রকৃতি-স্বজন ।”

“প্রকৃতির” ভালবাসা, নারী আর নরে.

দেবতার প্রতি টান, অভ্যাসেতে করে !!

অভ্যাসে জন্মায় প্রীতি, প্রতি দেবতার.

অভ্যাসে জন্মায় ভক্তি, পূজা শির্কনার ।

অভ্যাসে করায় পুণ্য, আর বুদ্ধি-জ্ঞানে,

আর করে দান ধ্যান, লৌকিক বিধানে ।

বিশেষতঃ কত শত, চৈকা পড়া দায়,

দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা, বুদ্ধিতে ঘটায়,

কিন্তু নারী-নর-প্রেম, অভ্যাসের নয়,  
 স্বভাবের টান তাহা, স্বভাবে জন্ময় ।  
 চিত্তের গোচরে নহে, প্রেম আকর্ষণ,  
 সে টানের বার্তা নাহি, জানে আত্মা, মন ।  
 আত্মা আর দেহ, প্রাণ, চিত্তের অতীত,  
 স্বভাবে জন্মায় নারী, নরের পীরিত ।  
 কিজানি গুপতে তাহা, কি যেন নিহিঁজনে,  
 সে প্রেম অঙ্কুরে মরি ! কি জানি সন্ধানে ।  
 কিজানি সন্ধানে প্রেম, জীব প্রাণে পশে,  
 প্রাণ যায় তবু হয়, টানে নাহি খশে ।  
 টানে টানে পশে আরো, টানে ২ বাড়ে,  
 হয় কি অদ্ভুত শিল্প, বিশ্বের ভাণ্ডারে ।  
 নাজানি কি বৈদ্যুতিক, শক্তি চমৎকার,  
 ধন্য সেই শিল্পি ! এই, কৌশল যাঁহার ।  
 দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা, অভ্যাসে ঘটায়,  
 কিন্তু নারী নর প্রেম, স্বভাবে জন্মায় ।  
 নারী হৃদে সে প্রেমের, দুরন্ত প্রভাব,  
 পতি প্রতি প্রীতি ভক্তি, নারীর স্বভাব ।  
 পতি রমণীর দেব, প্রতি পূজ্যবান,  
 ভবের তরণী পতি-পদ দুই খান ।  
 হেন পতি পাদ পদ্মে, যার নাহি মন-  
 জাপ বজ্র দান তার, সব অকারণ ।

হেন পতি পদাঙ্কুজে, মতি নহে যার,  
 সব বৃথা, বৃথা তার, জীবন অনার,  
 হায় ! পতি পদ সেবা, সামান্য কি বটে ?  
 যার আছে মহা পুণ্য, তার ভাগ্যে ঘটে !  
 তার ভাগ্যে ঘটে মরি ! পতির পরশ,  
 পতির সোহাগ যেন, বৈকুণ্ঠ সরস !  
 পতির চরণ স্পর্শে, হর্ষে ভরে বুক,  
 পতির পরশ যেন, সপ্ত স্বর্গ-সুখ !!  
 পতির পরশে নারী, সুপবিত্র কার,  
 পতির পরশে সর্ব, পাপ দূরে যায় ।  
 দূরে যায় শোক তাপ, দূরে যায় দুঃখ,  
 আহারে পতির স্পর্শে, কিবা স্বর্গ সুখ !  
 প্রথম দর্শন সেই প্রথম স্পর্শে,  
 প্রথম সোহাগ আহা, প্রথম বচন ।  
 প্রথম সম্ভাষা সেই, প্রথমের বাণী,  
 প্রথমে প্রথম মরি ! প্রথম চাহনি ।  
 প্রথম কোঁতুক সেই, প্রথম উল্লাস,  
 প্রথম সে মুচ্কি হাসী, আধ ২ ভাষ ।  
 প্রথম আকার সেই, প্রথম স্পর্শে,  
 আহা মরি মরি ! সেই প্রথম চুম্বন !!  
 আহা মরি মরি ! সেই প্রথম তোষণ,  
 না জানি কি স্বর্গের বাসন্তি স্বপন !

হায় কি স্বপন সেহ ! হায় কি বিলাস !!  
 হায় সে কি কল্পনার, সঙ্গীত উদাস ।  
 হায় কি অমিয়া সেহ, হা কি পরিমল !  
 না জানি কি স্বরগের জোৎস্না বিমল ।  
 না জানি কি বসন্তের পরিমল রস,  
 না জানি কি স্বপনের আশক্তি অলস !  
 না জানি কি মধুরিমা, সুধা কবিতার !  
 না জানি কোন্ সঙ্গীতের রাগিণী ঝঙ্কার !!  
 না জানি কোন্ বিদেশীর, প্রেম আলাপন,  
 হায়রে, তা না জানি কি ! কি অমিয়া ধন !!  
 কি অমিয়া ! কি অমৃত !! কিবা সুধা জানি !!  
 মরিরে ! মরিরে !! সেহ, প্রথমের বাণী ।  
 প্রথমের সে চুস্বন, সেহ প্রেম-রাগ,  
 সেহ প্রেম-আলিঙ্গন, সেহ-প্রেম ডাক ।  
 সেহ প্রেম অনুনয়, সেহ প্রেম-আশা,  
 হায় হায় কি স্বপন !! সে প্রেম পিপাসা ।  
 হায় হায় সে মত্ততা, সে আশক্তি-নিশা,  
 না জানি কোন্ পরাণের ডাক-হারা দিশা !!  
 না জানি কোন্ স্বরগের, সুখের সঙ্গীত ;  
 না জানি কোন্ মদিরার অমৃত আশ্বাদ !!  
 সুধার সুধাত্ব সেবে, রসের রসত্ব,  
 স্বর্গের সুসমা সেবে স্বপ্নের মোহত্ব ।

ভাবের মাধুর্য্য সে রে, কল্পনার তান,  
 নবত্বের নবীনত্ব, কবিত্বের প্রাণ ।  
 স্বপন রাজ্যের সেত, বাসন্তি সৌরভ,  
 অমৃতের মিষ্ট রস, অপূর্ব্ব বিভব ।  
 কি জানি মাধুর্য্য সেহ, মাধুর্য্য অধীরা  
 কি জানি সৌন্দর্য্য স্রোতে, অধৈর্য্য মদিরা !!  
 কি জানি মত্ততা তায়, টান হারা দিশা,  
 জন্মেও না ভুলিব রে, এন্নি তার নিশা ।  
 এন্নি তার প্রমত্ততা, এন্নি তার টান,—  
 এখনো ভুলিছে তাহে, এখনো এ প্রাণ !  
 এখনো হৃদয় মন, সে ভাবে বিভোল,  
 এখনো আনন্দে প্রাণ, বিহ্বলে আকুল !!  
 এখনো স্মরণে মন, ওঠে উথলিয়া,  
 এখনো উচ্ছ্বাসে ফোলে, প্রাণ মন হিয়া !!  
 কত সে উন্নত ভাব, কতই প্রসার,  
 কত সে অনন্ত মরি ! উদার উদার !!  
 আহারে যখনি মনে, যখনই হয়,  
 সে গুরু গম্ভীর ভাবে, কাঁপে হৃদয় !  
 সেই প্রথমেই কাঁপ, সেই ধর ফড়ি,  
 সে প্রথম দর্শনের, ধুগ্ ধুগী মরি !  
 সে প্রথম দর্শনের, স্পর্শনের হায় !  
 সেই উগ্র দাবানল, শিরায় শিরায় !

সেই উগ্র শঙ্কোচতা, সেই উদারতা,  
 সেই তীব্র মোহ-প্লুত, কিপ্র অধীরতা ।—  
 সে অন্তর রাজ্যের সে, যুগান্ত প্রলয়,  
 (মুহূর্তে উদ্ভূত কত, মুহূর্তে বিলয় ! )  
 মুহূর্তে সে হৃদয়ের, মহা তোল পার,  
 সেই আলো, সেই জ্যোতিঃ, সেই অন্ধকার !!  
 স্বর্গ মর্ত ভাঙ্গি যেন, হয় একাকার,  
 পরাণে খোলে যেন, স্বর্গের দুয়ার ।  
 কিস্তি হেন ক্ষুদ্র মন, সে ভাবেতে ফাপে,  
 না হয় সামাই তাই, হৃদি লাড়ি কাঁপে !  
 অনন্ত উদার মরি ! যে ভাব পাথার !  
 ক্ষুদ্র মনে সামঞ্জস্য, ঘটে কি তাহার ?  
 বুক ভরা ধড় ফড়ি, প্রাণ ভরা সাধ,  
 মরিরে ! কি প্রেমের সে, প্রথম আশ্বাদ !!  
 প্রথম দর্শন সেই, প্রথম স্পর্শন,  
 প্রথম সোহাগ সেই, প্রথম চুম্বন !!  
 জন্মের সার্থক সেহ, জীবনের সার,  
 সংসারের ননী ভাগ, সৃষ্টি-স্বধা-ভার ।  
 আহারে ! দেবের ভাগ্যে, সে সুখ কি হয় ?  
 এ ধরাতে স্বর্গ-সুখ, দাম্পত্য প্রণয় ।

সে সুখ না অমরের, নহে অন্য জীবের,  
 পবিত্রে দাম্পত্য সুখ, কেবলি মানবে !  
 পবিত্রে দাম্পত্য-সুখ, ভুঞ্জিছে মানব,  
 দেবতা পাইবে কোথা, সে মহা বিভব ?  
 সৃষ্টি রাজি মাঝে শ্রেষ্ঠ, প্রেমের মাহিমা,  
 প্রেমের নির্যাস ভাগ, স্ন প্রেম দাম্পত্য ।  
 দাম্পত্যের সার ভাগ, নারীর সতীত্ব,  
 সতীত্বের সার ভাগ, তজনা পতিত্ব ।  
 "পতিত্ব" ভাবের তুল্য, ভাব নাই আর,  
 "পতি" রূপে মজিয়াছে, প্রকৃতি, সংসার ।  
 পতি রূপ বিশ্ব পতি, নিজ জ্যোতিঃ দিয়া,  
 করিলা নরের সৃষ্টি, বিরলে বসিয়া ।  
 নর হৈতে নারী পুনঃ, করিলা উদ্ভব,  
 নারীরে বিলা'লো নর, আধা ২ সব ।  
 নর হ'ল দাতা আর, নারী হ'ল দীনা,  
 নারীরে করিলা ধাতা, নরের অধীনা ।  
 নর হ'ল সে নারীর, জীবনের সার,  
 পতি বিনা রমণীর, গতি কিবা আর !  
 পতিই পরম ধন, পতি কল্লতরু,  
 পতি রমণীর ধাতা, পতি মহা গুরু ।  
 পতি ভ্রাতা, পতি ভ্রাতা, পতি বন্ধুজন,  
 কভু বা পতিই পিতা, পুত্র বা কখন !

কখন প্রাণের সখা, কখনো সুহৃদ,  
 কখন বা পতি শিষ্য, কভু পুরোহিত ।  
 পতির সমান ধন, কিবা আছে আর ?  
 এত বা সম্পর্ক ভবে, সঙ্গে ঘটে কার ?  
 এত লীলা এত খেলা, কার সঙ্গে হয় ?  
 হেন বা অনন্ত ভাব, কিসে উপচয় ?  
 অনন্ত ভাবের স্রোত, বহে আরো কিসে,  
 কার সনে প্রাণে মনে, ভাস্কি চুরি মিশে ?  
 প্রাণে মনে ভাস্কি ভাস্কি, হয়ে একাকার,  
 প্রাণ মন খুলি হয়, স্বর্গের দুয়ার ।  
 অন্তরে অন্তর খুলি, খুলি হৃদি-পাট,  
 দিধা না ভাবিয়ে ভাস্কি, হৃদয়-কপাট ।  
 ফেলি হৃদি আবরণ, ফেলি আন্তরণ,  
 আহা ! দুটী প্রাণ যেন, একই জীবন ।  
 একই তরঙ্গে যেন, দুটী স্রোতস্বতী  
 একই উদ্দেশ্যে ঘোরে, সংসারের গতি ।  
 দুইটী রাজ্যের যেন, দুটী বিহঙ্গম,  
 এক ডোরে বদ্ধ শেষ, বান্ধনে বিবম ।  
 আহারে প্রাণের প্রাণে, যে দারুণ গিড়া,  
 টানে ২ কসে আরো, কসে ফিরা ফিরা !!  
 কসিয়াছে তীক্ষ্ণ ডুরি, অন্তরের মাঝ !  
 অন্তরে কসিয়ে তাই, টানিতেছে আজ !

পরাণ অস্থির হায় ! বিষম সে টানে,  
 না জানি কি চুষুকে রে. টানে কোন্ স্থানে !!  
 কোন্ স্থানে যাব আগি, স্থির নাহি তার,  
 তথা যাব প্রাণ যথা, গিয়াছে আমার ।  
 আগি দেহ সেত প্রাণ, সেতো মোর হিয়া,  
 কেমনে রহিব ঘরে, পরাণ ত্যজিয়া ।  
 আগি কায়া সেত প্রাণ, আমি যেন দেহ,  
 সে যেন বহুয়ে বাসী, আমি যেন গেহ !  
 সেতো আমার আত্মার আত্মা, সেতো প্রাণারাম,  
 সেতো মোর শান্তি স্থখ, চিদানন্দ ধাম ।  
 সেতো মোর প্রাণের স্থধা, সেতো তৃপ্তি বাস.  
 সে মোর ভকতি প্রীতি, গলার-প্রেম-কাশ ।  
 সেত স্থখ সেতো শান্তি, সেতো স্থধা ধাম,  
 সেতো মোর যোগ্ তপস্বা, সেয়ে হরেন্দ্রাম !  
 যুগ যুগ কোটি যুগ, জন্মে জন্মে যেন,  
 তাহারি হইয়ে যেন, কারি তারি ধ্যান ।  
 যুগে যুগে জন্মে জন্মে, তারি যেন হই.  
 অন্তরে না ভজি যেন, কভু তারে বই !  
 সে আমার আমি তার, সূক্ষ্ম ডোরে বাঁধা,  
 সে আমার পূর্ণমাত্রা. আমি তার আধা !  
 যারে স্থ'পে দিখু আমি. আত্মা প্রাণ মন.  
 তারি মাঝে হারিয়েছি. "আমিহ" আশিন ।

“আপন” বলিয়ে মোর, কিছু আর নাই,  
 “আপনাকে” বিকায়েছি. “অপরের” ঠাই ।  
 আজন্ম পরের প্রতি, করিনু নির্ভর,  
 পরেতে হইল বন্ধ, অধান অন্তর ।  
 পরেরে করিনু দান. আপনার মন,  
 পরের হইয়ে কৈন্য, পরেরে আপন ।  
 জন্মিনু পরের লাগি, হ’য়ে অর্দ্ধ ভাগ,  
 আজন্ম পরের প্রতি, হ’ল অনুরাগ ।  
 অর্দ্ধভাগ “পর” আর, “আমি” নিজে আধা.  
 দুইয়ে মিলি এক হ’নু, করমের বাঁধা !  
 কিন্তু রে করম দোমে, বিধি হ’ল বাম,  
 করমের দোমে পুনঃ ভাগ হইলাম ।  
 এক ভাগ আত্মা হ’য়ে, গিছে মোর উ’ড়ে.  
 আর ভাগ কান্দে সদা, প্রিয় প্রিয় কৈরে ।  
 এক ভাগ গিছে মোর. প্রাণনাথ সাথে.  
 আর ভাগ কান্দে সদা, পৈড়ে পথে পথে !  
 এক ভাগ কোথা জানি, নাহি সমুদ্দেশ,  
 আর ভাগ কান্দি কান্দি, ফিরি দেশ দেশ ।  
 এক ভাগ “হায় হায় !!” জপে নিরন্তর,  
 আর ভাগ হারা হয়ে, দহেরে অন্তর ।

নিরন্তর এ অন্তর, তার পিছে ধায়,  
 না জানি কি তীব্র টানে. সদা ঘোরে হায় !

মুহূর্ত বিরাম নাই, মুহূর্ত আরাম,  
 শাস্তির মাঝে রে স্মৃ. তার স্মৃ. নাম !!  
 স্মৃ. মাঝেতো মেহ, স্মৃ. সমুদুর !  
 একই নামেতে যেন, বিশ্ব ভর পুর !!  
 একই নামেতে যেন. বিশ্ব তোল পার,  
 বিশ্ব ভরা স্মৃ. যেন, সে নাম মাঝার !  
 ডাকিলেও ক্ষয় নাই, পিতেই পিয়ার,  
 যত ডাকি তত যেন. বাড়ে আরো আশ !  
 যত ডাকি তত কেন, তৃপ্তি বোধ নাই ?!  
 যত ডাকি তত কেন, ডাকিবারে চাই ?!  
 যত হেরি তত আরো. হেরিতে বাসনা,  
 যত ভাবি তত আরো, বারেরে আশনা !  
 ডাকিতে ডাকিতে হায় ! হইরে পাগল,—  
 চিন্তিতে চিন্তিতে তারে, হই রে বিহ্বল !!  
 নাহি থাকে সজ্জা আর. নাহি থাকে হোস,  
 তাহারি ধিয়ানে হায়, হইলু বেহোস !

আহা কি মোহন ছবি ! আহা কি মোহন !!  
 এ জগতে আছে কি সে. দুইটী তেমন ।  
 বান্ধা গিছে চিত্ত আর. বান্ধা গিছে আখি ;  
 বান্ধা গিছে আত্মা প্রাণ, আছে কিবা বাকি ?  
 ত্রিভুবন মজিয়াছে, যে মনের পাছে,  
 সেই মন বান্ধা আজ. সে রূপের কাছে ।

সেই স্রুদি বাক্স আজ, সেই জ্যোতেঃ হায় !  
 সেই সে নয়ান আলা, সেই জ্যোৎস্নায়,  
 সেই সে মানস সেই, সুখ স্বপ্নে হাসে,  
 মরি ২ ! প্রাণ তেই, সেই প্রেমে ভাসে !  
 সাথে কি পাগল আমি ? সাথে তারে চাই ?  
 তারে যে না দে'খে আমি, প্রাণে মরি ঠাই !  
 প্রাণের ঔষধ সে যে, জীবনের বল,  
 তারে না দে'থেরে মোর, জীবন বিফল ।  
 তাহার দর্শনে আহা ! কি যেন কি পাই !!—  
 কি যেন কি তৃপ্তি এক ! তুল্য তার নাই ।  
 কি যেন অমিয়া সেহ, কি যেন কি সুখ !  
 কি যেন বিজ্ঞাতি এক, হর্ষে ভরে বুক !  
 কি যেন কি স্বর্গে আমি, তখনই যাই,  
 যখনি যখনি মরি ! তার দেখা পাই !  
 কিন্তু রে বিচ্ছেদ পোড়া, কিন্তু এ বিচ্ছেদ,  
 সপ্ত নরকের ছালা, দহে অবচ্ছেদ !!  
 কি আছে নরক আর, বিচ্ছেদের পর ?  
 বিচ্ছেদ কি অন্ধকার ! ঘোর অন্ধতর !!—  
 হায় কি সম্পাৎ উছঃ ! হাকি অভিশাপ !!  
 বন্ধুর বিচ্ছেদ আহা ! জীবন্ত সে পাপ !!  
 বন্ধুর বিচ্ছেদ আহা ! কিবা সৃষ্টি ঘোর !  
 বিচ্ছেদ বিধির কিবা, বিধান কঠোর !!

কি কঠোর ! কি কাঠিন্য !! কি কোটিল্য নিয়া,  
 বিচ্ছেদে গরিলা ধাতা, কি মন্ত্র বা দিয়া ?  
 দুঃখের সমষ্টি সেয়ে, নরকের সার,  
 মৃত্যুর কুব্জি ঘোর, গাঢ় অন্ধকার ।  
 বিধির নিগ্রহ ঘোর, ক্রোধাক্ত হুতাস,  
 প্রলয়ের ভীষণত্ব, ভয়ঙ্করী দ্রাশ !!  
 হায় কি সম্পাত উল্লঃ ! হাকি অভিশাপ !!——  
 বন্ধুর বিচ্ছেদ মরি ! কি ভীষণ তাপ !!  
 প্রলয়ের প্রলয়ত্ব, নরকত্ব-পীড়া,  
 জরা মৃত্যু শোক দুঃখ, নৈরাশ্য অধীরা ।  
 ক্লান্তি শ্রান্তি দাহ আর, কষ্ট গুরু ভার,  
 দীনতা দৈন্যতা ক্লেশ, যত অত্যাচার ।  
 এ সব গড়িলা ধাতা, বিচ্ছেদের দ্বারা,  
 বিচ্ছেদ নিঙ্গারি গড়ে, নরক আন্ধেরা !!  
 বিচ্ছেদ কাঠিন্য দিয়ে, গড়ে মহা কাল,  
 বিচ্ছেদ-সম্পাতে জন্মে, কৃতান্ত করাল ।  
 বিচ্ছেদ-হুতাশে জন্ম, অনলের দাপ,  
 বিচ্ছেদ-প্রদাহে তীব্র, তপনের তাপ !  
 বিচ্ছেদে জন্মিল ক্রুড়, সপী, হলাহল,  
 বিচ্ছেদে অমৃত মাঝে, জন্মিল গরল !  
 বিচ্ছেদে কঠিন ধরা, পাষাণের ভাগ,  
 বিচ্ছেদে চন্দ্রমা মাঝে, কলঙ্কের দাগ ।

বিচ্ছেদে জন্মিল ভবে, যত দুঃখ ভার,  
 আপদ বিপদ গ্লানি, দুর্দশা অপার ।  
 যত ঘাও, যত চোট, যতই নির্ধাৎ,  
 যত নিদারুণ ব্যথা, বিচ্ছেদে সম্পাৎ ।  
 বিচ্ছেদে উঠিল ভবে, বিষাদের রোল,  
 বিচ্ছেদে সৃষ্টির মাঝে, “হাহাকার” গোল !  
 অশুভ, অনায্য, যত, অভাব, অন্তায়,  
 অম্পৃহ, অতৃপ্তি, ভ্রম, বিলাপাদি হায়,  
 দারুণ বিরহ ঘোর, সে সবার মূল,  
 বিরহ সৃষ্টির মাঝে, শেল সমতুল ।  
 বিরহ সৃষ্টির মাঝে, মহা এক গোটা,  
 বিরহ সৃষ্টির বুকে, প্রাণান্তক কঁটা ।  
 বিরহ সৃষ্টির ঘোর, অন্ধকার পাপ,  
 সৃষ্টির অশুভ, মহা, মহা অভিশাপ ।  
 বিরহ সৃষ্টির মাঝে, মহা অলক্ষণ,  
 বিরহ পাপের শাস্তি, বিচ্ছেদি নরণ ॥  
 বিচ্ছেদি নরক জ্বালা, নরকেরি ভোগ,  
 বিচ্ছেদেরি নামাস্তর, মর্শ্ববাতি “শোক ।”

সৎযোগ বাহাতে নাই, তাই খাটি “ভেদ”  
 যেখানে ঈশ্বর নাই, সে খানে বিচ্ছেদ ।

ঈশ্বর বর্জিত যথা, তথা অভিশাপ,  
 যেইখানে অভিশাপ, সেই খানে পাপ ।  
 নাহি পুণ্য লেশ যথা, নাহি যথা সুখ ।  
 যেইখানে পাপ সুখ, সেইখানে দুঃখ ।

বিরহ সৃষ্টির ঘোর, গাঢ় অন্ধ পাপ—  
 সৃষ্টির অশুভ, মহা । মহা অভিশাপ !!  
 নাজানি কি অন্ধকারে, মুদি দেব-আধি,  
 বিরহের চিত্র পানি, বিধি দিলা আঁকি ।  
 নাজানি কি অনিচ্ছায়; কিবা ক্রোধ ভরে,  
 সৃজিলা বিধাতা ভবে, বিচ্ছেদের তরে !!  
 বুঝি বিধি-হৃদি ভেদি, ক্রুড় কাল দাগ,  
 বিচ্ছেদের পট দিয়ে, মুছি সেই ভাগ ।  
 দারুণ ঘৃণার ভাবে, ফে'লে দিলা দূরে,  
 ছড়াইয়ে প'লো তেই, সৃষ্টি রাজি পরে ।  
 ছড়াইয়ে প'লো তেই, সে কলঙ্ক দাগ,  
 এক স্থানে ছিল কিন্তু, হ'ল লক্ষ ভাগ ।  
 লক্ষ ভাগে লক্ষ ভাব, লক্ষ রূপান্তর,  
 ঐহঃ ! কি কালিমা ছিল, বিধির অন্তর !!  
 কিম্বা বিধাতার হৃদে, ছিল বুঝি পাপ,  
 ছিল গাঢ় অন্ধকার, কাল কুট-তাপ ।  
 ছিল বুঝি মহা বিষ ! মহা দাবানল !  
 ছিল বুঝি সে অন্তরে, দারুণ গরল ॥

কিন্তু সৃষ্টি সমাধানে, করি উদ্বিগ্ন,

করিল। বিচ্ছেদ রূপে, সৃষ্টিতে ক্ষেপণ ।

ঢালি দিলা কাল হৃদি, ভরা হলাহল,

পবিত্র হইলা ফেলি, সে পাপ গরল !

ধরাতে পড়িয়ে সেহ, বিধি পোড়া বিষ,

অভাগা জীবেরে মরি ! দহে অহিণী !!

“গৌণ” “মুখ্য” দুই ভাব, সংসারের ধারা,

“সম্মুখ” “পশ্চাত” আর, “আলোক” “আন্ধেরা ।”

সম্মুখে আলোক বটে, পশ্চাতে আঁধার,

মুখ্য আলোকিত কিন্তু, গৌণ অন্ধকার ।

প্রকৃতি, পুরুষ রূপে, বিধাতা আপন ;

সম্মুখ পশ্চাতে তার, দুইটি গঠন ।

সম্মুখে সংযোগ ঘটে, পশ্চাতে বির্যোগ,

পিছনে আন্ধার তেই, সম্মুখে আলোক ।

সেই অন্ধকার ছায়া, ছাকি গুণধাম,

বিচ্ছেদ গড়িলা যার, “বিরহ” কুনাশ ।

হায় রে ! বিরহ হায় ! কলঙ্ক ধরার,

এতে বা দুঃস্বপ্নি কেন, হ’ল বিধাতার ?

কি দুঃস্বপ্নি হ’ল তাকে ? হ’ল কিবা গতি !

সে পোড়া কপালে কেন, ঘটিল কুমতি ?

আলিয়ে বিরহানল, পোড়ে কেন ক্ষিতি,

কেন বা সৃষ্টি হেন, করিল দুর্গতি ?

কে শিখিয়েছিল তারে, কুকার্য্য এমন ?  
 কেন বা করিল ধাতা, “বিরহ” সৃজন ?  
 কে আর ছাড়াবে হেন, বিধাতার রোগ ?  
 সংযোগ করিয়ে কেন, ঘটায় বিরোগ ।  
 একা ছিল ভাল ছিল, কিন্তু করি দুই,  
 কেন বা হইল ধাতা, সৃষ্টির মূদুই ।  
 প্রকৃতি-সৃজিত বটে, অসংখ্য ভুবন,  
 তার মাঝে মহা কাল, “বিরহ বেদন ।”  
 প্রকৃতির সৃষ্টি বটে, অসংখ্য ভুবন,  
 তার মধ্যে কে এড়াবে, বিরহ দহন !  
 ভুজঙ্গে দংশিলে তনু, কাল বিষে ছুরে,  
 বিরহ বিষের সৃষ্টি, রেজা রেজা করে ।  
 রেণু রেণু ছুরে যেম্নি, কালকুট বিষ,  
 তেমনি বিরহে সৃষ্টি, দহে অহর্নিশ ।  
 কিবা দৈত্য কিবা দানা, কি অমর নর,  
 বিরহে না জরা ভবে, কার বা অন্তর ?!  
 কার না অন্তরে মরি ! দহে সেই বিষ ?  
 হায় রে ! বিরহে বিশ্ব, পোড়ে অহর্নিশ !  
 বিরহে পুড়িয়ে বিশ্ব, কল্য ছারখার ।  
 স্বর্গ মর্ত্ত ত্রিভুবনে, স্থখ কোথা আর ?  
 স্থখ ! স্থখ ! কোথা স্থখ ? শান্তি কোথা তার,  
 দুঃখের বিরাম কোথা, এ সৃষ্টি নাকার ?!

হুথ ! হুথ ! হারে হুথ ! কোথা হুথ আর ?  
 এ সৃষ্টি যেন রে হুথ, অশান্তি-পাথার !!  
 কোথা হার, শাস্তি ওরে ! কোথা হুথ ভূমি !!  
 দুঃখের পাথার যেন, এ নিখিল ভূমি !  
 দুঃখের পাথার সৃষ্টি, ওঠে উথলিয়া !  
 কোথা রলি আরে হুথ ! কোথা লুকাইয়া ?  
 এ'সো শিত্রে দেখা দাও, করি নমস্কার,  
 এ হৃদি জুড়ারে দাও, হর তাপ ভার ।  
 হর তাপ হর পাপ, হর জ্বালা দুঃখ,  
 ঢালি দেহ শাস্তি-বারি, স্নিগ্ধ কর বুক ।  
 ঢালি দাও শাস্তি বারি, হোক জ্বালা দূর,  
 কোন্ দেশে আছ হুথ ! সে বা কতদূর ?  
 কোন্ স্বর্গে পাতিয়াছ, স্নিগ্ধ সিংহাশন,  
 নে'মে এ'সো ধরাতলে, স্নিগ্ধ কর মন ।  
 কোন্ দেশে আছ হুথ ?! সে বা কতদূর ?  
 নে'মে এ'সো ধরাতলে, হোক চিন্তা দূর ।  
 তোমার আশায় আজ, দেশে দেশে কিরি ॥  
 তোমার আশায় আছি, এ জীবন ধরি !  
 হুথ হুথ বলে সবে, সে হুথ বা কৈ ?  
 "আকাশ কুহুম হুথ" সত্য বুঝি ঐ !  
 সত্য বুঝি এ সংসারে, হুথ নাহি আর,  
 সত্য বুঝিলাম হুথ, কল্পনার সার ।

যদি থাকে তবে আছে. মর্ত্য পরি হরি.  
 থাক যদি ওরে সুখ ! এ'সো স্বরা করি ।  
 এ'সো স্বরা এ'সো ধরা, এ'সো এই হৃদে.  
 না পেয়ে তোমারে হায় ! প্রাণ কান্দে শেদে !  
 হে পবিত্র শাস্তি ! কোথা ? কোথা শাস্তি-ধাম ?  
 কোথা প্রণয়ের সুখ ! প্রাণের আরাম !  
 কোথারে বিরহ নাই. নাইতো বিচ্ছেদ,  
 কোথা সে সংযোগ পূর্ণ সুখ অবিচ্ছেদ !!—  
 অবিচ্ছেদ মিল কোথা, আছে ধরাতলে ?  
 স্বর্গপুরে সে সুখ কি, আছে কোন কালে,  
 ধরাতে মিলে না সুখ, স্বর্গে গেলে মিলে ;  
 এতে কি সংসয় বুচে. কেহ বৈলে দিলে ?  
 এ জন্মে না পানু সুখ. পাব আর কবে ?  
 মৃত্যু সন্নিধান এবে, কি ভরসা তবে ?  
 জন্ম গেল দুঃখে দুঃখে. জন্ম হ'ল ভোর,  
 তথাপি না ওরে সুখ ! দেখা পানু তোর ।  
 তথাপি না ওরে সুখ ! ওরে শাস্তি-ধাম !  
 এ ভবে না তোমাদের. দেখা পাইলাম !  
 তবুনা সুখের দেখা, তবু পাইলাম.  
 তবুনা সে সুখ হলো, এত সন্নিধান !  
 কৈ কোথা ওরে সুখ ! ওরে শাস্তি-ধাম !  
 আছি কিনা আছি সুখ. সার সান্তি মানি ।

দিবা নিশ মরিলাম, দুঃখ কষ্ট যায়,  
 দিবা নিশ পুড়িলাম, বিরহের তার !  
 দিবা নিশ জ্বলি পুড়ি, কত করিলাম,  
 দিবা নিশা কান্দি কান্দি, কত সহিলাম ।  
 পুড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ, হইলু অঙ্গার,  
 পুড়িয়ে পুড়িয়ে তনু, হলো ছারে খার !  
 হায় রে ! বিরহ হায় ! এত প্রভা তার !  
 এ বিখে না সহে কেবা, বিরহের ভার ?

সুখাও অনন্তে অই, অনন্তে সুখাও.  
 “কার তরে বিশ্ব রাজ, শূন্যেতে উধাও ?  
 কার তরে ছোট্টে অই, জ্যোতিষ্কের দল ?  
 কার তরে নিরন্তর, ঘোরে অবিরল ?”  
 ওরা ত মানব নয়, ওরা দেব ভাগ,  
 সুখাও ওরা কি ধরে, বিরহের দাগ !!

সুখাও ভাস্করে অই, তপনে সুখাও,  
 “বল কার তরে তুমি, যুগ্মে বেড়াও ?  
 বল কার তরে সহ, অনন্ত দহন ?  
 কার মায়া ভোরে হেন, করেছে বন্ধন ?  
 পে’রেছ কি দেখা কভু, দে’খেছ কি তার ?  
 পীরিতের কাঁশে তোমা, কেবা সে যুঁড়ায় ?  
 কেন বা অজ্ঞে ভেজঃ, কেন রবি ! সহ ?  
 কার তরে দুর্বিষহ, দাব-দাহে দহ ? ”

ওত ও মানুষ নহে, ওত দেব ভাগ.

সুখাও ওকিনা সহে. বিরহের দাগ !!

সুখাও চন্দ্রে ঐ, শশাঙ্কে সুখাও.

“কাহার ভাবেতে মরি ! শূন্যেতে উধাও ?

কাহার প্রেমেতে শশি ! আছ উদাসীন ?

কার প্রেম-চিস্তানলে. হৃদয় মলিন ?

কি কারণে মে'খেছ ও মুখে কাল কালী,

মাথায়ে তুলিয়ে নিছ, কলঙ্কের ডালি ।”

ওত ও মানুষ নহে, ওত দেব-ভাগ,

সুখাও ওকিনা সহে. বিরহের দাগ ।

সুখাও মরতবাসী. ভূধরে সুখাও.

“কার প্রেম-অগ্নি শিখা, কন্দরে লুকাও ?

কার তরে নিরন্তর, বন্ধে দাবানল ?

কার লাগি সহ সদা. হিম্মানি গরল ?

তুমি ত পাষণ বট, তুমি ত পাষণ,

বল ত কাহারো তরে, জ্বলেনি পরাণ ?”

তুমিত ধরার উচ্চ, তুমি শ্রেষ্ঠ কায় !

বল এ ধরণী তলে, “সুখ বা কোথায় ?”

বল ত নক্ষত্র অই ! বল এহ তারা.

কি জন্ম ঘুরিছ শূন্যে, হয়ে আত্ম হারা ?

কার তরে নিরন্তর, মিটি মিটি জ্বল ?

“ও স্বর্গে আছে কি সুখ” তাই ভেঙ্গে বল !

ভেঙ্গে কণ্ড জ্যোতিহ্মান্ ! জ্যোতিঃপুঞ্জকায় !

বল এই সৃষ্টি ধামে, “স্বথ্ বা কোথায় ?? ”

বল হে অনন্ত অই ! বল পারাবার !

বিদারিয়ে রসাতল, দেহ সমাচার ;

অশেষিয়ে পাতালের, বালিকণা ঐ,

অণু অণু করি খোজ, স্বথ আছে কৈ ?

স্বথ নাই । নাই স্বথ ! স্বথ প্রাণের বৈরি !!

স্বথা সে স্বথের আশে, আশা কৈরে নারি !!

স্বথা সে স্বথের আশ, স্বথা প্রেম নাম,

স্বথা প্রেম আশ্বাসে রে সুধু মরিলাম !!

সুধু ভোগ ভুগিলাম, অদৃষ্টের ভোগ,

অদৃষ্ট হয়েছে বাদী, বিধিবাম যোগ !!

আগে যদি জানিতাম, এ অদৃষ্ট হায় !

হাতে ধৈরে লিখা'তাম, পোড়া বিধাতায় ।

শিখা'তাম প্রিয়-নাম, আর প্রেম-রাগ,

ঘুচা'তাম অদৃষ্টের, বিচ্ছেদের ভাগ ।

মুছিতাম বিধাতার, কলমের কালী,

ভাঙ্গিতাম দূরে ফেলী; কলঙ্কের ডালি ।

সংসারে না রাখিতাম, বিরহের নাম,

গড়া'তাম এ ধরণী, চির সুখ-ধাম ।

সতি যদি জানিতাম, দূরাদৃষ্ট-ফল,  
 তবে কেবা আশা করি, যে'তো রসাতল ?  
 অক্ষুরেতে দলিতাম, আশা-লতা-ফুল,  
 আগে যদি জানিতাম, এ অদৃষ্ট মূল !  
 এ অদৃষ্ট মূল যদি, জানিতাম আগে,  
 কে যাঁচিৎ এজীবন, নব অনুরাগে ?  
 অদৃষ্ট হইবে বাদী, আগে যদি জানি,  
 তবে কেন আশা করি, ঝুরিব এমনি ?  
 আশা নাহি করিতাম, নিরাশার আগে  
 কেবা যে'তো পরাভোগ সৈতে শেষভাগে ?

কেবা যে'তো মরিবারে, স্বধা দূরাশায় ?

নৈরাশ্য পাথারে আজি, কে ডুবিত হয় !

উঃহু ? কি কঠোর মরি !! নৈরাশ্যের ভাব,

যেখানে দুর্ভাগ্য, তথা নৈরাশ্য প্রভাব ।

যে স্থানেতে নিশ্চেষ্টতা, দুর্বলতা-বাস,

সেস্থানে পতন দৃঢ়, নৈরাশ্য, হতাশ ।

যেস্থানে নৈরাশ্য ঘোর, সেস্থানে পতন

নৈরাশ্যেরি নামান্তর, “জীবের মরণ ।”

যাবত জীবের আশা, তাবত জীবন,

নিরাশ হ'লেই সেই, প্রকৃত “মরণ ।”

নৈরাশ্যের কুন্স্ কেনারা, করিতে না পারি.  
 স্বজিলা বিধাতা ঘোর, নরক আন্ধারি !!  
 নরকের ভাব. চিত্র, অন্য কিছু নয়.  
 যে স্থানে আলোক হিন, নৈরাশ্যতা নয় !  
 যে স্থানে আলোক নাই, আশার আগম,  
 সেই তো আন্ধার সেই, নরক দুর্গম !  
 “নৈরাশ্য” “নরক,, এরা, ভিন্ন দুটি নয় ;  
 একই প্রকৃতি স্বধু, নামের ব্যাত্যয় ।  
 নৈরাশ্যের ছায়া নিয়ে, সৃষ্টি নরকের,  
 নরকের ছায়া দিয়ে, সৃষ্টি বিরহের ;—  
 সেই ত নৈরাশ্য আর, সেইত বিরহ !  
 সেইত দুর্ব্বহ দুঃখে, দহি অহোরহ !  
 কষ্টের অবধি নাই, নাই তাপ ক্ষয়,  
 জীবন্ত নরক আমি,—দুঃখের নিলয় !!  
 হায় কোথা দীন নাথ ! কর দয়া দান,  
 দুস্তরে নিস্তারি কর, দুঃখিণীরে ত্রাণ !

---

অতঃপর উম্মাদেবী মুণি পত্নীর নিকট হইতে বিদায়  
 হইয়া উক্ত মুণি পত্নীর শিষ্যগণ সহিত  
 তাতার দেশাভিমুখে গমন ।

---

উপকল্প ঘটনা ঘটিবার পূর্বে, যুবরাজের  
দ্বিতীয় বার পলায়নের চেষ্টা ও  
রাজ-কন্যার অব্যবহায়ে গমন ।

—(ঃঃঃ)—

উঃ ! কোথা দীননাথ ! ভ্রাস্ত্রে চালাও,  
বল কোন্ পাপে হেন, হৃদয় ছালাও ?  
বল কোন্ পাপে হেন, মানবেরে বাম ?  
কেন তার ভবিষ্যৎ, অন্ধকার ধাম ?  
কেন তার আশ্চিৎ এত, এত মোহ ঘোর !!  
বল নাথ ! কেন তার, দন্ত এত দূর ?  
অবোধ সে ক্ষুদ্রে কীট, মদ-মত্ত মন—  
কোথা হ'তে কোথা পড়ে, নাই বিলোকন ;  
নাই তার সচেতনা, নাই স্মৃতি নাই,  
কি আশ্চর্য্য মায়া ভোলা, উদাসী সদাই !  
কি আশ্চর্য্য ! অন্তরে সে অবস্থা না হেঁর,  
অন্ত-গতি দে'খে একে শিক্ষা নাহি করে ।  
চক্ষের ছামনে তার, মরে একজন,  
দে'খে তবু অশ্রু জন, না হয় চেতন ।  
চক্ষের ছামনে একে, রসাতলে যায়,  
দে'খে তবু অশ্রু জনে, দেখে নারে হায় !  
যে উপায়ে করে একে, অন্তরে বিনাশ,  
সেই উপায়েই প'ড়ে সেও হয় নাশ ।

কিস্ত কি আশ্চর্য্য ! নিজ নাশের কারণ,  
 বোঝে না মানব কভু, দেখে না কখন !  
 হায় রে পাগেলা মন ! একি সর্ব্বনাশ !  
 নিজের সাথে তুই, নিজে হলি নাশ !  
 নাশ হলি ক্ষতি নাই, কিস্ত খেদ র'ল,  
 মরার মতন মরা, ভাগ্যে নাহি হ'ল !  
 ভাগ্যে না হইল তোর, সকলি নিরাশ ;  
 এখন সম্মল তোর, শুধু "দীর্ঘ-শ্বাস" !!

দীর্ঘ-শ্বাস সম্ভাপীর মহা এক ধন,  
 দীর্ঘ-শ্বাস ! তুমি মোর বন্ধু আজীবন ।  
 পারি না তোমার গুণ, বর্ণিতে ভাষায়,  
 আহা ! কিবা চংকার, তুমি রে ধরায় !  
 আহা ! কিবা চমংকার, ক্ষমতা তোমার ! ,  
 অদ্ভুত কোশল এক, তুমি বিধাতার !  
 তুমি রে স্বর্গীয় ধন, স্বর্গের বিধান.  
 দুঃখের ভারতী তুমি, ভারত নিদান ।  
 ভাবের কড়কা তুমি, চিন্তার তাড়না,  
 মর্ম্মের তাড়িত বার্তা, দুঃখের সান্তনা,  
 নৈরাশ্যের টেলোগ্রাম,—সংবাদ নিগূঢ়.  
 বিষাদের অন্তর্ব্বার্তা, দাহন মৃদুয় !  
 নিরাশা নির্ধোষ তুমি, প্রাণের চিৎকার ।  
 নিরুদ্ধ চিত্তের তুমি, জ্বলন্ত ফুৎকার ।

নিধুম জ্বালার তুমি, কালান্তক ধুম.  
 প্রণয়-গগনে উল্কা, তুমিরে নিধুম ।  
 প্রেমের পুরাণ তুমি, স্মৃতি করুণার,  
 অফুরন্ত বেদ তুমি, বিজ্ঞানের সার ।  
 ভাবের রাজত্বে তুমি, দন্ধ ইতিহাস,  
 মর্শ্বের কাহিনী তুমি, হৃদি পোড়া বাস ।  
 প্রীতির অধ্যায় তুমি, বিরহের পাঠ,  
 স্মৃতির সংহিতা তুমি, বিষাদের নাট ।  
 অক্ষুট জীবন্ত ভাষা, তুমিরে নিশ্বাস !  
 চিন্তের জ্বলন্ত ব্যাখ্যা, তুমি দার্য স্বাস !  
 তুমিরে অন্তর রাজ্যে প্রলয়ান্ত বড়,  
 হৃদয়-বিপ্লবে তুমি, যুগান্ত নির্ঝর ।  
 প্রেমের রাজ্যেরে তুমি, প্রতাপ তুফান,  
 তুমিরে মর্শ্বের বান্ধ, কর খান খান !  
 চিন্তের কণ্টক বেড়া, ভেঙ্গে কর দূর,  
 তুমি রে শোষণ কর, ছুঃখ-সমুদ্র !  
 অনন্ত মর্শ্বের ব্যথা, অফুরন্ত ছুঃখ ।—  
 যখনি ভীষণ ছুঃখে, ভেঙ্গে ফেলে বুক ।  
 যখনি অন্তর রাজ্য, ছুঃখে তোল পার,  
 যখনি ঝটিকা খেলে, মর্শ্বের পাখার ।  
 তখনি ঝটিকা বেগে, ছুটে তুমি ধাও,  
 নাশারক্ষ পথে অগ্নি, তুমিরে উধাও ।

অমনি করয়ে শাস্ত, অশাস্ত হৃদয়,  
অমনি বহেরে চিন্তে, স্বর্গীয় মলয় ।

যখন অন্তর রাজ্যে, ঘটে ভুকম্পন,  
যখন পশেরে সশ্মে, তাড়িত চাপন ।  
যখনি গলেরে তেজে, সশ্মের গরল,  
আবর্ত খেলেরে যবে ঘোর অন্তস্তল ;  
তখনি দোলেরে প্রাণ, দোলে যদি, মন,  
তখনি হৃদয়ে ওঠে, ভীষণ কম্পন ।  
তখনি হইতে চাহে, পরাণ গারত,—  
তখনি প্রলয় যেন, ঘটেরে তাবত ।  
তখনি ভাঙিত বেগে, ওরে দীর্ঘ শ্বাস !  
তখনি বহাও তুমি, ভীষণ বাতাস ।  
তখনি অন্তর-দ্বার, কর উদঘাটন,  
অন্তর্দাহ জ্বালা মুখী, কর উদ্গিরণ ।  
করয়ে তখনি বের, অন্তর্দাহ বিষ,  
তুমিরে বহাও চিন্তে, শাস্তি অহর্নিশ ।  
তুমিই মহান ভবে, সম্ভাপীর তরে,  
তোমার সহায়ে প্রাণ, কে'টে নাহি পড়ে !  
যখন সম্ভাপে প্রাণ, হয় জ্বালাতন,  
কাট্ কাট্ করে হায় ! না যার সহন !  
যখন সম্ভাপে প্রাণ, ধড় ধড় করে,  
আকুলি বিকুলি ভাব, যেন ছুটে পড়ে !

তখনি পলকে ছুমি, বেগে ছুটি ধাতু,  
 পর্বত প্রমাণ চাপা, পলকে উড়াও ।  
 পর্বত প্রমাণ ভার, দেও উড়াইয়ে  
 পলকে পরাণ উঠে পাতলা হইয়ে !  
 পলকে পরাণ কাঁপে পরিত্রতা ভারে ;  
 নবীন জীবন যেন পলকে লক্ষ্যারে !  
 অশেষ গুণের ছুমি, ওরে রে নিশ্বাস !  
 এ জগতে নাই কছু, তোমার বিনাশ ;  
 এ জগতে কখনই নাই তব ক্ষয়,  
 অবিনাশী আয়ুঃ তব, পরমাধু নয় !  
 না আছে তাহার হাস, নাহি আছে নাশ !  
 এইঘে ছাড়িনু আমি, নশ্ব পোড়া শ্বাস,  
 ঘুরিবে অনন্ত কাল, অনন্ত ঘুড়িয়ে,  
 অনন্তের পথে পথে, তরঙ্গ তুলিয়ে ।  
 কে ক'বে তাহার গতি হবে নষ্টতর ?  
 কে কহিবে নষ্ট হবে, আমার অন্তর ?  
 কে কহিবে নষ্ট হবে, এ আত্মা আমার ?  
 পরাণে পরাণে মিল, হবে নাকি আর ?  
 . আবার হইবে মিল, অণু অণু করি,  
 তার সনে যারে চেয়ে দিবা নিশি বুরি ।  
 যারে চেয়ে দিবা নিশ ; করি হাহাকার,  
 অবশ্য পাবরে তারে, রে মন । আবার ।

আবার পাইব তারে, আবার মিলিব,  
 দুইয়ে মিলি পুনঃ এক নূতন হইব ;  
 দুইয়ে মিলি পুনঃ এক পূর্ণতা ধরিব,  
 সে আমার আমি তার, কেমনে ছাড়িব ?  
 অবশ্য মিলিব দুইয়ে, তৃপ্ত রব হুখে,  
 করিব না হাহাকার. কঁাদিবনা দুখে ।  
 কঁাদিব না কঁাদাব না, হাসিবনা আর ;  
 সকলই হবে এক দিব্য চমৎকার !  
 চমৎকার ভাব এক, চমৎকার সব ;  
 সকলই তৃপ্তি-মাখা গভীর নীরব ।  
 সকলেই তৃপ্তি-মাখা হুখে ভর পূর,  
 তেমন হুখের দিন আহা ! কতদূর ?  
 তেমন হুখের দিন, ভাগ্যে নাকি হবে ?  
 কিন্তু সে হুদিন মোর নাজানি রে কবে !  
 কেন আছি প'ড়ে আমি, কেন স্থির আর ?  
 কত সাতারিব ডুবি, বিরহ-পাথার !  
 কতই সহিব আর, নরক-ঘাতন,  
 অপোষা পাখি কি পোষ, মানেরে কখন ?  
 বিজ্ঞান বিপিন আশে যে পক্ষীর মন,  
 দোণার পিঞ্জরে নেকি ভোলেরে কখন !

বাঁক হস্ত বাঁক পদ, বাঁক চক্ষু কাণ,  
 যেখানে যাওয়ার তথা, ক'রেছি প্রয়াণ ।  
 যেখানে যাইব আনি, তথা গিছে বন্ধ,  
 শূন্যে কি বন্ধ কভু, মানস-বারণ ?  
 মানস-কুঞ্জর কভু অকুণ না মানে,  
 শরীর আবদ্ধ কিন্তু মন চলে টানে ।  
 যেখানে আবদ্ধ চিত্ত, তথা বাঁকা মন,  
 এখানে এ দেহ হুধু ধোকার মতন !  
 বাঁক মার যাহা কর, যত সাধ্য যার,  
 কি সাধ্য করিবে মম, মানসে প্রহার ।  
 সঙ্কত বিকৃত এবে, নখর শরীর,  
 রয়েছে অকৃত মন, বিমুক্ত জিজির ।  
 রয়েছে তো দেহ এবে, সে ইন্দ্রিয়গণ,  
 এখনও হস্ত পদ, বজার তেমন ।

চেষ্ঠার অসাধ্য নাই, নহে অসম্ভব ।  
 চেষ্ঠা ও সাধনে ঘটে, সকলি সম্ভব ।  
 দেখি পুনঃ চেষ্ঠা করি, দেখি কিনা ঘটে,  
 স্বর্গের দেবতা বশ, মানুষেরি বটে ।

আপনি বিধাতা তেঁহ মানবের বশ,  
 ভক্তিতে ভজিলে তিনি, ভিজিলে অবশ ।  
 ভক্তিতে মুক্তির পথ, ভক্তি কিন্তু প্রেমে,  
 প্রেমের সাধনা লিখ, হোক তার নামে ।

কার্কের তরুণী মোখে, সিঁদু যেমি তরে,  
 এতব সমুদ্র তেমি. তরুবো তারে ধৈরে।  
 এতব সাররে সেহ. প্রিয়া-নাম ভেলা,  
 অমল নিদান কালে. ছে'ড়েছি একেলা !  
 দেখি কিনা কুল পাই ! কুল কিনা আছে ?  
 তরি কিম্বা ভূ'বে মরি, তা ভাবিব পাছে।  
 দেখি পুনঃ চেষ্টা করি, দেখি কিনা ঘটে,  
 স্বর্গের দেবতা যশ, মানুষেরি বটে।

---

## দূর দেশান্তরে যুবরাজের খেদ।

সর্ব্বষ পাশবি আমি. তারি ধ্যানে ধাই.  
 তবু ভাগ্যে তার সনে, দেখা হলো নাই !  
 তবু ভাগ্যে না ঘটিল. তার দরশন.  
 কতই ত ভ্রমিলায়. পর্য্যন্ত, গহন !  
 কতই ত করিলাম. কতনা সাধন,  
 কতনা দেবতা আমি, করিহু অর্চন।  
 'কই কোথা হারে প্রিয়া ! কোথা আছ তুমি ?  
 আমি ত ভ্রমিমে মরি, এ-মিথিল ভূমি।  
 আমি ত ভ্রমিছি ঐ, বিজন কানন,  
 পথে পথে করিয়েছি, বন অন্বেষণ।—

পত্রে পত্রে কেলিয়েছি, এই নেত্র-সীমার,  
 পত্রে পত্রে মাখিয়েছি, বন্ধের রুধির ।  
 পত্রে পত্রে লে'খেছিরে, তব প্রিয় নাম,  
 ভেঁকে ভেঁকে পেয়েছিরে, সে নামে আরাম ।।  
 ভূণে ভূণে করিয়েছি, তোমা অন্বেষণ,  
 ভূণে ভূণে করেছিরে, কতনা চুসন ।  
 'ভূণে ভূণে মেখেছিরে, এ তন্তুর ঘাম,  
 ভূণে ভূণে লিখিয়েছি, মম পাপ নাম ।  
 কি জানি সে পথে যদি, যে'য়ে থাক তুমি,  
 তাইবে ও ভূণ, পত্র, চুম্বিয়াছি আমি ।  
 চুম্বিয়েছি, ধরিয়েছি, তুলি নিছি মাথে,  
 যদিরে যাইয়ে থাক, যদি সেই পথে ।—  
 যদি যেবে থাক তুমি, যদি যে'তে হয় !  
 যদি ভূণ পত্র তব, লে'গে থাকে গায় ।  
 যদি লেগে থাকে তব, পদের স্পর্শণ,  
 তাই আমি সে সবেরে, করেছি চুসন ।  
 তাই আমি বেড়ায়েছি, নগরে নগর,  
 চুড়িয়েছি কত গলি, কুচা, নিরন্তর ।  
 'নিরন্তর মাখিয়েছি, কত খুলি গায়;  
 কি জানি সেখানে যদি, যে'য়ে থাক তুমি ?  
 কি জানি সে পথে যদি, যে'য়ে থাক তুমি,  
 তাই পথে পথে পৈ'ড়ে, কাশিয়েছি আমি ।।

କାନ୍ଦିରେଛି ଅଶ୍ରୁନୀରେ, ଭିଜାয়েଛି ଧୂଳି,  
 ସେ ଧୂଳି ଅଜ୍ଞନ କରି, ଆଖେ ଦିଛି ତୁଳି ।  
 ସେ ଧୂଳି ଗଜନ ଜ୍ଞାନେ, ଯାଆରେଛି ଗାର,  
 ଯାଆରେଛି ତବ ପ୍ରିୟେ ! ମିଳନ ଆଶାର !  
 ତୋମାର ମିଳନ ଆଶେ, ତୋମା ପାହିବାର,  
 କତନା ପଥେର କାନ୍ଦା, ମେ'ଥେଛି ଯାଆର !!  
 କତନା ପଥେର ଯାଟି, ଯଳି ଛୁଇଁ ହାତ,  
 କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରିରେଛି, ପ୍ରେମ-ଅଶ୍ରୁପାତ ।  
 କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହୁଇରେଛି, ଘୋର ଅଚେତନ,  
 ବିଘୋର ସ୍ବପନେ ତୋମା, କରେଛି ଦର୍ଶନ ।  
 ବିଘୋର ସ୍ବପନେ ତୋମା, କରି ନୀରିକ୍ଷଣ,  
 କାନ୍ଦିରେ ଓଠେଛି ଲକ୍ଷ୍ମି, ଉନ୍ମାଦ ସେମନ !  
 ଆବାର ସେ ଗଳି କୁଚା, କରେଛି ଭ୍ରମଣ,  
 ଆବାର ପଥେର ଧୂଳି, କ'ରେଛି ଚୁସନ ।  
 କି ଜାଣି ସେ ପଥେ ଯଦି, ଓରେ ପ୍ରାଣଧନ !  
 ଯଦି କୈରେ ଥାକ ତୁମି, ସେ ପଥେ ଗମନ ।  
 କି ଜାଣି ସେ ପଥେ ଯଦି, ସେ'ରେ ଥାକ ତୁମି,  
 ଲବ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶେ କୈରେ ଥାକ, ପବିତ୍ରେ ସେ ତୁମି ।  
 କି ଜାଣି ତୋମାର ଘୋଡ଼ା, ସେ'ରେ ଥାକେ ଛନ୍ଦ  
 ଶ୍ରିର ଥାବେ ସେ'ଥେଛି ତାହି, ସେ ପଥ-କର୍ଦ୍ଦମ,

প্রিয় ভার্যে প্রেম ভার্যে, অকুরাগে ভৈরে,  
 ছুঁয়েছি, ছুঁয়েছি তব, পদ-চিহ্নে স্মিহরে ।  
 তোমারি পদাক চিহ্নে, চিত্তে করি ধ্যান,  
 পথে পথে কৈরেছিরে, কতনা সন্ধান !  
 কতনা সন্ধান আমি, করি দেশ দেশ,  
 ধরাতে পদাক তব, নাহি পে'য়ে শেষ ।  
 ধরাতে পদাক তব, না করি দর্শন,  
 হতাশে আকাশে চে'য়ে, করেছি ঈক্ষণ ।  
 হতাশে আকাশে চে'য়ে, হেরি গ্রহ তারা,  
 বুঝেছি হে প্রিয়ে ! তব পদক উহার ।  
 বুঝেছি ভাবেতে তব, পদাক ওসব,  
 বুঝেছি মহিমা তব, অনন্ত বিভব ।  
 বুঝেছি তুমিরে প্রিয়ে ! ধরাতীত ধন,  
 এ ধরা সম্ভবে কিসে, তোমার স্পর্শণ ।  
 তোমার স্পর্শণ আর, তোমার দর্শণ,  
 এ পাপ ধরার যোগ্য, নহে কদাচন ।  
 তাই বুঝি দেব লোকে, ওরে প্রিয় ধন !  
 ওরে প্রিয়ে ! করিতেছ, সে দেশে ভ্রমণ ।  
 আরে প্রিয়া ! তাই বুঝি, সুরধুনী-তারে,  
 বাড়ায়েছ স্বর্গ-শোভা, কিরি ধীরে ধীরে ।  
 তাই বুঝি তোমা হেরি, দেবে পে'য়ে লাজ,  
 চরণ বান্ধিরে কান্দে, দেবতা সমাজ ॥

তাই বুঝি কান্দে আজ, চন্দ্র সূর্য্য তায়;  
 তাই বুঝি কান্দি কান্দি, ধরনী আক্কেরা !  
 তাই বুঝি তখ শোকে, যুক লতা ফুল,  
 আমারি এ সঙ্গে সঙ্গে, কান্দিরে আকুল !!  
 আমারি এ সঙ্গে সঙ্গে, ধরনী উদাস.  
 উদাসে প্রকৃতি যেন, ফেলে দীর্ঘ শ্বাস !  
 কেলি যেন স্থখ শাস্তি, সর্ব্ব ধরনীর,  
 আমারি সঙ্গে যেন, ফেলে অশ্রু নীর ।

হারে কোথা শাস্তি ! কোথা ? হারে স্থখ ! কৈ ?  
 স্থখ শাস্তি সব গিছে, তুমি প্রিয়া বই !  
 স্বরগ বৈকুণ্ঠ ভাবি, তোমার দর্শন,  
 সহস্র নরক তব, মুহূঃ অদর্শন ।  
 গোয়াব জীবন কেন্নি, সহি হেন দুঃখ,  
 পরাণ বিদরে নাহি, হেরি তব মুখ !  
 চিত্তেতে চিত্রিত বটে, আছ প্রাণ ধন !  
 তোমার অংশের অংশী, নিখিল ভুবন ।—  
 তোমার অংশের অংশ, সবে করে ভোগ,  
 বর্জিত অভাগা আমি, ভুগি অধু শোক !  
 বর্জিত অভাগা আমি, কিছু নাহি পাই ।—  
 অন্ন কিরণ মরি, মিল তব ঠাই !  
 স্থখা মুখে স্থখা সেহ, হরে স্থখাকর,  
 যনের কোকিলা সেহ, হরে তব স্বর !

কোনু ছায়া পড়ল জাতি, বনের জমর,  
 আখি-তারি হরি তব, হল কি সুরঙ্গ,  
 সাযান্ত খঞ্জন পাখি, বনের কুরঙ্গ,  
 নয়ন নকলি তারা, হল কি সুরঙ্গ ।  
 তব হাসি রাশি ছিল, গোলাবের ফুল,  
 তাঁহে বাদী হ'ল পুনঃ, প্রমত্ত বুল্ বুল্ ।  
 দারুণ বারণ আর, রাজহংস বর,  
 তারাও হরিল তব, গমন মম্বর ।  
 বসন্ত মাধুর্য্য নিল, সৌন্দর্য্য শরৎ,  
 আমিই বঞ্চিত রৈলু, আরি এ যাবৎ ।  
 আমি না ভাগের ভাগ, কিছু পাইলাম,  
 সৃষ্টি ছাড়া দুঃখ ভরা, শুধু ভুগিলাম ।

কি দোষে দুখীহে প্রিয়ে ! হনু তব ঠাই,  
 কি দোষে ভাবিলে আমা, প্রাণের বালাই ?  
 কি দোষে ছাড়িলে ঘর, ছাড়ি বাপ মাও,  
 দেশান্তরী হয়ে তুমি, বিদেশে বেড়াও ?  
 না জানি কি ছুখে তব, বদন মলিন,  
 হায় ! সে বিষম চিন্তা, চিন্তি রাত্র-দিন ॥  
 কেন বা হইলু আমি, তব প্রাণ বৈরী,  
 কেন আমি করিলাম, তোমা দেশান্তরী !  
 আহারে ! নাজানি তব, কত অজ্ঞানীর,  
 বহিছে অনন্ত ভেদী, ধরার শরীর ।

না জানি সে ছুঁখে কত, কত হুঁটি লর,  
 সে ছুঁখে হয়েছে বরি । কত বা প্রাণর !  
 না জানি রে সে ছুঁখোঁগে, আছে কিনা নাই ;  
 হুঁ কি পাগল আমি, হুঁই বেড়াই ।  
 আছে কিনা আছে তার, দিতে সমাচার,  
 বহরে অনীল ভূমি, বহ চারি ধার ;  
 বল বৃক্ষ ! বল লতা ! বল পশু পাখি !  
 এই পথে প্রিয়া মোর, প্রিয়া গিছে নাকি ?  
 বল নভো ! বল স্বর্গ ! বল দেবগণ !  
 কোন্ পথে প্রিয়া মোর, ক'রেছে গমন ?  
 কোন্ দেশে আছে সেহ, আছে কোন দেশে,  
 বল চন্দ্র ! বল সূর্য ! বল গো উদ্দেশে ।

সর্বস্ব পাশরি আমি, তারি ধ্যানে ধাই,  
 তবু আজি তার সনে, দেখা ভাগ্যে নাই !  
 তবু নাহি পাইলাম ? পশু হ'লো জ্বর,  
 সকলি হইল বৃথা ! জ্বরে হ'লো ভ্রম !!  
 অনাহারে অনিদ্রায়, করি যেহ শেষ,  
 অকাতরে সহিলাম, বহুনা অশেষ ।  
 অকাতরে দিখু কাপ, বিপদ সাগরে,  
 হাররে ! তথাপি আমি, না পাইবু তারে ।

না পাইলু তারে আর, অধুই বাতনা;  
 মনেতে রহিল উছঃ । মনের বেদনা ।  
 মনের বেদনা অধু, মনে মনে র'ল  
 মনের বাসনা পূর্ণ, ভাগ্যে নাহি হ'ল ।  
 এত যে করিলু এক মানবীর তরে,  
 তথাপি সে গোড়া ভাগ্যে, দয়া নাহি করে !  
 একটি চিন্তের হায় ! এত আকর্ষণ ।  
 না জানি কি দশা হৈতো হৈলে শত মন !!  
 শত দিকে শত চান, কে সহিতে পারে ?  
 প্রেম-ভার উঠাইতে, সৃষ্টি-রাজি হাড়ে ।  
 একটি চিন্তের মরি, প্রেম-বোঝা-ভার,  
 সমস্ত জগত নহে, ভুল্য রে তাহার ।  
 জগত ঘুরিয়ে আমি, সে ভারেতে মরি !  
 চক্ষেনা দেখরে আছ, কোথাহে পাশরি ।  
 চক্ষেনা দেখরে প্রিয়া ! এছঃখ আমার ?  
 অন্তর জ্বলিয়ে গিছে, বিরহে তোমার !  
 দৃষ্টি হিন চক্ষু ঘর, সদা ঝরে নীর,  
 অঙ্গার হয়েছে মরি ! সোণার পুরীর !!  
 হস্ত পদ শক্তি হিন, হয়েছে পাশাণ,  
 কঠাগত প্রাণ অধু, করে আন চান যা  
 "বে'র বে'র" ভাব সদা, বে'রয়ে না হায় ।  
 কেবলি বারেক ভব, দর্শন আশায় ।

বারেক তোমার রূপ, হেঁবিবে ভাবিয়া,  
 রয়েছে শাশ্বত প্রাণ. কর্তাগত হৈয়া ।  
 এই যে হয়েছে চক্ষু. দৃষ্টি-শক্তি হিন,  
 তথাপি অন্তরে তোমা. হেরে রাত্রি দিন ।  
 তথাপি তোমার মূর্তি প্রত্যক্ষ আশায়,  
 ওরে প্রাণ ! অন্ধ চক্ষু, কান্দে উত্তরায় ।  
 ওরে প্রাণ ! জড় হস্ত তব স্পর্শ আশে,  
 শক্তি হিন তবু ব্যাগ্রে ছুলিছে বাতাসে ।  
 শক্তি হিন পদদ্বয় খঞ্জ নুলা প্রায়,  
 ব্যস্ত তব প্রেম-তীর্থ ভ্রমণ আশায় ।  
 ওরে প্রাণ ! তব বাক্য. স্বেদা পান তরে,  
 উদ্গ্রীব বধির কর্ণ. সদা আশা তরে !  
 তব আলিঙ্গন আশে, দগ্ধ পোড়া হিয়া,  
 এখনো রয়েছে গ্রীষ্ম, বরষা সহিয়া ।  
 সাধ ছিল চক্ষু ছাড়া. প্রাণের দেখা পাই,  
 প্রাণে প্রাণে দেখা দূরে, চক্ষের দেখা নাই ।  
 অন্তরে অন্তরে মিশি. ছিল বড় সাধ,  
 অন্তরে অন্তর হস্তু, একি বিষম্বাদ !!  
 বড় সাধ প্রাণে প্রাণে করি হৃদর্শন,  
 চিত্তের অস্বস্ত তব. করি আশ্বাসন ।  
 কবে সে হইবে তব, করুণা বর্ষণ,  
 কবে স্নিগ্ধ হবে হার ! এ পোড়া জীবন !

কে আছে এমন বন্ধু, এ জগতে আর ?  
 অধোহি আনিরে দিবে, প্রিয়ারে আমার !  
 বলিবে সঙ্কাম তার, যাবে তার কাছে ?  
 জানাবে তাহারে মন, কি দশা হয়েছে !!  
 তাহারে পাইব মনে, এই আকিঞ্চন,  
 কোথাহে পবন ! তুমি, করনা গমন ?  
 যাও সে প্রিয়ার কাছে, বল সমাচার,  
 বিদেশে মরিছে আজ, প্রেমিক তোমার ;  
 বিদেশে বিপাকে আজ, হারায় জীবন,  
 যদি থাকে বিন্দু দয়া, দেহ দরশন ;  
 যদি থাকে বিন্দু দয়া, দাও তারে দান,  
 মানবীর তরে ত্যজে, মানব পরাণ !!  
 হায় রে বসন্ত ! কোথা অগ্রসারী যাও ?  
 মরিছে প্রেমিক তাঁর, কান্দিয়ে শুনাও ।  
 কান্দারে বরষা, হিম ! অশ্রুজলে ভাসি,  
 বলগে “মরিছে তাঁর, প্রেমিক উদাসী” ।  
 জন্মিলে মরণ আছে, খণ্ডান না যায়,  
 কিন্তু খেদ সূচ্যকালে, না হেরিহু তার !  
 মরণ মঞ্চল হয়, যদি তারে পাই,  
 জনম সকল গনি, পরকালে যাই ।  
 কি কাজ স্বরণে মোর, মস্তে কিবা কাম,  
 মরণের কালে যদি, তারে পাইতাম ।

হার রে অভাগা আমি ! সে সৌভাগ্য কৈ ?  
 পাণীর অদূর্ভে কিবা ? পাণ-বৃক্ষ বই !  
 না না না মরিব কেন ? যেখিত আবার,  
 চেষ্টা করি পাই কিনা অধেষণ তার ।

---

অতঃপর জ্রমণ করিতে ২ দেশান্তরে যাইয়া নর রূপী  
 শয়তানের নিকট রাজকন্ডার পরকীর ভাবে আকৃষ্ট  
 হওয়ার বার্তা প্রবণে, সেই শয়তানের প্রবর্তনায়  
 যুবরাজের ঘোরতর বিকট ভাব, ও  
 মর্দ্যাহত সাংঘাতিক উত্তেজনা ।

---

সৃষ্টি স্থিতি বন্ধ অহো ! যেই প্রেম জালে,  
 সেই প্রেম ভালবাসা, নিভিল অকালে !!  
 সেই সাধ, সেই ভ্রুবা, সে স্রব প্রণয়,  
 মাটির সন্ধ্যায় কিরে, শেষে হৈল নয় ?  
 লয় হ'ল হায় হায় ! তবু প্রাণ রহে ;  
 লহিবায় বাহা নয়, তাই কিরে সহে ।  
 কেনরে গুলিলি কর্ণ, এ নিষ্ঠুর কথা ?  
 কেনরে লহিলি প্রাণ ? এ দারুণ ব্যথা ?  
 পাবায় হলেও তবু, কণে কেটে যে'তো,  
 বন্ধ হৈলে তবু দখ, তৎকণে হইত ।

আমার পাপ প্রাণ, কে জানে এমন ?  
 কে জানে আমার নাই, বিলস মহল ?  
 আশ্রিত করিব শেষ, তাঁর অস্ত্র দায়,  
 কেন্দ্রনা লাগিব আর, পোড়া বিধাতার ।  
 বিধাতার দত্ত প্রাণ, তুলি ল'ক সেই,  
 তার রাজ্যে থাকিবার, বাহা আর নেই ।  
 কিন্তু হাঃ ! করিনু যেই, দুঃকর্ম ভীষণ,  
 কিবা আয়শ্চিতে হবে, সে পাপ মোচন ?  
 অতুলিত ভালবাসা, বিধাতার দান,  
 অহানে করিনু আমি, সে প্রেম প্রদান ।  
 অহানে করিনু আমি, পবিত্র সাধন,  
 কে জানে পিচাশী, বধিবে জীবন ।  
 হায় কি দুঃকর্ম ! আমি, হাকি করিলাম !  
 দেবী ভ্রমে পিচাশিনী, কেনে ভজিলাম ?  
 থাক ওরে দুঃচারিণি ! দেখি একবার ?  
 পরাণ বধিয়ে শোধ, লইব ইহার ।  
 অগ্রেতে বধিব তোরে, শেষে দিব প্রাণ,  
 স্বলস্ত অনলে প্রেম, হবে সমাধান ।  
 তাঁর তরবারে প্রেম, হবে পরীক্ষিত ;  
 পরীক্ষা বিহীন প্রেম, অপক নিশ্চিত ।  
 চাহিনা অপক প্রেম, পাকার প্রায়,  
 দেখিব রসিকা কত, প্রেমিকা আমার ।

দেখিব প্রেমিক কত, প্রীতির কুমার,  
 দেখিব শিবির ভাঙ্গ, শিলাব প্রহার ।  
 কি ? আর কি, নহি কি আমি, ধরণী স্তব ?  
 নহে কি নহে কি পিতা, রাজ দণ্ডধর ?  
 নহি কি এখনো আমি, মিশর কুমার ?  
 নহি কি মিশর রাজ্যে, শক্তিচূড়কার ?  
 কি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র ঘোষ, নগণ্য বিশেষ,  
 সমুদ্রে ডুবাব আজি, ক্ষুদ্র গ্রীষ্ম দেখ ।  
 সমুদ্রে ডুবাব রাজ্য, সহ ধরাধর,  
 মানব কবর হবে, সাগর গহবর ।  
 ছালামে ধরণী বকে, প্রচণ্ড অনল,  
 দহিব তাতার রাজ্য, সহ জলম্বল ।  
 ছাদে কোথা ওরে দূত ! ছাদে স্বরা বাও,  
 সাজ সাজ বলি ডঙ্কা, মিশরে ফিরাও ।  
 কি কাজ ঐদাশ্রে নয়, প্রেমে কিবা কাজ ?  
 কি কাজ তাজিরে নয়, মানব সমাজ ?  
 যার জন্ত তাজিলার ভাই বন্ধু দারা,  
 যার জন্ত এলীবন করিলাম সারা ।  
 যার জন্ত মজিলাম, মজা'লাম দেশ,  
 যার জন্ত হ'লো হেন, কলঙ্ক বিশেষ ।  
 যার জন্ত অহুগিনি হই ছালাতন,  
 আজি সেই গর্ব ছালা, করিব মোচন ।

কোথারে ও চর ! কোথা ? আন তরবার—  
 অস্ত্রে করি প্রায়শ্চিত্ত, পাতকী সংহার !!  
 কোথারে ও দূত কোথা ? হও অগুসার,  
 প্রতি হিংসা প্রতি হিংসা প্রতি হিংসা সার !!  
 “প্রতি হিংসা প্রতি হিংসা” ঘোষে চরাচর.  
 “প্রতি হিংসা” গর্জে ঘন ধনুর্গী অশ্বর।  
 “প্রতি হিংসা প্রতি হিংসা” ধ্বনিছে পবন;  
 “প্রতি হিংসা” কল কঠে গাহে পক্ষীগণ।  
 “প্রতি হিংসা” চতুর্দিকে ঘোর ঘন নাদ.  
 বিশ্ব চরাচর ঘুড়ি, প্রতি হিংসা বাদ।  
 প্রতি হিংসা পরায়ণ আঁচি সে অরুণ,  
 প্রতি হিংসা ভরে আজ, স্বভাব দারুণ।  
 হৃদয়ে জাগিল ঘোর, প্রতি হিংসা ভাব,  
 প্রতি হিংসা হুপ্রভাবে বাড়িল প্রলাপ।  
 ভীষণ উদ্ভত বেশ, উদ্ভাদ ভীষণ !!  
 দেশান্তরে প্রধাবিত, ক্রোধোদ্ভূত মন !

কথকদিন পর প্রতিহিংসার ভাব তীরোহিত,  
 এবং যুবরাজের মনে সন্দেহ মূলে  
 ভালবাসার বিকৃত ফল ।

অসহ প্রাণের ব্যথা, দারুণ সাজাতি কথা

আমি যারে বাসি ভাল, সে আমারে বাসেনা !

ভাল না বাসিল ভাল, তবু সৈতেম চিরকাল

হার, হার, একি ! তার, পর সঙ্গে আসনা !!

আমি যারে বাসি ভাল, সে আমার বাসেনা !!

ধরণি ! বিদোর্গ'হরে, ও পৃথিবি ! যারে পু'ড়ে

কোন্ প্রাণে সব ওরে ! একলক্ষ ভাষণা ?

মনে বলে বিষ খাই, দণ্ডেকে মরিয়ে যাই,

জীবনের সাধ নাই, বাচিবার বাসনা ।

আমার আরাধ্যা দেবী, আমি যারে সদা সেধি

অন্তরে সে করে সেবা, এ দুঃখ তো সহেনা ।

আমার সাধের ধন, অন্তে করে আকিঞ্চন

ছিছিধিকু ! এজীবন, কোথো ধৈর্য্য রহে না ।

ক্রোধ লজ্জা অভিমান, ছিছি !! একি অপমান !

আমি হেরি যে রয়ান, অন্তে হেরে তাহা রে ।

আমার গোপন নিধি, বিরলে গ'ড়েছে বিধি

তকরে হরে সে নিধি, প্রাণ ফাটে আহা রে !!

ফাটে প্রাণ । কান্দে প্রাণ !! অসহ যাতনা বাণ !!

হৃদি কাটি খান্ খান্, কব দুঃখ কাহারে ?

যার জন্য প্রাণ গেল,            সে জন পরের হৈল  
 পরে তারে পৈছে পে'লো, আমি ছুরি বাহারে !  
 হারে বিধি-বাম-যোগ,            দারুণ কপ্পের ভোগ  
 আমি মরি হেইটে খেইটে, লাভ করে পরে রে !  
 গৃহস্থ খাটিয়ে মরে,            ককিরের বোচকা ভরে  
 সাধু থাকে উপবাসী, মজা লোটে চোরে রে !  
 আমার কপালে দুখ,            পরের অপার সুখ ;  
 খাটিলে মজুরি নাই বক্তে মোর বাটারে  
 চতুরে সারিছে মজা,            অভাগা কপালে সাজা  
 সিন্নানে কাঠাল খায়,            বোবা-মুখে আঠারে !  
 এ দুঃখ বা কব কায়,            পাকা আঁম কাকে খায়  
 কুকিলা কুহরি মরে,            নিদাঘ দহনে রে !  
 সুখা সুরগণ যোগ্য,            তা হ'ল চকোর ভুগ্য  
 কুরঙ্গ কান্দিয়ে মরে,            বিজন গহনে রে !  
 কি বিচার বিধাতার !            কারতা বা হ'লো কার ?!  
 কার ধন কেবা করে,            বিনা ভাগে ভোগ রে !  
 মালীর যত্নের ফুল,            মধু লোটে অলিকুল  
 আমার বুদ্ধির ভুল,            বিধি-বাম-যোগ রে !  
 কপ্পে মোর ভোগ নার,            বুদ্ধির বিভ্রম আর,  
 কাঠেতে কাকন ভ্রম,            ভাগ্য নোবে মটিল ।  
 আমি মুঢ় হত জানী,            দেবী ভ্রমে শিচাশিনী  
 প্রাণ দানে সেবিলাম,            কলঙ্ক সে মটিল ।

মৈলেন্দুনা কে ? প্রাণ না গেল ? জীয়ে দুঃখ সৈতে হ'লো  
 দেবী অমে বিচাশিনী, এত সাথে পূজিলু ?  
 দিগে প্রাণ দিল মা সৈ, প্রাণ বধিল অবশেষে  
 দারুণ ডাকিনী ফাশে, সাথে কেনে মজিলু ?  
 মনে খলে বিষ খাই, পৃথিবী ছাড়িয়ে যাই  
 জীবনের সাধ নাই, বাচিবার বাসনা !  
 অসহ প্রাণের ব্যথা ! দারুণ সাজ্জাতি কথা !  
 আমি যারে বাসি ভাল, সে আমারে বাসেনা !!

---

ঘোরতর উত্তেজনার পর বিবেক বুদ্ধি ও  
 স্মৃতি একত্র হইয়া নর নারীরূপে যুবরা-  
 জের সম্মুখে উপস্থিত ও তাহাদের আগ-  
 মনের পর হইতে ভাব পরিবর্তন ।

—:~:—

তাহার স্বাধীন মন, আমার যেমন,  
 আছে তার স্বাধীনতা, আমারি মতন ।  
 তার ইচ্ছা প্রতি মম, কিবা অধিকার ?  
 ভাল না বাসিলে বল, কি আছে আমার ?  
 হায় রে শ্রমের ভাব, কিবা বুদ্ধি নাশা !—  
 পরেরে করিতে আপ্ত, হুঁ অন্ধ আশা ।

নিজ মনে ভালবাসি, পর মন চাওয়া,  
 পরের উপরে করা, আধিপত্য দাওয়া ।  
 পরের মনেতে বুঝা, ঠিক নিজ মত,  
 পরেরে জানন ঠিক, নিজ অনুগত ।  
 অন্ধ ভালবাসা বিনা, এ নিরর্থক কাজ,  
 অশ্রুতে না শোভা পায় ; ভাবিতেও লাজ ।  
 মরি কি প্রেমের ধর্ম, আজক কারখানা !  
 মৌল আনা স্বত্ব তার, দাবী মৌল আনা ।  
 নাহি তার বাদ ছাটি, নাহি বাটওয়ারা,  
 অপরের স্বত্ব তাতে নাই, বিন্দু পারা ।  
 নিজের দখলি স্বত্ব, পর অধিকার,  
 বিন্দু পরিমাণে কভু, সহ নহে কার ।  
 আমার প্রেমিক জনে, ভালবাসি আমি,  
 একা আমি হই তার, হৃদয়ের স্বামী ।  
 “একা সে আমার হয়, আমি একা তার”  
 ভালবাসা চায় সদা, এই অধিকার ।  
 “আমার সে প্রিয় ধনে, অশ্রু ভালবাসে”  
 প্রেম-শাস্ত্রে হেন বিধি, কভু নাহি আসে,  
 প্রেম-শাস্ত্র মতে নাই, অশ্রু অধিকার,  
 যার যেই প্রিয়ধন, সেই স্বত্ব তার ।  
 তাই আমি তার তরে, এহেন পাগল,  
 তাই তার প্রতি মম, প্রাধান্য প্রবল ।

কিন্তু যদি সে জন না, ভালবাসলো মোরে,  
 কিবা দোষ দিতে বল, পারি আমি তারে ।  
 বরষ বুঝিরা মম, অজ্ঞানতা কাল,  
 চুপ্ হয়ে থাকা ভাল, সমজিয়া লাজ ।  
 কিন্তু যেই মন আমি, দিছি একবার,  
 সে মন ফিরাতে সাধ্য, নাহিক আমার ।  
 প্রেম-শাস্ত্র মতে মন, দিলে একবার,  
 পুনশ্চ ফিরা'তে সাধ্য, নাহি আছে কার ?  
 বিনিময়ে সর্ব বস্তু, মিলে বস্তু আর,  
 মন দিলে কিন্তু মন, ফিরে পাওয়া ভার ।  
 যদিও বা মিলে কিন্তু, আস্ত মাল দিলে,  
 ভাঙ্গা হয়ে আসে পুনঃ যোড়ে নাহি মিলে ।  
 ভাঙ্গিলে না যোড় লাগে, হায়রে এমন,  
 প্রেম রাজ্যে দিবা নিশি, অনন্ত ঘটন ।  
 থাকুক এ ভাঙ্গা মন, আমি লয়ে থাকি,  
 আমারি এ ভাঙ্গা বুক, যোড়া দিয়ে রাখি ।  
 দিবনারে কাঁপ অঁই, শিশিরের জলে,  
 ফুলবনা ভ্রমে আর, চপলা-হিল্লোলে ।  
 হাসিব না আর হায় ! হতরল হাসি,  
 রে মন ! “দুঃখের হাসি” আর ভালবাসি !  
 যে'ওনা পরের হাতে, দিওনারে ধরা,  
 আত্মলুকী হয়ে থাক—জিতে প্রাণে মরা ।

কাজ কি কিছুই আশে, স্বপ্ন সমীরণে ?  
 ‘জন্মে’ বলিয়ে ডাক, আকাশের পানে ।  
 অনন্ত আকাশে মরি ! অনন্ত করুণা,  
 অনন্তই সার ওরে ! অনন্ত বাসনা ।  
 অনন্ত নহেরে অধু. অধু ফকির,  
 অনন্ত সঙ্গের সাথী, ভরসা আমার !  
 যখন না হবে বিশ্ব, সৃষ্টি, স্থিতি লয়,  
 যখন না আশা, প্রেম, মাতিবে হৃদয়,  
 যখন রে সঙ্গ-সাথী হবে অন্তর্দীন,  
 তখন অনন্ত-কোলে অ্থে দিব প্রাণ !  
 অ্থে দিব প্রাণ ওরে, শু’রে রব অ্থে,  
 কঁাদিবনা আরো হায় ! আশাময় জুঃথে,  
 কঁাদিবনা আরো হায় ! সে জনার হয়ে,  
 যুহুযুহুঃ চাই যারে, প্রাণ বিনিময়ে ।  
 যুহুযুহুঃ চাই যারে ;—কেন তারে চাই ?  
 হায় হায় ওরে আশা ! আর কাজ নাই ।  
 কাজ নাই অতি আশে, “অতিতে” গব্বল,  
 “আশায়ে আশায়ে” শেষে, নিরাশা কেবল ।  
 দেখ্বে জগত জুড়ি, দেখ্বে রাত দিন,  
 “অতিশয় বাড়াবাড়ি” গতনের চিন ।  
 “অতিশয় ভালবাসা” কঁাদনের স্বর,  
 আপনি হইয়ে হারা, হ’তে হয় পর ।

“আপনাকে হারা হওয়া” তারক বলি প্রেম,  
উত্তমে উত্তম সেই—সোহাগাতে হেম ।

হেম নহে সীমা কছু—হেমের হৃৎকরা ;  
স্বার্থের পীরিতি ভবে, তেজারতি করা ।

তেজারতি, ও পীরিতি !—এই তোর কাজ ।

“না বিকানু খাটি প্রেম” এই বড় লাজ ।

না কিনিনু খাটি প্রেম, না চিনিনু তার ।

সাজা স্নেহে ঝুটা বাছি লইলাম হার !

সাজা স্নেহে ঝুটা বাছি, যদি বা লইনু,

কেন রে ও মন ! তারে বিশ্বাস না দিনু ?

না দিনু পরাগ কেন, তাহারে সপিয়ে ?

কেন রে না গেছু কেন, তাহাতে মিশিয়ে ?

কেন রে হইয়ে তার, কেন বা না হনু ।

দিয়ে মন দিয়ে কেন, আবার না দিনু ?

দিরে পুনঃ দেয় না যে, সেত বড় দায় !

না দেওয়াই একিবারে, শত ভাল তায় ।

না দেওয়াই একিবারে, ভাল তার চেয়ে ।

বিশ্বাস স্বাতক সেই, দেয় না যে দিয়ে ।

“মনের ব্যবসা” তাহে বিষম কঠিন !

লওয়া দেওয়া লয়ে ভয় ! ভয় ! রাত দিন !

হার হার । ভরে প্রাণ, কাঁপে থর থর,

“মনের বানিজ্য” করা একি ভয়ঙ্কর !

দিলে আর পাওয়া নাই,--যদিও বা মিলে ।  
কিন্তু ভাঙ্গা হরে আসে আস্ত মান দিলে ।  
সে ভাঙ্গা বিষম দাগ মর্মে জুরা হল,  
লাভ করা দূরে থা'ক, যায় লাভে মূল ।

আসলে বিনাশ তরা, অধু ডিঙ্গা ভাসে ।  
অকূল ভবের নীরে, ঝটকা বাতাসে ।  
ঝট্কায ঝট্কার ছোটে, কম্প থর থরে !  
কাণ্ডাবী বিহীন তণী, পড়ে রে পাথারে !  
পড়ে উঠে উঠে পড়ে, ডগমগ করে,  
বিষম ঘূর্ণিত পাকে গম্ভীরে রে ঘোরে !  
ঘোরে পাক তর তর, ঘোরে রে অতল !  
আসমুদ্র গিরি ঘোরে, ঘোবে নভোঃস্থল !  
ঘুরিছে প্রচণ্ড বেগে, জীবনের পাল,  
ফুরাইল আশা-ডোর, ছেড়ে দিনু হা'ল !!  
ছেড়ে দিনু হা'ল ধরি, কাজ কিরে মন ।  
অতল কালের গর্ভে, হোক নিমগন ;  
হোক নিমগন হোক, যাকু বিসর্জন,  
হাসি আমি অট হাসি, কাটুক থগন ।  
কিন্তু না হাসিব ওরে ! হু তরল হাসি ;  
রে মন ! "ছুঃখের হাসি" আর ভালবাসি ।  
আঁশ মন ! চলি ওরে, আয় আয় ধোয়ে !  
হাসিরে কঠোর হাসি, দন্ধ দন্ধ হয়ে ।

বন্ধ না হইলে মন ! সাধনা না হবে,  
 প্রেমের সাধনা অথু "দম্ব হওয়া" ভবে ॥  
 নহিলে যে বতদূর, তত পাবে সেই,  
 অপূর্ব বিধির লীলা ! লীলা তার এই ।  
 করে বলে প্রেম নহে, নিজে পোড়া-প্রাণ ?  
 বলুক যে আত্ম হারা, বিমূঢ় পাষণ ?  
 করে বলে প্রেম ভবে, অথের নিদান ?  
 হায় হায় ! মরুক সে—অথম অজ্ঞান ।  
 মরুক সে, না মরিয়ে, যদি করে বাদ,  
 করুক পীরিতি ভবে, দেখুক কি স্বাদ ।  
 করুক পীরিতি ভবে, যে করিতে চায় ;  
 কিন্তু যেন নাহি চিনে, প্রণয়ী তাহার ।  
 কিন্তু যেন প্রণয়ী না পারে চিনিবারে,  
 কভু যেন ঋণ ডোরে, বাঁধিতে না পারে ।  
 ভ্রমেও না করে যেন কভু উপকার,  
 করুক প্রণয়ী ভবে, শত্রু-ব্যবহার !  
 রে মন ! না পার যদি, করিতে বহন,  
 প্রেম হ'তে হয় যেই. উদ্ধা বরিষণ ।  
 রে মন ! না পার যদি, করিতে ধারণ,  
 প্রেম হ'তে হয় যেই. বজ্রের পতন ।  
 রে মন ! না পার যদি, মরিয়া বাঁচিতে,  
 অথবা বাঁচিয়া ভবে, মরিয়া থাকিতে ।

তা হ'লে স্বথারে ভুই, স্বথারে জীবন,  
 প্রেম ত নহে ধূলা, খেলার মতন ।  
 খেলিনু প্রেমের পেলা, কিন্তু রৈল শেষ,  
 প্রাণ দিয়ে খেলা যেই, সেই তো “বিশেষ” ।  
 প্রাণ দানে প্রেম খেলা, খেলিব এবার,  
 প্রাণ দান বিনা নাই, প্রেমের উদ্ধার ।  
 প্রাণের শোনিতে দিব, এ যজ্ঞে তর্পণ,  
 প্রাণ দানে করিব এ লীলা সমাপণ !!  
 যাউক যাউক প্রাণ, কত সব আর ?  
 সেই দেশে যাব প্রিয়া, যে দেশে আমার ।

---

প্রেমের বিজাতিয় ধর্ম্মানুসারে আত্মবলি  
 নিমিত্ত যুবরাজের তাতার দেশে গমন,  
 ও তথায় প্রাণ ত্যাগের উদ্যোগ ।

---

কেনবা ত্যজিনু আমি আপনার দেশ  
 এত জ্বালা, এত যুগা, সহি পর দেশ ?  
 কেনবা ত্যজিনু আমি, দারা স্মৃত ভাই ?  
 দরদের মা বাপেরে কেনই কান্দাই ?  
 কিন্তু বাহার তরে মরি আমি হার !  
 মোর প্রতি সেত করে, 'ক্ষণা তাকান,

আহা ! এ মরম ছুঃণ করে আর কই ?

পাষণ চাপিয়ে বুকে, মরি যেন রই ।

সবার মরণ আছে, মোর যত্ন নাই ।

অসহ দারুণ দাহ সয়ে বাচি তাই ।

কৈ সে, কোথায় মোর অনুগত নারী ?

এদশা হয়েছে শুধু অভিশাপে তারি ।

স্বপিল জীবন মোরে, দিল সে পরাণ,

পরাণ দিতে সে বিন্দু, নাভাবিল আন ।

নাভাবিল নাচিস্তিল নাবুঝিল পর,

সাধিল করিতে শুধু প্রাণের দোশর ।

মন দিল ধন দিল, দেহ দিল দান,

আপনা পাশরি মোরে স্বপিল পরাণ ।

কিন্তু রে অভাগা আমি কোন্ দোষে তার,

এমন গুণের ধনে ত্যজিলাম হায় !!

কান্দিয়ে সাধিল শেষে ছুচরণ ধরি,

তবু হায় ! আসিলাম তারে পরি হরি ।

আজিরে নাজানি দশা কি হয়েছে তার !

অবশ্য দিয়েছে প্রাণ বিরহে আমার ।

অবশ্য দিয়েছে প্রাণ নাহি তাহে ভুল

কে আছে নিহুর হেন মম সমভুল ।

আমার সম্মান পাপী ধরাতলে নাই ।

কোন্ দোষে ত্যজি তারে, ভাবি এবে তাই ।

কোন দোষে ত্যজিলাম হেন সতী নারী,  
 কোন দোষে ত্যজি পুত্রে বুঝিতে নাপারি ।  
 হারে পুত্র বাছাধন ! আর কোলে লই ।  
 না র'ল বংশের বাতি আর তোরে বই ।  
 না রল বংশের বাতি কি আর যতন ?  
 কর্মদোষে হারা'লাম অমূল্য রতন !

হায় পুত্র, বাছা মোর ! দেরে দরশন,  
 দে'খে লই শেষ দেখা জন্মের মতন ।  
 দে'খে লই শেষ দেখা, নাতাকিব আর !  
 ভাগ্যে যদি থাকে দেখা পরকালে সার ।  
 হারে কণ্ঠে নবস্মৃতে ! ননির পুতুল !  
 দুঃখের পাথারে তোর নাহি দেখি কূল ।

জন্মে না মরিলি কেনে, সব হতো শেষ !  
 বাচিয়ে সহিবি তুই আর কত ক্লেশ ?  
 কে জোগাবে বল তোর, অশন বসন ।  
 কেবা মুখ পানে চেয়ে মুছাবে বদন ।  
 জন্মের মতন আমি, এই চ'লে যাই,  
 জন্মের মতন মাগো ! দেখা পাবে নাই ।  
 শুনেছি লোকের মুখে, জন্ম-বার্তা তোর  
 দেখিবার ভাগ্য কিন্তু না ঘটিল মোর ।  
 জন্মের মতন বাছা ! দেখিবি না তুই ।  
 জন্মের মতন আজ ধরাসনে শুই ।

হায় বৎস ! কোথা আজ, ভ্রাতার নন্দন !  
কোথা বৎস ! আর তোর, দেখি ওবদন !

কোথা রে রহিলি বাছা ! অভাগীর পুত ।

চির জনমের দুখী, পিতৃহীন হত !

কর্মে কি আছিল লেখা, এই তোর শেষ,  
না পাবি আমার দেখা, মরিব বিদেশ ।

হায় যদি ফেটে যায়, বিষাদের ভরে !

রে বাছা ! হুপিবে যাই কারকাছে তোরে ।

কার কাছে খুয়ে যাই, কার কাছে দেই ।

এণ্ডের সংসারে তোর, কেহতরে নেই ।

কে আছে আপন আর, কে আছে এমন,

দুঃখের সময়ে তোর, চুম্বিবে বদন ।

আহা মরি ওরে পুত ! গুণনিধি ধন !

কোন্ দোষে ছাড়ি তোরে জন্মের মতন ।

কোন্ দোষে ত্যজিলাম সোণার সংসার

রে বাছা ! প্রবোধি মায়ে ক'রো সমাচার

ক'রো রে মায়ের কাছে, পুত্রধন তার

জন্মের মতন গেল, ফিরিবেনা আর ।

জন্মের মতন গেল জগতের অরি,

জুরাকু সবার মন, ছেঁষ পরিহারি !

জুরাকু সবারি মন, মরণে আমার

ক'রো বাছা ! সবেরে সে শেষ সমাচার ।

আমার মরণে স্থখী হবে বিশ্বজন,

স্থখেতে ঘুমাকু শুয়ে, প্রকুল বদন

আজিরে ঘুচিবে শেষ কণ্টক সবার ।

সবাই হইবে শান্ত মরণে আমার

ঘুচিবে চক্ষের শেল, হৃদয়ের ভার

না জানি কি মহা শত্রু আমি সবাকার ।

হায় রে ! নাজানি কিবা আমি করিলাম

ভবের দাকন বৈরি আমি হইলাম ।

আমিই হইনু একা জগতের অরি

আমি মইলে ঘুচে যার, সকলের বৈরী ।

নাজানি কর্মের লেখা, কিবা মোর দোষ

যারে ভালবাসি সেই, ভাবে অসন্তোষ ।

যারে ভাল বাসি আমি সেই মোর অরি

যার করি উপকার সেই হয় বৈরী ।

যার লাগি কান্দি আমি, সে কান্দায় মোরে ;

আমি মরি মহা দুঃখে, সেত সুখ ভোরে ।

আহারে ললাটলিপি ! কারে কবো আর ?

সেই মন্দ করে আমি ভাল করি যার ।

আজিরে হইবে শান্ত প্রাণ সবাকার,

কেবলি কান্দিবে শুধু জননী আমার ।

হায় মাগো কোথা তুই ! জন্মের ছঃখিনী

জন্ম শেষ দাও আজি ও চরণ খানি ।

দে'খে নই প্রাণ ভরি, ধরি শেষ বুকে.  
 সব স্বধী কিন্তু মাগো ! তুই রবি দুঃখে !  
 বিষম দুঃখিনী তুই, নাই সমভুল  
 দুঃখের পাথারে মাগো ! নাহি দেখি কুল  
 না মানি তোমার কথা, নাহি শুনি বাণী  
 হায় রে ! হইল আজ, শেষ এই থানি ।  
 না মানি কাহারো মানা, হইয়ে উদাসী  
 ঘরের বাহির হনু সাজিয়ে সম্মাসী ।  
 কিন্তু রে কোথায় মোর সে বাঞ্ছিত ধন,  
 জন্মে না হইল আর, বাসনা পূরণ ।  
 মিটিলনা মনোসাধ, পূরিল না আশ,  
 দারুণ প্রেমের দায়ে, হল সর্বনাশ ।  
 দাকন প্রেমের দায়, হৃদি ফেটে যায় ।  
 যার জন্য মরি সেত ফিরে না তাকায় ।  
 যার জন্য মরি সে না, চাহে মোর পানে ;  
 প্রাণ ত্যজি আজি উহঃ সেই অভিমানে !!  
 সেই দুঃখে সেই তাপে মরি আজ হায় !  
 কার সাধ্য সে দারুণ অনল নিভায় ।

---

প্রাণ পরিত্যাগ জন্য একান্ত ক্লত  
 সংকল্পাবিত হইয়া ।

যার জন্য মরি, সেনা চাহে মোর পানে !  
 প্রাণ ত্যজি আজি হায় ! সেই অভিমানে !

সেই ছুখে সেই তাপে, মরি আজ হারি ।

কার মাঝে নে দারুণ অনল নিভায় ?

কি আছে জগতে যার, যাবে সেই ছালা ?

জদি হ'ল ভস্ম ছাই । হাড় হল কালা !!

সহিতে না পারি আর, দারুণ দহন !

মৃত্যু পরে যদি মোরে দেখে কোন জন ;

দেখিবে হৃদয় খানি জলন্ত অঙ্গার ;

খণ্ড খণ্ড এক লক্ষ ছিদ্রে মধ্যে তার ।

প্রত্যেক ছিদ্রেতে খেলে, অনলের শিখা,

প্রত্যেক শিখাতে পাবে, তার নাম লিখা ।

জলন্ত অঙ্করে লিখা, প্রতি লোম কুপে ;

প্রতি লোম কূপ জ্বলে, নরকের রূপে ।

সহস্র নরক জ্বলে, হৃদয়ের মাঝে,

তার দাহে দগ্ধ হল, দেবতা সমাজ ।

সূর্য্য সোম দগ্ধ হল, সে দারুণ তার,

লক্ষ লক্ষ ধুমকেতু, নিখাসে ছড়ায় ।

দেখিবে মৃত্যুর পরে, সমাধি আমার,

ফাটিয়া চৌচির হবে, বিরহে তাহার !!

পুড়িয়া হইবে ভস্ম অঙ্গের কাফন,

উপরেতে ভস্ম হবে তক লতা গণ !

কাঁপিবে ধরণী খানি ভুকম্পন হলে

উজানে সমুদ্র জল বহিবে উঠলে ।

আকাশে উঠিবে মোর, পরিতাপ ধ্বনি  
বিরহ-বারতা তার ঘূষিবে অশনি ।

হায় হায় দীননাথ ! সৈতে আরো নারি  
দয়া করি দিলে লও, ভব-সিদ্ধু পারি ।  
দাও নাথ ? সে অধমে বিন্দু কৃপা ধন  
আমার মতন যার, দন্ধ হয় মন ।  
দাও নাথ কৃপা কর, হ'য়োনা কৃপণ  
হায় হায় ! কোথা গেলে পতিত পাবন ?  
হায় হায়, হে দয়াল ! কোথাহে এখন ?  
দাও মোরে, দাও দেব ! অনন্ত জীবন ।  
দাও মোরে দেখাইয়ে মুক্তির পথ,  
ভকতি বিহীন আমি, পূর মনোরথ ।  
আর ত পারি না আমি, বহিতে জীবন  
জীবনের ভার মোর, অসহ্য এখন,  
জীবনের ভার মোর, হায় ভয়ঙ্কর !—  
হায় হায় ! নাজানি কি প্রাণের ভিতর !!  
যা থাকুক হবে তাই, এই দেহ প্রাণ,  
তোমারি হে কর নাথ ! যা তব বিধান ।  
যা বিধান কর তাই, এই দেখ মরি ।  
এই মারিলাম ছোরা, তব নাম স্মরি ।

---

বলিতেই চক্ষু মুদ্রিত করন, এবং বক্ষ প্রসারণ  
পূর্বক হঠাৎ স্তনীক ছুরিকা উত্তলন ।

---

# অকণ ভাতির মিলনের পর উষাদেবীর বিবেক ভাব ও মর্ষভেদী আক্ষেপ ।

## বিষাদ সঙ্গীত ।

( কবির সুর ) \*

চিঁতেন ।

দারুণ মরমের ব্যথা ! সে কথা কায় কব না ;  
বাসি ভাস, বাস্বো ভাল, কারে জান্তো দিবনা !!

দারুণ মরমের ব্যথা—সে কথা কায় কবনা !

প্রাণ যাকু, যাকু সে প্রাণ, তবু থাকু মোর অভিমান  
পাষাণে বেঁকেছি প্রাণ, চক্ষের দেখা দিবনা !!

\* কবি গানের নাম শুনিলেই অনেকের মনে একটা অভঙ্গির উদয় হয়। কিন্তু বাঁহাদের ঐ রূপ হয় তাঁহারা জানেন না যে, “কবির গান” নাম ধেয় বিষয়টি কি ? সাহিত্য কি ? আর সঙ্গীত জিনিষটাই বা কি ? সংক্ষেপ কথায় বক্তব্য এই যে, কবিতা এবং কাব্য হচ্ছে সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রধান অঙ্গ ; আবার গান বা সঙ্গীত হচ্ছে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গের প্রধান অঙ্গ। যেমন জীব দেহের মধ্যে শিরোদেশ এবং বক্ষস্থল শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, আরার সেই শিরোদেশ ও বক্ষস্থলের মধ্যে চক্ষু কণ নাশিকা জিহ্বা এবং হৃদপিণ্ড।

গদ্যের শত পৃষ্ঠাতে যে ভাব প্রকাশিত হওয়া চুকুর, প্রকৃত কবিতার দশটি ছত্রে সে ভাব পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। আবার সাধারণ কবিতার ভাষার দশটি ছত্রে যে ভাব একটির ও ব্যক্ত হইতে

অন্তরা ।

ধন্য ধন্য ! ধন্য অভিমান ! মানীর মান,—প্রাণ,  
মানীর জীবন, ধন ধান, তাতো ছাড়তে পারেনা ।

খাদ ।

প্রাণ যাকু, যাকু সে প্রাণ, ভাল বাসতে  
তায় তো ডাকবো না ।—

দারুণ মরমের ব্যথা !—সে ব্যথা কায় কব না !!  
বাসি ভাল, বাসবো ভাল, কারে জান্তো দিবনা !

কোল খাদ ।

লুকায়ে ভাসিব ভাল, তার হৃদয়ে চিরকাল,  
জানি আমি, জানি ভাল, সে আমার তো হবে না !!

মিল ।

প্রাণ যাকু, যাকু এ প্রাণ, চক্ষের দেখা দিব না !!

নাগারে, সঙ্গীত রূপ কবিতার একটি মাত্র সুর ও অতিজল্প ভাষা-  
তেই সে ভাব অতি পরিষ্কার রূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে । ঐরূপ  
সরল পরিষ্কার ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাবুকগণ সর্বদাই  
লালায়িত । খাটি ভাব কি প্রকারে প্রকাশ করিতে হয় তাঁহারা  
তাহার উপায় অনুসন্ধান করিয়া সর্বদা চিন্তামগ্ন থাকেন । সাহিত্য  
জগতে বাঁহারা পণ্ডিত, বিদ্যারদ, এবং ভাবের রাজ্যে বাঁহারা মহা  
ধনুর্দ্ধর বটেন, তাঁহারা জানেন যে, কবির গানে অর্থাৎ কবির সুরে  
যে প্রকার পরিষ্কার খাটি ভাব প্রকাশ করা যায়, এবং ভাব গুলি  
যে প্রকার জম্জট বাঙ্কিয়া দিবি, পরিস্কৃত হইয়া ওঠে, অল্প প্রমা-  
ণীয় গান বা কবিতায় ততদূর পরিষ্কার ও পরিস্কৃত হইয়া খাটি

কমর ।

সাধ ছিল মোর চিরকালো, ( তারে ) একাই আশি  
বাসবো ভাল, বিধি সে'খে বৈরী হলো.

আমার সাধের গুড়ে পৈলো বালি !

সাদা মনে, পড়লো বাঁধা, হৃদে ধরলো মর্মের কালি ;

আমার সাধের গুড়ে পৈলো বালি !!

[ ঐ সঙ্গীত । ]

বিভাস, ভাল আড়া ।

স্বখের আশে, ভবে এ'সে, জন্ম গেল দুখে দুখে !!—

দিনের দিন, দুখ হয়ে প্রাণীন,

দুখের অধীন. ক'রেছে আমাকে !!

স্বখের আশে, ভবে এ'সে, জন্ম গেল দুখে দুখে !! (১)

মাতৃ গর্ভে স্থিতি যখন, নিরদে ক্ষিরোদ বরণ,

কঠোর যন্ত্রণায় তখন, ছিলাম উর্দ্ধপদ, অধঃমুখে ।

অবতারণ হৈতে ধরায়, কঠোর ওষ্ঠর যন্ত্রণায়, শখ্যা কণ্টক

হয়ে হৃদয়, কত করুণা কৈরেছি মুখে !!

স্বখের আশে———

শৈশব কাল হৈতে হরণ, বারবানন চিত্তার দহন,

রাবণের চিতার মতন. প্রজ্জ্বলিত সদাই বুকো !!

---

সরল মধুর ভাব দাঁড়ায় না । তাই আমাদের নিকট কবির পুর  
বিশেষ আদরনীয় । ভাবের কথা, প্রেমের কথা, আর মর্মের  
কথা, এগুলি কবির গানেই বড় মধুর ভাব ধারণ করে ।

মহা চিন্তা কালানলে, সর্বস্ব গেল রে হৈলে !  
 প্রাণ-পতঙ্গ উড়ে বেড়ায়, অই আসন্ন অগ্নির মুখে !!  
 স্থখের আশে, ভবে এ'সে আমার জন্ম গেল  
 দুখে দুখে !!

---

ভাতার অন্তঃপুরী হইতে বাহির হইবার পূর্বের সুব্রাজ  
 অরুণের প্রাসাদ সন্নিকটে অতি গোপন ভাবে  
 রাজবধু উমাদেবীর গমন এবং অরুণের  
 উদ্দেশ্যে স্বগতঃ বক্তব্য ।

সঙ্গীত ।

( কবির শ্রব ।

চিৎনে ।

জাগ, জাগ ! চেতন হ'য়ে দেখ ! দেখ !!  
 পরমায়ু-স্থখের নিশি যায় !—

অস্তুরা !

দেহ কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে, ইন্দ্রিয় ময় ভ্রমর গুঞ্জে,  
 হয়ে দুঃসাহঃ ; শমন-কুকিল করে “কুহ কুহ”—  
 হে'রে কুগ্রহ ।

---

“কবির শ্রব” জাতির সাহিত্যের একটা উচ্চ আত্মধর্ম-রূপ,  
 অবহেলা ও অযত্নে উহা ধ্বংস করা শ্রেয় নহে । সাহিত্য লংসারের  
 প্রবান পাণ্ডিত্যগণ এসম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিবেন ।

আপান অপান তোমির নাশী, বিভিন্ন বেশ  
পূর্ণমাসী, কফ রাহু-ভাস্কর তেজসী, আসি আসিবে রে  
প্রাণ ! না তোমার ?

জাগ জাগ ! চেতন হয়ে দেখ, দেখ !  
পরমায়ু-স্বথের নিশি যায় !!

খাদ ।

উঠ উঠ, উঠরে প্রাণ ! নাই স্বথের সময় । ছয়টা  
ঐহিক স্বথের শুক শারী, ঐহিকের স্বথ পরিহরি, বিমুখ  
হয়েছে ! ( ওহে প্রাণ নাথ ! প্রাণ নাথ !! ) স্বপ্নে  
বিমুগ্ন হয়েছে !!

ভোর হয়েছে স্বথের নিশি, অন্ত গিছে স্বথের  
শশি, ঘিরে নিছে দুখ-তামসী ; হয়ে বাসি, স্বথের কুমুদ  
মুদিত হয়েছে ।

আর কি আছে আমার, স্বথের প্রমোদ ! ভে'ঙ্গে  
গিছে স্বথের আনোদ ! স্বথ-সরসে হৃদয়-কুমুদ, শুকায়ে  
মুদিত হয়েছে !!——

জাগ জাগ ! চেতন হয়ে দেখ দেখ !

পরমায়ু-স্বথের নিশি যায় !!——

মোহরা ।

পরমায়ু নিশির সঙ্গে, রঙ্গেতে প্রাণ রও ; কুহুম  
কুঞ্জতে, দেহ কুহুম কুঞ্জতে, স্বপ্ন শয্যাতে, মোহ  
নিদ্রা যাও ।

প্রাণ নাথ ! ওহে প্রাণ নাথ ! অভাগিনী আজি  
ডাকে, চক্ষু মে'লে চাও !——

কুকার ।

ঐহিক স্থখের আশা, বাসা নাশী, আছে কি  
পোহাইলো নিশি. দিশে নাই প্রাণ ! তোর ; ওহে  
প্রাণ নাথ ! ওহে প্রাণ নাথ !! স্থখের নিশাতে বিভোর।

স্থখের স্বপনে পেয়ে রাজত্ব, রাজ স্থখ ভোগে  
করিত্ত, ঠিক ভেবেছ প্রাণ কত. স্থখের যামিনী  
হবে না তোর ?

ওহে প্রাণ নাথ ! ওহে প্রাণ নাথ !! স্থখের  
নিশাতে কি এতই বিভোর ??

মিল ।

স্থখ বিলাসী স্থখের নিশি. করেছে যাত্রা ;  
অগ্রে তোমায় দিতে বার্তা. বিমতি প্রভাতি উদয় !

জাগ ২ ! চেতন হ'রে দেখ ২ ! পরমায়ু স্থখের  
নিশি যায় !!——

সুমুর ।

প্রভাত হলে স্থখের নিশি. কোথায় রবে স্থখের শয্যা,  
ভার্য্যা স্থখ বিলাসী ?

অন্ত হ'লে স্থখের সম্পদ, লুকায়ে যাবে আমোদ  
প্রমোদ. শেষে হবে সন্ধ্যাসী ;

স্থখের কোমল গাত্র, স্থখ স্চিত্র, হবে চিত্রাণ  
ভস্ম-রাশি !!

নাথ ! ওহে প্রাণ নাথ ! ( তখন ) কোথায় রবে  
স্বথের শয্যা, ভাৰ্যা, স্বথ বিলাসী ??

পর অন্তরা ।

নিদ্রা ভেঙ্গে অপাঙ্গেতে কৈরে দেখ ধ্যান ।  
স্বথের সঙ্গী সব, সৌরভ আর গৌরব, বৈভব, সুকালো  
সব, দুখ দে'খে বিমনে ।

পর ফুকান ।

তোমার কাল হয়েছে কাল নিশি, স্বথের কাল  
কাল বিনাশি, হবে যায় অন্ত, ওহে প্রাণ নাথ !  
( প্রাণ নাথ ! ) ক্রমে কালে হর্কি সমস্ত ; ( সমস্ত ! )

এক দিন ভাবলিনারে বরণ কাল, হলো রে স্বথ  
হরণ কাল, শিয়রেতে বৈশে কাল, কোন্ দিন হবি  
কাল-রাহ গ্রন্থ !

চেয়ে দেখ, দেখ ! প্রাণ নাথ ! তোমার স্বথের শশি  
হয়ে যায় অন্ত !!——

পর চিতেন ।

উঠ উঠ ! উঠরে প্রাণ ! চক্ষু মেইলে চাও,  
জন্মের তরে, বিদায় হইরে, শেষের বিদায় দাও !!

আর আসবেনা অভাগিনী, আর ডাকবে না  
এ পাপিনা, কান্ধবেনা আর এ ছাখিনী, জন্মের শোধ  
ও চরণ দাও ।

উঠ উঠ, ওঠরে প্রাণ ! চক্ষু মেইলে চাও ।

মিল ।

জন্ম ভূমে, মায়া যুমে, হ'য়ে আছি ভোর ; সম্মুখে  
নিদান দে'খে ঘোর. হামিদ বাউর কেন্দে গায় !  
ভর্সা কেবল দিন-কাণ্ডারী, দৌনের কান্না নবীর পায় ।

---

উষাদেবীর তাতার রাজ পুরী হইতে নিশিথ কালে  
একাকী বহির্গমন ও নদী-তীর-দেশে  
উপবেশন পূর্বক  
গভীর প্রার্থনা । \*

পাপ তাপ দুখ হারী প্রভুহে !

——পাপ তাপ দুঃখ হারি !!

বিশ্বের কারণ, মহিমা প্রবর্তন (২)

কহ কত সব পিতঃ ! আমি হে তুহারি,

——পিতঃ ! আমি হে তুহারি !!

\* এই উষাদেবীর প্রার্থনাটি এবং অতঃপর অরুণ দেবের  
প্রার্থনা নুতন ধরণের রচিত এবং বঙ্গ সাহিত্যের নুতন ধরণের  
জিনিষ । নুতন ২ ধরণের রাগ রাগিনী এবং সুর সংযোগে  
পাঠিতব্য । কিন্তু সকল পাঠক পাঠিকা ঠিক রূপে মনের মত মধুর  
করিয়া পাঠ করিতে. এবং পড়িতে ২ বিগলিত চিন্তা হইতে পারি-  
বেন কিনা, তাহাই একান্ত সন্দেহ ।

তোমারি ভকত, দেখ গো, দেখ তাতঃ ! (২)

ভব ঘোর সংসারে শঙ্কটে পড়ি,

প্রভু হে ! ভব ঘোর শঙ্কটে পড়ি !

দুস্তরে নিস্তার, কেন গো বার বার (২)

দুখ দাও, দুখিনীরে নয়নে নেহারি ;

প্রভু হে ! [তুমি] নয়নে নেহারি !

জনন জীবন, তোমারি প্রবর্তন (২)

দুঃখ, শোক, পাপ, তাপ, বিধান তোমারি ;

প্রভু হে ! বিধান তোমারি !!

তোমারি লিখন, সুখ দুখ ঘটন (২)

দিব দোষ কারে আরো দেখহ বিচারি !

—প্রভু হে ! দেখ গো বিচারি !!

তুমিই বাড়িও তুমি পুনঃ ঘাটাও (২)

তুমি নাহি চালাইলে, চলিতে ত নারি !!

প্রভু হে ! চলিতে ত নারি !!

আমি ত যন্তুরি, তুমি যন্ত্র বিহারী (২)

তুমি নাহি বাজাইলে, বাজিতে কি পারি ?

প্রভু হে ! বাজিতে কি পারি ?

উঠাও উঠাও, বাসনা মিটাও (২)

জীবনের জড় বোঝা, কত সব ভারী !!

প্রভু হে ! কত সব ভারী !!

ভবের ভাবনা যুট্টিও এ যাতনা (২)

কোলে লও কূলে নিয়ে, ভব-কর্ণধারি !

পিতঃ গো ! ভব-ভয় বারি !!

দুস্তরে নিস্তার কেন গো বার বার

দুঃখ দাও দুঃখিনীরে নয়নে নেহারি,

পিতঃ গো ! নয়নে নেহারি !!

উঠাও উঠাও বাসিনা মিটাও (২)

জীবনের জড় বোঝা, কত সব ভারি !

প্রভু হে ! কত সব ভারী !

দুখিনী সন্ধান, ভুলিলে গো কেমনে (২)

মাতা ছাড়া পিতা ছাড়া, ভাইয়ে ছাড়া করি.

পিতঃ গো ! (তুমি) পাপ তাপ হারি !

তুমি জান বেদন ! নাহিত আপন !! (২)

কোলে লও কৃপা করি, ভব-ভয় বারি !

পিতঃ গো ! ভব ভয় বারি !!—

তোমারি ভকত দেখ গো, দেখ তাতঃ !

কহ কত সব পিতঃ ! আমি গো তুহারি.

পিতঃ আমি হে. তুহারি !!

পাপ তাপ দুঃখ হারী প্রভুহে !

পাপ তাপ দুঃখ হারী !

উঠাও উঠাও. বাসনা মিঠাও (২)

জীবনের জড় বোঝা, কত সব ভারী ?!

পিতঃ গো ! কত সব ভারী ?!

পাপ তাপ দুঃখ হারী প্রভুহে !

পাপ তাপ দুঃখ হারি !!

উষা দেবীর মৃত্যু জন্ম প্রস্তুত ও  
শমনের উদ্দেশ্যে ।

সঙ্গীত ।

( প্রসাদোত্তর )

দাঁড়া, দাঁড়া !! দাঁড়া !!—শমন রে । তুই দাঁড়া !!

আর্ বিলম্বে কাজ নাইরে মোর, আমার ভবের  
বাগিছ সারা !!

দাঁড়া দাঁড়া !!—শমন রে , তুই দাঁড়া !!

আশা কৈরে ভবে এ'লেম্, মাগিক কিন্বার আশে ;  
আমার সে আশা নিরাশা হ'লো, মূলধন গেল নাশে ?  
আমি ভবের হাতে সব খোয়ালেম্ আপন কন্ম দোষে ।

• আগে যদি জাস্তোম্ আমি, এমন কু এ মর্ত্ত ভূমি,  
কে ডুব্তো তবে পঙ্ক দলে, ছেড়ে ও অমৃত ধারা । ।

দাঁড়া দাঁড়া ! দাঁড়া !! শমন বে, তুই দাঁড়া !!

ভবের সাধ সাঙ্গ এবে, আমার সাধ হয়েছে পূরা !

দাঁড়া ! দাঁড়া !! শমন রে তুই দাঁড়া !!

খড় প্রবাহে বাষ্প প্রদানে এবং সন্তরণ  
করিতে ২

সঙ্গীত ।

( কবির সুর )

( চিতেন )

হাল ধৈর দীন্কাগারি ! আমার জীর্ণ তরী,  
দেয় যেন্ পারি, ভব-পাথারে ।

একে আকুল অকুল বারি, তাহে উঠলো তুফান  
ভারী, ভর্সা কেবল নাম তোমার, বাপ্ দিলাম্  
হায় সাতারে !

আমার জীর্ণ তরী, দেয় যেন্ পারি, ভব-পাথারে !!

( অন্তরা )

কাল্ গোয়ালেম্ কালের বশে, ছাড়িলেম্ ভেলা অব-  
শেষে, মহা দুর্যোগ অমানিশে, দিসে হারা হলেম্ হায় !

( খাদ )

ডুবলো ডুবলো ডুবলো তরী, কোথায় রলেন্ দীন্  
কাগারি ! দীনার দিকে দৃষ্টি কৈরে, তীরে নেও মোর  
ভাঙ্গা নায় ;

( মিল )

আজ ডুবালেম সাধের ভরা, গড়ায় যেন কূল পায় !

( কোল গাদ )

মায়ার তরী পাপের ভরা, তরঙ্গ তুফানে সারা ;

ডুবলো ভরা এ কূলে, কূল দাঙগো নাথ আমারে !

( মিল )

আমার জীর্ণতরী, দেয় যেন পারি ভব পাথারে !

ডুবিতে ডুবিতে ।

( সঙ্গীত । )

মালসী, কবির হ্রদ ।

লও, কোলে লও, আজি লও কোলে নাথ !—

কূল দেগো কৃপা কৈরে, করি পদে প্রণিপাত,

লও, কোলে লও, আজি লও কোলে নাথ !!

আজি ঘোর অন্ধকারে, ঝাপ্ দিছু এ পারাবারে,

তুমি সঙ্গী এ পাথারে, তুমি প্রভো ! বাড়াও হাত ।

ডুব দিলাম জনমের তরে, কোলে লও দুঃখিনীর তাত !!

দিলাম ডুব জনমের তরে !!—

উষা দেবীর মৃত্যুর পর অরুণ দেবের ঔদাস্ত ভাবে এবং  
সম্মাসার বেলে নিৰ্জ্জন বনবাসে উষা দেবীর শব  
সহ গমন পূৰ্ব্বক গতানুসোচনার সহিত

### ঈশ্বরের প্রার্থনা ।

নাথ ! আমি হে ভূহারি, ক্ষম দাসে (২)

সদা পাপ রত, র'নু, পাপ ভাষে ।

বন মজিল মজিল, বিময়-বিষে

গেল কাল গেল, কুট কাগিনী বশে !

গেল কাল গেল, পাপ ভার হৃদি ! [২]

কত সব আরো, দুঃখ নিরবধি ?

কত সব আরো অবিসহ তাপ—— (২)

সংসার শঙ্কটে, সহি ঘোর দাপ !!

কত দিবে দুখ, বল নাথ আর ? (২)

কত সব জ্বালা, অন্ত নাহি তার ?

নাথ ! সহিতে সহিতে, জনমাবধি (২)

সহিনু কতনা ? নাহিত অবধি !!

সহিতে সহিতে, সাহব কত ? (২)

সহিতে দহিতে, জীবন গত !

কত পাব দুখ, বল নাথ ! আরো ?

কত সব জ্বালা, অন্ত নাহি তার ।

আমি কি নহি গো, নাথ হে । তুহারি ? (২)

হর পাপ তাপ, আরো সৈতে নারি ॥

হর পাপ তাপ, হর দুঃখ হর (২)

ভব সিদ্ধি ঘোরে, ভব ভয়ে তর ।

তুমি না তরিলে, কে আর তরিবে ? (২)

ভব-ভয়-ভার কে আর হরিবে ?

ভব-ভয় ভারে, ব্যথিত হৃদি ; (২)

কেবা দেখে দুঃখ, মরম ভেদী ?

তুমি না হেরিলে, কে আর হেরিবে ? (২)

তুমি বিনে কেবা, করুণা করিবে ?

করুণা করহে, করুণা নাগর । [২]

ভব পারাবারে কর, দীনে পার ।

দীন নাথ তুমি, তুমি দীন বন্ধু, [২]

দীনে দয়া দানে, তর ভবসিদ্ধি ।

মন মজিল মজিল, বিষয় বিষে [২]

গেল কাল গেল, কুট কামিনী বশে ।

গেল কাল গেল, পাপ ভার হৃদি [২]

কত সব আরো, দুখ নিরবধি ?

দীন নাথ তুমি, তুমি দীন বন্ধু

দীনে দয়া দানে, তর ভবসিদ্ধি ।

তুমি হে আমার, তুমিতো মোর (২)

কেন তা বোধে না, এমন মূঢ় ?

তুমি হে আপন, তুমিত আত্ম [২]

তুমি সত্য সখা, তুমিই নিত্য ।

তুমি প্রাণ বন্ধু, তুমি প্রাণীরাম, [২]

মরি স্থধা সিদ্ধু, তব স্থধা নাম ॥

তুমি সঙ্গী সাথী, জীবনে মরণে [২]

প্রণতি প্রণতি, তুমিই চরণে ।

প্রণতি মিনতি, মিনতি নাথ ! [২]

রাখ গো রাখ গো ! রাখ হে সাথি ।

তুমি হে আমার, তুমি তো মোর [২]

কেন তা বোধে না, এ মন মূঢ় ?

তুমি হে আপন, তুমিত আত্ম, [২]

তুমি সত্য সখা, তুমিই নিত্য ।

তুমি সঙ্গী সাথী, জীবনে মরণে, [২]

প্রণতি প্রণতি, তোমারি চরণে ।

প্রণতি মিনতি, মিনতি নাথ !

রাখো গো রাখ গো ! রাখ হে সাথি !! .

নাথ ! আমি হে তুমিই, ক্ষম দাসে [২]

সদা পাপ রত, রণু পাপ ভাষে ।

যুবরাজ অরুণ দেবের বিজন বাসের  
সংবাদ শ্রবণে ভাতি দেবী  
হোসনে আফ্রোজের  
আক্ষেপ ।

—(ঃঃঃ)—

হায়, কি বিধির কন্দ, এই ছিল নিরবন্ধ !  
এক ধুয়ে ঘটিলেক আর !!  
বিপদ তরণ হেতু, সিন্ধুতে বান্ধিনু সেতু  
ভাসি সেতু ডুবিনু পাথার !  
যাঁচিতে স্থধার পান, বিস্কে হৃদে বিষ-বাণ  
পয়ঃ পিতে অশনি পতন !  
নিদাঘে ছায়ার আশে, যাপিনু তরুর পাশে  
আচম্বিতে ভুজঙ্গ দংশন !!  
চন্দ্রমা পাইতে সাধ, আকাশে বাড়ানু হাত  
বজ্রের ভাসিয়ে পড়ে মাথে !  
গিরি শৃঙ্গ দৃঢ় জানি, বান্ধিলাম ঘর থানি  
সে ঘর পড়িল অধঃপাতে !!  
অদৃষ্টের ফের ফার, ভাবি এক হয় আর  
হায় রে দৈবের বিড়ম্বনা  
মনোবাঞ্ছা বিধাতার, পূর্ণ হ'ল এইবার  
সোতে ভাসি সমুদ্রের পানি !

নিচুর বিধির ঠাই, ভালর ভালাই নাই  
ভাল নাই সুরুনে কখন !

চান্দের কলঙ্ক খোঁটা, পদ্মের কণ্টক বোঁটা  
ভাটা পায় যুবতী যৌবন !

কোকিলার কাল কায়, রাহুগ্রাস চন্দ্রমায়  
স্বর্ণের বহ্নির দহন,

কমল কীটেতে দম্ব, যুগ প্রাণ বাণে নম্ব  
দেখি প্রাণে, কষ্ট অসহন !

সুন্দর শিশুর হাস, ক্রন্দনে যায় সে তাসি  
মইজে যায় বৃক্ষে ঝরি ফুল ;

এমন কাঞ্চন-কায়, সৌরভ নাহিরে তায়  
হায়, একি বিধাতার ভুল !!

সকলি অদৃষ্ট-ফের, বুঝিনু বুঝিনু ঢের  
ভাবি এক ঘটিলেক আর !

কিণা চক্র বিধাতার, বোঝে লীলা সাধ্য কার ?  
কেবা জানে ভেদ, কিবা তার ?!

কে জানে এমন হবে, কান্দিয়ে গোয়াব ভবে  
ভেঙ্গে যাবে সুখের স্বপন !

না হৈতে রজনী ভোর, না ভাঙ্গিতে ঘুম ঘোর  
ভাগ্যে হবে মধ্যাহ্ন দহন !

কে জানে কান্দানু যারে, সে ফিরে কান্দাবে মোরে,  
ফিরে সে করিবে জ্বালাতন !

সে ফিরে লইবে দাদ, সৈতে হবে বিষম্বাদ  
 তার কান্না কান্দিব এখন !!  
 হায় রে সংসার ভূমি ! এমনি কলের ভূমি  
 যেম্নি কৰ্ম তেম্নি ফল দাও ;  
 হাতে হাতে বিনিময়, “কান্দালে কা'ন্দতে হয়”  
 নিজ ফান্দে ছান্দে পর দাও ।  
 বৃথা সে স্মৃতির নিশা, বৃথা সব আশা বাশা  
 বৃথা মোর ভজন পূজন !  
 বৃথা হল যত সাধ, সার মাত্র অপবাদ  
 মনোদাধ হলো না পূরণ !  
 কেবলি কষ্টের ভোগ, লাভ মাত্র পরাভোগ  
 বাহি সধু কলঙ্কের ডালি,  
 কলঙ্ক পশারা তুলি, আপনা আপনি ভুলি  
 কালা মুখ করি ঘোর কালি !  
 ভাল ছিল বিষ ভকি, কি লাভ জীবন রাখি ?  
 কেননা মরিনু ডুবি জলে ?  
 বিজনে থাকিয়ে কাশ, কেননা হইল নাশ ?  
 কেন কাতি না হানিনু গলে ?  
 . হারে পরা ফেইটে যাও, অভাগীরে লয়ে যাও  
 লুকাইয়ে ঢাক কালা মুখ !  
 অসহ হইল তাপ, সাগরেতে দিয়ে ঝাপ  
 অপানিত করিব এ দুখ !!

ছিছি মরি ! কোন লাজে, দেখা দিব লোক মাঝে

কোন লাজে দেখাব এ মুখ ?!

আমি মরি যাব তরে, সেতনা চাহিল ফিরে

মরমে দহিছে দন্ধ বুক !!

নিঠুরের সঙ্গে ভেট, উচ্চ মাথা হলো হেট

কে কবে আর পতি সোহাগিনী ?!

দেশের রমণী যত, সবা কাছে হ'নু নত

কেননা মরিনু অভাগিনী ?!

মরি অন্তে হৈলো ধন্যা, আমি কলঙ্কিনী গণ্যা !

কি পুত্র করিল সেবা জানি ?!

কোন্বা পাপের ফলে, এ দুর্দশা এ কপালে ?

সইতে লোক গঞ্জনার বাণী !

হারে ধরা ! ফেইটে যাও, অভাগীরে লয়ে যাও

লুকাইয়ে ঢাক কালা মুখ !

অসহ হইল তাপ ! সাগরেতে দিব ঝাপ !

অপনিত করিব এ দুখ !!

ছিছি মরি, কোন্ লাজে ? রহিব লোকের মাঝে

কোন্ মুখে ঘরে রব আর ?

বিজনে করিব বাস, এ তনু করিব নাশ

তরুতল করিব রে সার ।

কি কাজ সংসারে আর ? রাজত্বের ভালে ছার !

ছার মোর এ পোড়া কপালে !

ছার দেহ ছার প্রাণ, ছার উচ্চ পদ মান  
 ছার “বিয়া” লেখা ছিল ভালে !!  
 এখন কোথা সে পতি ? কি হ’ল এ নারী গতি ?  
 দুর্গতি দুর্দশা শুধু সার !  
 যেবা ভাল বেইসে ছিল, সেত ছেইড়ে পলাইল  
 কেবা ভাল বাসিবেক আর ?  
 যার জন্মে কে’ন্দে মরি, সেই দিল গলে ছুরি  
 ডাকাতির কিবা আর বাকি ?  
 ভাই বন্ধু পিতা মাতা, সবারি একই কথা  
 ভবের সম্বন্ধ শুধু ফাকি !!  
 “অরুণ ভাতিকে ছাড়ে” এ কেবা বিশ্বাস করে  
 বিশ্বাসের নহে এই কথা !  
 “অরুণ ভাতিকে ছাড়ে, এ দুঃখ কহিব কারে ?  
 কাহারে বুঝাব এই ব্যথা ?!  
 হারে ধরা ! কেইটে যাও, অভাগীয়ে ল’য়ে যাও  
 লুকাইয়ে ঢাক কালা মুখ !  
 অসহ্য হইল তাপ, সাগরেতে দিব ঝাপ  
 অপনিত করিব এ দুঃখ !!

---

## ভাতি দেবীর বিলাপ-সঙ্গীত ।

( ভাইটালী হুরে )

মধু মালতীর রাগিনীতে । \*

১। আমার কন্মের লেখা বিধির বিড়ম্বন !! (২)

ঘর থানি বান্ধিলাম আমি, চাল থানি তার ঘোড়ে (২)

কপালের দোষে সে ঘর, খাম ভাঙ্গিয়ে পড়েরে

আমার কন্মের লেখা. বিধির বিড়ম্বন !! (২)

২। বিজন কণ্ঠক তুইরে, সাধের মালঞ্চ গৈড়ে (২)

ফুটা'নু স্তরের কলি, কতনা বঃনে রে !

না ফুটিতে ভাল মতে, চেয়ে দোখি আচম্বিতে

কৌড়কে কেইটেছে কীটে. জ্বর জ্বর করি রে—

আমার কন্মের লেখা বিধির বিড়ম্বন !! (২) .

\* চিতলের পেটি, রুই কাতলার মূড়া, কৈ মদগুরের কোল, চৈত্র বৈশাখী কচি আগের ডালনা; জ্যৈষ্ঠ আঁষাঠে আম ছুধ, আর ক্ষীর্না, ননী, সর ভাজা, মণ্ডা গজা, রসগোল্লা ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং বাছা ২ খাষা দদি প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্যাদি পরিত্যাগ পূর্বক অধুনাতন বাঙ্গালী গণের অনেকে যেমন রোষ্ট কাট্‌লিজের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, দেশীয় সাংগিত্য, দেশীয় কবিতা, স্বদেশীয় সঙ্গীতের প্রতি ঘৃণা ত্যাগিল্য, অনানন্দের ও অবহেলা প্রদর্শন পূর্বক বিদেশীয় কর্কশ ভাবের অনুরাগী হইয়াও বাঙ্গালী জাতি তেমন নিজের জাতিয়ত্ব, নিজের মাহাত্ম্য স্বচ্ছন্দে

৩। শীতল সলিল আশে, যাইনু সাগর পাশে (২)

পিপাসা যাউক দূরে, অনলে দহিনু রে !

আমার কন্ঠের লিখা, বিধির বিড়ম্বন !

( আমার বক্তের লিখা বিধির কুলিখন !!

হারাইতে বসিয়াছেন। কলতঃ বাঙ্গালীদের মধ্যে সমস্ত বিষয় ভাল না থাকিলেও যে ২ বিষয় কিন্তু ভাল ছিল তাহা বুঝিয়া সম্-  
জিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখাট। তাঁহাদের পক্ষে কর্তব্য  
ছিল, এবং মন্দ গুলি বাদ ছাট দিয়া তাহা হইতে খাটি ২ ভাল  
বিষয় গুলি রক্ষা করিয়া আরও অধিকতর ভাল করিবার চেষ্টাকরা  
উচিত ছিল। কিন্তু দেশীয় বিষয় মাত্রই সমস্ত গুলি মন্দ বিবেচনা  
করিয়া মন্দ দশটার সঙ্গে ২ ভাল দশটাও তাঁহারা একিবারে  
পরিত্যাগ করিয়া “নহংসঃ, ন গজঃ” রূপী “কাক গতি” ভাবের  
অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন।

বাস্তবিক বাঙ্গালীদের বাঙ্গালীত্বের প্রাণের ভিতরের প্রশংসার  
ও উল্লেখ যোগ্য যে সকল খাটি জিনিষ আছে তন্মধ্যে দেশীয়  
প্রাচীন সঙ্গীত ও একটী। সেই প্রাচীন ধরণের রাগ রাগিনী এবং  
ভঙ্গন মাল্গা বিশেষতঃ কবির ধূয়া ইত্যাদি বিষয় গুলি এমনই  
সুমধুর ও এমনই চিত্ত বিনোদক মোহিনী শক্তি বিশিষ্ট যে, ভাষায়  
তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে সাদা সিধে সরল  
ভাবে প্রাম্য সঙ্গীত গুলিই “জাতিয় ভাষার প্রাণ” এবং প্রাচীন  
ধরণের রাগ রাগিনী গুলিই এদেশীয় “জাতিয় ভাবের প্রতিধ্বনি।”

মাননীয় পাঠক ! আপনি উপরের লিখিত নগণ্য অতি তুচ্ছ  
গানটি দেখিয়া এবং তাহার ভাইটালী সুরের কথা শুনিয়া

৪ । বিধি বাম ভাগে যারে, অন্তে কি করিবে তারে ?

বিধির-বিধান-লিপি, নহেত খণ্ডন রে !!

আমার কর্মের লিখা বিধির বিড়ম্বন !!

তাচ্ছিল্য বা স্বপ্নার সহিত নাশিকা কুঞ্চিৎ করিবেন না । বিষয়  
মাত্রেরই তুচ্ছ করিতে হয় না, তলাইয়া দেখিতে শুনিতে এবং  
ভালমত বুঝিতে হয়, সেই প্রকার তলাইয়া বুঝাই হয়েছে জ্ঞানীর  
কর্ম । বাহাইউক সম্ভাপিত প্রিয় পাঠক ! আপনি একবার  
অসহ্য বিষাদ জর্জরিত, অশেষ দুঃখ ভারাক্রান্ত বিদগ্ধ হৃদয় খানি  
লইয়া, ভাটি বেলায় ভাটি গাঙ্গে, ভাটি নৌকায় আরোহণ পূর্বক  
পূর্ব বঙ্গের প্রাচীন ভাইটালী নুরে উপরের ঐ সাধারণ অতি তুচ্ছ  
গ্রাম্য সঙ্গীতটি কোন সুললিত কলকঠ ব্যক্তির দ্বারা উচ্চৈশ্বরে  
গান করাইয়া দূরান্তর হইতে শ্রবণ করণত দেখি, মূর্ত্তের  
তরেও আপনার আলাময়ী অন্তরে স্বর্গের সমীরণ প্রবাহিত হয়  
কিনা ? ক্ষণকালের ক্ষণও আপনার মনোপ্রাণ বিন্দু পরিমাণে  
সুস্নিগ্ধ করে কিনা ? কলতঃ আপনার চিত্ত মন যদি মানুষের চিত্ত  
মনের মত হয়, যদি বাস্তবিক পাষণকেও পরাজয় না করে তবে  
সাহস পূর্বক বলিতে পারি যে, বাহা আমাদের ধারণা তাহা  
অবশ্যই ঠিক হইবেক ।

ভাতি দেবী সংসার পরিত্যাগ পূর্বক  
 বিজন বাসিনী হইয়া অৰুণ দেবকে  
 অন্বেষণ করিতে ২  
 আক্ষেপ করেন ।  
 ( সঙ্গীত । )

প্রাণ রে !

কি যাহু, করেছ তুমি মোরে ?!

দিবস সর্ব্বরী, তুহারি লাগিয়ে,

অঝরে নয়ান ঝোরে !!

তুহারি লাগিয়ে, হয়ে উদাসিনী

আছি তব নাম-মদিরা ভোরে !!

প্রাণ রে ! কি যাহু ক'রেছ তুমি মোরে ?!

তুহারি লাগিয়ে, পাগল পরাণ

কান্দেরে এহেন বিজন বাসে,

( আমি ) সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে, সর্ব্বস্ব ভুলিয়ে,

কেবলি আছিরে, তুহারি আশে !

তুহারি আশে রে, ধরেছি পরাণ

স্বপোছি জীবন, তুহারি করে ;

( হারে ) ধ্যান জ্ঞান চিন্তা, তুহারি কেবল—

আপনা পাশরি, তুহারি তরে !!

প্রাণ রে ! কি যাহু ক'রেছ তুমি মোরে ?!

কি জানি অমিয়া, খেলে রে ও রূপে,  
 যুগ যুগ হে'রে মিটেনা আশা ;  
 মুহূঃ না হেরিলে হই রে পাগল !

যত হেরি তত, বাড়ে রে নিশা !!  
 যত হেরি তত অতৃপ্ত পিপাসা,  
 ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসিনী উদ্দাম সাধ !

কিন্তু হেরি যবে অগ্নি ঢ'লে পড়ি,  
 কি যেন পড়ে রে লাজের বাঁধ !!  
 (আমি) বয়ান হেরিতে নারিনু হুখে ।

যুগ যুগ ধরি কত রে সাধিনু  
 শেষেতে বিষাদ রহিল বুকে ।

(আমি) বয়ান হেরিতে নারিনু হুখে !!  
 হারে, কি যাত্ন করেছ তুমি মোরে ?!

না দেখিলে মরি, দেখিলে পাশরি  
 অমনি বিহ্বলে আধাঁর আখি !

যুগ যুগ ধরি, সদা সাধ হেরি,  
 নয়ানে নয়ানে মিলায়ে রাখি ।

প্রাণ রে !

নয়ানে নয়ান করি আকর্ষণ

সদা পিতে সাধ, ও রূপ মধু !  
 সদা পিতে সাধ, অমিয়া তরল,  
 হেরিতে পাগল, বদন বিধু !

পাগল পরাণ, কান্দে তুহা তরে,  
 পাগল সদাই, ওরূপ আশে ;  
 এ সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড, ডুবায়ে সকল.

কেবলি ওরূপ নয়ানে ভাসে !  
 প্রাণ রে ! কি যাছু করেছ তুমি মোরে ?  
 কেবলি নয়ানে ওরূপ স্বরূপ  
 তুহা বিনে কিছু হেরে না আর ;  
 সেই দিকে চাই, তুহা ভিন্ন নাই  
 তুহাতে ডুবি এ ব্রহ্মাণ্ড সংসার !!  
 অই যে বিহঙ্গ কুজন কুহরে,  
 আমি ভাবি তুহা মধুর স্বর.  
 অই যে চন্দ্রমা আকাশে বিহরে.  
 ভাবি উহা তব বয়ান বর !

প্রাণ রে ! জগত বুড়িয়ে যেন তুমি !  
 আধার এ বিশ্বে তুমি চন্দ্র তারা  
 তুমি রে ব্রহ্মাণ্ডে একা ও তানু,  
 জগত হাতারি আমিরে একেলা,  
 কেবলি সে তুহা একাই পানু ;  
 প্রাণ রে ! জগত বুড়িয়ে যেন তুমি !  
 পাগল পরাণ কান্দে তুহা তরে,  
 পাগল পরাণ ওরূপ আশে !  
 এ সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড ডুবায়ে সকল,  
 কেবলি ওরূপ নয়ানে ভাসে !!  
 প্রাণ রে ! কি যাছু করেছ তুমি মোরে ?

না হেরিলে মরি, হেরিলে পাশরি  
 অমনি বিহ্বলে আধার আখি,  
 হয়ে ভেকা চেকা হইরে বেহোশ  
 কোন্ জানি স্বর্গে আমি রে থাকি !?  
 (আমি) বয়ান হেরিতে নারিনু হুখে !!  
 জনম ভরিয়ে কত রে করিনু  
 হেরিতে নারিনু ও চান্দ-মুখ,  
 হেরিলে পাশরি, না হেরিলে মরি,  
 বিষম বিষাদে বিদরে বুক !  
 প্রাণ রে ! কি যাদু ক'রেছ তুমি মোরে !  
 না দেখিলে মরি, দেখিলে পাশরি  
 আজন্ম সাধের মরম কথা,  
 হয়ে হারা দিশে, ভুলে যাই শেষে  
 ফোটে না বচন, অন্তরে ব্যথা !  
 আমার সাধ মিটলো না, জনম তো গেল !  
 মিটিলনা সাধ, ঘটিল বিষাদ,  
 বিধাতা বিবাদী হৈল ।  
 সাধের সাধনা, সাধিতে সাধিতে  
 বৃথাই জনম, বৃথারে ভেল ।  
 যুগ যুগান্তের, কত শত সাধ  
 কতশ তরঙ্গ খেলে রে প্রাণে,  
 কহিতে তোমায়, সদা চিত্ত ধায়  
 কিন্তু কেরে কৈতে, ভুলায় ক্ষণে ?!

হেরিলে তোমায় পরাণ বিহ্বল,  
 জড়িত রসনা, নির্ঝাঁক বোল  
 কহি কহি সাধ, কৈতেরে বিষাদ !  
 বিষম বন্ধনে প্রাণ্ণ ওত রোল !  
 আমার মনেতে রহিল, মনেরি ব্যথা ;  
 আমার সাধ্ মিটলো না, জনম্ তো গেল !!  
 প্রাণ রে ! কি যাত্ ক'রেছ তুমি মোরে ?!  
 তোমারে হেরিলে, হই ভেকা চেকা,  
 ক্ষণেকে ভুলিরে মনেরি কথা ;  
 ভুলিরে ক্ষণেকে, আজন্ম কালের  
 কতশ যোটানো সঙ্গীত, গাথা !  
 তোমারে হেরিলে, হইতো পাগল ;  
 কি যেন স্বপন, এচিত্তে বহে,  
 কি যেন খেয়াল, কি যেন নিশায়,  
 ভুলিরে কি যেন, মদিরা মোহে !  
 আমার মনেতে রহিল, মনেরি ব্যথা !  
 কহিতে তোমায়, কত করি সাধ,  
 কত যুগান্তের মরম কথা,  
 কতরে কবিতা, কতই সঙ্গীত  
 শুনাইতে সাধ, কতই গাথা !  
 (আমার) মনেতে রহিল মনেরি বাসনা,  
 এজন্মে নাহিক মিটিল আশ ;

জনম গেল রে, রহিল শুধুই,

রহিল তুহারি প্রেমেরি পিয়ান !

তপনের তাপে, সাগর শুকায়,

গহন শুকায় অনল দাপে,

শিশির সম্পাতে নলিনী শুকায়,

এ তনু শুকালো বিরহ তাপে !

তপনের তাপে, সাগর শুকায়,

পোড়ে রে পতঙ্গ প্রদীপ নুখে ;

বিরহ অনলে, পুড়িতে পুড়িতে

দুঃখের জীবন কেনেরে থাকে ?!

তপনের তাপে, সাগর শুকায়

নদ নদী শুষি ; সাগরে টানে ;

আকাশের মেঘ, আকাশে মিশায়,

দুঃখের জীবন মিশে না কেনে ?!

দুঃখের যামিনী, দুঃখেতে পোহায়

দুঃখের দিন রে আবার আসে ;

কান্দিতে কান্দিতে সেহ দিন যায়,

অশ্রু-নীরে পুনঃ রজনী ভাসে

মুহঃ ক্রণ পল নাহিরে বিরাম,

পাগল পরাণ, তুহারি তরে ;

তুহারি লাগিরে যায় ত জীবন

তুহা লাগি ছু নয়ান ঝোরে !

প্রাণ রে ! কি যাদু ক'রেছ তুমি মোরে ?!

পাখিব প্রেমের অসারতা উপলব্ধি পূর্বক  
ভাতি দেবীর ঈশ্বরশক্তি এবং  
পাপের জন্য পরিতাপ ।

( সঙ্গীত । )

আমি কোন্ মুখে যাব নাথ ! আর, তোমার দ্বারে ? (২)  
পাপে বদন মলিন আমার, শির নত লাজের ভারে !

আমি কি লয়ে যাইব নাথ ! আর, তোমার দ্বারে ?  
মহা ব্যভিচারী আমি, হ'য়েছি কুপথ গামী, (২)

এ সংসার উপপতি, পীরিতে ভ'জেছি তারে ;  
তুমি প্রাণ ! বিশ্বপতি, তোমাতে নাহিক রতি.

পর পতি প্রতি মতি, না ডরি তোমার ডারে ?  
আমি কোন্ মুখে যাব নাথ ! আজ্ তোমার দ্বারে

নাই ভক্তি আনুরক্তি, নাই পদ-সেবা-শক্তি,  
কিসে পাপ হবে মুক্তি, সে ভঁসাঁ বা করি কারে ?

আমি কোন্ মুখে চাব ক্ষমা, তোমার দ্বারে !!!  
পাপে বদন মলিন আমার, শির নত লাজের ভারে !

ভাতি দেবীর ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ ।

১

আমি কলঙ্কিণী রাই, জগতে নাহিক ঠাই  
কোথা গেলে হবে মোর, দুর্গতি মোচন :

পাপে, তনু জর জর, সকলি হ'য়েছে পর  
 কে আর ভাবিবে ভবে, বলিয়ে আপন ?  
 দুর্ব্বুদ্ধি দুৰ্ম্মতি বশে, মজিলাম নিজ দোষে  
 কোন্ মুখে লব আর, বিশ্বির শরণ ?  
 ডাকিতে আতঙ্কে মরি, নিজ পাপ নিজে স্মরি  
 হইতেছে দেহ মন, সদা বিকম্পন !!  
 কিন্তু হেন দুঃসময়, তারে না ডাকিলে নয়,  
 সে বিহীন কে করে আর, দুর্গতি হরণ ?  
 ভাব আরে মন পাখি ! ভবের সম্বন্ধ ফাকি  
 ভাই বন্ধু পরিজন, কেউ নহে আপন !!

২

হে নাথ, বিশ্বের পতি ! তুমি অগতির গতি (২)  
 তুমি পতিতের বন্ধু, তুমি প্রিয় ধন ।  
 তুমি ধাতা তুমি পাতা, তুমি দুর্ব্বলের নেতা  
 তুমি যে প্রাণের প্রাণ, তুমি সে আপন ।  
 তুমি স্থির তুমি সত্য, তুমি ধ্রুব তুমি নিত্য  
 তুমি সঙ্গতীর সাথী আজন্ম মরণ ;  
 হে নাথ, বিশ্বের পতি ! তুমি অগতির গতি,  
 তুমি পতিতের বন্ধু ! তুমি প্রিয় ধন ।  
 ছাড়িনু সকল আশা, তব পদে ভালবাসা  
 তোমাতে এ আত্মা প্রাণ, করিনু অর্পণ ।  
 বাহা ইচ্ছা কর তাই, কিরাবার সাধ্য নাই ;  
 থাকুক ও পদে এই মূর্তি অনুরাগ !  
 হে নাথ বিশ্বের পতি, তুমি অগতির গতি  
 তুমি পতিতের বন্ধু, তুমি প্রিয় ধন !

# তাতার রাজ আছাদ্ জেগেরের উদাস্ত ভাবের সূচনা । ( বিবেক সঙ্গীত । )

মালশী

দিন্ তো গেল !!!— ও দিন্ গেল গেল !!  
 দিন্ তো গেল !!! সন্ধা হয়ে এ'লো ঘোর ;  
 দিন্ তো গেল !!  
 ( তুই ) চেয়ে দেখলিনারে পামিড় মন !  
 কি নিশায় হ'য়ে রলি ভোর !! দিন্ তো গেল !!  
 বাগিনী হয়ে এলো ঘোর !!  
 চেয়ে দেখরে বেলা গত, স্তম্ভ-সূর্য্য অন্তগত,  
 ফুরাইল জন্মের মত, ভবের আশা যত তোর ; (২)  
 দিন্ তো গেল !! সন্ধা হয়ে এলো ঘোর !!  
 ফুরাইল আশা বাসা, অসার হ'ল ভবে আসা,  
 কি কল্যানে কর্ম নাশা ! অসার আশে,  
 ভস্ম তোর ;—  
 ও তুই দিন্ থাকিতে, কল্য নায়ে,  
 সকল ভস্ম হ'লো ওর !!  
 দিন্ তো গেল ! সন্ধা হয়ে এ'লো ঘোর !!!—  
 দিন্ তো গেল !! ও দিন্ গেল, গেল !!  
 দিন্ তো গেল !! বাগিনী হয়ে এ'ল ঘোর !!!—

## ভাবিতে ২ সাংসারীক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার আলোচনা ।

—::—

বিভোল ভাবের ভুলে, ছিনু মুহুমান,  
আচম্বিতে চেয়ে দেখি, বেলা অবসান !  
ভেবেছিনু জীবনের দীর্ঘ দিবা, যাম,  
এত শীঘ্র যাবে কেবা, জানে পরিণাম ?!  
নাই এবে মধ্যাহ্নের সে খরতা নাই,  
তখনে এখনে মরি ! সুপ্রভেদ পাই !  
তখনের সে উগ্রতা, এখন রে কৈ ?  
প'ড়েছে তো কি জানি কি, আবছায়া ঐ !  
প'ড়েছে তো কি জানি কি, বিষাদের ছায়া,  
কি যেন কি অবসাদে, মাথা বিশ্ব-কায়া !  
শিথিল হয়েছে যেন, বিশ্ব চরাচর !!  
কেনরে উৎসাহ হিন, কেন এ অন্তর ?  
নাই এবে মধ্যাহ্নের সে প্রথর কর,  
তখনে এখনে মরি ! বিভেদ বিস্তর ।  
হায় ! এবে গেল কোথা, সে প্রবল আশা ?  
ঢাকিয়াছে দশ দিশ নৈরাশ্য, হতাশা ।  
ঘেরিতেছে ক্রমে ঘোর গাঢ় অন্ধকার,  
সংকীর্ণ হয়েরে গিছে, শূন্য চারিধার ;

সঙ্কোচ হইয়ে মরি ! শুষ্ক হৃদি, প্রাণ,  
 কি জানি কি ক্ষুদ্র হয়ে গিছে চিত্ত থান ।  
 কি যেন কি জড় যড় অবসাদ-ভার,  
 ভেসে যেন গিছে মরি, হৃদয়ের হাড় !  
 ভেসে যেন গিছে মন, দূর দেশে চাল,  
 কি যেন কি বাড়ে গিছে, অন্তরাত্মা দলি !  
 কি যেন কি প্রলয়ে হইয়ে তোল পার,  
 অন্তর হইয়ে গিছে, বিরাগ উজ্জার !

ছিড়ি গিছে একে একে, আশা দৃঢ় ডুরি  
 ভাঙ্গিয়াছে কাম্পনার, সুবিচিত্র পুরী ।  
 মনোহর নাটশালা ; হৃদি সুউদ্যান  
 নৈরাশ্য তুফানে হারে, ভেসে খান খান !  
 কবিতা-কানন ঐ, এবিধ শুষ্ক হায় !  
 রস-কুপ-পরিমল, মরিরে কোথায় ?  
 ফুরায়েছে রঙ্গ, রস, ফুরায়েছে রাগ,  
 শুকায়েছে পুড়ি পুড়ি, সাধের সে বাগ !  
 শুকায়েছে তর তাজা, হাব, ভাব-ফুল  
 উড়ে গিছে বুলবুল সে, স্পৃহা-অলিকুল ।  
 উড়ে গিছে বাসনার, মরালের ঝাক,  
 বিবেক-বিহীন, ডাকে বিদায়ের ডাক ।

ছুটিয়াছে নীর পানে, ত্রস্ত ধাওয়া ধাই,  
সঙ্গী সাথী যত দেখি, সঙ্গে কেহ নাই !! \*

সঙ্গী সাথী চেয়ে দেখি, সব্ এবে হারা,  
যারা ছিল দল বল. কোথা গেল তারা ?  
একে একে গেল চলি যার যেই দেশ,  
আমি একা র'নু পড়ি, আমি একা শেষ !!  
একে একে গেল তরি, ভব-নদী-পার ;  
না দেখি তরণ-তরা, কি হবে আমার ?  
কি হবে আমার গতি ! ভে'বে নাই শেষ,  
একা আমি র'নু পড়ি, একা দূর দেশ ।  
একে দূর দূরান্তর, তাহে দূর পথ,  
স্বপথ ভুলিয়ে আরো, আইনু বিপথ !  
কি করিনু গৃঢ় আমি, হয়ে হারা-দিশ,  
কেমনে পাইব ঠিক, পথের উদ্দেশ ।  
কে দেখাকে পছা মোরে, কে চিনাবে হায় ?  
হৃদীন হুর্ব্যোগে কেবা, তরিনে আন্মায় ।  
আসিবে দুর্জয় নিশা, ঘোর অন্ধকার,  
ঘোর অমানিশা-যোগ, ভীষণ আকার ।

---

\* প্রিয়তম পাঠক পাঠিকা ও প্রীতি পুরায়ণ বন্ধুগণ ! অনুগ্রহ  
পূর্বক লিখকের বর্তমান অবস্থার প্রতি সুবিবেচনা করতঃ তাহার  
জীবনে বাহ্য কিছু করিয়া যাইতেছে, তদসমুদায় জনসমাজে প্রকা-  
শের নিমিত্ত বিশেষ রূপা বিতরণ করিবেন, এই ভিক্ষা প্রার্থনা ।

তখনে এ রবি-কর, কোথা রবে আর ?  
 কোথা রবে দিবসের, পুলক বাহার ?  
 ঘোরাল তোমারে দিক্, হবে দিশে হারা,  
 কৈবা চন্দ্রমা ভাতি, কৈ দৃষ্ট তারা ?  
 গ্রহ, চন্দ্র, তারা কিছু, দেখা নাহি যাবে.  
 দুঃস্থ আঁধারে বিশ্ব, সর্ব গ্রাস হবে ।  
 হবেরে বিভিন্ন মূর্তি, বিভিন্ন আকার,  
 ভিন্ন সে হইবে ভাব, কএ স্র ধরার ।  
 সেই সে সময় এক, হবে ভিন্নতন,  
 এখনে এ কিছুই, না রবে তখন ।  
 এখনে এ সকল, হবে সন্তস্তর  
 তখনে এখনে হবে, বিভিন্ন বিস্তর !!  
 তখনে এ রবি-কর, কোথা রবে আর ?  
 কোথা রবে দিবসের, পুলক বাহার ?  
 ফুরাইবে রঙ্গ রস, ফুরাইবে আশা,  
 মূহুর্তে ঘটিবে এক, আজীব তাগাসা !  
 মূহুর্তে ঘুচিবে বত, গর্ব অহঙ্কার,  
 ধন জন বল বুদ্ধি, না রহিবে আর ।  
 না রবে, না রহিতেছে, না রয়েছে কিছু,  
 সকলি হইবে শেষ, আগে আর পিছু ।  
 সবারে যাইতে হবে, না যাবে এড়ান,  
 মরণ, মরণ শেগ্রে ! মরণি নিদান !!

মরণ মরণ শেষ, শেষেতে মরণ,  
 মৃত্যু করে সর্ব সাধ, বাসনা পূরণ !  
 সকল বাসনা, লিপ্সা, উদ্যম, উন্নতি,  
 ভোগ, সুখ, যশঃ আর, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ।  
 মরণে সকলি শেষ, শেষ একবারে,  
 ধরার উন্নতি খ্যাতি, ধরা দেয় কারে ?  
 হলেও ব্রহ্মাণ্ড-পতি, কিবা লভ্য তার,  
 শেষে যদি ছেড়ে যেতে, হবেরে সংসার ।  
 হলেও অপার স্তম্ভ, ধন অধিকারী,  
 শেষে যদি মৃত্যু তবে, কিবা লভ্য তারি ।  
 কিবা লাভ ত্রিভুবন, করিলে বিজয়,  
 মৃত্যু পরে কণা মাত্র, ভুগ্য যদি নয় ।  
 মৃত্যু পরে দেহ যদি, থাকে, ভস্মে মিশে,  
 রত্ন-সিংহাসন তার, কাজে আসে কিসে ?  
 ভোগ, ভাগ্য যত কিছু, জীবিতের তরে,  
 ধরার ধনেতে বল, মৃতের কি করে ?  
 থাকুক ব্রহ্মাণ্ড কিবা, হউক বিলোপ,  
 যে মরে তাহার তাথে, কিবা হর্ষ, ক্রোধ ।  
 লক্ষ বর্ষ জীয়ে থাকা, কি লভ্য কারণ,  
 এক দিন হবে যদি, অবশ্য মরণ ?  
 নিশ্চয় মরণ যদি, না যাবে এড়ান,  
 মরণ মরণের ভাগ্য, মরণি নিদান !!

অনিত্য সংসার মায়া, অনিত্য ভুবন,  
নিশ্চয় মরণ যদি. নিশ্চয় মরণ ।

কিছার মনুষ্য প্রাণী, কিছার জীবন,  
কেবলি মোহের ধাক্কা, যেন রে স্বপন ।  
সংসার স্বপ্নের খেলা, মায়া ধন্ধকার,  
সকলই ধ্বংশশীল. অনিত্য ইহার ।  
এই যে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব, গ্রহ সূর্য্য তারা,  
এক দিন্ না এক দিন্, হবে গতি হারা ।  
একদিন না একদিন, ধ্বংশ হবে শেষ,  
‘আমিত্ব, অহম্ ভাব,’ না রহিবে লেশ ।  
এই যে ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব, গ্রহ, সূর্য্য, তারা,  
এক দিন্ না একদিন্, হবে গতি হারা ।  
না রবে, না রহিতেছে, না রয়েছে কিছু,  
সকলেরি আছে শেষ, আগে আর পিছু ।  
সবারে যাইতে হবে, না যাবে এড়ান,  
মরণ ! মরণ শেষ ! মরণি নিদান ।

---

## সৃষ্টিৰ্ অসারতা চিন্তা ।

( লঘু ভূঙ্গ প্রয়াত ছন্দ ) \*

না আধাৱ, না ঘোড়াল, না আলোক ভাতি,

না দিবা, না রাত্ৰি না, সন্ধা না ভোয়াতি ।

না চন্দ্র না ভানু, না গ্রহ, না দ্যুতি,

না বৎসর অয়ন, ন পক্ষান্ত তিথি ।

ন শূন্য ন অধঃ ন, আকাশ বোম,

ন বিশ্ব, ন ব্রহ্মাণ্ড, ন সৌর সৌম ।

কিছু না কিছুই রহিবে ভবে ;

একাহি নাম সে একহি রবে !!

ন অনল ন অনিল, ন সলিল শৈত্য

ন শীত ন গ্রীষ্ম ন, গতি ন গত্যা

ন স্থির ন চঞ্চল, ন যুত্ব ধীর

ন লঘু ন ঘণ, ন গহন গভীর ;

কিছু না কিছুই ধারণা হবে

একাহি নাম সে একহি রবে ।

\* ইহার প্রত্যেকটি শব্দই অতিশয় গুরু গম্ভীর ও দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হইবেক ; তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় শব্দ অপেক্ষা দ্বিতীয় শব্দ দ্বিগুণ দীর্ঘ গুরু এবং চতুর্থ অর্থাৎ সর্ব শেষ শব্দ গুলি, চতুগুণ গুরু দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া ধীর গম্ভীর ভাবে পাঠ করিতে হইবেক । নতুবা লালিত্য বোধ, গাঙ্গীৰ্য্য বোধ, এবং প্রকৃত ভাব বোধ কিছুই পরিষ্কৃত রূপে হইবেক না ।

ন হেমন্ত বসন্ত, নিদাঘ বর্ষ।  
 ন কালিমা কুব্ধটি, শরত ফর্ষা ।  
 দিক্ না দিগন্ত, ন শূন্য ঘোর,  
 স্বর্গ ন, মর্ত্ত ন, ন নৈরেকার,  
 কিচ্ছুনা কিচ্ছুই, ধারণা হবে,  
 একাহি নাম সে, একাহি রবে !

না কবি, না কবিত্ব, না কল্পনা কাব্য,  
 না রূপ না রস, না ভাব না ভাব্য,  
 না গীত, না গাথা না গাথক, কথ্য  
 না প্রেম, না প্রেমো না রতি না রত্য ;  
 না নট, না নাট, না নর্ত্তক, নৃত্য,  
 না গায়ক, বাদক, বাদ্য না বৃত্য ;  
 গুণ না, জ্ঞান না, গুণী না জ্ঞানী  
 কল না কৌশল, না কৌশলী পাণী ।  
 না গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য, বেদ  
 না স্মৃতি না পুরাণ, না দর্শন-ভেদ,  
 না পণ্ডিত, পাণ্ডিত, বাগ্মীতা, বক্তা  
 না পাঠ্য না পাঠক, লিখক, ব্যাক্তা ;  
 কিচ্ছুনা কিচ্ছুই রহিবে ভবে  
 • একাহি নাম সে, একাহি রবে !

না রাজা না রাজ্য, না মন্ত্রী না পাট  
 প্রজা না প্রাণী না, সৈন্য না ঠাট,  
 না দায়, না দরবার, না খাস, আম  
 না গর্ব্ব না, দত্ত না, ধমক ধাম ।

না বীর না বীরত্ব, না ক্ষুৰ্তি না তেজঃ  
 না জিত, না জেতা, না হারি না লাজ ।  
 না ছোট না বড় না, ধনী না মানী,  
 না সত্রাট, সাম্রাজ্যী, রাজা না রাণী ।  
 রবে না রবে না, কিচ্ছুই ভবে,  
 একহি নাম সে, একহি রবে ।  
 কোথা রে রহিবে, এ ধুম ধাম ?  
 কেবলি রবে সে, একহি নাম ।

না হর্ষ, না পুলক, না বিষাদ ক্ষোভ,  
 না ইর্শা, না ঘেস, না হিংসা না লোভ ।  
 না মিল না মিশ না, শাস্তি না ধৈর্য্য,  
 না প্রীতি না প্রণয়, গান্ধীৰ্য্য স্হৈৰ্য্য ।  
 না বিরক্তি, উদ্ভক্তি, ক্রোধ না পীড়া,  
 না আরাম চইন, না লজ্জা না ত্রীড়া ।  
 না হাস্য না রোদনা, করুণা শোক,  
 না কৰ্ম্ম না যাতনা, না পীড়না, ছুঃখ ।  
 না ঘাত, না ঘাতক, না অভ্যাচারী,  
 না জালেম জুলুম, দস্যু, অপহারী ।  
 যাবে রে সকলি. সবা যাইতে হবে,  
 কিচ্ছুনা কিচ্ছুই, রহিবে ভবে ।  
 ঘুচিবে “আমিহ” “অহম” “হাম”  
 একহি রহিবে, একহি নাম ।

একহি নাম সে একহি রবে !  
 ভবের এ সব কোথারে যাবে ?!

কোথায় যাইবে, এ টাকা কড়ি,  
কোথা বা রবে, এ সাধের পুণা ?  
এ ধন, এ জন কি কাজে আবে ?  
নিদানে এ সবে কি ধরা দিবে ?  
ধরার সকলি ধরাতে রবে  
একেলা এ প্রাণ, একই যাবে ।  
না সঙ্গী, না সাথী, না দারা না পুত্র,  
আত্মীয় স্বজন রহিবে কুত্র ?  
না রবে,—রবে না ! এ ধুম ধাম,  
একহি ভরসা, একহি নাম ।

জন্মিলে মরণ, খণ্ডাবে কে ?

ধরাতে অমর, কোন্‌জন সে ??  
অনিত্য অসত্য এভব দেশ  
“মরণ” “মরণ” “মরণ” শেষ ।  
জন্মিছে মরিছে, মরিবে আর  
বিরাট শ্মশান- এ বিশ্ব পাথার !  
বিরাট শ্মশান ত্রক্ষাণ্ড দেশ  
প্রকৃত প্রকৃতি মরণ শেষ ।

জন্মিলে মরণ খণ্ডাবে কে ?

ধরাতে অমর কোন্‌জন সে ??  
• আজি বা কালি বা যুগান্ত গতে,  
• যাইবে সকলি মরণ পথে ।  
আদম, ইদেন, ইভা সে কৈ ?  
গেলা উজ্জ, তারানুহ. পথেতে ঐ

অইত পথেতে, রাবণ, রাম  
 কোথা কৃষ্ণ জিহ্মু কোথা পাণ্ডব গ্রাম ?  
 কেহনা রহিল এভব দেশ,  
 মরণ মরণ মরণি শেষ ।

জন্মিলে মরণ গণ্ডাবে কে ?  
 ধরাতে অমর কোন্ জন সে ??  
 অনিত্য অসত্য সংসার ছার,  
 ছুনিয়া কবে বা হয়েছে কার ?  
 কিসের ছুনিয়া, সংসার বাড়ী,  
 কোন্ বা আশাতে আশার ধারী ?  
 কিছুনা কিছুনা, সংসার ছার !  
 ছুনিয়া কবে বা, হয়েছে কার ??  
 উঠরে পথিক, বান্ধরে গাঠরী,  
 ভাঙ্গিল হাটরে, চলরে হাটুরা !  
 চলরে পথিক, কররে বেশ,  
 মরণ মরণ মরণ শেষ ।

তাতার রাজের বৈরাগ্য অবলম্বন এবং  
 আত্ম সম্বোধনে বিবেক  
 সঙ্গীত ।

বল হে ! কি দশা হবে রে তোমার !!  
 অজ্ঞান তিগিরে, হয়ে জ্ঞান হত,  
 দুরিতেছ জীব ! বদ্ধ গীন মত ;

জলে স্থিত তবু, পিপাসা পীড়িত,

জলে না জুড়ায় সন্তাপ-ভার !

বিষয় আবেশে, বশ অবিরত,

অবিরত ভোগ ভুঞ্জিছ বা কত,

তথাপি নহেতো! লালসা বিগত,

ক্রমাগত বিষ বর্দ্ধিত আর !!——

ভোগ ভাগ্য ভাগে রত তুমি যত,

কুবাসনা-বিষে জর্জরিত তত,

পাপ-আশী-বিষে দংশে অবিরত,

বিষয় বিষের এমনি বিকার !!

জলে থাকি মীন, জ্বলে যে প্রকার,

বিষয়-সবিষে তুমি সে প্রকার,

কার্ লাগি খাটি ভূতের বেগার,

সোণার জীবন করিছ ছার !!

হায়রে, ও জীব ! হায়রে, ও মন !

হেলাতে হারিয়ে সত্য সার ধন,

অনিত্য অসত্যে, এমনি মগন !

বিভ্রমে বাড়ালি পাপের ভার !!——

বল হে কি দশা, হবেরে তোমার ?!——

ছাড়ি সত্য তত্ত্ব, অনিত্যে প্রমত্ত,

অনিত্য প্রেমেতে হলিরে উন্মত্ত,

দুর্বিষসহ দুঃখ, তবু নিত্য নিত্য,

সহরে অসহ সন্তাপ অপার !

বলহে কি দশা হবেরে তোমার !!

## তাতার রাজের ঈশ্বর আরাধনার আশঙ্কি ; সঙ্গীত ।

পাপ রসনা ! নাম জপে কেনে রস না ?

রস হবে না ! হবে না !! সেই

নাম দয়াল বিনে ।

পাপ রসনা ! নাম জপে কেনে রসনা ?

জপ রে ! জপ রে !! জপ সে

নাম ঘনে ঘনে !

যে নাম শুন্লে পরে, পাষণ গলে,

গিরি গলে, নামের গুণে ।——

সে নাম সুধা গন্ধ, অমিয়-মকরন্দ ;

মন ভুঙ্গরে ! পান কর প্রেমে হরে অন্ধ,

গতি নাই আর সে নাম বিনে !

প্রেমিক প্রেমিকা, এবং তাতার রাজ ও তাতারের যুবরাজগণ ;

অধিকন্তু মিশরের পুত্রহারা সাম্রাজ্যী এবং অন্যান্য

সাধক সাধিকা সকলে এক তপঃবনে সন্মিলিত

হইলে তাঁহাদের সমস্তের পরিত্রাণ জন্য

অরুণ দেব ঈশ্বর সমীপে বিশেষ

করুণ প্রার্থনা করেন । \*

## ভজন সঙ্গীত ।

নাথ !

আমি পাপীজন, ছরস্তু দুর্জজন,

ছুদ্দিন দুর্ঘ্যোগে, দেখনা ফিরে ?

তরি বার বার, করি সিদ্ধু পার,

তাই কি এবার ডুবাবে নীরে ।

কতনা মরণ, করি নিবারণ, কতনা  
কল্যাণ করিছ সাধন ; কতনা যতন  
করি অনুক্ষণ, স্নেহ হস্ত তব বুলাও শিরে ।  
পেয়ে সেহ দান, সদা এ পরাণ,  
আশাতে রয়েছে ভরসা কৈরে,  
তুমি বিদ্র হর, জানি নিরন্তর  
অন্তরে রয়েছে সে ভাব ধৈরে !  
তুমি দয়ালু নিধান, কর পরিত্রাণ.  
পাতকী পরাণ উঠুক ধীরে !!

## নব বৃন্দাবন ।

( সকলের প্রেম সন্মিলন )

আনন্দ সঙ্গীত ।

বাজিছে মধুর মোহন মুরলী, বাজিছে মধুর তানে !  
(তোরা) কে যাবে কে যাবে ?? এ'সোহে ! এ'সোহে !!  
এ নব বৃন্দাবনে ?

হেথা হাসিছে চন্দ্রমা, ভাসিছে অমিয়া, ক্ষরিছে  
ঝরিছে, পড়িছে মধু ।

হেথা ফুটিছে কমলা, ছুটিছে ভ্রমরা, ডাকিছে  
অইনা পরাণ বঁধু !!

ডাকিছে অইনা মোহন মুরলী, ডাকিছে  
মধুর মধুর তানে !

কে যাবে ? এ'সোহে পরাণ জুড়াতে  
মাতিতে প্রমত্ত প্রেমের গানে ।

মাতিহে প্রমত্তে, মাতিহে সে তছে, মাতিরে ও সত্যে,  
 অখ্যা সংসার ছাড়ি ।  
 এ'মো হে ! এ'মোহে ! কে নিল ? কে নিল ??  
 বাশরী স্তম্ভরে পরাণ কাড়ি !

### ( বিভূ গুণ গান । )

গাও রে বিভূ-গুণানু গান, তরুণ অরুণ-ভাতি !  
 চন্দ্র, তারা, গ্রহ, জ্যোতিষ্ক, রবি !!  
 গাও রে গাও জলদ, বিদ্বাতি ! নিখিল ভুবন বাসী সবি !!  
 গাও রে বিহঙ্গ ! কাননে কাননে, কুসুম ! গাও হে  
 বন বিথারি ;  
 গাওরে ভ্রমরা ! গুণন গুঞ্জনে, গুণ রাজি তাঁহারি !!  
 অবিল বিশ্বের অধীপ তিনি, মরি কি মহিমা বলিহারি !!  
 তিনি অখিলের পতি, অস্তিমের সাথ, অগাতর গতি  
 ভব-ভীতি বারি ।

গাও গাও গাও, মনো প্রাণে গাও,  
 গাওরে মহিমা তাঁহারি !

১৩০৭ বঙ্গাব্দ— ১৫ই আষাঢ়— ১৩১৭ হিজরী, ১লা  
 রবিঅল্ আউয়াল— ১৯০০ খঃ অ— ২৯শে জুন, শুক্রবার  
 প্রথম খণ্ড উদাসীর মুদ্রাক্ষণ সমাপ্ত ।







